সিরাতের প্রচলিত ভুল

মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-আওশান
অনুবাদ : আব্দুল্লাহ আল মাসূম

ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية

সিরাতের প্রচলিত ভুল

মূল : মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-আওশান

অনুবাদ : আব্দুল্লাহ আল মাসূম

লেখকের ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা দয়াময় আল্লাহর জন্য এবং সালাম পেশ করছি নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি।

আলোচ্য গ্রন্থটি প্রিয় নবীজিকে নিয়েই লেখা, যাঁর প্রতি কিছুক্ষণ আগে সালাম পেশ করলাম। আমার এ গ্রন্থটি নবীজির পূর্ণ জীবনীগ্রন্থ নয়। তাঁর জীবনীতে যেসব ঘটনা বা কাহিনি দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্য থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ঘটনার সনদ বিশ্লেষণসহ এ গ্রন্থে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এ জাতীয় দুর্বল কাহিনির সংখ্যা আরও অনেক রয়েছে, আমি এর কিছু এখানে উল্লেখ করেছি।

নবীজির জীবনী ও সিরাত সম্পর্কে এ পর্যন্ত যত গ্রন্থ রচিত হয়েছে, প্রায় সব গ্রন্থেই কম-বেশি দুর্বল ও ভিত্তিহীন কাহিনি বর্ণনাধারায় স্থান পেয়েছে। অতএব, আমি নবীজির পবিত্র সিরাত ও জীবনী থেকে এসব ভিত্তিহীন ও বানোয়াট গল্পকে ছেঁটে পরিষ্কার করার ইচ্ছা করেছি মাত্র। যেমন হাদিসশাস্ত্রের পণ্ডিতগণ অবিরাম গবেষণা ও সাধনার মাধ্যমে সহিহ হাদিসকে নিখুঁত করার লক্ষ্যে জয়িফ হাদিসকে চিহ্নিত করেছেন এবং এর জন্য বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন।

এ প্রসঙ্গে ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক-এর বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, 'সহিহ হাদিসে যা বর্ণিত হয়েছে, এগুলোই জয়িফ হাদিস থেকে অমুখাপেক্ষী করে দেয়।'

পড়াশোনা ও গবেষণার ক্ষেত্রে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, কোনো গল্প বা কাহিনি জনগণের মধ্যে প্রচলিত হয়ে গেলেই তা সঠিক হওয়ার নিশ্চয়তা রাখে না। এমনকি বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থে এ জাতীয় কাহিনি বর্ণিত হলেও এমন মনে করার অবকাশ নেই। কারণ প্রসিদ্ধি এবং বিশুদ্ধতা একই বিষয় নয়; বরং দুটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। আবার এ কথাও মনে রাখা আবশ্যক, আমাদের ইহজগতের প্রণীত নীতিমালার আলোকে কোনো ঘটনা কিংবা বক্তব্য প্রমাণিত না হলে অথবা তা সহিহ বর্ণনায় পাওয়া না গেলে বাস্তবে তা ভিত্তিহীন নাও

সিরাতের প্রচলিত ভুল

গ্রন্থস্বত্ব ও প্রকাশক : নবপ্রকাশ

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৪২৮, ফেব্রুয়ারি ২০২২

দোকান ২৭, ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

প্রচ্ছদ : কারুকাজ

মুদ্রণ : একুশে প্রিন্টার্স

শিংটোলা, সূত্রাপুর, ঢাকা ১২০৪

মূল্য : ২৬০ টাকা

SIRATER PROCHOLITO BHUL

Translated by Abdullah Al Masum

Published in Bangladesh by Noboprokash

Shop 27, Islami Tower, 11/1 Banglabazar

Dhaka 1100, Bangladesh

Phone: 01974 888441, 01913 508743

Price: Taka 260 only

ISBN: 978-984-94915-8-3

noboprokash.com | noboprokash@gmail.com | fb/noboprokash

e-store: rokomari.com/noboprokash

আহাদিসি মানারিস সাবিল, *সিরাতুন নববিয়াহ সহিহাহ* এবং *সিরাতে জাহবিয়া* উল্লেখযোগ্য।

আমি উপরিউক্ত পণ্ডিতদের রচিত গ্রন্থ এবং যাবতীয় তথ্য-উপাত্তকে সামনে রেখে নবীজির জীবনীর নামে প্রচলিত কিছু কাহিনির মান ও সনদ বিশ্লেষণ করেছি, যাতে নবীজির জীবনী এসব ভিত্তিহীন বর্ণনা থেকে নিখুঁত অবস্থায় সবার মধ্যে উপস্থাপিত হতে পারে এবং প্রচলিত সেসব কাহিনির বিপরীতে এমন বর্ণনা আনতে চেষ্টা করেছি, যেটা ওই প্রচলিত কাহিনি থেকে অমুখাপেক্ষী করে দেবে। তা ছাড়া আমার উল্লেখ করা প্রতিটি বর্ণনা সনদ যাচাইয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার পরেই আমি এনেছি। আমার এ সংকল্পই এখন আপনাদের সামনে গ্রন্থাকারে পরিবেশিত।

সমস্ত প্রশংসা শুধু তাঁর জন্যই, যাঁর অনুগ্রহে পুণ্য পূর্ণতায় উপনীত হয়।

—মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-আওশান
রিয়াদ, সৌদি আরব

হতে পারে। অর্থাৎ এমনও হওয়া অসম্ভব কিছু নয়, সহিহ বর্ণনায় একটি ঘটনা সাব্যস্ত না হওয়া সত্ত্বেও ইতিহাসে তা সংঘটিত হয়ে থাকতে পারে। শুধু পার্থক্য এতটুকু, আমরা ইহজগতে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছি না।

উল্লেখ্য, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক হচ্ছেন নবীজির বর্ণাঢ্য জীবনী ও তাঁর পবিত্র সিরাতের মান্যবর মহান ইমাম। সবার কাছে তিনি সংক্ষেপে ইবনে ইসহাক নামে পরিচিত। হাদিস ও ইতিহাসশাস্ত্রের অধিকাংশ মনীষী এ বিষয়ে তাঁর স্মৃতিশক্তি, বিচক্ষণতা ও বর্ণনার মান যাচাই-বাছাই করেছেন এবং তাঁর সনদ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। এসব মনীষীর মতে, ইবনে ইসহাক যতক্ষণ 'অমুক থেকে অমুক' না বলে নির্দিষ্টভাবে তাঁর শিক্ষকের নাম উল্লেখ করে বর্ণনা করেন, সেসব বর্ণনা অবশ্যই হাসান পর্যায়ভুক্ত। কারণ তিনি কখনো কখনো নিজ শিক্ষকের নাম উল্লেখ না করে কিংবা গোপন রেখে হাদিস বর্ণনা করেছেন। এ ব্যাপারে হাদিসের বরেণ্য মনীষী ইমাম বায়হাকি বলেন, 'ইবনে ইসহাক যেসব বিষয়ে একাই বর্ণনা করেছেন, হাদিসের হাফেজগণ সেসব বর্ণনা সাধারণত এড়িয়ে চলেন।'

ইমাম জাহাবি বলেন, 'হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে ইবনে ইসহাকের সত্যতা সবার কাছে স্বীকৃত। আর মাগাজি (নবীজির যুদ্ধজীবন) বিষয়ে তিনি আরও বেশি শক্তিশালী।'

ইবনে ইসহাক থেকে এ বিষয়ে বর্ণিত অধিকাংশ হাদিস ও ঘটনা সনদ বিশ্লেষণের মাপকাঠিতে তেমন প্রমাণিত না হওয়ায় এগুলো হাদিসশাস্ত্রের পণ্ডিতদের কাছে দুর্বল বলে বিবেচিত। ইমাম জাহাবি তাঁর *তারিখুল ইসলাম* এবং *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা* নামক বিখ্যাত দুই ঐতিহাসিক গ্রন্থে এ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর পরে তাঁরই ছাত্র প্রখ্যাত মুফাসসির ও ঐতিহাসিক হাফেজ ইবনে কাসির তাঁর *বিদায়া ওয়ান নিহায়া* গ্রন্থের সিরাত অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করেন। এ ছাড়া হাদিসের অপর বিখ্যাত পণ্ডিত হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি তাঁর রচিত *সহিহ বুখারির* ব্যাখ্যাগ্রন্থ *ফাতহুল বারি* এবং সাহাবিদের জীবনীগ্রন্থ *আল-ইসাবাহ ফি তাময়িজিস সাহাবাহ*-এর মধ্যে এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

অতঃপর আমাদের সমকালীন যুগে শাইখ নাসিরুদ্দিন আলবানি, ড. আকরাম উমরি, শাইখ মুহাম্মদ রিজিক ইবনে তারহুনি প্রমুখ মনীষী এ বিষয়ে কলম ধরেছেন। তাঁদের রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে *সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহিহাহ, সিলসিলাতুল আহাদিসিজ জয়িফাহ, ইরওয়াউল গালিল ফি তাখরিজি*

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
নবীজির মক্কার জীবন

দ্বিতীয় অধ্যায়
নবীজির মদিনার জীবন

সিরাতের
প্রচলিত
ভুল

প্রথম অধ্যায়
নবীজির মক্কার জীবন

নবীজির জন্মতারিখ

নবীজি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মতারিখ নিয়ে আজও পৃথিবীতে নানা রকমের বক্তব্য শোনা যায়। মুসলিম উম্মাহ এখনো এ বিষয়ে কোনো ঐকমত্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়নি। জন্মসন নিয়ে মোটামুটি একই রকমের বক্তব্য পাওয়া গেলেও দিন বা সময় নিয়ে একাধিক মত রয়েছে। অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও আলেমের মতে, হস্তীবাহিনীর মক্কায় কাবাঘর আক্রমণের বছর নবীজি জন্মলাভ করেন। তবে কারও মতে, হস্তীবাহিনীর আক্রমণের এক মাস পর তিনি জন্মলাভ করেন। আবার কারও মতে, ৪০ দিন এবং কেউ ৫০ দিন পরের কথা উল্লেখ করেন। শাইখ সুহাইলি ও ইবনে কাসির এ মতকে সর্বাধিক সঠিক বলে আখ্যায়িত করেন।

আবার কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন, হস্তীবাহিনীর আক্রমণের ১০ বছর পরে নবীজি জন্মলাভ করেন। কেউ কেউ ২৩ বছর, আবার অনেকে ৩০ বছরের কথাও বলেছেন।

এ প্রসঙ্গে ইমাম জাহবি বলেন, 'আবু আহমাদ হাকিম বর্ণনা করেন, হস্তীবাহিনীর আক্রমণের এক মাস পর নবীজি জন্মলাভ করেছেন এবং অনেকেই এ মত ব্যক্ত করেছেন। আবার কেউ ৪০ দিনের কথাও বলেছেন। আমার মতে, মূলত এখানে শব্দের ভুল হয়েছে। এর ফলে পরবর্তী সময়ে এই ভুলটিই সর্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করে। অর্থাৎ যাঁরা ৩০ অথবা ৪০ বছরের কথা বলেছেন, তাঁরা দিনের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে ভুলক্রমে দিনের জায়গায় বছরের কথা উল্লেখ করেছেন। অন্যথায় সঠিক বক্তব্য হচ্ছে ৩০ অথবা ৪০ দিন।'

এ বিষয়ে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আবু ইসহাক মুত্তালিব ইবনে আবদুল্লাহর সূত্রে তাঁর দাদা কায়েস থেকে বর্ণনা করেন, কায়েস বলেন, 'আমি এবং নবীজি

একই বছর অর্থাৎ হস্তীবাহিনীর আক্রমণের বছর জন্মগ্রহণ করি। মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ যেন দুটি জন্ম।'

ইমাম জাহবি এ সূত্রকে 'হাসান' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

অপর ঐতিহাসিক ইবনে সাদ ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন থেকে তিনি বলেন, হাজ্জাজ ইবনে মুহাম্মদ প্রখ্যাত তাবেয়ি সাঈদ সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা.) সূত্রে বর্ণনা হস্তীবাহিনীর আক্রমণের বছর জন্মলাভ করেন।'

ইমাম জাহবি তাঁর *তারিখুল ইসলাম* গ্রন্থে উপরিউক্ত সহিহ বলে সাব্যস্ত করেছেন।

খলিফা ইবনে খাইয়াত তাঁর ঐতিহাসিক গ্রন্থে এবং ইব *আয-যাদ (যাদুল মায়াদ)* গ্রন্থে ওই মতকে সর্বাধিক গ্রহণ ইবনে কায়্যিম আরও বলেছেন, 'হস্তীবাহিনীর বছরে যে করেছেন, এ বিষয়ে কোনো মতানৈক্য নেই।'

এক বর্ণনায় আয়েশা (রা.) বলেন, 'আমি হস্তীবাহিনীর মক্কার রাস্তায় রাস্তায় মানুষের কাছে খাবার ভিক্ষা চাইতে দে পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল।'

এবার আসা যাক সময় ও মাসের ব্যাপারে। অধিকা আলেম বলেছেন, নবীজি রবিউল আউয়াল মাসে জন্মগ্রহ এক বর্ণনায় রমজান মাসের কথা পাওয়া যায়। ইমাম ই 'রমজানের কথাটি মালেকি মাজহাবের মুহাদ্দিস ইবনে আ ইবনে বাক্কার থেকে বর্ণনা করেছেন। এ মতটি নিতান্ত দুর্ল

রবিউল আউয়ালে নবীজির জন্ম হওয়ার সমর্থনে হা যায়। সাহাবি আবু কাতাদা (রা.) বলেন, নবীজিকে প্রতি ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে তিনি বলেন, 'কারণ জন্মলাভ করেছি এবং এই সোমবারেই আমার ওপর প্রথম

সোমবারের তারিখ উল্লেখ করতে গিয়ে ইবনে কা রবিউল আউয়ালের ২ তারিখে জন্মলাভ করেন। ইব বিখ্যাত জীবনীগ্রন্থ *আল ইসতি'আব ফি মা'রিফাতিল* তারিখের কথা উল্লেখ করেছেন।' অপর ঐতিহাসিক নাজিহ ইবনে আবদুর রহমান মাদানির সূত্রে ২ তারিখের

আবার কোনো ঐতিহাসিক রবিউল আউয়ালের বলেছেন। ইবনে হাজামের সূত্রে হুমাইদি ও মালিক, উ

ইয়াজিদ বিখ্যাত তাবেয়ি জুহরির সূত্রে মুহাম্মদ ইবনে জুবায়ের ইবনে মুতইম থেকে এ রকম বর্ণনা করেন। ইবনে আবদুল বার একাধিক ঐতিহাসিকের বরাতে ৮ তারিখের মতকে সহিহ বলে উল্লেখ করেছেন। তা ছাড়া হাদিসের প্রখ্যাত হাফেজ মুহাম্মদ ইবনে মুসা খাওয়ারিজমি নিশ্চিতভাবে এ মতকে সমর্থন দিয়েছেন এবং হাফেজ আবুল খাত্তাব ইবনে দিহইয়া *আত তানবির ফি মাওলিদিল বাশিরিন নাযির* গ্রন্থে এ মতকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

কারও মতে, রবিউল আউয়ালের ১০ তারিখে নবীজির জন্ম হয়। এ মতটি আবু জাফর বাকেরের সূত্রে ইবনে আসাকির এবং শা'বির সূত্রে মুজালিদ বর্ণনা করেছেন।

আবার কারও মতে, রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখে নবীজির জন্ম হয়। আবু ইসহাক স্পষ্ট ভাষায় ১২ তারিখের কথা ব্যক্ত করেছেন। এ ছাড়া আবু শাইবা তাঁর *মুছান্নাফ গ্রন্থে* আফফানের সূত্রে সাহাবি জাবের ও ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, তাঁরা বলেছেন, নবীজি হস্তীবাহিনীর আক্রমণের বছর রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে জন্মলাভ করেন। এ তারিখেই তাঁর ওপর প্রথম ওহি অবতীর্ণ হয়। এ দিনেই তিনি উর্ধ্বগমন করেন এবং মদিনায় হিজরত করেন। আর এ দিনেই তাঁর ওফাত হয়।

উল্লেখ্য, এই ১২ তারিখের কথাটি সর্বমহলে বেশি প্রসিদ্ধ।

তবে অনেকে ১৭ রবিউল আউয়ালের কথাও বলেছেন। ইবনে দিহইয়া এ মতটি শিয়া সম্প্রদায়ের কারও সূত্রে উল্লেখ করেন। তা ছাড়া ২২ রবিউল আউয়ালের কথা ইবনে হাজমের লেখা থেকে ইবনে দিহইয়া বর্ণনা করেছেন। তবে সে ক্ষেত্রে ইবনে হাজমের সঠিক অবস্থান সেটাই, যেটা তাঁরই সূত্রে হুমাইদি উল্লেখ করেছেন। সেটা হলো ৮ তারিখ। ইবনে কাসির উপরিউক্ত মোট ছয়টি বক্তব্য উল্লেখ করেছেন।

এগুলোর কোনোটিই সহিহ হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত নয়। এ ছাড়া ১২ তারিখের সমর্থনে সাহাবি জাবের ও ইবনে আব্বাস-এর সূত্রে যে হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে, তা সাব্যস্ত হলে উম্মাহর মধ্যে এ বিষয়ে যে দীর্ঘ বিতর্ক চলে আসছে, এক নিমেষেই তার অবসান ঘটত। কিন্তু ওই হাদিসের সনদ দুর্বল হওয়ায় তাও সম্ভব হয়নি। কারণ ইবনে কাসির বলেন, 'এ হাদিসের সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।'

তাই যেহেতু নবীজির জন্মতারিখ গ্রহণযোগ্য কোনো বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণিত হলো না, তাই জ্যোতির্বিদদের বক্তব্য গ্রহণ করে এ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে কোনো অসুবিধা নেই। অবশ্য অনেকে ৯ রবিউল আউয়ালকে নির্দিষ্ট করে তা সাব্যস্ত করতে চেয়েছেন।

শাইখ মুহাম্মদ ইবনে উছাইমিন বলেন, 'আধুনিক বিশ্বে জ্যোতির্বিজ্ঞানীর করা হিসাব ও নবীজির বয়সসীমা পর্যবেক্ষণ কর জন্মতারিখ হয় রবিউল আউয়ালের ৯ তারিখ; ১২ হতে পারে না।'

সোমবারে জন্মলাভ প্রসঙ্গে কেউ নবীজিকে সরাসরি জিজ্ঞেস করে সোমবারে রোজা রাখার ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে। তবু নবীজি তাঁর জন্মদিনের বার উল্লেখ করে বলেছিলেন, 'এই দিনে আমি করি।' অতএব, সোমবারে রোজা রাখার বিশেষত্ব হচ্ছে তিনটি। যথা

প্রথমত, এই দিনে বান্দার আমল আল্লাহ তায়ালার দরবারে হয়; বৃহস্পতিবারেও অনুরূপ করা হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়ত, এই দিনে নবীজি জন্মলাভ করেন।

তৃতীয়ত, এই সোমবারেই তাঁর ওপর প্রথম ওহি অবতীর্ণ হয়; অ নবুওয়াত লাভ করেন।

লক্ষণীয়, নবীজি নিজে কোনো তারিখের কথা উল্লেখ করেন সাহাবিদের কেউই তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেননি। অথচ স হচ্ছেন মানুষের মধ্যে কল্যাণকর বিষয়ে সবচেয়ে আগ্রহী। এতে বো নবীজির জন্মদিনের তারিখ থেকে বিশেষ কোনো বিষয় সাব্যস্ত অন্যথায় তিনি কখনোই তাঁর উম্মতের কাছ থেকে তা গোপন রাখতেন

যারা প্রতিবছর ১২ রবিউল আউয়ালে নবীজির জন্মদিনের নামে উৎসবের আয়োজন করে থাকে, তারা মূলত অজ্ঞতাবশত তাঁর মৃত্যুব এমনটি করে থাকে। কারণ নবীজি ১১ হিজরির ১২ রবিউল ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর তারিখের ব্যাপারে তেমন কোনো মতভে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি এমনটিই উল্লেখ করেছেন।

বাল্যকালে দাদা আবদুল মুত্তালিবের বিছানায় নবীজি বস

ইবনে ইসহাক আব্বাস ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মা'বাদের সূত্রে বর্ণন কুরাইশের মহান নেতা আবদুল মুত্তালিবের জন্য কাবাঘরের পাশে বিছানা বিছানো হতো। যেখানে তাঁর সম্মানে তাঁর সন্তানদের কেউ না। কিন্তু বালক নবীজি কখনো সেই বিছানায় এসে বসতেন। যার তাঁর চাচারা তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে দিতে চাইতেন। ব্যাপার আবদুল মুত্তালিবের নজরে পড়ল। তখন প্রিয় নাতি বালক নবীজির বুলিয়ে তিনি তাঁর চাচাদের বললেন, 'ওকে ছেড়ে দাও। আমার এ হিসাব আলাদা।'

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানির *তাকরিব* গ্রন্থের আলোকে আব্বাস ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মা'বাদ ইবনে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব ষষ্ঠ শতাব্দীর নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকদের একজন। তাই নবীজির সাহাবিদের অন্তর্ভুক্ত না হলেও তিনি স্বীয় গোত্র কিংবা পরিবারের কারও সূত্রে যা কিছু বর্ণনা করেছেন, তা হুবহু সাহাবিদের সূত্রের মতো না হওয়াটাই স্বাভাবিক। এ কারণে তাঁর সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।

ইবনে ইসহাকের সূত্রে তাঁর বর্ণনা বায়হাকি তাঁর *দালায়েল* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

ইবনে সাদ তাঁর *তাবাকাত* গ্রন্থে এ ঘটনা নিজ শাইখ ওয়াকিদির সূত্রে উল্লেখ করেছেন, যার বর্ণনাকে প্রত্যাখ্যাত বলা হয়েছে।

ইমাম জাহবি *তারিখুল ইসলাম* গ্রন্থে সিরাতের বর্ণনায় আবদুল্লাহ ইবনে শাবিবের সূত্রে এ ঘটনা উল্লেখ করার পর বলেন, 'আবদুল্লাহর বর্ণনা দুর্বল।'

ইবনে কাসির এ ঘটনা ইবনে ইসহাকের সূত্রে বর্ণনা করলেও এ ব্যাপারে নীরব থেকেছেন।

নবীজির বাল্যকালে দুর্ভিক্ষ ও বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা

ইবনে সাদ তাঁর *তাবাকাত* গ্রন্থে মাখরামা ইবনে নওফেল জুহরির সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি তাঁর আম্মা রুকাইকা বিনতে আবু সাইফিকে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, আমি কুরাইশের নেতা আবদুল মুত্তালিবের জন্মকালে ছিলাম। দীর্ঘ কয়েক বছর মক্কায় দুর্ভিক্ষ চলছিল, বৃষ্টিও হচ্ছিল না। কুরাইশদের খাদ্যপণ্য ও খেতের ফসল শেষ হয়ে মক্কার ঘরে ঘরে অভাব দেখা দেয়। বাজারেও খাদ্যসংকট দেখা দেয়। ক্ষুধার যন্ত্রণায় নারী ও শিশুরা হাহাকার করছিল।

এরই মাঝে একদিন ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখি, কেউ ডেকে বলছে, 'হে কুরাইশের সন্তানগণ, তোমরা শুনে রাখো! শেষ নবী তোমাদের মাঝেই প্রেরিত হয়েছেন। তিনি তোমাদের জন্য সর্বক্ষেত্রে উন্নতি ও সজীবতা ফিরিয়ে আনবেন। অতএব, তোমরা তোমাদের মধ্যে এমন একজনকে লক্ষ্য করো, যিনি তোমাদের মধ্যে বংশীয় মর্যাদায় সমপর্যায়ের; যিনি সর্বাধিক সম্মানিত ও উজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট হবেন। তিনি যেন তাঁর পরিবারের সকলকে নিয়ে এবং তোমরা তোমাদের গোত্রীয় প্রত্যেক শাখা থেকে একজন করে বেরিয়ে পড়ো। অতঃপর পবিত্রতা অর্জন করে সুগন্ধি লাগিয়ে মক্কার আবু কুবায়েস পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করো। এরপর এই মহান ব্যক্তি তোমাদের জন্য বৃষ্টি চেয়ে

প্রার্থনা করবেন এবং তোমরা "আমিন আমিন" বলবে। তাঁর দোয়ার ফলে তোমরা অবশ্যই পানি লাভ করবে।'

রুকাইকা সকালে স্বপ্নের এ ঘটনা কুরাইশের লোকদের জানালে তারা সবাই তাঁর স্বপ্নের বর্ণনা অনুযায়ী সে ধরনের লোক খুঁজতে লাগল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তারা নিশ্চিত হলো, এমন লোক আমাদের মধ্যে শুধু একজনই আছেন। তিনি হচ্ছেন আবদুল মুত্তালিব। কুরাইশের সবাই আবদুল মুত্তালিবের কাছে সমবেত হয়ে স্বপ্নের কথা খুলে বলল।

এরপর আবদুল মুত্তালিব সবাইকে নিয়ে যথারীতি আবু কুবায়েস পাহাড়ের উদ্দেশে রওনা হলেন। সঙ্গে করে প্রিয় নাতি মুহাম্মদকে নিয়ে চললেন। পাহাড়ের চূড়ায় ওঠে বালক নবীজিকে পাশে বসিয়ে তিনি প্রার্থনা শুরু করলেন, 'হে মালিক! এরা সবাই তোমারই বান্দা ও তাদের সন্তান। এদের সঙ্গে যেসব নারী ও শিশু সমবেত হয়েছে, এরাও তোমার দাসী ও তাদের পরিবার। ও মালিক! তুমি দেখতে পাচ্ছ, আমাদের ওপর কেমন আপদ নেমে এসেছে। আজ কত দিন বৃষ্টি নেই, মাটি ফেটে যাচ্ছে। খাদ্যপণ্য ও শস্য সব নিঃশেষ হয়ে সর্বত্র দুর্ভিক্ষ হানা দিয়েছে। তুমি দয়া করে আমাদের ওপর থেকে এ দুর্ভিক্ষ উঠিয়ে নাও। মাটির উর্বরতা ও জমির সজীবতা আমাদেরকে দান করো।'

দেখা গেল, আবদুল মুত্তালিবের প্রার্থনা শেষ না হতেই প্রবল বর্ষণে মক্কার উপত্যকা প্লাবিত হয়ে যায়। সবার প্রথম নবীজি পানি পান করলেন। এরপর সবাই পানি নিয়ে ঘরে ফিরল। অভাবনীয় এ অবস্থা দেখে রুকাইকা আনন্দে গাইতে শুরু করলেন :

প্রশংসার আধিক্যের ফলে আল্লাহ আমাদের শহরকে প্লাবিত করলেন
অথচ আমরা নির্জীব হয়ে গিয়েছিলাম, অনাবৃষ্টি দীর্ঘদিন ধরে লেগে ছিল,
প্রবল বৃষ্টির পরে তিতির পাখি তার পথ খুঁজে পেল
এতে সমস্ত প্রাণী এবং গাছপালাও সজীব হয়ে উঠল,
মেঘের বরকতময় পানি দ্বারা সকলে সিক্ত হলো
মুদার গোত্রের সুসংবাদদাতা কতই না উত্তম!
বিশ্বস্ত মুহাম্মদের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের অশুভ বিষয় সরিয়ে নিলেন,
সৃষ্টিজগতে তাঁর মতো ন্যায়পরায়ণ আর কেউ নেই।

হিশাম কালবি প্রত্যাখ্যাত। ইমাম বায়হাকি তাঁর *দালায়েল* গ্রন্থে ওই বর্ণনা দুটি সনদে উল্লেখ করেছেন। প্রথম সনদে তাঁদের দুজনের মধ্যে আবদুল আজিজ ইবনে ইমরান রয়েছেন। তিনিও প্রত্যাখ্যাতদের একজন। দ্বিতীয় সনদে জাহার ইবনে হিসন তাঁর দাদা হুমাইদ ইবনে মুনহিব থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম জাহবির ভাষ্যমতে তাঁরা দুজনে অজ্ঞাত।

তবে মূল হাদিস উল্লেখ করার পর আল্লামা হাইসামি বলেন, 'ইমাম তাবারানি এ হাদিস তাঁর *মু'জামুল কাবির* গ্রন্থে যে সূত্রে বর্ণনা করেছেন, সেখানে জাহার ইবনে হিসন রয়েছেন, যাঁকে ইমাম জাহবি অজ্ঞাত বলে উল্লেখ করেছেন।' হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি তাঁর *ইসাবাহ* গ্রন্থে জাহারের জীবনী উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেন, 'ইমাম তাবারানি ও মুসতাগফারি তাঁকে সাহাবিদের মধ্যে গণ্য করেছেন।'

ইমাম জাহবি তাঁর *তারিখুল ইসলাম* গ্রন্থে সিরাতের বর্ণনায় জুলহুমার সূত্রে নবীজির চাচা আবু তালিবের বৃষ্টির জন্য প্রার্থনার ঘটনা উল্লেখ করে লেখেন, জুলহুমা বলেন, 'আমি নামিরার সমতলভূমিতে অবস্থান করছিলাম। হঠাৎ দেখলাম, নজদ অঞ্চলের উঁচু ভূমির দিক থেকে একটি কাফেলা আসছে। কাফেলাটি কাবার নিকটবর্তী হলে তাদের মধ্যে একজন বালককে দেখলাম যে স্বীয় উটের পিঠ থেকে নিজেকে মাটিতে ছুড়ে দিল...।' অতঃপর জুলহুমা আরও বলেন, 'আমি হিজাজের নিম্নাঞ্চলের দিকে দ্রুতগতিতে এগোতে থাকি। এমনকি মসজিদুল হারামের নিকটে এসে পড়ি। এখানে এসে দেখতে পাই, কুরাইশদের একটি কাফেলা পানির জন্য হাহাকার করছে। সেখানে কুরাইশ গোত্রের লোকেরাও উপস্থিত ছিল।

'তাদের কেউ তখন বলছিল, "তোমরা প্রধান দুই দেবতা লাত ও উজ্জার ওপর ভরসা করো।" আরেকজন বলতে লাগল, "তৃতীয় দেবতা মানাতের ওপরও আস্থা রাখো।" এ অবস্থায় সেখানে অভিজাত সুদর্শন ও স্বাস্থ্যবান এক ব্যক্তিকে দেখতে পাই। মনে হচ্ছিল, নেতা পর্যায়ের কেউ হবেন। তিনি বললেন, "তোমাদের মধ্যে পিতা ইবরাহিমের বংশধর ইসমাইলের সন্তান থাকতে কোথায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটছ?" লোকেরা জবাবে বলল, সম্ভবত তুমি আবু তালিবের কথা বলছ! তিনি বললেন, "হ্যাঁ, তাই।"

'এরপর তারা সবাই আবু তালিবের বাড়ির দিকে ছুটল। আমিও তাদের সঙ্গে যোগ দিই। আবু তালিবের বাড়ির সামনে এসে ওই লোকটি বললেন, "হে আবু তালিব! উপত্যকা শুকিয়ে মরু হয়ে যাচ্ছে। মানুষ অভাবে পড়ে কষ্ট পাচ্ছে। বের হও, আমরা তোমাকে সঙ্গে নিয়ে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করব।" আবু তালিব বললেন, "সূর্য হেলে যাওয়ার পর যখন বায়ুপ্রবাহ হতে থাকবে, তখন ধীরে ধীরে তোমারা উন্মুক্ত প্রান্তরে চলতে থাকো।"

'সূর্য কিছুটা হেলে যেতেই আবু তালিব নিজের সঙ্গে এক বালককে নিয়ে বের হলেন। বালকটির শরীর থেকে যেন মেঘাচ্ছন্ন আকাশের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠছিল। তাঁর চারপাশে মুত্তালিব গোত্রের আরও বেশ কয়েকজন বালক ছিল।

আবু তালিব তাঁকে কাবাঘরের দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে দাঁড় করিয়ে দি
বালকটি আঙুল উঁচিয়ে কাবার আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকে এবং অন্য বা
তার অনুকরণ করতে থাকে।

'তখন আকাশে মেঘের সামান্য কোনো খণ্ডও ছিল না। কিছুক্ষণ
চারপাশ থেকে মেঘের টুকরো মক্কার আকাশে ঘনীভূত হতে লাগল।
শব্দে মেঘের গর্জন শুরু হলো। প্রবল বর্ষণ শুরু হওয়ার পর দেখতে
উপত্যকা প্লাবিত হচ্ছে এবং মক্কার খেজুর বাগান ও গাছগাছালি সজী
যেন প্রাণ ফিরে পেল।' আবু তালিব তখন গাইতে লাগলেন :

তাঁর (নবীজির) ইনসাফের পাল্লা জবের পরিমাণও হেলে যায় না
তিনি অনাথ এবং বিধবাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল
তাঁর কারণে হাশেমি বংশ থেকে বিপদাপদ দূর হয়ে যায়
বনু হাকিম তাঁর কারণে অনুগ্রহ এবং নেয়ামতে আবৃত আছে
তিনি নিষ্কলুষ সম্মানিত সরদার, তার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে মেঘ
পানি চাওয়া হয়,
তিনি সত্যকে সূক্ষ্মভাবে ওজন করেন, তাঁর ওজন বিন্দুমাত্র বিপথে
হয় না

পরবর্তী সময়ে আবু তালিবের উপরিউক্ত আবৃত্তির এই লাইনটি লে
প্রসিদ্ধি লাভ করে। বালক নবীজির নবুওয়াত লাভের পর এই
অনুকরণে আবু তালিব আরও দীর্ঘ কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন।

ইবনে কাসির ওই কবিতা উল্লেখ করার পর মুগ্ধ হয়ে এর প্রশংসা

ইমাম বুখারি তাঁর *সহিহ বুখারি* গ্রন্থে 'বৃষ্টি প্রার্থনার নামাজ' অধ্যা
কবিতার প্রসঙ্গ টেনেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি *সহিহ*
ব্যাখ্যাগ্রন্থ *ফাতহুল বারিতে* এই হাদিসের শিরোনামের আলোচনায়
এখানে কবিতার মাধ্যমে প্রিয় নবীজির যে বিশেষ মর্যাদার প্রতি ইঙ্গি
হয়েছে, এ রকম আরও অনেক উদাহরণ তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনে রয়েছে
ইমাম বায়হাকি তাঁর *দালায়েল* গ্রন্থে সাহাবি আনাসের সূত্রে বর্ণনা করে
বেদুইন নবীজির দরবারে এসে নিজের অভাবের কথা এভাবে প্রকাশ
'হে নবী! আপনার কাছেই এসেছি; অথচ আমার না আছে কোনো খচ্
দ্বারা নতুন প্রাণীর জন্ম হয় এবং কোনো সন্তানও নেই, যে আমার
জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করে দেবে।' এরপর বেদুইনটি নবীজিকে উদ্দে
আবৃত্তি করল :

তোমাকে ছাড়া আমাদের পলায়নের কোনো জায়গা নেই;
তা ছাড়া মানুষের আশ্রয়স্থল রাসুলগণ ছাড়া আর কে-ইবা হবে!

বেদুইনের মুখে এ কথা শুনে নবীজি গায়ে চাদর জড়িয়ে মিম্বরে উঠে আল্লাহ তায়ালার দরবারে ফরিয়াদ করলেন, 'হে দয়াময় রব! আপনি আমাদের জন্য পানির ব্যবস্থা করে দিন।'

দোয়া শেষে তিনি বললেন, 'আজ যদি আবু তালিব জীবিত থাকতেন, তাহলে এতক্ষণে তাঁর দুই চোখ শীতল হয়ে যেত। এখানে কে আছে, যে তাঁর বিখ্যাত আবৃত্তি গেয়ে শোনাবে?'

আলি (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আপনি মনে হয় আমার পিতা আবু তালিবের আবৃত্তির পঙ্‌ক্তির কথা বলতে চাচ্ছেন।' অতঃপর তিনি এ কবিতা আবৃত্তি করে নবীজিকে শোনান।

ফিজারের যুদ্ধে নবীজির অংশগ্রহণ

ইবনে ইসহাক বলেন, নবীজি যখন মাত্র ২০ বছরের যুবক, তখন ফিজারের যুদ্ধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। অবশ্য ইবনে হিশাম বর্ণনা করেন, নবীজির ১৪ বা ১৫ বছর বয়সেই এ যুদ্ধ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে রূপ নেয়। কুরাইশ এবং তাদের মিত্র কেনানা গোত্রের সঙ্গে কায়েস আয়লান গোত্রের মধ্যে জাহেলিয়াতের যুগে দীর্ঘদিন যে যুদ্ধ চলে আসছিল, তা-ই ইতিহাসে হারবুল ফিজার বা 'প্রশস্ত গিরিপথের যুদ্ধ' নামে প্রসিদ্ধ।

নবীজি নিজেই এ যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। কারণ তাঁকে তাঁর চাচারা সঙ্গে করে রণাঙ্গনে নিয়ে যেতেন। নবীজি এ যুদ্ধ সম্পর্কে নিজেই পরবর্তী সময়ে বলেছিলেন, 'আমি চাচাদের পক্ষ হয়ে শত্রুবাহিনীর তির-বর্শা নিক্ষেপ প্রতিহত করতাম।'

ইবনে ইসহাক এ ঘটনা সনদ ছাড়া বর্ণনা করলেও ইমাম জাহবি *তারিখুল ইসলাম* গ্রন্থের সিরাত অধ্যায়ে এবং ইবনে কাসির তাঁর বিখ্যাত ঐতিহাসিক *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* গ্রন্থে এর বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। ইবনে সাআদ তাঁর শাইখ ওয়াকিদির সূত্রে এ ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তবে ওয়াকিদির সূত্রে আরও বর্ণিত হয়েছে। নবীজি বলেন, 'আমি এ যুদ্ধে চাচাদের পক্ষে লড়াই করলেও আমার এতে কোনো সম্মতি ছিল না।' তবে ওয়াকিদিকে ঐতিহাসিকেরা প্রত্যাখ্যাত বলে মন্তব্য করেছেন।

তবে বর্তমান সময়ের কিছু ঐতিহাসিক ও হাদিসবিশারদের মতে, এ বর্ণনা সহিহ নয়। তাঁদের মতে, হয়তো-বা এমনও হতে পারে, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নবীজিকে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে নিরাপদে রেখেছিলেন। কারণ ফিজার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ঘোষিত হারাম মাসে।

সুহাইলি বলেন, আল্লাহ তায়ালার বিধানে ঘোষিত হারাম মাসে যুদ্ধবিগ্রহ নিষিদ্ধ। কিন্তু আরব জাতি সে সময়ে এ বিধান লঙ্ঘন করে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল বিধায় একে হারবুল ফিজার তথা প্রশস্ত গিরিপথের যুদ্ধ বলা হয়।

নবীজির সঙ্গে বিয়ের সময় খাদিজার বয়স

মুসলিম সমাজে এটাই প্রসিদ্ধ যে, নবীজি যখন খাদিজাকে বিয়ে করেন, তখন তাঁর বয়স ৪০ বছর ছিল এবং ৬৫ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।

ইবনে সা'আদ তাঁর *তাবাকাত* গ্রন্থে ওয়াকিদির সূত্রে এমনই বর্ণনা করেছেন। অথচ এর বিপরীত বর্ণনাও ইতিহাসে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে হাকিম ইবনে ইসহাকের সূত্রে স্বীয় সনদে বর্ণনা করেন, 'বিয়ের সময় খাদিজার বয়স ২৮ হয়েছিল।' তবে এ সনদেও ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়নি।

এর একটু পরে হাকিম হিশাম ইবনে ওরওয়ার সূত্রে উল্লেখ করেন, '৬৫ বছর বয়সে খাদিজা ইন্তেকাল করেন।' এরপর হাকিম বলেন, 'এটা দুর্বল মত। অন্যথায় আমি জানতে পেরেছি, মৃত্যুর সময় খাদিজার বয়স ৬০ হয়নি।'

বায়হাকি *দালায়েল* গ্রন্থে বর্ণনা করেন, 'আবু আবদুল্লাহ হাকিম বলেছেন, আমি আবু বকর ইবনে খায়ছামার সূত্রে পেয়েছি, ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স ৬৫ হয়েছিল। কিন্তু অপর বর্ণনায় ৫০ বছরের উল্লেখ পাওয়া যায়। হাকিম বলেন, এটাই সহিহ মত।'

ইবনে কাসির বলেন, 'আবু আবদুল্লাহ হাকিম এমনই বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ নবীজি ২৫ বছর বয়সে খাদিজাকে বিয়ে করেন। তখন খাদিজার বয়স ৩৫ এবং অপর এক বর্ণনামতে ২৫ ছিল।'

এ ব্যাপারে ইবনে ইসহাক দুটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হাকিম ইবনে হিজামের সূত্রে, যেখানে বিয়ের সময় খাদিজার বয়স ৪০ বলা হয়েছে। অপর বর্ণনা ইবনে আব্বাসের সূত্রে উল্লেখ করেন, যেখানে ইবনে আব্বাস বলেন, 'বিয়ের সময় খাদিজা ২৮ বছরের যুবতী ছিলেন।'

ড. আকরাম ওমরি বলেন, খাদিজার গর্ভে নবীজির দুই পুত্র ও চার কন্যাসন্তান জন্মলাভ করেন। এর দ্বারা ইবনে ইসহাকের বর্ণনার গ্রহণযোগ্যতা প্রকাশ পায়। কারণ, ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় খাদিজার বয়স ২৮ বলা হয়েছে। আর নারীদের সন্তান জন্ম দেওয়ার সময়সীমা এ সময়েই থাকে। এ ছাড়া সাধারণত নারীরা ৫০ বছর বয়সের আগেই সন্তানধারণের সক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন।

জুবায়ের ইবনে বাক্কার বলেন, 'মুসা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হাসানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে আবু উবায়দা ইবনে আবদুল্লাহ ৬০ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরে মুসাকে গর্ভে ধারণ করেন। অর্থাৎ মুসা হিন্দের ছেলে, স্বামী নয়। স্বামী আবদুল্লাহ ইবনে হাসান সন্তানের জন্ম দেন। আমি আমাদের বিজ্ঞজনদের বলতে শুনেছি, শুধু কুরাইশের মহিলারা ৬০ বছরের পরও সন্তান জন্মদানে সক্ষম হন এবং আরব জাতির নারী ছাড়া অন্য কোনো নারী ৫০ এর পরে সাধারণত সন্তান জন্মদানে সক্ষম থাকে না।'

এক ব্যক্তির জন্য নবীজির তিন দিন অপেক্ষা

সিরাতের গ্রন্থে প্রসিদ্ধ আছে, আবু দাউদ আবদুল্লাহ ইবনে আবু হামসার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'নবুওয়াতের আগে একদিন আমি নবীজির সঙ্গে একটি লেনদেন করি। এর কিছু অংশ আমার বাকি রয়ে যাওয়ায় নবীজিকে অপেক্ষায় রেখে তা নিয়ে আসার জন্য চলে আসি। কিন্তু এরই মধ্যে আমি তা ভুলে যাই। অথচ নবীজিকে আমি ওই স্থানে রেখে কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে আসার ওয়াদা করেছিলাম।

'তিন দিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর আমার তা মনে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ওখানে গিয়ে দেখি, নবীজি আমার অপেক্ষায় সেখানেই অবস্থান করছেন। আমাকে দেখে তিনি বললেন, "হে যুবক, তুমি আমাকে অনেক কষ্ট দিলে! তিন দিন যাবৎ আমি এখানে তোমার অপেক্ষা করছি।"'

এই বর্ণনায় আবু দাউদের শাইখ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া জুহালি বলেন, 'আবদুল কারিম ইবনে আবদুল্লাহর সূত্রে এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।' আবু দাউদ বলেন, 'আলি ইবনে আবদুল্লাহর সূত্রেও আমি এ ঘটনা জানতে পেরেছি।'

তবে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি তাঁর *তাকরিব* গ্রন্থে লেখেন, 'ওই ঘটনার বর্ণনাকারী আবদুল কারিম ইবনে আবদুল্লাহ অজ্ঞাত।'

তাহজিব গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে আবু হামসার জীবনী উল্লেখ করতে গিয়ে ইবনে হাজার বলেন, 'তাঁর থেকে শুধু একটি হাদিস পাওয়া যায়, যার সনদের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। আবু দাউদ এটি বর্ণনা করেছেন।'

ইমাম জাহবিও এ ঘটনা *তারিখুল ইসলাম* গ্রন্থে সিরাতের অধ্যায়ে আবু দাউদের বরাতে উল্লেখ করেন।

হাফেজ ইরাকি বলেন, 'আবু দাউদ এটি বর্ণনা করেছেন, যার সনদের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে।'

আলির জন্য নবীজির জীবিকার দায়িত্ব গ্রহণ

ইবনে ইসহাক মুজাহিদের সূত্রে বর্ণনা করেন, 'আলি আল্লাহ তায়ালার প
থেকে যেন সরাসরি আশীর্বাদপ্রাপ্ত ছিলেন। কারণ নবীজির বাল্যকালে মক্কা
দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এতে কুরাইশ গোত্র মারাত্মক খাদ্যসংকট ও অভাবে
শিকার হয়। এদিকে নবীজির চাচা আবু তালিবের পরিবারে সদস্যসংখ
অনেক। ফলে তিনি পুরো পরিবারের ভরণপোষণে হিমশিম খাচ্ছিলেন
নবীজির চাচা আব্বাস হাশিম গোত্রের সবচেয়ে সচ্ছল মানুষ ছিলেন। ত
নবীজি তাঁর চাচা আব্বাসকে বললেন, 'চাচাজান, আবু তালিবের পরিবা
লোকসংখ্যা বেশি হওয়ায় তাঁর সংসার চালাতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। চলু
আমরা কয়েকজন মিলে তাঁর পরিবারের দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নিই।'

চাচা আব্বাস ভাতিজা মুহাম্মদের কথামতো তা-ই করলেন। নবীজি এ
আব্বাস একেকজনের ভরণপোষণের দায়িত্ব ভাগ করে নিলেন। নবী
চাচাতো ভাই (আবু তালিবের পুত্র) আলির দায়িত্ব নিলেন এবং আব্বাস ত
তালিবের অপর পুত্র জাফরের দায়িত্ব নেন।

ইবনে ইসহাকের সূত্রে হাকিম এ ঘটনা বর্ণনা করলেও সনদের ব্যাপ
নিশ্চুপ থেকেছেন। ইমাম জাহবি *তালখিস* গ্রন্থে এ ঘটনা উল্লেখ করা থে
বিরত থাকেন।

তবে অন্যান্য ঐতিহাসিকের মতে, এ বর্ণনার তেমন ভিত্তি নেই। ক
আবু তালিবের পুত্র ছিলেন মোট চারজন। তাঁরা হচ্ছেন আলি, জাফর, উকা
ও তালিব। তা ছাড়া আবু তালিব ছিলেন কুরাইশ গোত্রের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি
অন্যতম। তাঁর অভাবের যে চিত্রায়ণ উপরিউক্ত বর্ণনায় করা হয়েছে,
নিতান্ত হাস্যকর।

এদিকে আবু তালিবের সন্তানদের মধ্যে আলি ও জাফর ছি
অল্পবয়সী। কিন্তু অপর দুজন–উকাইল ও তালিব উপার্জন করতে স
ছিলেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন, জাফর আলির চেয়ে ১০ বছ
বড় ছিলেন। উকাইল জাফরের চেয়ে ১০ বছরের বড় এবং তালিব উকাই
চেয়ে ১০ বছরের বড় ছিলেন।

উল্লেখ্য, আলি নবীজির তত্ত্বাবধানে থাকার ফলে বাল্যকালেই ইস
দীক্ষিত হন। এর দ্বারা উপরিউক্ত ঘটনার সত্যতা বিচার হয় না। তা ছাড়া
বড় ভাই জাফরও ইসলামের প্রাথমিক যুগেই ইমান এনেছিলেন। আবিসি
হিজরতকারী কাফেলার মধ্যে তিনিও ছিলেন। আর চাচা আব্বাস নব
মদিনায় হিজরতের কয়েক বছর পরে ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইবনে আবদুল বার স্বীয় সনদে ইবনে আব্বাসের সূত্রে বর্ণনা করেন, খাদিজার পরই আলি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর ইবনে আবদুল বার বলেন, 'এই সনদের ব্যাপারে কোনো আপত্তি কিংবা মতানৈক্য নেই।'

ইমাম জাহবিও ইবনে আব্বাসের সূত্রে এমনটাই বলেছেন।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল এবং ইসমাইল ইবনে ইসহাক বলেন, আলির ফজিলত যতগুলো সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, এ পরিমাণ বর্ণনা অন্য কোনো সাহাবির ব্যাপারে হয়নি।

তবে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ইমাম আহমাদের ব্যাপারে উপরিউক্ত বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে বলেন, ইমাম আহমাদের বক্তব্যের অর্থ কখনোই এটা নয় যে তিনি বলেছেন, আলির যে পরিমাণ ফজিলত সেটা অন্য কারও নেই। এ জাতীয় মিথ্যা বলা থেকে ইমাম আহমাদের মতো ব্যক্তি অনেক উর্ধ্বে। বরং অর্থ হলো, বিশুদ্ধ বর্ণনায় আলির যত ফজিলত এসেছে, তা অন্য কারও ক্ষেত্রে আসেনি।

জায়িদ ইবনে হারিসার বন্দী হওয়ার কাহিনি

ইবনে সা'আদ তাঁর *তাবাকাত* গ্রন্থে হিশাম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সায়েব কালবির পিতার সূত্রে জায়িদ ইবনে হারিসার বন্দী হয়ে মক্কার ওকাজ বাজারে আসার ঘটনা উল্লেখ করেন। বর্ণিত আছে, হারিসা ইবনে শারাহিল নাবহান অঞ্চলের এক নারীকে বিয়ে করেন। এরপর তাঁদের সংসারে জাবলা, আসমা ও জায়িদ নামের তিন সন্তান জন্মলাভ করে।

অতঃপর তিনি আরও লেখেন, একদিন হারিসা তাঁর ছোট পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে হেজাজের নিম্নাঞ্চল তিহামার উপকণ্ঠে ফারাজা গোত্রের দস্যুবাহিনী লুট করে জায়িদকে হারিসার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়। অতঃপর দস্যুরা জায়িদকে মক্কার ওকাজ বাজারে বিক্রি করে দেয়। নবীজি জায়িদকে নবুওয়াতের আগে থেকেই চিনতেন। কারণ খাদিজা ওকাজ বাজার থেকে জায়িদকে কিনে নিয়ে আসেন। এরপর জায়িদ খাদিজার বসতবাড়িতে কাজ করতেন। সেই সূত্রে পরবর্তী সময়ে জায়িদ নবীজির তত্ত্বাবধানে লালিত হন। এভাবে দীর্ঘদিন চলে যায়।

হিজরতের পর একদিন হারিসা ও তাঁর পরিবারের কয়েকজন সদস্য নবীজির দরবারে আগমন করে জায়িদকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান। কিন্তু জায়িদ নিজেই তার পিতার সঙ্গে যেতে অস্বীকার করে। ফলে হারিসা ব্যর্থ মনোরথে মদিনা ত্যাগ করেন।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি তাঁর *তাহজিব* গ্রন্থে এ ঘটনার সূত্র উল্লেখ করে বলেন, 'এটা একেবারে ভিত্তিহীন বর্ণনা।'

হাফেজ আবু আবদুল্লাহ ইবনে মানদাহ সাহাবি জায়িদ ইবনে হারিসার জীবনীতে লেখেন, 'এই সনদ ছাড়া এ ঘটনার অন্য কোনো সূত্র নেই। কিন্তু পরে আমি এ ঘটনা হাফেজ হাকিমের *মুসতাদরাক* গ্রন্থে পেয়েছি। তবে হাকিম এর সূত্রের ব্যাপারে স্পষ্ট কিছু বলেননি।'

তা ছাড়া ইবনে সা'আদের সনদে হিশাম এবং তাঁর পিতা রয়েছেন। তাঁরা উভয়েই প্রত্যাখ্যাত। ইবনে ইসহাকও তাঁর সিরাতগ্রন্থে এ ঘটনা সনদ ছাড়াই উল্লেখ করেছেন।

ইবনে আবদুল বার তাঁর সাহাবিদের জীবনী শীর্ষক *ইসতি'আব* গ্রন্থে আবু ইসহাকের সূত্রে এ ঘটনা বর্ণনা করার পর উল্লেখ করেন, 'হারিসার পুত্র জাবলাকে কেউ জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি বড় নাকি জায়িদ বড়? উত্তরে সে বলল, আমি তার আগে জন্মলাভ করেছি; কিন্তু আমার চেয়ে জায়িদ অনেক উত্তম।'

অতঃপর তিনি সংক্ষেপে জায়িদের বন্দী হওয়ার ঘটনা উল্লেখ করেন। কিন্তু সেখানে পরে জায়িদকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর পিতা হারিসার নবীজির দরবারে আগমনের কথা নেই।

তবে ইবনে আবদুল বার এ ঘটনা উল্লেখ করার আগে বলেন, 'এ ঘটনার সূত্রে আবু ইসহাক ও জাবলার মধ্যে কেউ কেউ ফারওয়া ইবনে নওফেলের নাম এনেছেন।' কিন্তু হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি *তাহজিব* গ্রন্থে জাবলার জীবনীতে বলেন, 'সঠিক সূত্র হলো, ফারওয়াহ থেকেই আবু ইসহাক এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।'

তবে হারিসার পুত্র হয়েও লোকমুখে জায়িদের নামের সঙ্গে নবীজির নাম যুক্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ আরবের লোকেরা জায়িদকে মুহাম্মদের পুত্র বলে সম্বোধন করত। কিন্তু নবুওয়াতের যুগে আল্লাহ তায়ালা কোরআনে এ বিষয়টি রহিত করে দেন।

ইমাম বুখারি ওই আয়াতের শিরোনামে *সহিহ বুখারি*তে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম মুসলিম তাঁর রচিত *সহিহ মুসলিম* গ্রন্থে 'সাহাবিদের ফজিলত' অধ্যায়ে বর্ণনা করেন।

ইমাম তিরমিজি আবু আমর শাইবানির সূত্রে হারিসার অপর পুত্র জাবলা থেকে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। জাবলা বলেন, আমি নবীজির কাছে আগমন করে বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমার ভাই জায়িদকে আমার সঙ্গে

পরিবারের কাছে যেতে দিন।' উত্তরে নবীজি বললেন, 'সেটা তোমাদের ব্যাপার। জায়িদ স্বেচ্ছায় যেতে চাইলে আমি নিষেধ করব না।' তখন জায়িদ বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল, আল্লাহর কসম! আমি আপনার ওপর অন্য কাউকে প্রাধান্য দিতে পারি না।' তখন জাবলা বলল, 'আমার কাছে আমার মতের চেয়ে আমার ভাইয়ের ইচ্ছা বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে।'

অতঃপর ইমাম তিরমিজি বলেন, 'এ হাদিসটি হাসান ও গরিব। কারণ ইবনে রুমির সূত্র ছাড়া অন্য কোনো সূত্রে আমি এ হাদিস কোথাও পাইনি।' তবে শাইখ আলবানি এ হাদিসকে *সুনানে তিরমিজি* গ্রন্থের সহিহ হাদিসের তালিকাভুক্ত করেছেন।

ইমাম হাকিম এ ঘটনা উল্লেখ করার পর এর সূত্রকে সহিহ বলে মত দেন এবং ইমাম জাহবি এর পক্ষে সমর্থন দেন।

পাহাড়ের উচ্চতা থেকে নবীজির নিচে পড়ে যাওয়ার উপক্রম

ইমাম বুখারি তাঁর *সহিহ বুখারি* গ্রন্থের শেষের দিকে 'স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান' অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে নবীজির ওপর ওহি অবতীর্ণ হওয়ার পদ্ধতি ও সময়কাল সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। আয়েশার সূত্রে তিনি নিজ সনদে নবীজির ওপর ওহি অবতীর্ণ হওয়ার পদ্ধতি ও সময়কাল বর্ণনা করেন। অতঃপর হাদিসের শেষে তিনি বলেন, সর্বপ্রথম কয়েক ধাপে ওহি অবতীর্ণ হওয়ার পর কিছুকাল বিরতি থাকত। তখন নবীজির ওপর ওহি আসত না। ওহির বিরতিকালে নবীজি প্রচণ্ড দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়তেন। মাত্রাতিরিক্ত চিন্তার ফলে মনে হতো, তিনি যেন পাহাড়ের উচ্চতা থেকে নিচে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছেন।

তখন নবীজি হেরা পর্বতের দিকে চলে যেতেন। পর্বতের চূড়ায় পৌঁছার পর জিবরাইল আলাইহিস সালাম দৃশ্যমান হয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। এতে নবীজি স্থির ও শান্ত হতেন এবং ঘরে ফিরে আসতেন। কিছুদিন পর যখন আবার ওহির বিরতি হতো, তখন তিনি আগের মতো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়তেন। তখন আবারও হেরা পর্বতে চলে যেতেন। জিবরাইলের সঙ্গে সাক্ষাতের পর পুনরায় তিনি শান্ত হয়ে যেতেন। এভাবে কিছুদিন কেটে যায়।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি তাঁর *ফাতহুল বারি* গ্রন্থে বলেন, 'ওই হাদিসের মূল ঘটনা উকাইল ও ইউনুসের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আর ওহির বিরতিকালে নবীজির উপরিউক্ত অবস্থার কথা মা'মারের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থকার তা বুঝতে পারেননি। তিনি পুরো বর্ণনাকেই উকাইল ও ইউনুসের সূত্রে উল্লেখিত বলে ধারণা করেছেন।'

আবু নু'আইম তাঁর মুসতাখরাজে ওই হাদিসের মূল অংশটুকু বর্ণনা করেছেন। তবে মা'মারের সূত্রে অতিরিক্ত অংশ উল্লেখ করার পর তিনি এই অংশটুকু মা'মারের সূত্রে উল্লেখিত বলে স্পষ্ট করেছেন।

ইমাম আহমদ ও ইমাম মুসলিম লাইছের সঙ্গীদের সূত্রে মা'মার কর্তৃক অতিরিক্ত অংশ ছাড়া উপরিউক্ত মূল হাদিস বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম বুখারির সনদে 'আমি জানতে পেরেছি' বাক্যের বক্তা হচ্ছেন ইমাম জুহরি।

ইবনে মারদুইয়া তাঁর *তাফসির* গ্রন্থে মুহাম্মদ ইবনে কাসিরের সূত্রে মা'মার থেকে এ ঘটনা বর্ণনা করেন। তবে তাঁর সনদে 'আমি জানতে পেরেছি' বাক্যের উল্লেখ নেই। অতএব, পুরো হাদিসের যোগসূত্র জুহরির বর্ণনা এবং উরওয়ার সূত্রে আয়েশা থেকে সাব্যস্ত হলো।'

শাইখ আলবানি ওহির বিরতিকালে নবীজির দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টিকে দুটি কারণে দুর্বল বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেন, 'প্রথমত এ অতিরিক্ত অংশটুকু শুধু মা'মার বলেছেন, অন্য কেউ এটি বলেননি। দ্বিতীয়ত জুহরি থেকে 'আমি জানতে পেরেছি' বাক্যে এটি বর্ণিত হয়েছে। আর জুহরির এ জাতীয় বাক্যে বর্ণিত হাদিস মুরসাল পর্যায়ের আওতাভুক্ত।'

প্রচলিত ভুল তথ্য

ইসমাইল ইবনে আবু হাকিমের সূত্রে ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, খাদিজা বলেন, একদিন আমি নবীজিকে বললাম, 'আপনার সঙ্গী আবার যখন আসবেন, তখন তাঁকে আমি দেখতে চাই। আমি কি দেখতে পারব?' নবীজি বললেন, 'হ্যাঁ, দেখতে পারবে।' খাদিজা বললেন, 'আবার যখন তিনি আসবেন, আমাকে সংবাদ দেবেন।'

যথারীতি নির্দিষ্ট সময়ে জিবরাইল আলাইহিস সালাম নবীজির কাছে আগমন করলেন। তখন নবীজি খাদিজাকে ডেকে জিবরাইলের আগমনের সংবাদ দিলেন। খাদিজা এসে নবীজিকে বললেন, 'আপনি আমার বাম উরুর ওপর বসুন।' নবীজি উঠে এসে খাদিজার বাম উরুতে বসলেন। এরপর খাদিজা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কি আপনার সঙ্গী জিবরাইলকে দেখতে পাচ্ছেন?' উত্তরে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি।' অতঃপর খাদিজা নবীজিকে বললেন, 'এবার আপনি আমার ডান উরুর ওপর বসুন।' নবীজি উঠে এসে খাদিজার ডান উরুতে বসলেন। এরপর খাদিজা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কি আপনার সঙ্গী জিবরাইলকে দেখতে পাচ্ছেন?' উত্তরে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি।'

খাদিজা এরপর নবীজিকে তাঁর কোলে বসতে অনুরোধ করলেন। নবীজি তাঁর কোলে বসার পর খাদিজা তাঁকে আবারও জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কি আপনার সঙ্গী জিবরাইলকে দেখতে পাচ্ছেন?' উত্তরে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি।'

তখন খাদিজা খুব আফসোস করতে করতে মাথা ও বুক থেকে ওড়না সরিয়ে নিলেন। এরপর আবারও তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কি আপনার সঙ্গী জিবরাইলকে দেখতে পাচ্ছেন?' উত্তরে নবীজি বললেন, 'না, এখন তো দেখতে পাচ্ছি না।' এবার খাদিজা বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আপনি শান্ত হোন, সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহর কসম! নিশ্চয় ইনি ফেরেশতা; শয়তান নয়।'

ইবনে ইসহাকের আরেক সূত্রে ফাতেমা বিনতে হুসাইনের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, খাদিজা বলেন, 'নবীজি আমার ও আমার ওড়নার ভেতরে প্রবেশ করলে জিবরাইল চলে যান। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! ইনি নিশ্চয় ফেরেশতা; শয়তান নয়।'

উল্লেখ্য, ইবনে ইসহাকের এ বর্ণনা কিছুটা ত্রুটিযুক্ত। কারণ ইসমাইল ইবনে আবু হাকিমের সূত্রে এ বর্ণনা ছাড়া সাহাবিদের থেকে অন্য কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। তা ছাড়া খাদিজা হিজরতের আগেই ইন্তেকাল করেন।

এ ছাড়া এ বর্ণনার অপর সূত্রটি মুরসাল (সরাসরি সাহাবির সূত্র বিচ্ছিন্ন)। কারণ এ সূত্রে নবীজির দৌহিত্র হুসাইনের কন্যা ফাতেমা রয়েছেন, যিনি তাঁর দাদি নবীকন্যা ফাতিমাকেই দেখেননি। সে ক্ষেত্রে কীভাবে তিনি খাদিজার সাক্ষাৎ পেতে পারেন!

ইমাম বায়হাকি *দালায়েল* গ্রন্থে ইবনে ইসহাকের সূত্রে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

শাইখ আলবানির জয়িফ হাদিসের তালিকার ১৩তম খণ্ড প্রকাশিত হয়। সেখানে উল্লেখিত হয়েছে, আল্লামা হাইসামির বক্তব্যের পর শাইখ আলবানি বলেন, 'এর সনদ হাসান।' এরপর এ বর্ণনার দুর্বলতা প্রসঙ্গে বলেন, 'এর দুটি কারণ। প্রথমত, এর সূত্রে ইয়াহইয়া ইবনে সুলাইমান মাদিনি রয়েছেন, যিনি দুর্বল বলে পরিচিত। দ্বিতীয়ত, ইয়াহইয়ার চেয়ে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীরা এর বিরোধিতা করেছেন।'

ইমাম মুসলিম তাঁর *সহিহ মুসলিম* গ্রন্থে এ প্রসঙ্গেই উম্মুল মুমিনিন আয়েশার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আয়েশা বলেন, নবীজি তাঁকে বলেছিলেন, 'তোমার গায়ে কাপড় না থাকলে জিবরাইল আমার ঘরে প্রবেশ করতে পারেন না।'

ইমাম বুখারি বর্ণনা করেন, নবীজি উম্মুল মুমিনিন উম্মে সালামাকে বলেছিলেন, 'তোমরা আমাকে আয়েশার ব্যাপারে কষ্ট দিয়ো না। কারণ আল্লাহর কসম! সে ছাড়া তোমাদের অন্যদের সঙ্গে আমি একই কম্বলের নিচে শুয়ে থাকাবস্থায় আমার ওপর ওহি অবতীর্ণ হয় না।'

তিন বছর গোপনে ইসলামের দাওয়াত প্রদান

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, নবুওয়াত লাভের পর নবীজি গোপনে মক্কায় আপনজনদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়া শুরু করেন। এভাবে প্রায় তিন বছর চলতে থাকে। তখনো প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের বিধান আসেনি। অতঃপর তিন বছর অতিক্রান্ত হলে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন।

ইবনে ইসহাক সনদ ছাড়াই এটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে সা'আদও মুহাম্মদ ইবনে ওমরের সূত্রে আবদুর রহমান ইবনে কাসেমের পিতার বরাতে তিন বছরের কথা উল্লেখ করেছেন।

তবে ইবনে সা'আদের সূত্রে যে মুহাম্মদ ইবনে ওমরের উল্লেখ এসেছে, তিনি মূলত ওয়াকিদি। ঐতিহাসিকেরা যাঁকে প্রত্যাখ্যাত বলেছেন। আর আবদুর রহমান ইবনে কাসেম হচ্ছেন তাবেয়ি।

ঐতিহাসিক বালাজুরি আয়েশার সূত্রে বর্ণনা করেন, নবীজি নবুওয়াতের প্রথম চার বছর গোপনে ইসলামের দাওয়াত দেন। এরপর প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা দেওয়া হয়।

মূলত ইসলামের প্রথম দিকে কিছুদিন গোপনে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করা হয়েছিল, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তা তিন বছর অব্যাহত ছিল নাকি চার বছর, এ নিয়ে মতভেদ পাওয়া যায়। অন্যথায় শরিয়তের বিধানের সঙ্গে এই সময়সীমার কোনো সম্পর্ক নেই।

নবুওয়াতের বিরুদ্ধে মক্কার কুরাইশদের প্রস্তাব

ইয়াকুব ইবনে উতবার সূত্রে ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবীজি যখন ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন, তখন একপর্যায়ে কুরাইশ নেতারা এতে বিরক্ত হয়ে নবীজির চাচা আবু তালিবের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে।

আবু তালিব ঘরে এসে নবীজিকে ডেকে বললেন, 'ভাতিজা, দেখো তোমার গোত্রের লোকেরা তোমার বিরুদ্ধে নানা কথা রটাচ্ছে। তুমি এমন

কোনো কিছু করো না, যাতে তা সামাল দিতে আমি অপারগ হয়ে যাই অথবা তোমারও যেন কষ্ট না হয়।' নবীজি ভাবতে লাগলেন, হয়তো-বা চাচা তাঁর ব্যাপারে অতিমাত্রায় দুশ্চিন্তা করছেন। নবীজি কোনো উত্তর দিলেন না।

কিন্তু মক্কার কুরাইশরা থেমে থাকেনি। তাঁকে প্রতিহত করার জন্য তারা কতই না সলাপরামর্শ করেছে, ষড়যন্ত্র করেছে, এর কোনো ইয়ত্তা নেই। একপর্যায়ে তারা নবীজির কাছে তিনটি প্রস্তাব নিয়ে এল। পৃথিবীর লাভ-লোকসানের হিসাবের বিবেচনায় এগুলো ছিল খুবই লাভজনক ও মোহনীয় প্রস্তাব।

প্রথম প্রস্তাব : আপনি যদি নেতৃত্ব চান, তাহলে আপনাকে আরবের নেতা বানিয়ে দেওয়া হবে। সমগ্র আরব আপনার কথায় ওঠাবসা করবে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব : আপনি যদি আরবের সর্বাধিক সুন্দরী নারীকে বিয়ে করতে চান, তাহলে আপনাকে বিয়ে করিয়ে দেওয়া হবে।

তৃতীয় প্রস্তাব : আপনি যদি আরবের শ্রেষ্ঠ ধনী হতে চান, তাহলে আপনাকে বিপুল ধন-সম্পত্তির অধিকারী করা হবে।

তবে এর বিনিময়ে আমাদের একটি কথা মেনে নিতে হবে। আপনি যে নতুন দাওয়াতের পয়গাম দিচ্ছেন, তা বন্ধ করে দিতে হবে।

এর উত্তরে নবীজি কী করলেন? একটা অসম্ভব বিষয়ের উদাহরণ দিয়ে তাদের সব প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, 'তোমরা যদি আমার এক হাতে সূর্য এবং অপর হাতে চাঁদ এনে দাও, এর পরও আল্লাহ তায়ালা আমাকে যে দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন, তা আমি কখনোই ছেড়ে দিতে পারি না। হয়তো-বা এ দাওয়াতি কার্যক্রম সফল হবে, নয়তো আমি শেষ হয়ে যাব।'

এরপর নবীজি কেঁদে দিলেন। নিজের চাচার কষ্ট ও তাঁর নিজের অসহায়ত্ব তাঁকে ঘিরে ধরল। অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগলেন। নবীজি যখন ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন আবু তালিব তাঁকে ডাক দিয়ে বললেন, 'ভাতিজা, তুমি তোমার কাজ চালিয়ে যাও। আল্লাহর কসম! তোমাকে আমি কখনোই একা ছেড়ে দেব না।'

শাইখ আলবানি বলেন, 'এ ঘটনার সনদে দুর্বলতা ও বিচ্ছিন্নতা বিদ্যমান। তবে ইয়াহইয়া ইবনে উতবা নির্ভরযোগ্য তাবে-তাবেয়িদের অন্যতম। ১২৮ হিজরিতে তাঁর ইন্তেকাল হয়। অবশ্য হাসান পর্যায়ের সনদে অন্য আরেক সূত্রে আমি এ হাদিস অন্য জায়গায় পেয়েছি। তবে সেখানে শব্দের কিছু ভিন্নতা রয়েছে।' সেখানে বলা হয়েছে, নবীজি কুরাইশদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, 'তোমরা আমার হাতে আগুনের ফুলকি অর্থাৎ সূর্য এনে দিলেও আমি এ দ্বীন ছাড়তে পারব না।'

আবু জাফর বাখতারি এবং ইবনে আসাকির ওই ঘটনা আবু ইয়ালার সূত্রে ইউনুস ইবনে বুকাইরের সনদে আবু তালিবের পুত্র উকাইল থেকে বর্ণনা করেছেন। উকাইল বলেন, 'কুরাইশদের অভিযোগের পর নবীজি আসমানের দিকে দৃষ্টি দিয়ে উপরিউক্ত কথা বললেন। তখন উত্তরে আবু তালিব অভিযোগকারীদের শুনিয়ে বললেন, আমার ভাতিজা মিথ্যা বলেনি। তোমরা ফিরে যাও।'

শাইখ আলবানি এ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, 'এর সনদ হাসান। এর বর্ণনাকারীরা সবাই *সহিহ মুসলিম* গ্রন্থের বর্ণনাকারী। তবে ইউনুস ইবনে বুকাইর ও তালহা ইবনে ইয়াহইয়া সম্পর্কে কিছু সমালোচনা শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাতে সমস্যা নেই।'

ইমাম জাহবি উকাইলের বর্ণনার ব্যাপারে বলেন, 'ইমাম বুখারি এমনই আবু কুরাইব থেকে ইউনুসের সূত্রে *তারিখ* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।'

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানির সনদকে উত্তম সনদ বলে ব্যক্ত করেছেন।

ওয়ালিদ ইবনে মুগিরার পুত্রের ব্যাপারে আবু তালিবের প্রতি কুরাইশদের অভিনব প্রস্তাব

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, কুরাইশ নেতারা যখন দেখল, আবু তালিব তাদের কোনো প্রস্তাবেই সায় দিচ্ছেন না; বরং উল্টো তিনি স্বীয় ভাতিজা মুহাম্মদকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন, এর সঙ্গে নবীজির কোনো বিপদ-আপদ কিংবা সমস্যা সৃষ্টি হলে আবু তালিব নিজে তা প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়েছেন, তখন কুরাইশদের যেন ঘুম হারাম হয়ে গেল।

তারা এ বিষয়ে রাতদিন সলাপরামর্শ করতে থাকে। কী করে মুহাম্মদ ও তাঁর চাচা আবু তালিবের ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। এদিকে সমগ্র মক্কায় আবু তালিব ছিলেন গণ্যমান্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাই কুরাইশরা তাঁকে খেপাতেও চাচ্ছিল না, আবার নবীজিকেও বাগে আনতে পথ খুঁজছিল।

একদিন আবু তালিব তাঁর বাড়িতে একাকী অবস্থান করছিলেন। কুরাইশদের কয়েকজন তাঁর কাছে এসে অভিনব এক প্রস্তাব করে বসে। তারা সঙ্গে করে ওয়ালিদ ইবনে মুগিরার পুত্র উমারাকে নিয়ে যায় এবং বলে, 'হে আবু তালিব, তোমার তো সেবা ও দেখাশোনার জন্য একজনকে খুব দরকার। এক কাজ করো, আমরা তোমার জন্য ওয়ালিদের পুত্র উমারাকে নিয়ে এসেছি। ছেলেটি দেখতেও সুদর্শন আবার বুদ্ধিও আছে। তুমি একে তোমার

সন্তান হিসেবে গ্রহণ করে নাও এবং তোমার ভাতিজা মুহাম্মদকে আমাদের হাতে তুলে দাও।

'মুহাম্মদ আমাদের বাপ-দাদাদের অপমান করছে। তোমার ও আমাদের ধর্মে বিবাদ সৃষ্টি করছে। ঘরে ঘরে পিতার থেকে পুত্রকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। সমাজের কিছু নির্বোধ ও বোকাদের নিজের দলে টেনে পুরো সমাজের বিরুদ্ধে সে অবস্থান নিয়েছে। আমরা তাকে শেষ করে দেব। এটাই ভেবে দেখেছি, এখনই একটা মিটমাট করে নেওয়া দরকার। তাহলে ভবিষ্যতে তেমন বেগ পেতে হবে না; অন্যথায় এ সমস্যা আরও বেড়ে যাবে। এতে আমাদের পরস্পরে ভুল-বোঝাবুঝিও দূর হবে এবং আগের মতো আমরা মিলেমিশে থাকতে পারব।'

উত্তরে আবু তালিব তাদের উদ্দেশে বললেন, 'আল্লাহর কসম! তোমরা আমার প্রতি ন্যায়বিচার করোনি। বাহ! তোমরা তোমাদের পুত্রকে আমার তত্ত্বাবধানে দেবে এবং আমি তার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করব, আর আমি তোমাদের হাতে আমার পুত্রতুল্য ভাতিজাকে তুলে দেব; এরপর তোমরা তাকে হত্যা করবে।

'আল্লাহর কসম! এমনটা আমি কখনোই হতে দেব না। তোমরা কি জানো না, উটনী নিজের বাচ্চাকে হারিয়ে ফেললে শুধু ওর বাচ্চাকেই খোঁজে!'

তখন মুতইম ইবনে আদি ইবনে নওফেল ইবনে আবদে মানাফ আবু তালিবকে লক্ষ করে বলল, 'আমরা তোমার জাতির ব্যাপারে তোমার সঙ্গে ন্যায়বিচার করতেই এসেছি। আমাদের মনে হচ্ছে, তুমি আমাদের প্রস্তাব মেনে নেবে না।'

উত্তরে আবু তালিব বললেন, 'আল্লাহর কসম! তারা আমার সঙ্গে ন্যায়বিচার করেনি। আর তুমি আমাকে অপমান করতে এবং পুরো জাতিকে আমার বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে চাইছ। তোমার যা খুশি করতে পারো। আমি এর মধ্যে নেই।'

উল্লেখ্য, ইবনে ইসহাক সরাসরি কোনো সাহাবির সূত্র ছাড়াই এটা বর্ণনা করেছেন। তবে ইমাম জাহবি *তারিখুল ইসলাম* গ্রন্থের সিরাত অধ্যায়ে ইবনে ইসহাকের সূত্রে এ ঘটনা উল্লেখ করেছেন। ইবনে সা'আদও *তাবাকাত* গ্রন্থে ওয়াকিদির সূত্রে এ ঘটনা বর্ণনা করেন।

ইবনে কাসির ওই ঘটনার বিশ্লেষণে একটি রহস্য উদ্‌ঘাটন করে বলেন, 'নবীজিকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেও চাচা আবু তালিবের ইসলাম গ্রহণ না করার পেছনে আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহস্য লুক্কায়িত আছে। কারণ আবু

তালিব ইসলাম গ্রহণ করলে কুরাইশ জাতি তাঁকে মোটেই ভয় পেত না; বরং তখন সবার আগে তাঁকেই শেষ করে দিত। এর ফলে প্রিয় নবীজি আশ্রয়হীন হয়ে পড়তেন এবং কুরাইশদের বর্বরতার শিকার হতেন। আবু তালিব বিধর্মী থাকার ফলে তাঁর জীবদ্দশায় কুরাইশ নেতারা প্রিয় নবীজির বিরুদ্ধে কঠোর কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার দুঃসাহস করেনি।'

অন্য জায়গায় ইবনে কাসির বলেন, 'সর্বোপরি এটা ছিল আল্লাহ তায়ালার সিদ্ধান্ত। এর ভালো-মন্দ তিনিই জানেন। কাফেরদের জন্য ইস্তেগফার কিংবা দোয়া করার ওপর নিষেধাজ্ঞা না থাকলে আমরা অবশ্যই তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতাম।'

এই জুআল (বড় গোবরে পোকা) কি তোমার ইলাহ?

ইবনে ইসহাক হাকিম ইবনে জুবায়েরের সূত্রে বর্ণনা করেন, বিখ্যাত তাবেয়ি সাঈদ ইবনে জুবায়ের বলেন, 'আমি সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলাম, কুরাইশের কাফেররা কি কখনো নবীজির সাহাবিদের ওপর এমন অত্যাচার করেছে, যার ফলে তাঁরা অতিষ্ঠ হয়ে মুখের ওপর ইমানকে অস্বীকার করে বসেছেন?'

উত্তরে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বললেন, 'হ্যাঁ; অবশ্যই এমনটা বহুবার ঘটেছে। আল্লাহর কসম! কাফেররা নবীজির সাহাবিদের ধরে এনে পেটাত। সারা শরীরে নিজেদের সর্বশক্তি দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করত। তাঁদেরকে খেতে দিত না, পানিও পান করতে বাধা দিত। ক্রমাগত আঘাতে জর্জরিত হয়ে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকার ফলে সাহাবিদের এমন অবস্থা হতো যে মেরুদণ্ড সোজা করে বসার শক্তি হারিয়ে ফেলতেন। পথের পাশে কাত হয়ে পড়ে থাকতেন। আঘাত করতে করতে বলত, এই হতচ্ছাড়া কোথাকার! বল, এই লাত ও উজ্জা কি তোর ইলাহ নয়?

'অপারগ হয়ে বাধ্য হয়ে তাঁরা মুখের ওপর "হ্যাঁ হ্যাঁ" বলে উত্তর দিতেন। এমনকি তাঁদের সামনে দিয়ে বিশালদেহী গোবরে পোকা (জুআল) অতিক্রম করার সময় সেটা দেখিয়ে কাফেররা তাঁদের জিজ্ঞেস করত, এই জুআল কি তোদের রব নয়? তাঁরা বলতেন, হ্যাঁ, তোমরা যা বলো তা-ই।'

উল্লেখ্য, ওই বর্ণনার সূত্রে হাকিম ইবনে জুবায়ের রয়েছেন, যাঁর ব্যাপারে হাদিসবিশারদেরা আপত্তি করেছেন। ইমাম আহমাদ, ইয়াকুব ইবনে শায়বাহ, আবু হাতেম ও আরও অনেকেই তাঁকে দুর্বল বর্ণনাকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ইমাম দারা কুতনি বলেন, 'হাকিম ইবনে জুবায়ের পরিত্যক্ত বর্ণনাকারীদের একজন।'

আবু জুর'আহ বলেন, 'দুর্বল হলেও তাঁকে মিথ্যাবাদী বলা যাবে না।'

অবশ্য ইমাম আহমাদ তাঁর *মুসনাদ* এবং *ফাজায়েলে সাহাবাহ* গ্রন্থে এ জাতীয় ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। এসব বর্ণনা সামনে রাখলে সাহাবিদের নির্যাতন সইয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অন্য কোনো বর্ণনার দ্বারস্থ হওয়ার কোনো প্রয়োজনই নেই। সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের সূত্রে তিনি বলেন, সর্বপ্রথম মোট সাতজন প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা দেন। তাঁরা হলেন নবীজি, আবু বকর, আম্মার ইবনে ইয়াসির, তাঁর আম্মা সুমাইয়া, সুহাইব, বিলাল ও মিকদাদ।

তাঁদের মধ্যে নবীজিকে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাঁর চাচা আবু তালিবের মাধ্যমে নিরাপত্তা প্রদান করেন এবং আবু বকরকে তাঁর গোত্রের লোকেরা নিরাপদে সরিয়ে নেয়। বাকি পাঁচজনের ওপর কুরাইশরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। জঘন্য কায়দায় বিভিন্নভাবে তাঁদের ওপর নির্যাতন চালায়। লোহার শিকলে বেঁধে বা লোহার পোশাক পরিয়ে তাঁদেরকে দুপুরবেলার সূর্যের প্রখর তাপে মরুর বালির মধ্যে শুইয়ে রাখত। দিনের পর দিন এভাবে তাঁরা অত্যাচার সয়ে যেতেন। একপর্যায়ে প্রত্যেকের পরিচিতজনেরা এসে কাফেরদের দাবি মুতাবেক মুক্তিপণ আদায় করে তাঁদের ছাড়িয়ে নিয়ে যায়।

কিন্তু বিলালের মক্কায় কেউ ছিল না। কারণ তিনি ছিলেন আবিসিনিয়ার অধিবাসী। তাঁর ওপর নির্যাতনের মাত্রা আরও বাড়তে থাকে। মরুভূমিতে তাঁকে শুইয়ে দিয়ে কাফের নেতারা তাঁর বুকের ওপর ভারী পাথর চাপিয়ে দিত আর তাওহিদ অস্বীকারের জন্য চাপ প্রয়োগ করত।

কিন্তু তিনি নিজেকে এমন অসহনীয় কঠিন পরিস্থিতিতে একেবারে আল্লাহ তায়ালার হাতে সঁপে দিলেন। অত্যাচারীরা যখনই তাঁকে তাওহিদ ছাড়তে বলত, তিনি 'আহাদ আহাদ' বলে তা প্রত্যাখ্যান করতেন। একপর্যায়ে বিলালের পেছনে বখাটে দুই ছেলেকে লেলিয়ে দেওয়া হয়। তারা তাঁকে গলায় শিকল বেঁধে মক্কার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত। এদিকে তিনি শুধু 'আহাদ আহাদ' বলে ইমানের সাক্ষ্য দিতে থাকতেন।

ইমাম ইবনে মাজাহ এবং হাকিম এ ঘটনা বর্ণনা করার পর একে সহিহ বলেছেন। ইমাম জাহবি এবং আহমাদ শাকেরও এই বর্ণনাকে সহিহ বলে সাব্যস্ত করেছেন।

ইমাম বায়হাকি *দালায়েল* গ্রন্থে এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

নবীজির ওপর প্রতিবেশীর নিপীড়ন

সমাজে প্রচলিত আরেকটি ঘটনা ইবনে সা'আদ বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইবনে ওমরের সূত্রে তিনি বলেন, উম্মুল মুমিনিন আয়েশা বলেন, নবীজি বলেছেন, 'আমি দুই মন্দ প্রতিবেশীর সঙ্গে বসবাস করছি। এদের একজন আবু লাহাব এবং অপরজন উকবা ইবনে আবু মুঈত। তারা উটের বিষ্ঠা ও অন্যান্য ময়লা-আবর্জনা ইচ্ছে করেই আমার বাড়ির দরজায় ফেলে যেত। আমি চুপচাপ সয়ে যেতাম। একপর্যায়ে আমি নিজে সেগুলো পরিষ্কার করে তুলে বাইরে নিয়ে জোরে ডাক দিয়ে বলতাম, হে আবদে মানাফের সন্তানেরা! এরা কেমন প্রতিবেশী? অতঃপর সেগুলো ভাগাড়ে ফেলে দিয়ে আসতাম।'

ইবনে সা'আদের শাইখ ওয়াকিদিকে ঐতিহাসিকেরা প্রত্যাখ্যাত বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাই ওই বর্ণনা অনেকের মতে দুর্বল। অবশ্য নবীজির ওপর কুরাইশদের অত্যাচার ও নিপীড়নের আরও অনেক ঘটনা রয়েছে। যেগুলো বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্র, সিরাত ও হাদিসগ্রন্থে সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। এমন প্রমাণিত ঘটনা রেখে উপরিউক্ত নিতান্ত দুর্বল মতামতগুলো গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই।

উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহাশের খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ

সিরাতের গ্রন্থে এটি খুব প্রসিদ্ধ যে, উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহাশ আবিসিনিয়ায় হিজরত করে চলে যাওয়ার পর সেখানে ইসলাম ত্যাগ করে খ্রিষ্টান হয়ে যান। তিনি স্বীয় স্ত্রী উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ানসহ আবিসিনিয়ায় গমন করেন। প্রকৃতপক্ষে এটি সত্য কি না, এ নিয়ে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়।

ইবনে ইসহাক বলেন, 'জাহেলিয়াতের যুগে মক্কার কয়েকজন একাকী চলত। তারা কুরাইশদের মতো প্রতিমার পূজা করত না। নীরবে তারা একত্ববাদের অনুসন্ধানী ছিল। তারা হলো ওয়ারাকা ইবনে নওফেল, উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহাশ, উসমান ইবনে হুওয়ারিস এবং জায়িদ ইবনে আমর।

'তারা একে অপরকে বলেছিল, আমাদের জাতি ইবরাহিম আলাইহিস সালামের আদর্শ থেকে সরে গেছে। একত্ববাদ ছেড়ে তারা শির্ক ও প্রতিমার পূজায় লিপ্ত। পাথরকে তারা দেবতা বানিয়েছে। এদের না আছে কোনো কিছু করার ক্ষমতা! না এরা দেখতে পারে আর না কারও ডাক শুনতে পারে! না কারও উপকার করতে পারে আর না অপকার! কিছুই করতে পারে না। একটা কাজ করা যাক, তোমরা নিজেদের বাঁচার পথ আগে বের করো। এরপর তারা একনিষ্ঠ ধর্ম ও বিশ্বাসের অনুসন্ধানে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

‘অতঃপর ওয়ারাকা ইবনে নওফেল খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে এবং উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহাশ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে মক্কায় অবস্থান করতে থাকে। ইসলামের আবির্ভাবের পর সে ইমান আনে। কিছুদিন পর প্রথম হিজরতের কাফেলায় যোগদান করে সে তার স্ত্রী উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ানকে নিয়ে আবিসিনিয়ায় চলে যায়। সেখানে সে ইসলাম ত্যাগ করে খ্রিষ্টান হয়ে যায়। অতঃপর আবিসিনিয়াতেই খ্রিষ্টান অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করে।’

ইবনে ইসহাক মুহাম্মদ ইবনে জাফর ইবনে জুবায়েরের সূত্রে বর্ণনা করেন, আবিসিনিয়ায় খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করার পর উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহাশ নবীজির অন্য সাহাবিদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁদের উদ্দেশে বলতেন, ‘এখানে এসে আমি দৃষ্টি লাভ করেছি আর তোমরা এখনো দৃষ্টিশক্তি খুঁজে বেড়াচ্ছ! তোমরা তো এর পরে দৃষ্টি আর খুঁজেই পাবে না।’

ওই বর্ণনায় ইবনে ইসহাকের শাইখ মুহাম্মদ ইবনে জাফর ইবনে জুবায়ের রয়েছেন। যিনি ষষ্ঠ পর্যায়ের নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের অন্যতম ছিলেন। তবে এই পর্যায়ের কেউই সরাসরি নবীজির কোনো সাহাবির সাক্ষাৎ পাননি। তাই এ বর্ণনা মুরসালের পর্যায়ভুক্ত বলে বিবেচিত।

অবশ্য ইবনে ইসহাক আবিসিনিয়া থেকে নবীজির চাচাতো ভাই জাফর ইবনে আবু তালিবের ফিরে আসার বিবরণে এ ঘটনাই মুহাম্মদ ইবনে জাফরের সূত্রে উরওয়াহ থেকে বর্ণনা করেন। অতঃপর উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ানের সঙ্গে নবীজির বিয়ের বর্ণনায় উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহাশের খ্রিষ্টান হয়ে যাওয়ার কথা পুনরায় তিনি উল্লেখ করেন।

ইবনে সা'আদ *তাবাকাত* গ্রন্থে এ প্রসঙ্গেই ইসমাইল ইবনে আমরের সূত্রে উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ান থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ‘এক রাতে আমি স্বপ্নে দেখি, আমার স্বামী উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহাশের চেহারা কুৎসিত ও বিকৃত হয়ে গেছে। তাকে দেখে আমি চিনতেই পারছি না। তার অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছিল। সকালে ঘুম ভাঙার পর ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে যাই। খুবই দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। মনে মনে ভাবছি, আল্লাহর কসম! তিনি তার অবস্থা পরিবর্তন করে দিয়েছেন।

‘স্বামীকে স্বপ্নের কথা বলতে যাব, এর মধ্যেই তিনি আমাকে বলতে লাগলেন, “জানো! আমি দীর্ঘদিন প্রকৃত ধর্মের খোঁজ করেছি। কিন্তু খ্রিষ্টধর্মের চেয়ে উত্তম কোনো ধর্ম পাইনি। তাই আমি খ্রিষ্টান হয়ে যাই। অতঃপর মুহাম্মদের দ্বীন গ্রহণ করি। এর কিছুদিন পর পুনরায় খ্রিষ্টধর্মে ফিরে আসি।”

'উত্তরে আমি বললাম, "আল্লাহর কসম! তুমি যা করেছ এর মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।" কিন্তু সে আমার কথার দিকে কানই দিল না। গোগ্রাসে মদ গিলতে লাগল। এরপর কিছুক্ষণের মধ্যেই নেশায় বুঁদ হয়ে মৃত্যুবরণ করে।'

অতঃপর ইবনে সা'আদ ওয়াকিদির সূত্রে নবীজির স্ত্রীগণের আলোচনায় উম্মে হাবিবার জীবনীতে এ ঘটনা দ্বিতীয়বার উল্লেখ করেন।

এ ছাড়া ইমাম হাকিম তাঁর *মুসতাদরাক* গ্রন্থে জুহরির সূত্রে এ ঘটনা বর্ণনা করেন। কিন্তু তাঁর এ বর্ণনার ধারাবাহিকতায় নবীজির সাহাবির উল্লেখ ছিল না। অতঃপর তিনি ইবনে সা'আদের মতো ওয়াকিদির সূত্রে উম্মে হাবিবার স্বপ্নের বিবরণ উল্লেখ করেন। ঐতিহাসিকদের কাছে জুহরি নবীজির সাহাবিদের উল্লেখ ছাড়া যা কিছু বর্ণনা করেছেন, সেসব বর্ণনাকে দুর্বল বলে চিহ্নিত করেছেন।

ইমাম জাহবি বলেন, 'হাদিসশাস্ত্রের বিজ্ঞ পণ্ডিত ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল কাত্তান বলেছেন, সাহাবিগণের উল্লেখ ছাড়া জুহরি যা বর্ণনা করেছেন, তা অন্যদের এ জাতীয় বর্ণনার চেয়েও অনেক নিম্ন পর্যায়ের। কারণ তিনি হাদিসের হাফেজ ছিলেন। তাই ইচ্ছে করলেই সাহাবিদের নাম উল্লেখ করতে পারতেন। অথচ তিনি ইচ্ছাকৃত এমনটি করেছেন। যার নাম নিতে ইচ্ছে হতো, তিনি তার নাম উল্লেখ করতেন।'

ইমাম তাবারি তাঁর *তারিখে তাবারি* নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থে এ ঘটনা হিশাম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সায়েব কালবির সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে এই হিশাম কালবি রাফেজি হওয়ায় তাঁকে মুহাদ্দিসগণ প্রত্যাখ্যান করেছেন। ফলে ঐতিহাসিকদের নিকট উম্মে হাবিবার প্রথম স্বামীর খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের বিবরণের এ সূত্রটি জুহরির সূত্রের চেয়েও নিম্ন পর্যায়ের বিবেচিত হয়েছে।

ইমাম বায়হাকি *দালায়েল* গ্রন্থে ইবনে লাহিয়ার সূত্রে এ ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনায় কিছুটা অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ আবিসিনিয়া থেকেই সাহাবি উসমান ইবনে আফফান নবীজির সঙ্গে উম্মে হাবিবার বিয়ে পড়িয়ে দেন। ইমাম বায়হাকির সূত্রে যে ইবনে লাহিয়ার কথা এসেছে, তার বর্ণনাকে ঐতিহাসিকেরা দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ইবনে কাসির বলেন, 'ইবনে লাহিয়ার সূত্রে সাহাবি উসমান কর্তৃক উম্মে হাবিবার সঙ্গে নবীজিকে বিয়ে করিয়ে দেওয়ার যে কথা বলা হয়েছে, তার সমার্থক অন্য কোনো বর্ণনা কিংবা সনদ পাওয়া যায় না। কারণ উসমান এর আগেই আবিসিনিয়া থেকে মক্কায় ফিরে আসেন। অতঃপর মদিনায় হিজরত করে নবীজির সান্নিধ্যে গমন করেন।'

ইবনে আবদুল বার তাঁর *ইসতি'আব* গ্রন্থে উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহাশের জীবনী উল্লেখ করেননি। শুধু এতটুকু বলেছেন, 'আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহাশের ভাই) এবং তার ভাই (উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহাশ) ইসলামের প্রথম হিজরতকারীদের কাফেলায় ছিলেন। আবিসিনিয়ায় গমনের পর আবদুল্লাহর ভাই খ্রিষ্টান হয়ে যায় এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করে। অতঃপর উম্মে হাবিবা তার থেকে আলাদা হয়ে যান।'

ইবনে আছির তাঁর *উসুদুল গাবাহ ফি মা'রিফাতিস সাহাবাহ* গ্রন্থে উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহাশের জীবনী উল্লেখ করেননি। ইবনে আবদুল বারের মতো শুধু উপরিউক্ত ঘটনা লিখে শেষ করে দেন।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি সাহাবিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী শীর্ষক তাঁর বিখ্যাত *ইসাবাহ* গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের জীবনী উল্লেখ করলেও তার ভাই উবাইদুল্লাহর ব্যাপারে কিছুই বলেননি। তবে উম্মে হাবিবার জীবনীতে লিখেছেন, 'উম্মে হাবিবার প্রথম স্বামী উবাইদুল্লাহ আবিসিনিয়ায় গমন করে খ্রিষ্টান হয়ে মারা যায়। ফলে উম্মে হাবিবা তার থেকে আলাদা হয়ে যান।'

তবে *তাহজিব* গ্রন্থে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি উম্মে হাবিবার জীবনীতে তাঁর প্রথম স্বামী উবাইদুল্লাহর খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে কিছুই বলেননি। তিনি শুধু লিখেছেন, 'উম্মে হাবিবা তাঁর স্বামী উবাইদুল্লাহর সঙ্গে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। আবিসিনিয়ায় যাওয়ার পর উবাইদুল্লাহ মারা যাওয়ার পর নবীজি তাঁকে বিয়ে করেন। তিনি আবিসিনিয়ায় ছয় বছর অথবা কোনো বর্ণনামতে সাত বছর ছিলেন।'

ইমাম জাহবি তাঁর *তারিখ* গ্রন্থে সিরাতের অধ্যায়ে এ ঘটনা ইবনে সা'আদের সূত্র উল্লেখসহ বর্ণনা করেন। কিন্তু উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহাশের খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ সম্পর্কে বলেন, 'এটা অস্বীকৃত কথা।' তবে তিনি এ বিষয়টি অস্বীকৃত হওয়ার কারণ উল্লেখ করেননি।

উপরিউক্ত সমস্ত বর্ণনার সার্বিক বিশ্লেষণে এটাই প্রমাণিত হয়, উম্মে হাবিবার প্রথম স্বামী উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহাশের খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের যে ঘটনা লোকমুখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, এর কোনো ভিত্তি নেই। কারণ উম্মে হাবিবার হিজরত এবং তাঁর প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর নবীজির সঙ্গে তাঁর বিয়ের ঘটনা যেসব সহিহ হাদিসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর কোনোটিতেই উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহাশের খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করার কথা উল্লেখ নেই।

যথা ইমাম আহমাদ সহিহ সনদে জুহরির সূত্রে উম্মে হাবিবার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। যেখানে এ জাতীয় কোনো কথাই নেই। বরং তিনি আরও উল্লেখ

করেন, 'স্বয়ং আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশি উম্মে হাবিবাকে নবীজির স
বিয়ে পড়িয়ে দেন এবং নিজের পক্ষ থেকে চার হাজার দিরহাম মোহর
বাবদ আদায় করে দেন।' তা ছাড়া ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম নাসায়িও
রকম বর্ণনা করেছেন।

সবশেষে এর সপক্ষে ঐতিহাসিকেরা একাধিক যুক্তি ও প্রমাণ উ
করেছেন। তাঁরা বলেন :

১. উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহাশের ইসলাম ত্যাগের ঘটনা কোনো সহিহ সন
প্রমাণিত নয়। উপরিউক্ত বর্ণনা উরওয়া ইবনে জুবায়েরের সূত্রে মুরস
ধারায় বর্ণিত হয়েছে। আর হাদিসশাস্ত্রের নীতিমালা অনুযায়ী মুরস
বর্ণনা দ্বারা এ জাতীয় বিষয় সাব্যস্ত হয় না।

তা ছাড়া সহিহ হাদিসের যেসব বর্ণনায় নবীজির সঙ্গে উম্মে হাবিব
বিয়ের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে কোথাও উবাইদুল্লাহ ইব
জাহাশের ইসলাম ত্যাগ করার কথা বলা হয়নি।

২. ইসলামের প্রথম দিকে সর্বপ্রথম যে কজন সাহাবি নবীজির নির্দে
আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন, তাঁরা স্বজ্ঞানে বুঝেশুনেই ইসলা
দীক্ষিত হন। এর কারণ হলো, প্রথমত তাঁরা কুরাইশদের শিরকি কর্মকা
থেকে নিরাপদে থাকার উদ্দেশ্যেই নিজেদের মাতৃভূমি ও স্বজনদের ত্যা
করে হিজরত করেন। সে ক্ষেত্রে তাঁদের কারও পক্ষে ইসলাম ত্যাগ কর
কীভাবে সম্ভব হতে পারে?

দ্বিতীয়ত, আবিসিনিয়ায় যাওয়ার পর সেখানকার বাদশাহ নাজাশি
তাঁদের সবাইকে রাজদরবারে তলব করে নবীজির পরিচয় ও তাঁর
নবুওয়াতের নিদর্শন এবং দাওয়াতের প্রকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ
করেছিলেন। জাফর ইবনে আবু তালিব সবার পক্ষ থেকে জিজ্ঞাসাবাদের
উত্তর প্রদান করেন।

৩. অনুরূপ ঘটনা রোমের সম্রাট হেরাক্লিয়াসের দরবারেও ঘটেছিল।
ঘটনাক্রমে কুরাইশদের একটি বাণিজ্যিক কাফেলা ওই সময় রোম
সাম্রাজ্যের রাজধানী সিরিয়ায় অবস্থান করছিল। তাদের নেতৃত্বে ছিলেন
আবু সুফিয়ান, যিনি উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহাশের শ্বশুর ছিলেন।
উবাইদুল্লাহর স্ত্রী উম্মে হাবিবা ছিলেন আবু সুফিয়ানের কন্যা।

সম্রাট হেরাক্লিয়াস কুরাইশদের ওই কাফেলাকে রাজদরবারে তলব
করে ইসলাম ও নবীজি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান। তিনি আবু
সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা তোমাদের বাপ-

দাদাদের ধর্ম ত্যাগ করে মুহাম্মদের অনুসারী হয়েছে, তাদের কেউ কি এর পরে ইসলাম ত্যাগ করে তোমাদের কাছে ফিরে এসেছে?' উত্তরে আবু সুফিয়ান স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, 'না, এমন কেউ করেনি।'

ঐতিহাসিকেরা বলেন, 'উবাইদুল্লাহর পরিচয় ও তার সার্বিক অবস্থানের ব্যাপারে আবু সুফিয়ানের অবগত থাকাটাই স্বাভাবিক। কারণ একে তো তিনি ছিলেন কুরাইশদের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের একজন, আবার তিনি তাঁর মেয়ে উম্মে হাবিবার পিতাও ছিলেন। উবাইদুল্লাহ যদি সত্যিই খ্রিষ্টান হয়ে যেতেন, তাহলে আবু সুফিয়ান অবশ্যই হেরাক্লিয়াসের দরবারে তা প্রকাশ করতেন। কারণ আবু সুফিয়ান নিজেই বিনা দ্বিধায় স্বীকার করে বলেছেন, 'আমি মুহাম্মদ এবং ইসলাম ও তাঁর সাহাবিদের ব্যাপারে সম্রাট হেরাক্লিয়াসের সামনে মিথ্যা কথা বলতে চেয়েও অপারগ হয়ে গেছি। বলতে চেয়েও সত্য গোপন করার দুঃসাহস করিনি।'

৪. জাহেলি যুগেও উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহাশ কুরাইশ সম্প্রদায়ের মূর্তিপূজা থেকে বিরত থাকতেন। বিধর্মীদের কোনো অনুষ্ঠানে তিনি যেতেন না। ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের মতো তিনিও নীরবে সত্য ধর্মের আবির্ভাবের অপেক্ষায় দিন কাটিয়ে দিতেন।

ইবনে ইসহাক থেকে সনদ ছাড়া এ ঘটনার শুরুতে এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। অপর ঐতিহাসিক ইবনে সা'আদ ওয়াকিদির সূত্রে বর্ণনা করেন, 'জাহেলি যুগে ইসলাম গ্রহণের আগে উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহাশ খ্রিষ্টধর্মের অনুরক্ত ছিলেন। আর এটা প্রসিদ্ধ কথা যে, নবীজি যখন নবুওয়াতপ্রাপ্ত হন, তখন আরব দেশে খ্রিষ্ট ও ইহুদিধর্মের আহলে কিতাব সম্প্রদায় বসবাস করত। তিনি তাদের প্রতি আবির্ভূত হয়েছিলেন। অতএব, এটা কীভাবে সম্ভব, যে ব্যক্তি দীর্ঘদিন সত্য ধর্মের অনুসন্ধানী ছিল এবং এর অপেক্ষায় জনসমাগম এড়িয়ে চলত, সে ইসলাম গ্রহণের পর পুনরায় সেই বিতর্কিত ধর্ম ও অন্ধবিশ্বাসের দিকে ফিরে যেতে পারে?'

৫. নবীজি উম্মে হাবিবাকে ষষ্ঠ অথবা সপ্তম হিজরিতে বিয়ে করেন। সে সময় ইসলামের ব্যাপ্তি আরবভূমি ছাড়িয়ে আশপাশে ছড়িয়ে পড়েছিল। আর উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহাশ ইসলামের প্রথম যুগেই আবিসিনিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন। তখনো নবীজি মদিনায় হিজরত করেননি।

মদিনায় হিজরতের পর ইসলামের শক্তি ও সীমানা বহুগুণে বিস্তৃতি লাভ করে। তখন কেউ ইসলাম ত্যাগ করলে তাকে প্রথমে মুনাফিক বলে গণ্য করা হতো। মুনাফিকদের পরিচয় ও বিধান সম্পর্কে কোরআনে

আয়াত অবতীর্ণ হচ্ছিল। অথচ উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহাশের নাম ইতিহাসের কোথাও মুনাফিকের তালিকায় পাওয়া যায় না। এর পক্ষে কোনো সূত্রও নেই।

সর্বোপরি এখানে আলোচনা চলছে নবীজির একজন বিশিষ্ট সাহাবিকে নিয়ে। যিনি ছিলেন ইসলামের প্রথম যুগের ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। তাঁর ইসলাম ত্যাগের ব্যাপারে যে বর্ণনা ইতিহাসে পাওয়া যায়, তার কোনো প্রমাণযোগ্য ভিত্তি নেই।

কিন্তু এর পরও যদি মেনে নেওয়া হয় যে ওই বর্ণনার সনদ প্রমাণিত, তাহলে এ সত্ত্বেও আমার (মূল গ্রন্থকার) মতে, যেহেতু ইসলামের বিধানে কোনো মুসলিমের নিন্দা করা নিষিদ্ধ, তাই এ সম্পর্কে আলোচনা কিংবা বিতর্কে জড়ানো সমীচীন হবে না। আবার যদি তা নবীজির কোনো সাহাবির নামে হয়, তাহলে তো আরও আগেই তা থেকে বিরত থাকা উচিত।

ইবনে হিব্বান তাঁর সহিহ গ্রন্থে উরওয়ার সূত্রে আয়েশা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহাশ তাঁর স্ত্রী উম্মে হাবিবাকে সঙ্গে নিয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। সেখানে যাওয়ার পরে উবাইদুল্লাহ মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন। মৃত্যুশয্যায় তিনি নবীজিকে উম্মে হাবিবার দেখাশোনার জন্য অনুরোধ করে যান। তাঁর অনুরোধ রক্ষার্থে নবীজি উম্মে হাবিবাকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর স্বয়ং বাদশাহ নাজাশি শুরাহবিল ইবনে হাসানার সঙ্গে উম্মে হাবিবাকে মদিনায় নবীজির কাছে প্রেরণ করেন।'

সাকরান ইবনে আমরের খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ

সাকরান ইবনে আমর ইসলামের প্রথম যুগে আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের অন্যতম ছিলেন। তাঁর ভাইয়ের নাম সুহাইল ইবনে আমর। উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহাশের মতো ইতিহাসের পাতায় তাঁরও আবিসিনিয়ায় যাওয়ার পর খ্রিষ্টান হয়ে যাওয়ার গুঞ্জন লোকমুখে শোনা যায়। যদিও উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহাশের মতো তাঁর বিষয়টি অতটা প্রসিদ্ধ হয়নি। তবে এর সপক্ষে শক্তিশালী কোনো সূত্র যেমন নেই, আবার যেসব বর্ণনার সূত্রে এ কথা ছড়িয়ে পড়েছে সেগুলোকেও অতিমাত্রায় দুর্বল বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আমার (মূল গ্রন্থের লেখক) জানামতে, এর সপক্ষে কোনো দুর্বল বর্ণনাও নেই।

মুসা ইবনে উকবা তাঁকে আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী বলে উল্লেখ করেছেন।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি তাঁর *ইসাবাহ* গ্রন্থে লেখেন, 'তিনি সুহাইল ইবনে আমরের ভাই।' তবে তিনি তাঁর খ্রিষ্টান হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কিছু বলেননি।

ইবনে ইসহাক তাঁর ব্যাপারে বর্ণনা করেন, 'সাকরান ইবনে আমর দীর্ঘদিন আবিসিনিয়ায় থাকার পর মক্কায় ফিরে আসেন এবং সেখানে ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের পর তাঁর স্ত্রী সাওদা বিনতে যাম'আকে স্বয়ং নবীজি বিয়ে করেন।'

আবু উবাইদার মতে, তিনি আবিসিনিয়ায় গিয়ে খ্রিষ্টান হয়ে যান এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। ঐতিহাসিক বালাজুরি বলেন, 'প্রথম মতটি সর্বাধিক সহিহ।' অর্থাৎ তিনি মুসলিম অবস্থায়ই মক্কায় মৃত্যুবরণ করেন।

ইবনে আবদুল বার তাঁর *ইসতি'আব* গ্রন্থে সাকরান ইবনে আমরের জীবনী উল্লেখ করলেও তাঁর খ্রিষ্টান হওয়ার ব্যাপারে কোনো কিছু বলেননি।

ইবনে ইসহাক মক্কা থেকে আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের তালিকা বিন্যাস করেছেন। ওই তালিকায় সাকরান ইবনে আমরের নাম উল্লেখ করলেও তাঁর খ্রিষ্টান হওয়ার কথা নেই। তবে নবীজির সঙ্গে সাওদা বিনতে যাম'আর বিয়ের আলোচনায় তিনি বলেন, 'সাওদা বিনতে যাম'আ সাকরানের চাচাতো বোন ছিলেন। সাকরান তাঁকে কুমারী থাকতেই বিয়ে করেন। অতঃপর আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। সেখান থেকে মক্কায় ফেরার পর তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর নবীজি সাওদা বিনতে যাম'আকে বিয়ে করেন।'

ইবনে সা'আদ *তাবাকাত* গ্রন্থে সাকরানের কথা উল্লেখ করলেও তাঁর খ্রিষ্টান হওয়ার ব্যাপারে কিছু বলেননি। নবীজির স্ত্রী সাওদা বিনতে যাম'আর জীবনীতেও এ সম্পর্কে বলেননি।

ইমাম জাহবি *তারিখুল ইসলাম* গ্রন্থের সিরাত অধ্যায়ে এ ব্যাপারে কিছু উল্লেখ করেননি। এমনকি তাঁর ছাত্র ইবনে কাসিরও তাঁর বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থ *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে* এ সম্পর্কে কিছুই বলেননি।

তবে ইবনে জারির তাবারি তাঁর *তারিখ* গ্রন্থে নবীজির স্ত্রী সাওদা বিনতে যাম'আর জীবনীতে বলেন, 'নবীজি যখন সাওদাকে বিয়ে করেন, তখন তিনি বিধবা ছিলেন। এর আগে সাকরানের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। সাকরান আবিসিনিয়ায় হিজরত করার পর সেখানে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।' তবে ইবনে জারির তাবারি এর কোনো সূত্র উল্লেখ করেননি।

ইবনে আছির তাঁর *উসুদুল গাবাহ ফি মা'রিফাতিস সাহাবাহ* গ্রন্থে ইবনে কালবির সূত্রে সাকরানের খ্রিষ্টান হয়ে যাওয়ার তথ্য উল্লেখ করেন। অথচ এই

ইবনে কালবি অধিকাংশ ঐতিহাসিকের কাছে প্রত্যাখ্যাত বর্ণনাকারীদের একজন।

আরাশি অঞ্চলের এক অধিবাসীর কাহিনি

ইবনে ইসহাক আবদুল মালিক সাকাফের সূত্রে বর্ণনা করেন, আরাশি অঞ্চল থেকে এক লোক তার উট নিয়ে মক্কায় আসে। কুরাইশ নেতা আবু জাহল ওই লোকের একটি উট কেনে। কিন্তু লোকটি উটের মূল্য চাইলে আবু জাহল তা দিতে গড়িমসি করতে থাকে। উট বিক্রেতা অনেক অনুনয় করলেও আবু জাহল এতে কোনো পাত্তা দিল না।

তখন লোকটি ক্ষুব্ধ মনে মক্কার হারামের পাশে কুরাইশদের এক খোলা আঙিনায় এসে হাঁক দিয়ে বলতে থাকে, 'হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে কে আছে যে আমাকে আবুল হাকাম ইবনে হিশামের (আবু জাহলের) ব্যাপারে সাহায্য করবে?' তখন নবীজি মসজিদুল হারামের চত্বরে বসে ছিলেন। আরাশির উট বিক্রেতা আরও বলল, 'আমি খুবই অসহায় ও দরিদ্র মুসাফির। সে আমার অসহায়ত্বের সুযোগ নিচ্ছে। এ অবস্থায় তোমরাই বলো, তোমাদের কোনো ব্যক্তির জন্য আমার প্রাপ্য নিয়ে টালবাহানা করা কি উচিত হচ্ছে?'

কুরাইশের কেউ কেউ তার কাছে গিয়ে বলল, 'মসজিদুল হারামের চত্বরে এক ব্যক্তি বসে আছেন। তাঁর সঙ্গে আবু জাহলের শত্রুতা আছে। তিনিই তোমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবেন। তুমি তাঁর কাছে যাও।' তারা এসব বলে মূলত নবীজির সঙ্গে তাচ্ছিল্য করছিল। এরা ভালোভাবেই জানত, নবীজির সঙ্গে আবু জাহলের শত্রুতার কথা।

উট বিক্রেতা নবীজির কাছে এসে সব খুলে বলে এবং তাঁর কাছে সাহায্য তলব করে। নবীজি তার সব কথা শুনে তাকে নিয়ে আবু জাহলের উদ্দেশে চললেন। কুরাইশ লোকেরা যখন দেখল, নবীজি উট বিক্রেতার সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছেন, তখন তাদের একজন বলল, 'এবার হয়েছে, দেখা যাক কী হয়!'

নবীজি আবু জাহলের বাড়িতে গিয়ে তার দরজায় কড়া নাড়লেন। আবু জাহল ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করল, কে? 'আমি এসেছি, দরজা খোলো।' নবীজি উত্তর দিলেন। তাঁর গলার আওয়াজ শুনে আবু জাহলের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। দরজা খোলার পর নবীজি তাকে ওই উট বিক্রেতার প্রাপ্য মূল্য দিয়ে দিতে বললেন। আবু জাহল কোনো রাখঢাক না করেই উত্তর দিল, হ্যাঁ, এখনই দিচ্ছি। ঘরের ভেতর গিয়ে আবু জাহল দিরহাম নিয়ে আসে এবং উট বিক্রেতাকে উটের মূল্য দিয়ে দেয়।

অতঃপর নবীজি উট বিক্রেতাকে বললেন, 'এই হচ্ছে তোমার প্রাপ্য। তুমি এবার যেতে পারো।' এরপর উট বিক্রেতা নবীজির সঙ্গে কাবা চত্বরে ফিরে আসে। সে কুরাইশ সম্প্রদায়ের উদ্দেশে বলতে থাকে, 'আল্লাহ এই মহান ব্যক্তিকে উত্তম বিনিময় দান করুন। তিনি আমার হক আদায় করে দিয়েছেন।'

এ কথা বলতেই কুরাইশের ওই লোকটি এগিয়ে এল, যে উট বিক্রেতাকে নবীজির কাছে প্রেরণ করেছিল। কুরাইশ সম্প্রদায় তামাশা দেখতে একজনকে উট বিক্রেতার পেছনে পেছনে পাঠাল। কিছুক্ষণ পর সে ফিরে এল। তখন সবাই তাকে জিজ্ঞেস করলে সে নিজে উট বিক্রেতাকে সাহায্য করার দাবি করে বসে। তখন উট বিক্রেতা উত্তরে বলল, তোমার মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে! তুমি কখন সাহায্য করলে? কাবাঘরের চত্বরে বসে থাকা ওই মহান ব্যক্তিই আমাকে সাহায্য করেছেন। তিনি নিজে আবু জাহলের বাড়ির দরজায় গিয়ে তাকে আমার ন্যায্য মূল্য আদায় করে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। তখনই আবু জাহল আমার প্রাপ্য আদায় করে।

এর কিছুক্ষণের মধ্যেই আবু জাহল হারামের চত্বরে আগমন করে। কুরাইশের লোকেরা তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে আবু জাহল বলে, 'রবের কসম! মুহাম্মদ আমার দরজায় কড়া নাড়েন। আমি তাঁর গলার আওয়াজ শুনেই ভয় পেয়ে যাই। দরজা খোলার পর দেখি, তাঁর মাথার ওপর বিশালাকায় একটি উট। উটের এত বড় মাথা আমি জীবনেও দেখিনি। দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছিল। এত মোটা দাঁত এবার প্রথম দেখলাম। আমার মনে হচ্ছিল, তখন ওই উট বিক্রেতার মূল্য না দিলে এই উট আমাকেই খেয়ে ফেলত।'

ইবনে ইসহাক এ ঘটনা তাঁর শাইখ আবদুল মালেকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবু হাতেম তাঁর *জারহ ওয়া তা'দিল* গ্রন্থে আবদুল মালেকের জীবনী উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোনো মন্তব্য করেননি। তবে এ ঘটনার সূত্রে সরাসরি কোনো সাহাবির নাম উল্লেখ নেই। তাই এটি মুরসাল বর্ণনার পর্যায়ভুক্ত।

ইবনে কাসির এ ঘটনা ইবনে ইসহাকের বরাতে বর্ণনা করেছেন। তবে সনদের ব্যাপারে নীরব থেকেছেন।

আবু জাহলের ওপর ভয়ংকর বিশাল উটের আক্রমণ

ইবনে ইসহাকের সূত্রে ইউনুস ইবনে বুকাইর বলেন, ইকরামা ও ইবনে আব্বাসের সূত্রে মক্কার কিছু প্রবীণ লোক নবীজি এবং মক্কার কাফেরদের মধ্যে সংঘটিত এক দীর্ঘ ঘটনার বর্ণনা দেন। একদিন নবীজি নিজ বাড়িতে চলে

যাওয়ার পর আবু জাহল কুরাইশদের উদ্দেশে বলল, 'হে
অনেক হয়েছে! মুহাম্মদ আমাদের ধর্মকে দোষারোপ করছে
দাদাদের গালি দিচ্ছে। আমাদের দেবতা ও পুরোহিতদের
বলে আখ্যায়িত করছে। আগামীকাল সে যখন কাবা চত্ব
আসবে, তখন সেজদায় যাওয়ার পর তার মাথার ওপর এ
নিক্ষেপ করব, যাতে তার মাথা থেঁতলে যায়। আমি এর
সংগ্রহ করব, যতটুকু ভার আমি সইতে পারি। তোমরা আ
কিংবা বাধা প্রদান করো, তাতে আমার কিছু যায় আসে
মানাফের সঙ্গে যা হওয়ার তা পরে দেখা যাবে। দেখি, তারা

কুরাইশের লোকেরা তাকে বলল, 'আল্লাহর কসম! আম
সিদ্ধান্তে অমত প্রকাশ করি না। অতএব, তোমার যা ইচ্ছে ক

পরদিন যথারীতি খুব সকালে নবীজি অভ্যাসমতো কাবা চ
জন্য ঘর থেকে বের হন। তখন ইসলামের কিবলা ছিল বায়তু
সিরিয়ার দিকে ফিরে নবীজি নামাজ আদায় করতেন। তিনি সা
ইয়েমেনি কোণ বরাবর নামাজের জন্য দাঁড়াতেন। এদিকে স
আবু জাহল ভারী পাথর নিয়ে গোপনে অবস্থান নেয় আর সু
থাকে। ওদিকে কুরাইশের অতি উৎসাহী লোকেরা পর্যবেক্ষণ ক
জাহল কী করে এবং পরিস্থিতি কোন দিকে গড়ায়।

নবীজি যখন সেজদায় গেলেন, তখনই আবু জাহল পাথর
দিকে ধেয়ে গেল। কুরাইশরা দেখল, নবীজির কাছাকাছি
জাহলের চেহারা আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে ফ্যাকাশে রূপ ধারণ ক
দুটো নড়বড়ে হয়ে যায়। ফলে পাথরটি হাত ফসকে মাটিতে
হয়ে দ্রুত পদে সে ফিরে আসে। এ অবস্থা দেখে কুরাইশের
জাহলের দিকে এগিয়ে যায়। তারা জিজ্ঞেস করতে থাকে
তোমার কী হলো?

উত্তরে আবু জাহল বলল, 'গতকাল আমি তোমাদের যা ব
করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু মুহাম্মদের কাছে যেতেই বিরাট আ
আমার দিকে ধেয়ে আসতে থাকে। এমন ভয়ংকর মোটা দাঁত
জীবনে কখনো দেখিনি। মনে হচ্ছিল, আমাকে গিলে ফেলবে।'

ইবনে ইসহাক বলেন, অন্য সূত্রে আমি জেনেছি, নবীজি
উটটি মূলত জিবরাইল ছিলেন। আবু জাহল আরেকটু কাছে
তাকে বধ করতেন।'

ওই বর্ণনায় ইবনে ইসহাকের শাইখ অজ্ঞাত। এ প্রসঙ্গে ইমাম বায়হাকি বলেন, 'ইবনে ইসহাক যখন তাঁর শায়খের নাম উল্লেখ না করে কোনো কিছু বর্ণনা করেন, তখন আমাদের মন খারাপ হয়ে যায়।'

ইবনে ইসহাকের এ বর্ণনায় বলা হয়েছে, আবু জাহল আল্লাহর নামে শপথ করেছিল। অথচ এটা পরিত্যাজ্য কথা। কারণ *সহিহ মুসলিম* এর বর্ণনায় এসেছে, আবু জাহল লাত ও উজ্জা নামীয় জাহেলি যুগের প্রসিদ্ধ দুই দেবতার নামে শপথ করেছে।

ইমাম হাকিম আবদুল্লাহ ইবনে সালেহের সূত্রে এ ঘটনা বর্ণনা করার পর একে সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন। তবে ইমাম জাহবি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনে সালেহ তেমন সুবিধাজনক কেউ নন। আর ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবু ফারওয়াহ নামে অপর যে বর্ণনাকারী রয়েছে, সে প্রত্যাখ্যাত ব্যক্তিদের অন্যতম।'

সহিহ মুসলিম গ্রন্থে সাহাবি আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, একদিন আবু জাহল কুরাইশ সম্প্রদায়ের লোকদের জিজ্ঞেস করল, 'মুহাম্মদ কি তোমাদের সামনে প্রকাশ্যেই সেজদায় মাটিতে মুখ লাগায়?' তাদের কেউ বলল, হ্যাঁ। তখন আবু জাহল লাত ও উজ্জার নামে শপথ নিয়ে বলল, 'আবার যদি তাকে এমন করতে দেখি, তাহলে আমি তার ঘাড়ের ওপর বসে তার চেহারা মাটির সঙ্গে ঘষে দেব।'

এরপর নবীজি নামাজে দাঁড়ানোর পর যখন সেজদায় গেলেন, তখন আবু জাহল তাঁর দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু দেখা গেল, আবু জাহল কী যেন হাত দিয়ে প্রতিহত করতে করতে পিছু হটছে।

লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করল, তোমার আবার কী হলো? আবু জাহল উত্তর দিল, 'আমার ও মুহাম্মদের মধ্যে এক বিশাল অগ্নিকুণ্ড প্রকাশ পেল, যা দেখতে খুব ভয়ংকর। তাই আমি নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিলাম।'

নবীজি বলেছিলেন, 'আবু জাহল আরেকটু এগোলেই ফেরেশতাগণ তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একটা একটা করে ছিঁড়ে ফেলতেন।'

ইমাম বুখারি স্বীয় সনদে সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের সূত্রে সংক্ষেপে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তবে ওই বর্ণনায় রয়েছে, আবু জাহল বলেছিল, 'আমি মুহাম্মদের ঘাড়ে চড়ে বসব।' নবীজির কাছে এ খবর পৌছালে তিনি বলেছিলেন, 'আবু জাহল এমন করলে ফেরেশতাগণ তাকে বধ করে ফেলতেন।'

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি লিখেছেন, 'নবীজি
সময় এ জাতীয় অন্যায় আবু জাহল ছাড়াও উকবা ইব
করেছিল। যেমন সে জবাই করা উট ও ভেড়ার নাড়িভুঁড়ি ন
অবস্থায় তাঁর ঘাড়ে নিক্ষেপ করত।

'তবে আবু জাহল প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে এমন অন্যায় ক
বিশেষ করে নবীজির ঘাড়ে উঠে বসার দুঃসাহস দেখানো
তায়ালা তাকে তৎক্ষণাৎ ফেরেশতাগণের মাধ্যমে প্রতিহত
উকবা ইবনে আবু মুঈতের বেলায় এমনটি না হলেও সে নবী
ধ্বংস হয়ে গেছে। দ্বিতীয় হিজরির বদর যুদ্ধে সে মুসলিম
নির্মমভাবে প্রাণ হারায়।'

তা ছাড়া *সহিহ মুসলিম* এর অপর বর্ণনায় রয়েছে,
মোবারকে জবাই করা উট কিংবা ভেড়ার বর্জ্য নিক্ষেপ কর
জাহলই উত্থাপন করেছিল।

কুরাইশদের পক্ষ থেকে দেবতা-পূজার অভিনব প্রস্তা

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, একদিন নবীজি কাবাঘর তাওয়া
তখন কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন—আসওয়াদ ইবনে ম
আসাদ, ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা, উমাইয়া ইবনে খালফ এবং
ওয়ায়েল সাহমিসহ সবাই নবীজিকে এক অভিনব প্রস্তাব দেয়
'চলো মুহাম্মদ, একটা রফা-দফায় আসা যাক। একদিন অ
ইলাহর ইবাদত করব, আরেক দিন তুমি আমাদের সঙ্গে আমা
পূজা করবে। যদি তোমার ইলাহ সঠিক হয়, তাহলে তোমার অ
নেবে। আর আমাদের দেবতা সত্যি হলে আমরা আমাদের অংশ
এ কথা বলার পর আল্লাহ তায়ালা সুরা কাফিরুন অবতীর্ণ করেন।

ইবনে ইসহাক সনদ ছাড়া এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি লিখেছেন, 'ইবনে
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের সূত্রে বর্ণনা করেন, কুরাইশ নেতৃব
বলল, তুমি আমাদের দেবতার ব্যাপারে চুপ হও। যদি তা না ক
আসো, একদিন আমরা তোমার ইলাহর ইবাদত করব এবং আরে
আমাদের দেবতার পূজা করবে। তখনই সুরা কাফেরুন অবতীর্ণ হ

'ইবনে আবু হাতেমের ওই বর্ণনার সূত্রে আবু খালফ আব
ঈসা রয়েছেন। তিনি দুর্বল বর্ণনাকারীদের একজন।'

ইবনে কাসির তাঁর *তাফসির* গ্রন্থে ঘটনার সূত্র দুর্বল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিতপূর্বক এভাবে লিখেছেন, 'বলা হয়, কুরাইশ সম্প্রদায় নবীজিকে তাদের দেবতার পূজার প্রস্তাব দিয়ে বলেছিল, একদিন আমরা তোমার রবের ইবাদত করব এবং অপর দিন তুমি আমাদের দেবতার ইবাদত করবে। তাদের এ মূর্খতাসুলভ প্রস্তাবের উত্তরে আল্লাহ তায়ালা সুরা কাফেরুন অবতীর্ণ করেন।'

হামজা ইবনে আবদুল মুত্তালিবের ইসলাম গ্রহণ

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, মক্কার আসলাম গোত্রের এক নবমুসলিম বলেছেন, 'একদিন নবীজি সাফা পাহাড়ের পাশ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। এমন সময় আবু জাহল তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করে। সে নবীজিকে ইচ্ছেমতো গালাগাল করে এবং তাঁর নবুওয়াতকে কটাক্ষ করে। সাফা পাহাড়ের পাশে আবদুল্লাহ ইবনে জাদ'আনের বাড়ি ছিল। তার দাস বাড়ির ভেতর থেকে আবু জাহলের সব কথা শোনে। নবীজি আবু জাহলকে কিছুই বললেন না।

'ওদিকে নবীজির চাচা হামজা (রা.) সবেমাত্র শিকার থেকে ঘরে ফিরেছেন। ইবনে জাদ'আনের দাস হামজার কাছে এসে সব বলে দেয়। নিজ ভাতিজার সঙ্গে এহেন দুর্ব্যবহারের কথা শুনে হামজা আবু জাহলের ওপর খেপে যান। রাগে তাঁর চেহারা লাল হয়ে যায়। বংশীয় আত্মমর্যাদা জেগে ওঠে তাঁর।

'হামজা তখনই ঘর থেকে বের হয়ে আবু জাহলের কাছে যান। আবু জাহলের মাথায় সজোরে আঘাত করে বলতে থাকেন, "তুমি আমার ভাতিজাকে কটাক্ষ করছ। তোমার তো সাহস কম নয়! অথচ সে যে দ্বীনের দাওয়াত দেয়, আমি তা বিশ্বাস করি। আমি তার ওপর ইমান এনেছি।"'

ইমাম হাকিম ইবনে ইসহাকের এই সূত্রেই উপরিউক্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তবে এর সূত্রে সরাসরি সাহাবির নাম না থাকায় ইমাম জাহবি এই বর্ণনাকে মুরসাল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তা ছাড়া ইবনে ইসহাক যার কাছ থেকে এই ঘটনা শুনেছেন, তার কোনো পরিচয় ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

ইবনে সা'আদ তাঁর *তাবাকাত* গ্রন্থে ওই ঘটনা ওয়াকিদির সূত্রে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম হাইসামি *মাজমাউজ জাওয়ায়েদ* গ্রন্থে লেখেন, 'শাইখ তাবারানি এ ঘটনা মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাজির সূত্রে বর্ণনা করলেও কোনো সাহাবির নাম উল্লেখ করেননি। তবে তাঁর সনদের বর্ণনাকারীরা সহিহ হাদিসের গ্রন্থসমূহের বর্ণনাকারীদের অন্যতম।'

ড. আকরাম উমরি বলেন, 'হামজা মক্কায় নবীজির কঠিন
ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু উপরি
যেভাবে তাঁর ইসলাম গ্রহণের চিত্রায়ণ করা হয়েছে, এর সহিহ বে
পাওয়া যায় না।'

উমর ইবনে খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, জাহেলি যুগে উমর (রা.) নবীজি
উদ্দেশ্যে খোলা তরবারি হাতে নিয়ে বের হন। পথিমধ্যে এক লোকের
সাক্ষাৎ হয়। সে তাঁকে বলে, 'আগে তোমার বোনের খবর নাও।' উ
করলেন, এর মানে কী? লোকটি তাঁকে তাঁরই বোন ফাতেমা বিনতে
ভগ্নিপতি সাঈদ ইবনে জায়েদের ইসলাম গ্রহণের কথা ফাঁস করে দেয়

উমর রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বোনের বাড়িতে ছুটে যান। গি
ফাতেমা ও তাঁর স্বামী সাঈদ কোরআনের সুরা ত্বহার আয়াত
বোনকে তিনি ইসলাম গ্রহণের কথা জিজ্ঞেস করলে ফাতেমা
করেন। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে উমর তাঁর বোনকে চড় মারেন।

ইবনে ইসহাকের সূত্রে ইউনুস ইবনে বুকাইরের বর্ণনায় আ
গোত্রের কয়েক নেতা উমরকে নবীজির খোঁজে প্রেরণ করেছিল। ন
সাফা পাহাড়ের পাদদেশে একটি ঘরে অবস্থান করছিলেন (ইসলামে
যুগে নবীজি তাঁর নবমুসলিম সঙ্গীদের নিয়ে এই ঘরে অবস্থান
পথিমধ্যে উমরের সঙ্গে নুআইম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আসাদের স
উমর তখন তরবারি কাঁধে ঝুলিয়ে নবীজির খোঁজে যাচ্ছিলেন। অ
আগেই নবীজির কাছে ইসলাম গ্রহণ করেন।

আমার (মূল গ্রন্থকারের) জানামতে, উমরের ইসলাম গ্রহণে
ব্যাপক প্রসিদ্ধ হলেও ধারাবাহিক নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়
কয়েকটি সূত্র উল্লেখ করা হলো, যেগুলো শাইখ মুহাম্মদ ইবনে রিযি
উল্লেখ করেছেন।

১. ইবনে আসাকির সাঈদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে কায়েসের সূত্রে
থেকে বর্ণনা করেন।
২. ইবনে সা'আদ, দারা কুতনি, হাকিম, ইবনে আসাকির
বায়হাকি *দালায়েল* গ্রন্থে ইসহাক ইবনে ইউসুফ আজরাক থে
সূত্রে বর্ণনা করেন। শাইখ তারহুনি বলেন, 'এ সূত্রে কা
সকলেই নির্ভরযোগ্য।'

ইমাম বুখারি কাসেমের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, 'কাসেম থেকে একাধিক হাদিস বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু তাঁর বর্ণনাগুলোর সমার্থক কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না।' শাইখ উকাইলিও তা-ই বলেছেন। ইমাম দারা কুতনি কাসেমকে দুর্বল বর্ণনাকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন। তবে ইবনে হিব্বান তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

৩. ইবনে ইসহাকের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যা প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে।
৪. বাজ্জার ইসহাক ইবনে ইবরাহিম হুনাইনির সূত্রে বর্ণনা করেন।
৫. ইবনে আয়েদ তাঁর *মাগাযিতে* ওয়ালিদ ইবনে মুসলিমের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।
৬. আবু নুআইম *দালায়েল* গ্রন্থে এবং *হুলইয়া* গ্রন্থে মুহাম্মদ ইবনে উসমান ইবনে আবু শাইবার সূত্রে সাহাবি ইবনে আব্বাসের সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'আমি উমরকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম ফারুক কে রেখেছে? তখন তিনি হামজা ও তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা আমাকে শোনান। হামজার তিন দিন পরে উমর ইসলাম গ্রহণ করেন।'
তবে এই সূত্রে ইসহাক ইবনে আবু ফারওয়া রয়েছেন, যাঁর ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে দুই ধরনের মন্তব্য পাওয়া যায়। কেউ তাঁকে দুর্বল বলেছেন। আবার অনেকে তাঁর বর্ণনাকে পরিপূর্ণ প্রত্যাখ্যাত বলে মত দিয়েছেন।
৭. ইমাম তাবারানি সাওবানের সূত্রে বর্ণনা করেন। হাইসামি এই সনদের বর্ণনাকারী ইয়াজিদ ইবনে রাবিআ রাহবিকে পরিত্যক্ত বলে আখ্যায়িত করেছেন। তবে ইবনে আদি বলেন, 'তার বর্ণনা গ্রহণ করতে তেমন সমস্যা নেই।'
৮. আবদুর রাজ্জাক জুহরির সূত্রে সহিহ সনদে বর্ণনা করেন।
৯. আবদুর রাজ্জাক অপর সূত্রে এ ঘটনা ইমাম সুয়ুতি থেকে বর্ণনা করেন, যা ইমাম সুয়ুতি তাঁর *খাছায়েছুল কুবরা* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তবে এ সূত্র সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমি ইমাম সুয়ুতির সনদের খোঁজ পাইনি।'

তবে উমরের ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় তাঁর বোন ফাতেমা ও ভগ্নিপতি সাঈদ ইবনে জায়েদের সুরা ত্বহা তেলাওয়াত করার যে কথা বলা হয়েছে, এর কোনো সহিহ সনদ খুঁজে পাওয়া যায়নি।

ইমাম বুখারি তাঁর *সহিহ বুখারি* গ্রন্থে 'উমরের ইসলাম গ্রহণ' সম্পর্কে আলাদা অধ্যায় এনেছেন, যাতে তিনি উপরিউক্ত বিষয়টির কিছুই উল্লেখ করেননি।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া এবং ড. আকরাম উমরি প্রমুখ মনীষীও এ ব্যাপারে সহিহ সনদ না পাওয়ার কথা বলেছেন।

ইমাম আহমাদ তাঁর *মুসনাদ* গ্রন্থে আবুল মুগিরার সূত্রে উমরের ইসলাম গ্রহণ করার অন্য এক প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, শুরাইহ ইবনে উবাইদের সূত্রে সাফওয়ান কর্তৃক আবুল মুগিরা বর্ণনা করেন, উমর বলেন, 'আমি একবার নবীজির খোঁজে বের হই। দেখি, তিনি আমার আগেই মসজিদুল হারামে চলে এসেছেন। আমি তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি সুরা হাক্কাহ তেলাওয়াত শুরু করলেন। আমি তাঁর তেলাওয়াত শুনছি আর কোরআনের গদ্যছন্দের ধরন দেখে বিস্মিত হচ্ছিলাম।

'মনে মনে ভাবলাম, নিশ্চিতভাবে এটা কোনো কবির রচনা; যেমন কুরাইশরা দাবি করে থাকে। কিন্তু একটু পরে নবীজি দুটি আয়াত তেলাওয়াত করতে শুরু করলেন; যার অর্থ হলো, "এটা কোনো কবির রচনা নয়; কিন্তু তোমরা খুব কম লোকই এর প্রতি ইমান আনছ এবং এটা কোনো জ্যোতিষীর কথাও নয়; অথচ সামান্য কয়েক লোক ছাড়া কেউই তা বোঝার চেষ্টা করে না।"'

অতঃপর উমর বলেন, 'এই আয়াতগুলো শোনার পর আমার অন্তর ইসলামের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে যায়।'

হাইসামি বলেন, 'এ ঘটনা ইমাম তাবারানিও *মুজামুল আওসাত* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তাঁর সনদের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। তবে শুরাইহ ইবনে উবাইদ উমরের সাক্ষাৎ লাভ করেননি।'

ইমাম জাহবি তাঁর *তারিখুল ইসলাম* গ্রন্থে সিরাতের অধ্যায়ে উমরের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা করার সময় ইমাম আহমাদ কর্তৃক বর্ণি[ত] উপরিউক্ত ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তবে এর সঙ্গে আরেকটু মিলিয়েছেন। য[ার] সারমর্ম হলো, উমর বলেন, 'আমি স্বীয় বোনের বাড়ি থেকে বের হয়ে নবীজি[র] খোঁজে যাই। তখন রাত ছিল। আমি কাবাঘরের গেলাফের কাছে এসে দে[খি] নবীজি কাবাঘরের দিকে আসছেন। হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে তি[নি] অনেকক্ষণ নামাজ আদায় করলেন। নামাজে তিনি কোরআন থেকে এ[মন] আয়াত পড়ছিলেন, যা শুনে আমি হতবাক হয়ে যাই। এমন কথা কখ[নো] আমি কারও কাছে শুনিনি।'

এরপর উমর আরও বলেন, 'নামাজ শেষে নবীজি বাড়ির পথ ধরলে আমি তাঁর পিছু নিই। তিনি আমার দিকে ফিরে তাকালেন। অন্ধকারে চি[নতে] না পেরে জিজ্ঞেস করলেন, "কে তুমি?" উত্তর দিলাম, "আমি উমর।"

বললেন, "তুমি! কী উদ্দেশ্যে এখানে আসছ? রাতদিন শুধু আমার পিছেই লেগে থাকো?"

'আমার আশঙ্কা হচ্ছিল, তিনি আমার বিরুদ্ধে বদ-দোয়া করে ফেলেন কি না! আমি তাঁকে বললাম, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই এবং আপনিই তাঁর রাসুল।" নবীজি বললেন, "উমর, আস্তে বলো।" আমি বললাম, "না, হে আল্লাহর রাসুল! কাফেররা যেভাবে প্রকাশ্যে শির্‌কের ঘোষণা দিয়েছে, ঠিক সেভাবে আমিও ইসলামের ঘোষণা দিতে চাই।"'

উমরের 'ফারুক' উপাধি

উমরের উপাধি 'ফারুক' কে দিয়েছিল, এ নিয়ে একাধিক মত পাওয়া যায়। তবে কোনো মতের ব্যাপারেই নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। যথা :

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি *ফাতহুল বারি* গ্রন্থে বলেন, 'সাহাবি ইবনে আব্বাসের সূত্রে এবং উম্মুল মুমিনিন আয়েশার সূত্রে ইবনে সা'আদের বর্ণনামতে স্বয়ং নবীজি তাঁকে এই উপাধি দেন। কোনো কোনো বর্ণনামতে আহলে কিতাব সম্প্রদায় এই উপাধি দিয়েছিল। ইমাম বাগাভির বর্ণনামতে জিবরাইল আলাইহিস সালাম এই উপাধি দেন।'

উমর ইবনে খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণের জন্য নবীজির দোয়া

ইতিহাসে বর্ণিত আছে, নবীজি আল্লাহ তায়ালার দরবারে উমরের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে দোয়া করেছিলেন। একাধিক সূত্রে বিভিন্ন শব্দে এটি বর্ণিত হয়েছে। তবে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি *ফাতহুল বারি* গ্রন্থে শুধু আয়েশার সূত্রে ইমাম হাকিমের সনদকে সহিহ বলে সাব্যস্ত করেন।

উমরের ইসলাম গ্রহণের পর জিবরাইলের সুসংবাদ

সুনানে ইবনে মাজাহ এবং *সহিহ ইবনে হিব্বান* গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, নবীজি বলেন, 'উমরের ইসলাম গ্রহণের পর জিবরাইল আসমানবাসীকে আনন্দিত হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছিলেন।'

ইমাম হাকিম এই বর্ণনাকে সহিহ বলেছেন। তবে এর পরই ইমাম জাহবি বলেন, 'ওই বর্ণনার সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনে খেরাশ রয়েছেন, যাকে ইমাম দারা কুতনি দুর্বল বলে চিহ্নিত করেছেন।'

শাইখ সা'আদ হুমাইদ বলেন, 'এই বর্ণনা নিতান্ত দুর্বল।' তা ছাড়া শাইখ আলবানিও একে দুর্বল বর্ণনা বলে চিহ্নিত করেছেন।

গারানিকের কাহিনি

ইমাম বুখারি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের সূত্রে বর্ণনা করেন, নাজমের সেজদার আয়াত পড়ে সেজদা করলেন। তাঁর সঙ্গে সমস্ত মুশরিক গোষ্ঠী এবং তাদের সঙ্গে জিন জাতিও সেজদা করে।

সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, 'সর্বপ্রথম সুরা নাজ আয়াত অবতীর্ণ হয়। তাঁর সঙ্গে সকলেই তাঁর পেছনে সেজদা এক ব্যক্তিকে দেখলাম, মাটির টুকরো নিয়ে সে তার ওপর সেজ পরবর্তী সময়ে আমি তাকে কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে দে উমাইয়া ইবনে খালফ।'

ইমাম মুসলিম তাঁর *সহিহ মুসলিম* গ্রন্থে এ ঘটনা বর্ণনা কর সেখানে উমাইয়ার নাম নেই।

অনেক তাফসিরকারক সুরা নাজমে উল্লেখিত লাত ও উজ্জা ব্যাখ্যায় একটি ঘটনা উল্লেখ করে থাকেন। তাঁরা বলেন, নবীজি এ আয়াত তেলাওয়াত করার পর বললেন, 'এখানে গারানিকে হয়েছে। আমি আশা করি, এদের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।' অ সেজদা করলেন এবং মুশরিক সম্প্রদায়ও তাঁর সঙ্গে সেজদায় ল তারা অবাক হয়ে বলতে লাগল, 'মুহাম্মদ তো এক দিন আগে খোদাদেরকে ভালো বলত না।'

এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা নিম্নোক্ত আয়াত অ 'আমি আপনার পূর্বে যেসব রাসুল ও নবী প্রেরণ করেছি, তারা কল্পনা করেছে, তখনই শয়তান তাদের কল্পনায় কিছু মিশ্রণ ক অতঃপর আল্লাহ শয়তান যা মিশ্রণ করে, তা দূর করে দেন। এ তাঁর আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। আল্লাহ জ্ঞানী ও প্রজ্ঞ হজ, আয়াত ৫২)

অথচ এ জাতীয় কথার কোনো ভিত্তি নেই। এটি সত্যবাদী মিথ্যারোপ। এ বিষয়ে ইমাম ইবনে কাসির কত সুন্দর আলোচ তিনি এ আয়াতের তাফসিরে বলেন, 'অধিকাংশ মুফাসসির ব্যাখ্যায় গারানিকের কাহিনি উল্লেখ করেছেন। আর এটিও তাঁরা যে, মুশরিক সম্প্রদায় যখন নবীজির সঙ্গে সেজদা করল, তখন হিজরতকারী অধিকাংশ মুসলিম মনে করেছিল, মক্কার সকলেই করেছে, তাই তারা মক্কায় ফিরে আসে।'

এরপর ইবনে কাসির বলেন, 'এ জাতীয় বর্ণনা সবই মুরসাল ধারায় বর্ণিত। আমি এর কোনো ধারাবাহিক সূত্র পাইনি।'

কুরাইশ নেতার নিরাপত্তা উসমান ইবনে মাজউনের প্রত্যাখ্যান

মক্কার কুরাইশদের নির্যাতন থেকে রক্ষার জন্য ইসলামের প্রাথমিক যুগে কয়েকজন মুসলিম আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। তাঁরাই ইসলামের জন্য প্রথম হিজরতকারী। নবীজি তখন মক্কায় ছিলেন। ওই হিজরতকারীদের একজন ছিলেন সাহাবি উসমান ইবনে মাজউন।

তাঁরা আবিসিনিয়ায় যাওয়ার পর সেখানে একটি গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে মক্কার কুরাইশ সম্প্রদায় ইসলাম গ্রহণ করেছে। এ খবর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লে আবিসিনিয়ার নবমুসলিম নারী-পুরুষ সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হয়। তারা ভাবতে লাগল, এবার তাহলে মাতৃভূমিতে নিরাপদে ফিরতে পারব। তাদের অনেকেই মক্কায় রওনা হয়। কিন্তু বাস্তবে এটা ছিল মিথ্যা খবর।

মক্কায় পৌঁছে তারা জানতে পারল, কুরাইশ কাফেররা আগের অবস্থায়ই আছে। নির্যাতনের মাত্রা একটুও কমেনি। তখন তারা চরম বিপদের সম্মুখীন হলো। এদিকে তাদের কারও কারও সঙ্গে কুরাইশের নেতাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকায় কুরাইশের এসব লোক তাদেরকে বিশেষ নিরাপত্তায় থাকার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু যাদের সঙ্গে কুরাইশ সম্প্রদায়ের কারও সম্পর্ক ছিল না বা যারা একটু অসহায় ছিল, তাদের ওপর নির্যাতনের নয়া মাত্রা যোগ হয়। অথবা তারা কোনো রকম লুকিয়ে থাকতে থাকে।

উসমান ইবনে মাজউনও এ খবর শুনে মক্কায় ফিরে আসেন। কুরাইশ নেতা ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা তাঁকে তার বিশেষ নিরাপত্তায় থাকার প্রস্তাব দেয়। তিনি তার প্রস্তাব মেনে নেন। কিছুদিনের মধ্যে তিনি লক্ষ করলেন, নবীজির অনেক সাহাবি এখনো কুরাইশদের নানামুখী অত্যাচার-নিপীড়ন সয়ে বেড়াচ্ছেন। তাঁদের জীবনের কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। ব্যাপারটি তাঁকে খুব পীড়া দেয়।

সকাল-বিকাল তিনি ওয়ালিদের নিরাপত্তায় মক্কার অলিগলিতে ঘুরে বেড়াবেন আর সাহাবিদের অত্যাচার নিজ চোখে দেখবেন, তা তিনি মেনে নিতে পারলেন না। উসমান ইবনে মাজউন তখনই ওয়ালিদের কাছে গিয়ে বললেন, 'আবু আবদে শামস, তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করেছ। তোমার এই নিরাপত্তার কোনো প্রয়োজন আমার নেই। আমি তোমার নিরাপত্তা তোমাকে ফিরিয়ে দিলাম।' উত্তরে ওয়ালিদ বলল, 'উসমান, এ কী করছ! তুমি

তোমার নিরাপত্তা আমাকেই ফিরিয়ে দিচ্ছ?' উসমান বললেন, '
সত্যই বলেছে।' এরপর তিনি কাবা চত্বরের দিকে চলে যান।

ওই সময় লাবিদ ইবনে রবিআ কুরাইশদের এক মজলিসে ক
করছিল। উসমান সেখানে অংশগ্রহণ করেন। লাবিদ কবিতা
আবৃত্তি করল, 'জেনে রাখো! আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই নিঃশেষ
উত্তরে উসমান বললেন, 'তুমি সত্য বলেছ।' তখন লাবিদ
আরাম-আয়েশের আয়োজন ক্ষণস্থায়ী।' উসমান বললেন, 'এট
বলছ। জান্নাতের নিয়ামত চিরস্থায়ী; সেগুলো কখনো নিঃশেষ হ

লাবিদ সবার উদ্দেশে বলল, 'হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আ
হিতাকাঙ্ক্ষী। তোমাদের বন্ধুকে কে কষ্ট দিচ্ছে? এ লোক কোথা
কুরাইশের এক লোক বলল, 'লাবিদ, তুমি বলতে থাকো। এই
আমাদের বাপ-দাদাদের ধর্ম ত্যাগ করে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ত
তুমি কিছু মনে করো না।'

কিন্তু লাবিদ যতই শির্‌ক ও কুফরির কথা কবিতা আবৃত্তির
করছিল, উসমান তার প্রতিবাদ করতে লাগলেন। একপর্যা
গালাগালকারী লোকটি তাঁর দিকে এগিয়ে যায় এবং সজোরে ত
চড় মারে, যার ফলে তাঁর এক চোখ আঘাতপ্রাপ্ত হয়। এরপর ই
অপমানও করে। এদিকে ওয়ালিদ সামান্য দূরেই ছিল। সে স
লাগল।

উসমানকে অপমানিত হতে দেখে সে তাঁকে বলতে
ভাতিজা, এবার দেখলে তো! তুমি আমার নিরাপত্তায় থাকতে চা
আজ তোমার এমন পরিস্থিতির শিকার হওয়া লাগত না।'
বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমার যে চোখ এখনো ভালে
আল্লাহর জন্য এমন আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে গেলেও আমার আপ
এটাই চাই।'

ওই ঘটনা ইবনে ইসহাক সালেহ ইবনে ইবরাহিমের শায়
করেছেন। কিন্তু এই শায়খের পরিচয় পাওয়া যায়নি।
দালায়েল গ্রন্থে মুসা ইবনে উকবার সূত্রে বর্ণনা করেন। কিন্তু
সাহাবির নাম সরাসরি উল্লেখ নেই।

হাইসামি *মাজমাউজ জাওয়ায়েদ* গ্রন্থে বলেন, 'ইমাম তা
কোনো সাহাবির সূত্র ছাড়া এ ঘটনা বর্ণনা করেন। যে সূত্রে
মতো দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন।'

তবে ইসলামের প্রাথমিক যুগে হিজরতের আগে মক্কা নগরীতে স্বয়ং নবীজি এবং তাঁর সাহাবিগণ বহুমুখী নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। হতভাগা কুরাইশ নেতারা তাঁদেরকে এক মুহূর্তের জন্যও শান্তিতে থাকতে দেয়নি। এ জাতীয় অনেক ঘটনা সহিহ সনদে হাদিসে অনেক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে।

*সহিহ বুখারি*তে 'আনসার সাহাবিদের মর্যাদা' শীর্ষক অধ্যায়ে 'মক্কায় মুশরিকদের হাতে নবীজি ও সাহাবিগণ যেসব নির্যাতনের সম্মুখীন হন' শিরোনামে এ রকম ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। আর লাবিদের উপরিউক্ত কবিতার আবৃত্তি সহিহ সূত্রে প্রমাণিত। ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম আবু হুরায়রার সূত্রে লাবিদের কবিতার প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন।

আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী নবমুসলিমদের কাছে মক্কার কুরাইশ গোত্রের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে যে গুজব ছড়িয়ে পড়ে, সেটা গারানিকের ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত। তার সূত্রের ব্যাপারে শাইখ আলবানি বলেন, 'আমি এর কোনো সহিহ সনদ পাইনি।'

তা ছাড়া ইতিহাসে আছে, নবীজির এই সাহাবি উসমান ইবনে মাজউনই সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যাঁকে মদিনা মুনাওয়ারার জান্নাতুল বাকিতে দাফন করা হয়। তবে এ প্রসঙ্গেও শাইখ আলবানি বলেন, 'আমি এ ব্যাপারে শক্তিশালী কোনো প্রমাণ বা সূত্র পাইনি। ওয়াকিদির সূত্রে এই কথা প্রচলিত হয়েছে।'

তায়েফে আল্লাহর দরবারে নবীজির হৃদয়বিদারক আকুতি

ইবনে ইসহাক তাঁর *সিরাত* গ্রন্থে তায়েফ নগরীর বিখ্যাত সাকিফ গোত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে ইয়াজিদ ইবনে জিয়াদ কুরাজির সূত্রে বর্ণনা করেন, 'কুরাইশ সম্প্রদায়ের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে নবীজি মক্কার অদূরে তায়েফ নগরীতে গমন করেন। সেখানে পৌছার পর তিনি তায়েফের তিন নেতার সঙ্গে কথা বললেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহ তায়ালার দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দিলেন এবং আল্লাহর রাসুলের সাহায্যের আহ্বান জানালেন। কিন্তু তারা দাওয়াত কবুল করা তো দূরের কথা, আরবের প্রসিদ্ধ ঐতিহ্য মেহমানদারি পর্যন্ত করল না। একজন নবাগত মেহমানের প্রতি খাতির-যত্ন করার পরিবর্তে তারা নবীজির সঙ্গে অত্যন্ত রুক্ষ ও অভদ্র ব্যবহার করল। এমনকি তারা এটাও সহ্য করল না যে নবীজি এখানে অবস্থান করবেন।

'তাদের একজন নবীজিকে বলতে লাগল, "ওহ-হো! আল্লাহ তোমাকেই নবী করে পাঠিয়েছেন?" দ্বিতীয়জন বলল, "আল্লাহ কি তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে পাননি, যাকে নবী করে পাঠাবেন?" তৃতীয় নেতা বলল, "আমি

তোমার সঙ্গে কথাই বলব না। কারণ তুমি সত্য নবী হয়ে থাকলে তুমি যা করছ, তা না মানলে বিপদ হবে। অপরদিকে তুমি মিথ্যাবাদী হয়ে থ আমি এরূপ লোকের সঙ্গে কথা বলতে চাই না।" তখন নবীজি তাদের ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করতে না চাইলে বিষয়টি গোপন রাখার অ করলে তারা তাও প্রত্যাখ্যান করে।

'এরপর তারা শহরের কিছু ছেলেকে নবীজির পেছনে লাগিয়ে দেয়। নবীজির প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে শুরু করল, তালি বাজাতে লাগল, লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করতে লাগল। আঘাতে আঘাতে তাঁর শরীর ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হতে লাগল। একপর্যায়ে তিনি দুর্বল হয়ে গেলেন।

'কোনোমতে পায়ে ভর করে নবীজি উতবা ইবনে রবিআ এবং ইবনে রবিআ নামীয় দুই ভাইয়ের আঙুর বাগানের প্রাচীরের আড়ালে নিলেন। সেখানে তিনি বসে পড়লেন। এতই রক্ত তাঁর শরীর থেকে যে রক্তে ভিজে পায়ের সঙ্গে জুতা আটকে গিয়েছিল।'

ইবনে ইসহাক আরও বলেন, 'আঙুর বাগানের প্রাচীরের পাশে আ যখন বখাটে ছেলেদের থেকে নবীজি কিছুটা নিস্তার পেলেন, তখ আল্লাহ তায়ালার দরবারে যে করুণ আর্তি পেশ করেছিলেন, তা হৃদয় ছুঁয়ে যায়। তিনি তায়েফবাসীর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ কর বদ-দোয়াও দিলেন না। অত্যাচার-অপমানের দুঃখ-কষ্ট ও বেদনা কোণে চাপা দিয়ে আল্লাহ তায়ালার কাছে তাদের হেদায়াতের দোয়া ক

'এর উত্তরে আল্লাহ তায়ালা পাহাড়ের ফেরেশতা পাঠিয়ে দেন। শাইবার বাগানে আঙুরগাছের নিচে বসে আসমানের দিকে তাকিয়ে চোখের পানি ফেললেন আর আল্লাহ তায়ালার দরবারে আরজ লাগলেন, "হে দয়াময় আল্লাহ! আমি তোমার কাছেই আমার অসহায়ত্ব এবং মানুষের মধ্যে লাঞ্ছিত হওয়ার অভিযোগ করছি। হে রাহিম! তুমিই অসহায় লোকদের রব এবং তুমিই আমার রব। তুমি কার কাছে হাওয়ালা করছ, কোন অপরিচিত পরমানুষের প্রতি সোপ যে আমাকে দেখে বিরক্ত হয় এবং মুখকে বিকৃত করে। তুমি কি এমন দুশমনের কবলে নিপতিত করছ, যে আমার ওপর ক্ষমতা আল্লাহ! তুমি যদি আমার ওপর সন্তুষ্ট থাকো, তাহলে আমি কার করি না। তোমার হেফাজতই আমার জন্য যথেষ্ট। আমি তোমার চে নুরের অছিলায় যা দ্বারা সকল অন্ধকার আলোকিত হয়ে যায় এব

দুনিয়া ও আখেরাতের সব কাজ সমাধা হয়ে যায়। আমি এই বিষয়ে আশ্রয় চাচ্ছি যে আমার প্রতি তোমার রাগ হয় এবং তুমি আমার ওপর অসন্তুষ্ট হও। তুমি ছাড়া অন্য কোনো শক্তি নেই, ক্ষমতাও নেই।"'

এরপর ইবনে ইসহাক উতবা ও শাইবার দাস আদ্দাসের সঙ্গে নবীজির কথোপকথনের বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি বর্ণনা করেন, 'আঙুর বাগানের প্রাচীরের পাশে বসে নবীজি যখন আল্লাহ তায়ালার দরবারে ফরিয়াদ করছিলেন, তখন উতবা ও শাইবা বাগানে এসে দূর থেকে নবীজিকে দেখতে পেল। নবীজির অসহায়ত্ব ও তাঁর শরীরে আঘাতের চিহ্ন দেখে তাদের ভেতর দয়ার সঞ্চার হয়। তখন তারা দুই ভাই মিলে গাছ থেকে আঙুর পেড়ে তাদের দাস আদ্দাসের মাধ্যমে প্রেরণ করে নবীজিকে খেতে দেয়। আদ্দাস নবীজির কাছে এসে তাঁকে আঙুর খেতে দেয়। নবীজির মুখে আল্লাহ তায়ালার নাম শুনে আদ্দাস অবাক হয়ে যায় এবং এ সম্পর্কে সে নবীজিকে জিজ্ঞেস করে। নবীজি তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে সে ইসলাম গ্রহণ করে...।'

শাইখ আলবানি বলেন, 'ইবনে ইসহাক এ ঘটনা মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাজির সূত্রে সহিহ সনদে বর্ণনা করলেও সরাসরি কোনো সাহাবির সূত্র উল্লেখ করেননি। এ ছাড়া নবীজি কর্তৃক তায়েফের নেতাদের কাছে দাওয়াত দেওয়ার বিষয়টি গোপন রাখার জন্য অনুরোধ এবং আল্লাহ তায়ালার দরবারে "আমি আপনার কাছে আমার নিজ দুর্বলতার অভিযোগ করছি" দোয়ার বিষয়টি কোনো সনদ ছাড়াই উল্লেখ করেছেন।'

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি *ফাতহুল বারি* ব্যাখ্যাগ্রন্থে লেখেন, 'মুসা ইবনে উকবা তাঁর *মাগাজি*তে ইবনে শিহাবের সূত্রে আবু তালিবের মৃত্যুর পর তায়েফবাসীর সমর্থন পাওয়ার উদ্দেশ্যে নবীজির তায়েফ গমন এবং সেখান থেকে লাঞ্ছিত হয়ে মক্কায় ফিরে আসার ঘটনা বর্ণনা করেছেন।'

মূল ঘটনা হচ্ছে, নবীজি তায়েফে ইসলামের দাওয়াত দিতে গিয়েছেন; কিন্তু তারা নবীজির দাওয়াত গ্রহণ করেনি। *সহিহ বুখারি* ও *সহিহ মুসলিম* গ্রন্থে এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

হাফেজ ইরাকি তায়েফে নবীজির দোয়ার ব্যাপারে বলেন, 'ইবনে জাওজি "আল্লাহ! আপনার নিরাপত্তা আমার সামর্থ্যের চেয়েও বেশি বিস্তৃত" বাক্যের মাধ্যমে নবীজির তায়েফে যাত্রার সময় এই দোয়ার ঘটনা বর্ণনা করেছেন।'

এমনিভাবে ইবনে আবিদ দুনিয়া *কিতাবুদ দোয়া* গ্রন্থে হাসসান ইবনে আতিয়াহর সূত্রে নবীজির তায়েফের দোয়ার ঘটনা সরাসরি সাহাবির সূত্র উল্লেখ ছাড়া বর্ণনা করেন।

আবু আবদুল্লাহ ইবনে মানদাহ এই ঘটনা আবদুল্লাহ ইবনে জাফর বর্ণিত হাদিসের সূত্রে উল্লেখ করেছেন। এ সনদে এমন বর্ণনাকারী র যিনি অজ্ঞাত।

নবীজির দুঃখের বছর

নবুওয়াতের দশম বছর ঐতিহাসিকদের কাছে নবীজির 'দুঃখের বছর' ব পরিচিত। কারণ এ বছর নবীজির স্ত্রী খাদিজা পৃথিবী থেকে বিদায় নেন অল্প কয়েক দিন পরই নবীজির অভিভাবক আবু তালিব পরপারে পাড়ি জ

বর্ণিত আছে, অল্প কয়েক দিনের ব্যবধানেই সর্বাধিক প্রিয় আপন আশ্রয়দাতা অভিভাবককে হারিয়ে নবীজি খুবই কষ্ট পান। যার কার বছরটি 'দুঃখের বছর' নামে পরিচিতি লাভ করে। এখন ব্যাপার হ কথাটি কতটুকু সঠিক!

বাস্তবতা হলো, কোনো সহিহ হাদিস কিংবা ঐতিহাসিক বর্ণনায় উল্লেখ নেই। এমনকি দুর্বল হাদিসের কোথাও নেই। সিরাত বিষয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রয়েছে, সেখানেও এমন কিছু বলা হয়নি। যথা ইবনে ইস সিরাতগ্রন্থ, শাইখ সুহাইলি কর্তৃক ইবনে ইসহাকের সিরাতের ব্যা ইবনে কায়্যিম, ইবনে কাসির ও ইমাম জাহবি প্রমুখ কোনো ঐতিহা বর্ণনায় নবুওয়াতের দশম বছরকে দুঃখের বছর বলে অভিহিত করা হয়

এ ছাড়া ইমাম নববি এবং হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি হাদিসবিশারদও তাঁদের হাদিসের ব্যাখ্যাগ্রন্থে এ সম্পর্কে কিছু করেননি।

তবে শাইখ সা'আতি *ফাতহুর রাব্বানি* গ্রন্থে বলেন, 'নবীজি নবুওয়াতের দশম বছরকে দুঃখের বছর বলে অভিহিত করেছেন। *মাও লুদুনিয়া* গ্রন্থে এমনটাই বর্ণিত হয়েছে।'

শাইখ আলবানি ড. বুতিকে লক্ষ করে এ উদ্ধৃতির প্রসঙ্গ টেনে 'তিনি কোন জায়গা থেকে এর উৎস খুঁজে পেলেন? আমি সাধ্যমতো যাচাই-বাছাই করেও এ সম্পর্কে কোনো গ্রহণযোগ্য সূত্র পাইনি। তিনি *মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া* গ্রন্থের যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, সেখানে কাস এই বর্ণনা এনেছেন। যার সূত্রে সায়েদ নামের একজনের কথা হয়েছে। এই সায়েদ কোন সায়েদ? যাকে শাইখ জারকানি তাঁর ব্যা ইবনে উবাইদ বাজলি নামে উল্লেখ করেছেন? এই বাজলি তো অজ্ঞাত যাকে কেউই নির্ভরযোগ্য বলেনি।'

তবে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি তাঁর *তাকরিব* গ্রন্থে সায়েদকে 'মাকবুল' বলে চিহ্নিত করেছেন। আর ইবনে হাজার *তাকরিব* গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, তিনি *তাকরিব* গ্রন্থে যাঁকে 'মাকবুল' বলে চিহ্নিত করেছেন, তাঁর বর্ণনার পেছনে সহায়ক সূত্র পাওয়া গেলে গ্রহণ করা যাবে। অন্যথায় তাঁকে হাদিস বর্ণনার ব্যাপারে নিতান্ত দুর্বল বলে আখ্যায়িত করা হবে। সে হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না।

আর *মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া* গ্রন্থে কাসতালানি সায়েদের সূত্রে যে বর্ণনা এনেছেন, তা তিনি সনদ ছাড়াই উল্লেখ করেছেন। তাই ওই বর্ণনা দুর্বল বলে বিবেচিত হবে।

সর্বশেষে শাইখ আলবানি আরও বলেন, 'সায়েদ যদি অন্য কোনো মাধ্যমেও পরিচিত অথবা নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত হয়েও থাকে, এ সত্ত্বেও এ বর্ণনা গ্রহণ করা যাবে না।'

সর্বোপরি নবীজি ও তাঁর সাহাবিগণের ওপর মক্কায় কুরাইশরা অত্যাচার চালিয়েছিল, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তা ছাড়া সাধারণভাবে নবীজি মক্কি জীবনে কুরাইশ সম্প্রদায়ের যত যন্ত্রণা সহ্য করেছেন এবং তাঁর সাহাবিগণ যে অত্যাচার-নিপীড়ন ও লাঞ্ছনার শিকার হয়েছিলেন, *সহিহ বুখারি* ও *সহিহ মুসলিম* গ্রন্থে এ সম্পর্কে আয়েশা (রা.) এর সূত্রে সহিহ সনদে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

উম্মুল মুমিনিন আয়েশা বলেন, 'একদিন আমি নবীজিকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কখনো উহুদের ভয়াবহ পরিস্থিতির চেয়ে আরও কঠিন পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলেন কি না?' উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি তোমার জাতির যে দুর্ব্যবহারের শিকার হয়েছি, তা তুমি হওনি।'

যথা সাহাবি আনাস ইবনে মালিকের সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবীজি বিরে মাউনা এলাকায় ৭০ জন কারি সাহাবিকে কোরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু সেখানকার কিছু বিশ্বাসঘাতক তাঁদের সবাইকে নির্মমভাবে শহীদ করে দেয়। এ খবর নবীজির কাছে পৌছালে তিনি এত কষ্ট পেয়েছিলেন যে এক মাস যাবৎ ওই বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে বদ-দোয়া করেন।'

এটা তো চতুর্থ হিজরির ঘটনা। এ ছাড়া মদিনায় হিজরতের পর বিভিন্ন সময়ে মুসলিমরা কাফের ও ইহুদিদের নানামুখী আক্রমণের শিকার হন। তৃতীয় হিজরিতে উহুদের যুদ্ধে একটু ভুলের জন্য ৭০ জন বীর সাহাবি শাহাদাতবরণ করেন। যাঁদের মধ্যে নবীজির চাচা হামজা, আনাস ইবনে নজর, জাবির-এর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে আমর, নবীজির গোয়েন্দা সাহাবি হুজাইফার পিতা ইয়ামানের মতো গুরুত্বপূর্ণ সাহাবিগণ ছিলেন।

তা ছাড়া এই উহুদের যুদ্ধেই নবীজির দাঁত আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং কপালেও প্রচণ্ডভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হন। হিজরতর প্রথম তিন বছরের অল্প সময়ের মধ্যেই এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নবীজি ও তাঁর জানবাজ সাহাবিদের ওপর দিয়ে যেন রক্তের তুফান বইয়ে যায়। এতে প্রায় দেড় শ সাহাবি নিহত হন এবং দুই শতাধিক সাহাবি গুরুতর আহত হন। অথচ নবীজি ওই বছর বা সময়কে এ জাতীয় কোনো নামে অভিহিত করেননি।

তবে ইতিহাস ও সিরাতের অনেক গ্রন্থেই এ জাতীয় ঘটনাবলির মূল বিবরণের আগে-পিছে আরও বিভিন্ন কথা জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যেগুলোর কোনো সহিহ সূত্র পাওয়া যায় না অথবা সরাসরি কোনো সাহাবির পক্ষ থেকেও এর সত্যায়ন প্রমাণিত হয়নি।

উমর ইবনে খাত্তাবের হিজরত

উমর ইবনে খাত্তাবের (রা.) মদিনায় হিজরত ইতিহাসে প্রসিদ্ধ ঘটনা। বর্ণিত আছে, উমর মদিনায় হিজরতের উদ্দেশ্যে কাঁধে তরবারি ঝুলিয়ে বের হন। প্রথমে তিনি কাবা চত্বরে যান। সেখানে কুরাইশদের নেতৃত্বস্থানীয় লোকেরা আড্ডা দিচ্ছিল। তিনি কাবার পাশে নামাজ আদায় করেন। এরপর হিজরতের ঘোষণা দিয়ে বলেন, 'কেউ যদি চায়, তার মা নিঃসন্তান হয়ে যাক, অথবা কারও সন্তান অনাথ হয়ে যাক, অথবা কারও স্ত্রী বিধবা হোক, সে যেন এই উপত্যকায় আমার মুখোমুখি হয়।'

ইবনে আছির থেকে এই ঘটনা শাইখ বুতি বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানি বুতির উপরিউক্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, 'তাঁর দাবিমতে এই বর্ণনা সাহাবি আলির সূত্রে করা হয়েছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে আলির সূত্রে এ রকম কিছুই বর্ণিত হয়নি। তাই তাঁর সূত্র বলে চালিয়ে দেওয়া কোনোমতেই সঠিক হয়নি।'

আলবানি আরও বলেন, '*উসুদুল গাবাহ* গ্রন্থের লেখক ইবনে আছি[র] প্রথমে বিষয়টি স্বীকার না করলেও পরে আলির নাম বলে দায় এড়ানোর চে[ষ্টা] করেন। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা ব্যাপারটি বিবেচনা করে দেখবেন। তবে আমি অনে[ক] খোঁজাখুঁজি করে এর সূত্র পেয়েছি। যাতে বলা হয়েছে, জুবায়ের ইবনে মুহাম্ম[দ] ওসমানি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে কাসেম তাঁর পিতা থেকে সাহাবি আলি[র] সূত্রে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

'অথচ ওই বর্ণনার সূত্রে যে তিনজনের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাঁ[রা] প্রত্যেকেই অজ্ঞাত। জারহ ওয়া তা'দিল শাস্ত্রের কোনো পণ্ডিত এদের কার[ও] নাম উল্লেখ করেননি।'

সালেহি এই ঘটনার সূত্রে *মুওয়াফাকাহ* গ্রন্থে ইবনুস সামানের নাম উল্লেখ করেছেন এবং আবু তুরাব যাহেরি *আছরুল মুকতাফা ফি হিজরাতিল মুসতাফা* গ্রন্থে ইবনে আসাকির এবং ইবনুস সামানের কথা বলেছেন।

ড. আকরাম ওমরি বলেন, 'উমরের ঘোষণা দিয়ে হিজরতের বিষয়টি এবং তাঁর হুমকি প্রদানের কথা যেই মূল ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করুক না কেন, এটি সঠিক নয়।'

অবশ্য উমরের সাহসিকতা ও বীরত্বের ঘটনা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। নিশ্চিতভাবে তিনি একজন বীর ছিলেন। কিন্তু এখানে কথা হচ্ছে তাঁর হিজরতের ঘটনার সনদ নিয়ে।

এদিকে ইমাম বুখারি নবীজির সাহাবি বারা ইবনে আজিবের সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 'মদিনায় সর্বপ্রথম নবীজির সাহাবি মুসআব ইবনে উমায়ের এবং ইবনে উম্মে মাকতুম গমন করেন। তাঁরা মদিনার নবমুসলিমদের কোরআন শিক্ষা দিতেন। এরপর বিলাল, সা'আদ এবং আম্মার ইবনে ইয়াসির তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। অতঃপর বিশতম সাহাবি হিসেবে মদিনায় উমর প্রবেশ করেন।'

এদিকে ইবনে ইসহাক উমরের হিজরতের যে ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তার দ্বারা বোঝা যায়, তিনি গোপনে হিজরত করেছেন। তিনি নাফে থেকে সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে উমরের সূত্রে তাঁর পিতা উমর থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'হিজরতের ইচ্ছে করার পর আমি, আইয়াশ ইবনে রবিআ ও হিশাম ইবনে আসি সাহমি রাতের আঁধারে মক্কা থেকে ১০ মাইল দূরে বনু গিফারের এলাকায় অবস্থিত জলাশয়ের কাছে একত্রিত হওয়ার পরিকল্পনা করি। আমরা প্রত্যেকেই সবাইকে বলে দিই, সকালের আগেই যে ওখানে পৌঁছাতে পারবে না, সে কিন্তু কুরাইশদের কাছে ধরা পড়ে যাবে। পরে দেখা গেল, ঠিকই হিশাম ধরা পড়ে গেছে। অতঃপর আমরা... ।'

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি এ বর্ণনাকে সহিহ বলেছেন এবং সালমান আওদা এর সনদকে হাসান বলে অভিহিত করেছেন।

তবে ইমাম বুখারি সাহাবি বারা ইবনে আজিবের সূত্রে যে বর্ণনা করেছেন, এ ব্যাপারে হাদিসবিশারদেরা বলেন, বারা ইবনে আজিবের বর্ণনায় উমরের আগে যেসব সাহাবির মদিনায় গমন করার কথা বলা হয়েছে, তাঁরা তখন মক্কা থেকে মদিনার পথেই ছিলেন। পথিমধ্যেই তাঁদের পরস্পরে সাক্ষাৎ ঘটে। কে কার আগে মদিনায় পৌঁছান, এমন কোনো বিন্যাস নেই।

দারুন নাদওয়ার বৈঠক

কুরাইশ সম্প্রদায় যখন দেখল, নবীজি নিজের অনুসারীদের নিয়ে ভূমিতে আলাদা দল গঠন করে ফেলছেন এবং তাঁর মুহাজির সাহাবিগ সঙ্গে যোগ দিয়েছেন, তখন তারা ভাবতে থাকে, সম্ভবত নবীজি তাদের যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে চাইছেন।

তাই তারা নবীজিকে মক্কা থেকে মদিনার উদ্দেশে বের হতে বাধা লক্ষ্যে নিজেদের পরামর্শ কক্ষ দারুন নাদওয়ায় এক সভার আয়োজন নবীজির ব্যাপারে কী পদক্ষেপ নেওয়া যায়! এ নিয়ে তারা ওই মতবিনিময় করে।

অতঃপর ইবনে ইসহাক তাঁর *সিরাত* গ্রন্থে তাঁর শাইখ থেকে অ ইবনে নাজিহর সূত্রে সাহাবি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, নেতারা দারুন নাদওয়ায় পরামর্শের জন্য প্রবেশ করার পর ইবলিস পণ্ডিতের আকৃতি ধরে তাদের সঙ্গে দারুন নাদওয়ায় মিলিত হয়।'

কিন্তু এই সূত্রে ইবনে ইসহাকের শাইখ অজ্ঞাত রয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেননি। অথচ এ ব্যাপারে ইমাম বায়হাকি আগেই বলেছেন, ইসহাক তাঁর শায়খের নাম উল্লেখ না করলে আমাদের মন খারাপ হয়ে

ঐতিহাসিক তাবারি ইবনে ইসহাকের সনদেই আবদুল্লাহ ইব নাজিহর সূত্রে সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে এ ঘটন করেছেন। তবে এই সনদে ইবনে ইসহাকের আবদুল্লাহ ইবনে আবু সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি। অথচ ইবনে ইসহাক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার স্পষ্টভাবে বলেছেন।

প্রকৃতপক্ষে এখানে তাবারির শাইখ হচ্ছেন মুহাম্মদ ইবনে হুমাই হাইয়ান রাজি। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি *তাকরিব* গ্রন্থে তাঁ হাফেজ বলে অভিহিত করেছেন। আবু জুর'আহ, ইমাম নাসায়ি এব ওয়ারা তাঁকে তো মিথ্যাবাদী বলেছেন।

সালেহ ইবনে মুহাম্মদ আসদি বলেন, 'আমি তার চেয়ে মি পারঙ্গম কাউকে দেখিনি।'

ইমাম জাহবি তাঁকে দুর্বল ও প্রত্যাখ্যাত বর্ণনাকারীদের তা উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া তিনি *আল কাশেফ* গ্রন্থে বলেন, 'হাদিসবি একটি দল তাকে নির্ভরযোগ্য বললেও তাকে ছেড়ে দেওয়াটাই উত্তম।

এই সনদে আরেকটি সমস্যা রয়েছে। তা হচ্ছে আবদুল্লাহ ইব নাজিহর ব্যাপারে। তিনি প্রায়ই 'অমুক থেকে অমুক থেকে' বলে বর্ণন

কিন্তু তার আগের বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেন না। যথা ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ এবং ইবনুল মাদিনি বলেন, 'ইবনে আবু নাজিহ তাবেয়ি মুজাহিদ থেকে কোরআনের কোনো তাফসির সরাসরি শোনেননি।' ইবনে হিব্বান বলেন, 'তিনি তাবেয়ি মুজাহিদ থেকে সরাসরি না শুনেই তাফসির বর্ণনা করেছেন।'

ইবনে সা'আদ এ ঘটনা ওয়াকিদির সনদে বর্ণনা করেছেন। এই ওয়াকিদির ব্যাপারে এর আগে একাধিকবার বলা হয়েছে।

এ ছাড়া আবদুর রাজ্জাক এ ঘটনা তাবেয়ি কাতাদার সনদে সাহাবির সূত্র ছাড়াই বর্ণনা করেছেন।

লেখক বলেন, 'সর্বোপরি আমি এ ঘটনার এ পর্যন্ত কোনো সহিহ সনদ কিংবা নির্ভরযোগ্য সূত্র খুঁজে পাইনি। যদিও এ ঘটনা সিরাতের গ্রন্থগুলোতে অনেক প্রসিদ্ধ। কিন্তু হাদিসশাস্ত্রের নীতিমালা অনুযায়ী কোনো ঘটনা অথবা বর্ণনা সর্বত্র প্রসিদ্ধ হলেই তা সহিহ হয়ে যায় না।'

তবে ড. সুলাইমান সউদ ওই ঘটনা নির্ভরযোগ্য ও শক্তিশালী হওয়ার সপক্ষে তিনটি প্রমাণ পেশ করেন। তিনি বলেন :

এক. ওই ঘটনায় কুরাইশ নেতাদের নবীজি ও তাঁর সাহাবিদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও সলাপরামর্শের বিষয়টি উঠে এসেছে। এ বিষয়টিই আল্লাহ তায়ালা কোরআনে সুরা আনফালের ৩০ নং আয়াতে ফাঁস করে দিয়েছেন।

দুই. ওই ঘটনা একাধিক সনদে বর্ণিত হওয়ার ফলে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

তিন. সিরাত রচয়িতা ও ঐতিহাসিকদের কাছে এই ঘটনা প্রসিদ্ধ হওয়ায় তা নির্ভরযোগ্য হতে পারে।

শাইখ মুহাম্মদ সাদেক আরজুন উপরিউক্ত ঘটনাটি সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, 'দারুন নাদওয়ায় এক বৃদ্ধের বেশ ধরে ইবলিসের আগমনের কথা যে বলেছে, এটা তার কল্পিত চিন্তা থেকে উদ্ভূত। কারণ নবীজি থেকে ইবলিসের দারুন নাদওয়ায় আগমনের ব্যাপারে সহিহ সনদে কোনো বক্তব্য নেই। তা ছাড়া সাহাবি ইবনে আব্বাসের যে সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে, এর সপক্ষেও কোনো নির্ভরযোগ্য উৎস খুঁজে পাওয়া যায় না।'

তবে শাইখ সাদেকের ওই মন্তব্যের উত্তরে অপর শাইখ ড. মাহদি রিযকুল্লাহ বলেন, 'ইবনে ইসহাক ও তাবারির সূত্রে এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এ কথা সবাই জানে, ইবনে ইসহাক, তাবারি, জুহরি, ওয়াকিদি ও ইবনে সা'আদ প্রমুখ মনীষী সিরাত ও যুদ্ধবিষয়ক কাহিনির বিষয়ে সর্বজনস্বীকৃত ও প্রসিদ্ধ বরেণ্য ইমাম। এ অবস্থায় এসব বরেণ্য ইমামের প্রায় সবার সনদেই এ ঘটনা

বর্ণিত হওয়া প্রমাণ করে, তাঁরা সকলেই এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। অতএব, এর ভিত্তি নেই বলে যেকোনো ঘটনাকে বাদ দিয়ে দেওয়া যায় না।'

অতঃপর ইবনে ইসহাক কুরাইশ সম্প্রদায় কর্তৃক নবীজির বাড়ি ঘেরাও দেওয়ার ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, ইয়াজিদ ইবনে জিয়াদ মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাজির সূত্রে বর্ণনা করেন, নবীজি যাতে মদিনার উদ্দেশে মক্কা ত্যাগ করতে না পারেন, তাই কুরাইশ গোত্রের লোকজন তাঁর বাড়ি ঘেরাও দেয়। তাদের নেতৃত্বে ছিল আবু জাহল ইবনে হিশাম। আবু জাহল নবীজির ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে কুরাইশ সম্প্রদায়ের উদ্দেশে বক্তৃতা দিল, 'তোমরা শুনে রাখো, মুহাম্মদ দাবি করে, তোমরা যদি তার দাওয়াত গ্রহণ করে নাও, তাহলে আরব ও অনারবের রাজত্ব তোমরা লাভ করবে।'

এরপর বর্ণনাকারী আরও বলেন, তখন নবীজি ঘর থেকে বের হয়ে এক মুঠো মাটি নিয়ে কুরাইশদের মুখের ওপর নিক্ষেপ করলেন। ওই সময় তিনি আবু জাহলকে লক্ষ করে বলছিলেন, 'সেদিন যারা ধ্বংস হয়ে যাবে, তুমি তাদের একজন হবে।' এরপর তিনি সুরা ইয়াসিনের প্রথম কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করছিলেন। যখন এই আয়াত 'আমি তাদের দৃষ্টিশক্তি ঢেকে দিলাম। ফলে তারা দেখতে পারল না' পর্যন্ত পৌঁছালেন, তখন তাঁর নিক্ষেপিত মাটি কুরাইশ গোত্রের সব ঘেরাওকারীর চেহারা ও মাথায় ছিটিয়ে পড়ছিল। যার ফলে তাদের চেহারা ধুলোয় আচ্ছাদিত হয়ে যায়। কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না তখন।

মুহূর্তের মধ্যেই তারা এদিক-ওদিক ছত্রভঙ্গ হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। যার যেদিকে মনে চাইছিল, সেদিকে চলে যায়। ঠিক ওই সময় তাদের কাছে এক ব্যক্তির আগমন ঘটে। যে কুরাইশের কেউ নয়, আবার তারাও তাকে চিনত না। সে তাদেরকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা এখানে কী করছ?' উত্তরে তারা বলল, 'আমরা মুহাম্মদের অপেক্ষা করছি।' সে বলল, 'আল্লাহ তোমাদের আশা ভঙ্গ করে দিছেন। মুহাম্মদ তো তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন। তোমরা কি খেয়াল করছ না, তিনি তোমাদের কী অবস্থা ঘটিয়েছেন? তোমাদের প্রত্যেকের মুখে ধুলো ছিটিয়ে তিনি মক্কা ত্যাগ করেছেন।'

এ কথা শুনে কুরাইশরা নিজেদের মাথায় হাত দিয়ে দেখে, প্রত্যেকের কপালে ও মাথায় ধুলো লেগে আছে। তৎক্ষণাৎ তারা নবীজির বাড়ির দিকে এগিয়ে যায়। গিয়ে দেখে, নবীজির শয়নকক্ষে গায়ে কম্বল মুড়িয়ে কেউ শুয়ে আছে। তারা একে অপরকে বলতে লাগল, 'এই যে! মুহাম্মদ তো তার ঘরেই ঘুমাচ্ছে।' অথচ বাস্তবে নবীজি ততক্ষণে ঘর থেকে বেরিয়ে সাহাবি আবু বকর (রা.) সহ অনেক দূরে চলে গেছেন। কিন্তু তারা বুঝতেই সক্ষম হলো না।

তাই তারা সকাল হওয়া পর্যন্ত সেখানেই অপেক্ষা করতে লাগল, যাতে নবীজি ঘর থেকে বের হওয়ার পর তাঁকে আটক করতে পারে। সকাল হওয়ার পর দেখতে পেল, নবীজির শয়নকক্ষ থেকে আলি বেরিয়ে আসছেন। এ অবস্থা দেখেই কুরাইশ কাফেরদের মাথা খারাপ হয়ে যায়। আলি তখন বলছিলেন, 'আল্লাহর কসম! নবীজি যেটা বলে গেছেন, সেটাই বাস্তব হলো।'

ওই ঘটনার সূত্রে কোনো সাহাবির কথা সরাসরি উল্লেখ নেই। ড. আকরাম ওমরি এবং ড. সুলাইমান সউদ একে দুর্বল বলে চিহ্নিত করেছেন। যার কারণে অধিকাংশ মুফাসসির সুরা ইয়াসিনের উপরিউক্ত আয়াতের তাফসিরে এই বর্ণনার ব্যাপারে কিছু বলেননি।

অথচ *সহিহ বুখারি* গ্রন্থে সাহাবি আয়েশা (রা.) এর সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'একদিন ভরদুপুরে নবীজি আমাদের বাড়িতে এসে আমার পিতা আবু বকরকে বললেন, "আল্লাহ তায়ালা আমাকে হিজরতের অনুমতি প্রদান করেছেন। আমাদের এখনই বের হতে হবে।" সাধারণত এ সময়ে কেউ কারও বাড়িতে আসে না।'

এরপর আয়েশা বলেন, 'আমরা ঘর থেকে তাঁদের দুজনের জন্য যাত্রাপথের প্রয়োজনীয় পাথেয় সামগ্রী প্রস্তুত করে ব্যাগে এগিয়ে দিলাম। নবীজি এবং আবু বকর (রা.) হিজরতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে প্রথমে মক্কার অদূরে ছাওর পর্বতের গুহায় আশ্রয় নেন। সেখানে তাঁরা তিন দিন অবস্থান করেন।'

অতএব, এমন যদি হয়েই থাকে, তাহলে কুরাইশ সম্প্রদায় নবীজির বাড়ি কখন ঘেরাও করল? কেউ কি বলবেন, নবীজি আবু বকরের বাড়িতে আসার আগে কুরাইশদের লোকজন তাঁর বাড়ি ঘেরাও দিয়েছিল। তাহলে প্রশ্ন আসে, এমন হয়ে থাকলে নবীজি ওই রাত এবং দিনের অর্ধেক সময় কোথায় কীভাবে অতিবাহিত করলেন? আবার যদি কেউ বলে, আবু বকরের বাড়িতে গিয়ে হিজরতের খবর দিয়ে নবীজি যখন নিজ বাড়িতে এলেন, এর পরই কুরাইশ লোকেরা তাঁর বাড়ি ঘেরাও দেয়।

এ অবস্থায় *সহিহ বুখারি*র কোনো বর্ণনার সঙ্গে এর মিল থাকে না। কারণ *সহিহ বুখারি*র বর্ণনায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, আবু বকরের বাড়ি থেকেই নবীজি ও আবু বকর একসঙ্গে হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হয়ে ছাওর গুহার দিকে অগ্রসর হন।

তা ছাড়া উপরিউক্ত বর্ণনা অনুযায়ী সবকিছু মেনে নিলে আরও কয়েকটি প্রশ্ন সামনে আসে। যেমন কুরাইশ গোত্র আবু জাহলের নেতৃত্বে যখন নবীজির

বাড়ি ঘেরাও দিয়েছিল, তখন নবীজির গোত্র বনু হাশিমের লোকজন কী করছিল? তারা কি এ সম্পর্কে কিছুই জানত না?

অথবা বনু হাশিমের নেতারা কুরাইশদের বাড়ি ঘেরাওয়ের খবর জানা সত্ত্বেও কেন চুপ ছিল? তারা কেন এর জন্য কোনো পদক্ষেপ নেয়নি? এর উত্তরে কেউ বলতে পারেন, নবীজির অভিভাবক ছিলেন আবু তালিব। কিন্তু এ ঘটনার সময় তিনি জীবিত ছিলেন না। তাই কুরাইশরা নবীজির বাড়ি ঘেরাওয়ের দুঃসাহস দেখায়।

তো এ অবস্থায় প্রশ্ন হয়, আবু তালিবের মৃত্যুর পর বনু হাশিমে আরও গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতি ছিল। বিশেষ করে, আবদুল মুত্তালিবের অপর সন্তান আব্বাস তৎকালীন মক্কায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। সবাই তাঁকে সমীহ করে চলত। তিনি তখনো মুশরিক ছিলেন।

তা ছাড়া নবীজি যখন আকাবা প্রান্তরে দ্বিতীয় শপথ অনুষ্ঠানে মদিনার আনসারদের সহযোগিতা ও সমর্থন চেয়েছিলেন, তখন চাচা আব্বাস নবীজির সঙ্গ দিয়েছিলেন। ওই শপথ অনুষ্ঠানে আব্বাসই নবীজির পক্ষ হয়ে বক্তব্য দেন এবং সকল আনসারের সামনে নিজ ভাতিজা মুহাম্মদের পরিচয় করিয়ে দেন। অতএব, নবীজির বাড়ি ঘেরাওয়ের সময় তিনি কোথায় ছিলেন?

সর্বোপরি এ প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে, নবীজির হিজরতের ব্যাপারটি তখনো গোপন ছিল। তাহলে কুরাইশ নেতারা এ গোপন সংবাদ কী করে জানতে পারল?

শাইখ মুহাম্মদ আরজুন এ জাতীয় আরও প্রশ্ন উত্থাপন করে এর সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করেছেন।

পুনশ্চ : ইমাম বায়হাকি তাঁর *সুনান* গ্রন্থে ইবনে ইসহাকের সূত্রে বর্ণনা করেন, 'আলি নবীজির হিজরতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার পর তাঁর বাড়িতে তিন দিন থেকে কুরাইশদের সমস্ত আমানত ও প্রাপ্য আদায় করে দেন। এরপর তিনিও মদিনায় হিজরত করে নবীজির সঙ্গে মিলিত হন।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি এ বর্ণনা প্রসঙ্গে *আত-তালখিসুল হাবির* গ্রন্থে বলেন, 'ইবনে ইসহাক শক্তিশালী সনদে এটি বর্ণনা করেছেন।' আলবানিও এর সনদকে হাসান বলে অভিহিত করেছেন।•

• ইরওয়াউল গলিল : ৫/৩৮৪, নং ১৫৪৬

আসমা কি খাবার নিয়ে ছাওর গুহায় যেতেন?

সিরাতগ্রন্থে আছে, ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, সাহাবি আবু বকরের কন্যা আসমা (রা.) তাঁর পিতা আবু বকর ও নবীজির জন্য ছাওর গুহায় খাবার নিয়ে যেতেন।

কিন্তু *সহিহ বুখারির* বর্ণনায় আছে, আসমা তাঁদের দুজনের জন্য হিজরতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার আগে খাবার ও পাথেয় সামগ্রী প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন।

আসমা বলেন, 'নবীজি হিজরত করার ইচ্ছা পোষণ করলে আমি আবু বকরের ঘরে নবীজির জন্য সফরের খানা প্রস্তুত করতে থাকি। কিন্তু এই খাবার ও পানি দুই জিনিস যে একসঙ্গে বাঁধব, কী দিয়ে বাঁধব, তা পাচ্ছিলাম না। তখন পিতা আবু বকরকে বললাম, "আমি তো এই খাবারগুলো এবং পানি একসঙ্গে বেঁধে দেওয়ার মতো কিছু পাচ্ছি না। আমার কাছে শুধু এই ফিতা আছে।" তখন আবু বকর বললেন, "তাহলে এই ফিতা মাঝখান থেকে ফেঁড়ে দুই ভাগ করো। এরপর একটি দিয়ে খাবার এবং অপরটি দিয়ে পানি বেঁধে ফেলো।" অতঃপর আমি তা-ই করলাম।' এ কারণেই আসমাকে যুন নিতাকাইন বা দুই ফিতাওয়ালি বলা হয়। ইমাম বুখারি ওই ঘটনা 'যুদ্ধে পাথেয় সামগ্রী প্রস্তুতকরণ' সম্পর্কিত অধ্যায়ে উল্লেখ করেন।

উপরিউক্ত বর্ণনার আলোকে বোঝা যায়, আসমা (রা.) তাঁর বোন আয়েশা সহ নবীজি ও আবু বকরের জন্য বাড়ি থেকেই প্রয়োজনীয় খাবার ও পাথেয় প্রস্তুত করে দেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে যে তিন দিন নবীজি ও আবু বকর ছাওর গুহায় অবস্থান করেছিলেন, সে সময় তাঁরা কোথা থেকে আহারের ব্যবস্থা করেছিলেন?

এর উত্তর *সহিহ বুখারি* গ্রন্থেই রয়েছে। বর্ণিত আছে, ওই তিন দিন তাঁরা দুজন তা-ই খেতেন, যা ঘর থেকে আসমা প্রস্তুত করে সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিলেন এবং আমের ইবনে ফুহাইরা নিয়মিত যে ব্যবস্থা করতেন। আমের দুধেল উষ্ট্রি নিয়ে রাতের অন্ধকারে গুহার কাছে আসতেন। তারপর সেখান থেকে দুধ দোহন করার পর উভয়ে সেখান থেকে পান করতেন। অনেক সময় দুধের মধ্যে রোদে বা আগুনে গরম হওয়া পাথর রেখে দেওয়া হতো, যাতে দুধের কোমলতা হ্রাস পায়। এরপর সেটা পান করা হতো। আমের এসব দায়িত্ব পালন করে ভোরের অন্ধকারের মধ্যেই চলে আসতেন। এই দায়িত্ব তিনি পুরো তিন রাত পালন করেন।

ছাওর গুহার মুখে মাকড়সা ও কবুতরের ডিম

ইমাম আহমাদ তাঁর *মুসনাদ* গ্রন্থে মা'মারের সূত্রে ইবনে আব্বাসের আজাদকৃত দাস মিকসাম থেকে বর্ণনা করেন, ইবনে আব্বাস সুরা আনফালের ৩০ নং আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে বলেন :

এক রাতে মক্কার কুরাইশরা পরামর্শ সভা আহ্বান করে। তাতে তারা নবীজির বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ নেওয়া যায়, এ নিয়ে মতবিনিময় করে। একজন বলে, সকাল হওয়ার পর তাঁকে শক্ত করে ধরতে হবে। অপরজন বলে, তাঁকে হত্যা করে সমস্ত ব্যাপার মিটমাট করে ফেলতে হবে। আরেকজনের মত, তাঁকে মক্কা থেকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া হোক।

এদিকে আল্লাহ তায়ালা ওহির মাধ্যমে নবীজিকে সব জানিয়ে দেন। তখন নবীজি আলিকে ডেকে তাঁর বিছানায় শুয়ে থাকতে বলেন। সকালে কুরাইশরা নবীজির শয়নকক্ষে আলিকে দেখতে পেয়ে হতবাক হয়ে যায়। এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তাদের সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেন। তারা আলিকে জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় তোমার সঙ্গী? মুহাম্মদ কোথায় গেছে?' আলি (রা.) উত্তর দিলেন, 'আমি জানি না।'

এরপর কুরাইশরা তাঁর পেছনে পেছনে অনেক দূর এগিয়ে যায়। পথ চলতে চলতে তারা এক বিশাল পর্বতময় দুর্গম অঞ্চলে এসে পৌঁছায়। অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করতে করতে একপর্যায়ে ঠিকই কুরাইশরা ছাওর গুহার মুখের কাছাকাছি এসে পড়ে। নবীজি ও আবু বকর (রা.) ওই গুহার অভ্যন্তরেই অবস্থান করছিলেন। কিন্তু তখন গুহার মুখে মাকড়সার জাল বিস্তৃত ছিল।

কুরাইশের লোকজন একে অপরকে বলতে লাগল, এখানে মাকড়সার জাল দেখা যাচ্ছে। কোনো মানুষ এ রকম গুহায় থাকতে পারে না। অন্যথায় মাকড়সার জাল আসে কী করে!

ইবনে কাসির বলেন, 'গুহার মুখে মাকড়সা সম্পর্কে এটাই সর্বোত্তম সনদ।'

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি এই সনদকে হাসান অভিহিত করে *ফাতহুল বারি* গ্রন্থে বলেন, 'এর বর্ণনাকারী উসমান জাজরির মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।' তবে তিনি তাঁর অপর গ্রন্থ *তাহযিব* এর মধ্যে লিখেছেন, 'আবু হাতেমের মতে উসমান জাজরি থেকে হাদিস লেখা যাবে; কিন্তু প্রমাণ পেশ করা যাবে না।'

উকাইলিও বলেছেন, 'তাঁর থেকে হাদিস নিয়ে প্রমাণ পেশ করা যাবে না।'

এ জন্য *মুসনাদ* গ্রন্থের বিখ্যাত টীকাকার শাইখ আহমাদ শাকের এই হাদিসকে দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন, 'উসমান জাজরির কারণে এর সনদে সমস্যা দেখা দিয়েছে।'

আলবানি বলেন, 'এর সনদ দুর্বল। কারণ কোরআনের আয়াতে আল্লাহ বলেন, তিনি নবীজিকে এমন সৈন্যবাহিনী দ্বারা সাহায্য করেছেন, যাদেরকে তোমরা দেখো না। অতএব বোঝা যাচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাঁর নবীজিকে এমনভাবে সাহায্য করছেন, যা আমাদের চোখে পড়েনি। অথচ এই হাদিসে যে মাকড়সার জালের কথা বলা হয়েছে, তা আমাদের থেকে আড়ালে নয়।'

অতঃপর আলবানি আরও বলেন, আল্লাহ তায়ালা অদৃশ্য যে বাহিনীর দ্বারা নবীকে সাহায্যের কথা বলেছেন, তাঁরা হচ্ছেন ফেরেশতা। হাদিসে বর্ণিত মাকড়সার জাল কিংবা কবুতরের ডিম নয়। এ কারণে শাইখ বাগাবি তাঁর তাফসিরগ্রন্থে সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখেন, তাঁরা হচ্ছেন ফেরেশতা। আল্লাহর নির্দেশে তাঁরা অবতীর্ণ হন। এরপর কাফেরদের ফেরেশতারা নবীজিকে দেখে ফেলা থেকে কাফেরদের চেহারা এবং দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে দিলেন।

তবে হাদিসশাস্ত্রের বরেণ্য দুই হাফেজ যথাক্রমে ইবনে কাসির এবং ইবনে হাজার আসকালানি শুধু মাকড়সার জালের বর্ণনার সনদকে হাসান পর্যায়ে সাব্যস্ত করেছেন। আর কবুতরের ডিম সম্পর্কিত বর্ণনার সূত্রকে সহিহ সাব্যস্ত করেছেন, এমন কাউকে আমি পাইনি।

ইমাম হাইসামি *মাজমাউজ জাওয়ায়েদ* গ্রন্থে বলেন, 'নবীজি আবু বকরকে নিয়ে ছাওর গুহায় পৌঁছান, তখন আল্লাহ তায়ালা একটি গাছকে গুহার মুখে উৎপন্ন হওয়ার নির্দেশ জারি করেন। আর কবুতরকে সেখানে ডিম পাড়তে এবং মাকড়সাকে জাল বুনতে হুকুম করেন। আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে যথারীতি তা-ই হয়।

'এরপর কুরাইশ সম্প্রদায় যখন নবীজির অনুসন্ধানে এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে ওই গুহার কাছাকাছি চলে আসে, তখন এক কাফের গুহার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় তার নজরে মাকড়সার জাল ও কবুতরের ডিম পড়ে। তখন সে তার সঙ্গীদের গিয়ে বলে, "চলো! এখানে কেউ থাকতে পারে না। গুহার মুখে আমি পাখির ডিম ও মাকড়সার জাল দেখেছি। কেউ থাকলে এগুলো এল কোথা থেকে?"

'অথচ গুহার অভ্যন্তর থেকে নবীজি ওই কাফেরদের সব কথা শুনছিলেন। এতে নবীজি বুঝতে পারেন, স্বয়ং আল্লাহই এর মাধ্যমে তাঁকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছেন। তাই তিনি পাখির এ দুটি ডিমের জন্য কল্যাণ ও বরকতের

দোয়া করেন এবং আল্লাহ তায়ালার হারামের জন্য এ থেকে বাচ্চাগুলো সোপর্দ করেন।'

অতঃপর হাইসামি বলেন, 'আমার ধারণামতে, বর্তমানে হারামে অগণিত কবুতর দেখা যায়, সেগুলো এ দুটি ডিমের বাচ্চারই ফসল।'

এরপর তিনি আরও বলেন, 'ইমাম বাজ্জার ও তাবারানি এ ঘটনা বর্ণ করেছেন। ওই বর্ণনার সূত্রে কয়েকজন বর্ণনাকারীর পরিচয় সম্পর্কে আম জানা নেই।'

আবুল কাসেম ইস্পাহানিও *দালায়েলুন নবুওয়াহ* গ্রন্থে এ ঘটনা ইম আহমাদের মতো আবদুর রাজ্জাকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে *দালায়ে নবুওয়াহ* গ্রন্থের বিশ্লেষক মুসায়েদ আল হামিদ এ বর্ণনার সূত্রকে উপরিউ উসমান জাজরির কারণে দুর্বল বলে চিহ্নিত করেছেন।

আবু তুরাব জাহিরি বলেন, 'ছাওর গুহার মুখে কবুতরের ডিম এবং থেকে পরবর্তী সময়ে হারামের কবুতরের বংশবিস্তার সম্পর্কে যেসব বর্ণ রয়েছে, এগুলোর সনদ নড়বড়ে ও দুর্বল।'

তা ছাড়া এক জায়গায় বর্ণিত আছে, আবু বকর বলেছিলেন, 'ওই মুহূ কুরাইশের কাফেররা একটু নিচের দিকে দৃষ্টি দিলেই আমাদের দেখে ফেলত শাইখ ইবনে উছাইমিন আবু বকরের ওই বক্তব্যের আলোকে বলেন, 'গুহ মুখে গাছ এবং তার পাশে মাকড়সার জাল ও কবুতরের ডিম থাকলে অ বকরের এ কথার কী অর্থ আর বাকি থাকে! কারণ তাঁর কথার দ্বারাই বো যাচ্ছে, কুরাইশ কাফেররা গুহার ভেতরে লক্ষই করেনি; অন্যথায় তাঁরা ধ পড়ে যেতেন।

'প্রকৃতপক্ষে গুহার মুখের একেবারে সামনে এসেও অল্প একটুর জ কাফেরদের দৃষ্টি ও মনোযোগ সেখান থেকে আল্লাহ তায়ালা সরাসরি নিজ অদৃ শক্তির সাহায্যে সরিয়ে দিয়েছেন। এখানে তিনি কোনো বাহ্যিক উপকর মাধ্যমে কাফেরদের সরিয়ে নবীজি ও তাঁর সঙ্গী আবু বকরকে রক্ষা করেননি।'

সুরাকা ইবনে মালিককে কিসরা সম্রাটের হাতের বালা দেওয় ব্যাপারে নবীজির শপথ

সিরাতগ্রন্থে বর্ণিত আছে, নবীজি এবং আবু বকর তিন দিন পর ছাওর থেকে বেরিয়ে যখন মদিনার উদ্দেশে যাত্রা করেন, তখন দূর থেকে সুরা ইবনে মালিক তাঁদের দেখে ফেলে। এরপর সে কুরাইশদের পক্ষ থে ঘোষিত পুরস্কারের লোভে তাঁদের আউয়া করে।

কাছাকাছি চলে আসার পর নবীজি পেছনে ঘুরে সুরাকাকে লক্ষ করে বললেন, 'সুরাকা! কিসরার রাজবস্ত্র যখন তুমি পরে নেবে, তখন তোমার কেমন লাগবে?'

ওই ঘটনা হাফেজ ইবনে আবদুল বার ও হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি সুরাকার জীবনীতে বিখ্যাত তাবেয়ি সুফিয়ান ইবনে উয়াইনিয়ার সূত্রে হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন।

পরবর্তী সময়ে দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনে খাত্তাবের যুগে পারস্য সাম্রাজ্য বিজিত হওয়ার পর যখন মদিনা মুনাওয়ারায় খলিফার দরবারে পারস্য সম্রাট ও তাঁর রাজপ্রাসাদের যাবতীয় সম্পদ নিয়ে আসা হয়, তখন সেগুলোর মধ্যে সম্রাট কিসরার হাতের চুড়ি ও বালাও ছিল।

খলিফা উমর সুরাকাকে ডেকে তার হাতে কিসরার চুড়ি ও বালা পরিয়ে দেন। এরপর তিনি বলেন, 'সুরাকা! তোমার হাত ওঠাও। আল্লাহু আকবার! সমস্ত প্রশংসা শুধু তাঁর জন্যই। যিনি প্রথমে এ বালা দুটি পারস্যের রাজা কিসরা ইবনে হরমুজকে দান করেছিলেন; অতঃপর তা আরবের সুরাকার হাতে পরিয়ে দিলেন।'

মুহাম্মদ ইবনে সিরিন, ঐতিহাসিক ইবনে সা'আদ এবং ইমাম আহমাদ প্রমুখ মনীষী ওই ঘটনার সনদ সম্পর্কে বলেন, 'এ ঘটনা হাসান ইবনে আবুল হাসান বসরির সূত্রে সরাসরি কোনো সাহাবির সূত্র ছাড়াই বর্ণিত হয়েছে। তিনি বরেণ্য ইমাম হলেও সাহাবির সূত্র উল্লেখিত না থাকায় এটি প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না।' তবে অপর দুই ইমাম আবু যুরআহ (রা.) এবং ইয়াহইয়া আল কাত্তান এর বিরোধিতা করেছেন।

শাইখ আলাঈ *জামেউত তাহসিল* গ্রন্থে বলেন, 'অধিকাংশ মনীষীর বক্তব্যের আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই যথাযথ। কারণ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল বলেছেন, সাহাবির সূত্রবিহীন (মুরসাল) বর্ণনাসমূহের মধ্যে হাসান বসরি ও আতা ইবনে আবু রাবাহর বর্ণনার চেয়ে দুর্বল বর্ণনা আর নেই। কারণ তাঁরা যে কারও কাছ থেকেই যাচাই-বাছাই না করে বর্ণনা করে থাকেন।'

ইমাম আবু বকর ইবনে আবু শাইবাহ এ ঘটনা আলি ইবনে জায়েদের সূত্রে হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনায় সুরাকাকে নবীজির পক্ষ থেকে কিসরা সম্রাটের হাতের বালা দেওয়ার কথা উল্লেখিত হয়নি।

অবশ্য মূল ঘটনা হচ্ছে, মদিনায় হিজরতের পথে সুরাকা ইবনে মালিকের সঙ্গে নবীজি ও আবু বকরের সাক্ষাৎ হয়েছিল। এরপর আল্লাহ তায়ালা সুরাকার অন্তরে ইসলামের আলো উদ্ভাসিত করে দেন। *সহিহ বুখারি* ও *সহিহ মুসলিম* গ্রন্থে এ সম্পর্কে সহিহ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
নবীজির মদিনার জীবন

তালা'আল বাদরু আলাইনা

নবীজির মদিনায় হিজরতের সময় মদিনাবাসী তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে এ গাইতে থাকে। যার প্রথম লাইন হচ্ছে, *তালা'আল বাদরু আলাইনা;* আমাদের ওপর উদিত হলো পূর্ণিমার চাঁদ।

ইমাম বায়হাকি *দালায়েল* গ্রন্থে নিজ সনদে ইবনে আয়েশার সূত্রে করেন, নবীজি (সা.) ও আবু বকর (রা.) যখন মদিনায় প্রবেশ করছি তখন মদিনার নারী ও শিশুরা একসাথে গাইতে লাগল :

طلع البدر علينا- من ثنية الوداع

وجب الشكر علينا- ما دعا لله داع

আমাদের ওপর উদিত হলো পূর্ণিমার চাঁদ,
ছানিয়াতুল ওয়াদার দিক থেকে।
আমাদের কর্তব্য এর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন,
যত দিন আল্লাহকে ডাকার মতো কেউ থাকবে (তত দিন পর্যন্ত তাঁর শুকরিয়া আদায় করব আমরা)

দালায়েল গ্রন্থের অন্য জায়গায় তিনি আরও বর্ণনা করেন, 'নবীজি যুদ্ধ থেকে ফেরার পর মদিনার উপকণ্ঠে নগরবাসী তাঁকে বিপুল সংবর্ধনা তখন তারা এ গান গেয়েছিল। অতঃপর তিনি বলেন, 'আমাদের বিজ্ঞ ম বলেন, এ গান মদিনার লোকেরা নবীজির হিজরতের সময় যখন তিনি ম প্রবেশ করছিলেন, তখন গেয়েছিল। তাবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে ছানি ওদার দিকে নয়। আল্লাহ তায়ালা ভালো জানেন।'

তবে হাফেজ ইরাকি এ বর্ণনার সূত্রের ওপর আপত্তি করে বলেন সূত্রে উল্লেখিত উবাইদুল্লাহ ইবনে আয়েশা ইমাম আহমদের শা অন্যতম। তিনি ২২৮ হিজরিতে ইন্তেকাল করেছেন। অতএব, তাঁর ঘটনার মধ্যে সময়ের বিস্তর ব্যবধান।'

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি *ফাতহুল বারি* গ্রন্থে বলেন, আবু সাঈদ এ ঘটনা *শারফুল মুসতাফায়* এবং আমরা *ফাওয়ায়েদে খিলায়িয়র* মধ্যে উবাইদুল্লাহ ইবনে আয়েশার সূত্রে বিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণনা করেছি। নবীজি মদিনায় প্রবেশ করার সময় সেখানকার শিশুরা এ গান গেয়ে আনন্দে মেতে ওঠে :

طلع البدر علينا- من ثنية الوداع

وجب الشكر علينا- ما دعا لله داع

আমাদের ওপর উদিত হলো পূর্ণিমার চাঁদ,
ছানিয়াতুল ওয়াদার দিক থেকে।
আমাদের কর্তব্য এর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন,
যত দিন আল্লাহকে ডাকার মতো কেউ থাকবে (তত দিন পর্যন্ত তাঁর শুকরিয়া আদায় করব আমরা)

এ বর্ণনার সূত্রে সমস্যা রয়েছে। সম্ভবত নবীজি তাবুক থেকে ফেরার পথে এ ঘটনা ঘটেছিল।

ইমাম বুখারি তাঁর *সহিহ বুখারি* গ্রন্থে জুহরির সূত্রে সায়েব ইবনে ইয়াজিদ থেকে বর্ণনা করেন, 'তিনি বলেন, আমার মনে আছে, আমি মদিনার অন্যান্য শিশুর সঙ্গে নগরীর রাস্তায় নবীজিকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য ছানিয়াতুল ওদার দিকে গিয়েছিলাম। যখন তিনি তাবুক থেকে ফিরছিলেন।'

ইবনে হাজার আসকালানি আরও বলেন, 'দাউদি এ বিষয়টিকে অস্বীকার করে বলেন, ওই গানে যে ছানিয়াতুল ওয়াদার কথা বলা হয়েছে, সেটি মদিনা থেকে মক্কার দিকে অবস্থিত; তাবুকের দিকে নয়। তা ছাড়া পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মতো তাবুক নগরী মক্কার বিপরীত দিকে অবস্থিত।' ইবনুল কায়্যিমও তাঁকে অনুসরণ করেছেন।

এরপর তিনি আরও বলেন, 'তবে তাবুক নগরীর দিকে আরেকটি ছানিয়া রয়েছে। ছানিয়া বলা হয় এমন স্থানকে, যা সমতলভূমির চেয়ে কিছুটা উঁচু হয়।'

কারও মতে, পাহাড়ি রাস্তাকে ছানিয়া বলে। আমি বলি, 'হিজাজ থেকে কোনো পর্যটক সিরিয়ার দিকে রওনা হলে এই ছানিয়া যেদিকেই হোক, তা সামনে পড়া অসম্ভব কিছু নয়। কারণ সবার জানা আছে, ছানিয়ার দিক থেকে মক্কায় প্রবেশ করে মক্কার অপর প্রান্ত দিয়ে বের হয়ে পুনরায় যাত্রা করলে সেই ছানিয়া অতিক্রম করেই যেতে হয়। কারণ এ অবস্থায় যাত্রাপথ ছানিয়ার নিকটে এসে একই রাস্তায় এসে শেষ হয়।

'আর আমরা বিচ্ছিন্ন সনদে খিলাইয়্যাত বলছি, নবীজির মদিনায় আগমনের মুহূর্তে নারীরা এ গান গাইতে থাকে।' এখন কেউ বলছে, মক্কা

থেকে মদিনায় আগমনের সময় এ গান গেয়েছে। আবার কারও মতে, তাবুক থেকে ফেরার পথে এ গান গাইছিল।

ছানিয়া মক্কার দিকে হওয়ার যে কথা ইবনুল কায়্যিম বলেছেন, ইবনে হাজার আসকালানিও তা নিশ্চিত করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইবনুল কায়্যিমের এ কথা বাস্তবতার সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ তিনি বলেন, মূল ঘটনা হচ্ছে, নবীজি যখন মদিনার উপকণ্ঠে এসে পৌছালেন, তখন মদিনার অধিবাসী নারী ও শিশুরা রাস্তায় বেরিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানায় এবং গাইতে থাকে :

طلع البدر علينا- من ثنية الوداع

وجب الشكر علينا- ما دعا لله داع

আমাদের ওপর উদিত হলো পূর্ণিমার চাঁদ,
ছানিয়াতুল ওয়াদার দিক থেকে।
আমাদের কর্তব্য এর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন,
যত দিন আল্লাহকে ডাকার মতো কেউ থাকবে (তত দিন পর্যন্ত তাঁর শুকরিয়া আদায় করব আমরা)

কিন্তু এর পরই অনেক ঐতিহাসিক এ ক্ষেত্রে ভুল করে বসেন। তাঁদের মতে, এ ঘটনা নবীজির মক্কা থেকে মদিনায় আগমনের সময় ঘটেছিল। অথচ ছানিয়া মক্কা থেকে মদিনার পথে পড়ে না; কারণ এটি মক্কা থেকে মদিনার উল্টো দিকে সিরিয়ার পথে অবস্থিত। অর্থাৎ মক্কা থেকে উত্তরে মদিনা অবস্থিত এবং মদিনার আরও উত্তরে সিরিয়া। তাই মক্কা থেকে যে কেউ মদিনার উদ্দেশে যাত্রা করবে, তার যাত্রাপথে এই ছানিয়া পড়বে না। বরং যারা মদিনা থেকে সিরিয়ায় যাবে, তাদের এই ছানিয়া অতিক্রম করতে হবে।

ছানিয়াকে কেন এ নামে নামকরণ করা হলো এবং এটি যে তাবুকের দিকে যেতে সিরিয়ার পথে অবস্থিত, তার বিবরণ মুত'আ বিয়ে হারাম হওয়ার ঘটনায় এসেছে।

এ প্রসঙ্গে ইবনে হাজার আসকালানি বলেন, হাজেমি এ ব্যাপারে সাহাবি জাবেরের (রা.) হাদিসের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। জাবের বলেন, 'আমরা নবীজির সঙ্গে তাবুক যুদ্ধের উদ্দেশে যাত্রা করি। সিরিয়ার কাছাকাছি আকাবার প্রান্তরে পৌছার পর সেখানে যাত্রাবিরতি করি। তখন সেখানকার মেয়েরা আমাদের ছাউনির আশপাশে যাতায়াত করত। আমরা তাদের সঙ্গে রাত্রি যাপন করতাম। এরপর নবীজিকে এ বিষয়ে বললে তিনি রাগান্বিত হয়ে ভাষণ দেওয়ার জন্য দাঁড়ান। অতঃপর আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করে মুত'আ বিয়েকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এরপর আমরা সকলে যেসব মেয়ের সঙ্গে

রাত্রি যাপন করেছিলাম, তাদের বিদায় দিই। সেই সূত্রে এই অঞ্চলের নাম ছানিয়াতুল ওয়াদা হয়ে যায়।'

তবে জাবেরের এই হাদিস সহিহ নয়। কারণ এর সূত্রে ইবাদ ইবনে কাসির রয়েছেন, যাঁকে প্রত্যাখ্যাত সাব্যস্ত করা হয়েছে।

শাইখ আলবানি বলেন, 'ওই হাদিস কোনোভাবেই সাব্যস্ত করা যায়নি।'

তা ছাড়া এ ঘটনা সহিহ না হওয়ার আরও কিছু কারণ রয়েছে। যেমন নবীজির মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত সম্পর্কিত সহিহ বর্ণনাগুলোর কোথাও সামান্য ইঙ্গিতের সূত্রেও এ ঘটনার উল্লেখ নেই। শুধু এতটুকু বলা হয়েছে, নবীজির মদিনার কাছাকাছি পৌঁছার পর মদিনার অধিবাসীরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে এ অভিবাদন জানাতে থাকে।

ইমাম বুখারি তাঁর *সহিহ বুখারি* গ্রন্থে 'নবীজি এবং তাঁর সাহাবিদের মদিনায় হিজরত' শীর্ষক অধ্যায়ে সাহাবি আনাস ইবনে মালিকের (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন, 'মদিনায় কেউ ঘোষণা দিল, নবী এলেন, নবী এলেন। এই আওয়াজ শোনামাত্র সবাই রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। তারা মক্কার দিকে দূরপথে লক্ষ করতে লাগল, কাউকে দেখা যায় কি না। এরপর সবাই বলতে থাকে, নবী এসে পড়ছেন।'

অপর সাহাবি বারা ইবনে আজিবের (রা.) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, 'অতঃপর নবীজি মদিনায় আগমন করলেন। আমি ওইদিন মদিনাবাসীকে নবীজির আগমনে এত খুশি হতে দেখেছি, যেমনটি আগে কখনো ঘটেনি। এমনকি মদিনার নারীরাও আনন্দে বলতে লাগল, নবীজি আগমন করেছেন।'

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, মদিনার পুরুষ-নারীরা বাড়িঘরের ছাদে উঠে নবীজিকে দেখার জন্য ভিড় করেছিল। দাস-দাসী ও সেবকেরা রাস্তায় বেরিয়ে চিৎকার করে ডাকতে শুরু করে : হে মুহাম্মদ! হে আল্লাহর রাসুল! হে মুহাম্মদ! হে আল্লাহর রাসুল![*]

অপর এক বর্ণনায় সালেহি মাকরিজির সূত্রে বলেন, 'নবীজির বদর যুদ্ধ শেষে মদিনায় ফেরার পথে মদিনার লোকেরা এ গান গেয়েছিল।' উল্লেখ্য, এটি হচ্ছে এ ঘটনা সম্পর্কে তৃতীয় বর্ণনা। আর এ বর্ণনা সঠিক হওয়ার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

---

[*] *সহিহ মুসলিম* : হা-৭৫২২

তবে সিরাতে নবী সম্পর্কে ইবনে ইসহাকের জানাশোনা ও গুরুত্ব থাকার পরও তিনি তাঁর সিরাতের বর্ণনায় মদিনার প্রসিদ্ধ এ গানের ব্যাপারে কিছুই বলেননি।

মদিনা সনদ (ইহুদিদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি)

এটি নবীজির মাদানি জীবনের প্রথম দিকের বিখ্যাত ঘটনা। যে চুক্তি প্রথম হিজরিতে সম্পন্ন হয়েছিল। সকল ঐতিহাসিক ও সিরাত গবেষক এ চুক্তির ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তবে এই চুক্তি কি শুধু ইহুদিদের সঙ্গে করা হয়েছিল নাকি মুসলিমদের পরস্পরের ব্যাপারেও এটি কার্যকর ছিল, এ নিয়ে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়।

ড. আকরাম ওমরি বলেন, 'মূলত এখানে ইহুদি ও মুসলিমদের আলাদা দুটি চুক্তি ছিল। পরবর্তী সময়ে ঐতিহাসিকেরা এ দুটিকে একসঙ্গে মিলিয়ে ফেলেন। প্রথম চুক্তিটি নবীজি ইহুদিদের সঙ্গে করেন। এরপর দ্বিতীয় চুক্তিতে মুহাজির মুসলিম ও মদিনার আনসারদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও একে অপরের প্রতি দায়িত্ব কেমন হবে, তা উল্লেখ করা হয়। ইহুদিদের সঙ্গে বদর যুদ্ধের আগে চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং বদর যুদ্ধের পর মুহাজির ও আনসার মুসলিমদের পারস্পরিক চুক্তি কার্যকর হয়।'

তবে ড. আকরাম ওমরি ঐতিহাসিকদের ব্যাপারে দুই চুক্তিকে এক করে ফেলার যে অভিযোগ করেছেন, তার সপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। ফলে অভিযোগের দুর্বলতার ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহ থাকল না। এ মতামতও এ ব্যাপারে বিদ্যমান।

ইবনে ইসহাক প্রথমে এ চুক্তির ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এরপর অনুকরণে অন্যান্য সিরাত লেখক ও ঐতিহাসিকেরা চুক্তির ঘটনা উ করেন। কিন্তু এর সনদ কতটুকু সহিহ, এ নিয়ে রয়েছে ব্যাপক কৌতূ উল্লেখ্য, এ চুক্তির ঘটনা একাধিক সনদে বর্ণিত হয়েছে। যথা :

প্রথম বর্ণনা : ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, নবীজি মদিনায় আসা মুহাজির মুসলিম ও মদিনার আনসারদের মধ্যে কিছু নির্দিষ্ট নীতিমা শর্তাবলির ভিত্তিতে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। এরপর ইহুদিদের একটি চুক্তি হয়।

ওই চুক্তিতে নবীজি লেখেন :

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মুহাম্মদের (সা.) পক্ষ থেকে এটি এক চুক্তি, যা কুরাইশ গোত্রের মুসলিম এবং ইয়াছরিবের (মদিনার প্রাচীন নাম) মুসলিমদের মধ্যে কার্যকর হতে যাচ্ছে।

অতঃপর...

এরপর ইবনে ইসহাক সম্পূর্ণ চুক্তির বিবরণ উল্লেখ করেন।

আলবানি বলেন, 'এই বর্ণনার সহিহ হওয়ার কোনো সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। ইবনে ইসহাক এ ঘটনা সনদবিহীন উল্লেখ করেছেন। ফলে এই ঘটনা মুজাল (এটি হাদিসের সূত্র সম্পর্কিত পরিভাষা। বর্ণনার এই সূত্রকে মুজাল বলে, যেটায় পরপর দুই বা ততোধিক বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়েছে) বলে বিবেচিত হয়েছে। ইবনে কাসির এ ঘটনা ইবনে ইসহাকের সূত্রে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি নিজ অভ্যাস অনুযায়ী এ বর্ণনার সনদের কোনো বিশ্লেষণ করেননি; যেমন তিনি সাধারণত করে থাকেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, সিরাত ও সনদের অভিজ্ঞ পণ্ডিতদের কাছে এ ঘটনা সূত্রসহকারে তেমন প্রসিদ্ধ নয়।'

তা ছাড়া ইবনে কাছিরের মতো ইবনে সায়্যিদিন নাসও এ চুক্তির ঘটনা সনদ ছাড়া উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয় বর্ণনা : ইমাম আহমদ এ ঘটনা হাজ্জাজের সনদে আমর ইবনে শু'আইবের পিতার সূত্রে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'নবীজি মদিনার আনসার ও মুহাজির মুসলিমদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের লক্ষ্যে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন।'

এটি ইমাম আহমদ এর প্রথম সনদ। এ ছাড়া আরও দুই সনদে তিনি এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এ নিয়ে মোট তিন সনদে তাঁর থেকে এ ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় সনদে তিনি সাহাবি ইবনে আব্বাস থেকে একই ঘটনা উল্লেখ করেন। তৃতীয় আরেক সনদে আমর ইবনে শু'আইবের দাদা থেকেই নস্র ইবনে বাবের সূত্রে তিনি এ ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আহমদের বর্ণনায় দুটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমত, তিনি যে সূত্রে চুক্তির ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তা খুবই সংক্ষিপ্ত। এখানে ইহুদিদের সঙ্গে নবীজির কোনো চুক্তির কথা বলা হয়নি। দ্বিতীয়ত, এ বর্ণনার সূত্রে হাজ্জাজ নামে যে বর্ণনাকারী রয়েছেন, তিনি মূলত ইবনে আরতাত। হাদিসশাস্ত্রের জগতে এই ইবনে আরতাতকে মুদাল্লিস বলে গণ্য করা হয়। অর্থাৎ যার থেকে সরাসরি বর্ণনার কোনো সূত্র পাওয়া যায় না।

ইবনে আরতাত সম্পর্কে হাদিসবিশারদদের বিভিন্ন বক্তব্য ইমাম জাহবি উল্লেখ করেছেন। যথা ইবনে মাঈন বলেছেন, 'ইবনে আরতাত গ্রহণযোগ্য। তবে সে শক্তিশালী বর্ণনাকারী নয়। কারণ সে আমর ইবনে শু'আইবের সূত্রে মুহাম্মদ ইবনে উবাইদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করে ঠিক; কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে ইবনে উবাইদুল্লাহর নাম উল্লেখ না করে সরাসরি আমর ইবনে শু'আইবের নাম উল্লেখ করে।'

আবু জুর'আহ তাঁকে মুদাল্লিস (নিজ শায়খের নাম গোপনকারী) বলে অভিহিত করেছেন।

আবু হাতেম বলেন, 'ইবনে আরতাত দুর্বল বর্ণনাকারীদের থেকে নিজ শায়খের নাম গোপন করে বর্ণনা করেন। তবে তাঁর বর্ণিত হাদিস সংকলন করা যাবে। যখন তিনি বর্ণনা করতে গিয়ে বলবেন, "আমাকে অমুক বর্ণনা করেছেন", তখন নিশ্চিতভাবে তা উপযুক্ত এবং কার্যকর হবে। তবে তাঁর মুখস্থ শক্তি ও বর্ণনার সত্যতার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ না থাকলেও তাঁর হাদিস দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যাবে না।'

ইবনে মুবারক বলেন, 'হাজ্জাজ (ইবনে আরতাত) বর্ণনা করতে গিয়ে তাদলিস (নিজ শায়খের নাম গোপন) করে থাকেন। তিনি আমাদের কাছে আমর ইবনে শু'আইবের সূত্রে যা কিছু বর্ণনা করেন, সেগুলো মূলত ইবনে উবাইদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে এই ইবনে উবাইদুল্লাহ পরিত্যক্ত বর্ণনাকারীদের অন্যতম।'

স্বয়ং ইমাম আহমদ এবং ইমাম নাসায়ি প্রমুখ মুহাদ্দিসও ইবনে আরতাতকে মুদাল্লিস বলে চিহ্নিত করেছেন।

ইবনে হাজার আসকালানি তাঁর *তাকরিবুত তাহজিব* গ্রন্থে ইবনে আরতাতকে মুদাল্লিস ও বারবার ভুলকারী বলে অভিহিত করেন। শাইখ আলবানিও তাঁকে অগ্রহণযোগ্য বলে মত প্রকাশ করেছেন। তিনি এ ক্ষেত্রে ইবনে হাজার আসকালানির *তাকরিব* গ্রন্থের উদ্ধৃতি টেনেছেন।

এরপর আলবানি আরও বলেন, '*ফাতহুর রাব্বানি* গ্রন্থে আবদুর রহমান বান্না ইবনে আরতাত বলতে অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী মনে করে এ ঘটনার সনদকে সহিহ বলে উল্লেখ করেন। অথচ বাস্তবে তা নয়।'

তা ছাড়া আবদুর রহমান বান্নার মতো শাইখ আহমদ শাকেরও *মুসনাদ* গ্রন্থের টীকায় (তাসাহুল) মূলনীতি অনুযায়ী সহজতা এবং কোমলতাকে সামনে রেখে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

তৃতীয় যে সনদে ইমাম আহমদ ওই ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তার সূত্রে নছর ইবনে বাব রয়েছেন, যাঁকে একাধিক প্রাজ্ঞ মুহাদ্দিস পরিত্যক্ত বলে সাব্যস্ত করেছেন।

তৃতীয় বর্ণনা : এটি ইবনে আবু খাইছামার সূত্রে বর্ণিত। ইবনে সায়্যিদিন নাস এর সূত্র উল্লেখ করেছেন। ইবনে ইসহাকের সূত্রে বিস্তারিতভাবে নবীজির চুক্তির ঘটনা উল্লেখ করার পর তিনি বলেন, 'ইবনে ইসহাক এমনই বর্ণনা করেছেন। এরপর ইবনে আবু খাইছামা নিজ সনদে ঈসা ইবনে ইউনুস থেকে কাসির ইবনে আবদুল্লাহ ও তাঁর পিতার সূত্রে তাঁর দাদা থেকে এ ঘটনা বর্ণনা করেন।'

ড. আকরাম ওমরি বলেন, 'ইবনে খাইসামার ইতিহাসগ্রন্থের অবিদ্যমান ও হারিয়ে যাওয়া অংশে সম্ভবত সে চুক্তিনামার বিবরণ থাকবে। আমাদের কাছে তারিখে ইবনে খাইসামার যে অংশ পৌঁছেছে, সেখানে আমরা চুক্তিনামা পাইনি।'

ইবনে আবু খাইছামার সূত্রে যে কাসির ইবনে আবদুল্লাহ রয়েছেন, তাঁকে ইমাম জাহবি পরিত্যক্ত বলে আখ্যায়িত করেছেন। আবু দাউদ তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। ইমাম শাফেয়ি বলেন, 'সে মিথ্যার মূল ভিত্তি।' ইবনে হিব্বান বলেন, 'সে তার পিতার সূত্রে নিজ দাদা থেকে এমন জাল পাণ্ডুলিপি থেকে বর্ণনা করে, যার ভিত্তিতে হাদিস লেখা অথবা বর্ণনা করা জায়েজ নয়।'

শাইখ আলবানি ইবনে আবু খাইছামার সনদের ব্যাপারে বলেন, 'এর সনদের কোনো মূল্য নেই। কারণ কাসির ইবনে আবদুল্লাহ অনেক দুর্বল।'

চতুর্থ বর্ণনা : আবু উবাইদ কাসেম ইবনে সাল্লাম (মৃত্যু ২২৪ হিজরি) তাঁর *আমওয়াল* গ্রন্থে দুই সনদে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। প্রথম সনদে ইয়াহইয়া ইবনে আবদুল্লাহর সূত্রে ইবনে শিহাব জুহরি থেকে বর্ণনা করেন।

উল্লেখ্য, এটি জুহরি থেকে মুরসাল ধারায় বর্ণিত হয়েছে। আর ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল কাত্তানের মতে সমস্ত মুরসাল ধারার মধ্যে জুহরির মুরসাল সবচেয়ে মন্দ। এর আগেও উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহাশের মুরতাদ হয়ে যাওয়ার ঘটনায় জুহরির মুরসাল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় সনদে আবু উবাইদের সূত্রে ইবনে জুরাইজ থেকে বর্ণনা করেন। এ সূত্রটিও আগের মতো মুরসাল ধারায় বর্ণিত হয়েছে। কারণ ইবনে জুরাইজ ব্যক্তিগতভাবে নির্ভরযোগ্য হলেও তিনি বর্ণনার ক্ষেত্রে মুরসাল (সাহাবির সূত্রবিহীন উল্লেখ) কিংবা তাদলিস (নিজ শায়খের নাম গোপন) করে থাকেন।

পঞ্চম বর্ণনা : আবু উবাইদ কাসেম ইবনে সাল্লাম (মৃত্যু ২২৪ হিজরি) তাঁর *গরিবুল হাদিস* গ্রন্থে তিন সনদে এ চুক্তির ঘটনা বর্ণনা করেছেন। যথা :

প্রথম সনদ—হাফসের সনদে কাসির ইবনে আবদুল্লাহ ও তাঁর পিতার সূত্রে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন। এ সনদে উল্লেখিত হাফস নির্ভরযোগ্য ফকিহ ও বিচারপতি ছিলেন। তাঁর পুরো নাম হাফস ইবনে গিয়াছ। তবে কাসির ইবনে আবদুল্লাহর কারণে এ সনদে দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। এই কাসির ইবনে আবদুল্লাহর ব্যাপারে আগে বিস্তারিত বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় সনদ—হাম্মাদের সনদে শা'বি অথবা আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলির সূত্রে আবু উবাইদ বর্ণনা করেন। এ সনদে চুক্তির ঘটনা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে।

হাম্মাদের ব্যাপারে ইমাম জাহবি তাঁর *মিজানুল ইতেদাল* গ্রন্থে বলেন, 'এই হাম্মাদ হচ্ছে হাম্মাদ ইবনে উবাইদ অথবা হাম্মাদ ইবনে উবাইদুল্লাহ। সে জাবের জুফির সূত্রে বর্ণনা করে থাকে। আবু হাতেম তার সম্পর্কে বলেন, তার বর্ণিত হাদিস সহিহ নয়। এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না। ইমাম বুখারিও তার থেকে বর্ণিত হাদিসকে সহিহ নয় বলে মন্তব্য করেছেন।'

ইবনে হাজার আসকালানির *তাকরিবুত তাহজিব* গ্রন্থে রয়েছে, 'জাবের জুফি রাফেজি ছিল। সে দুর্বল বর্ণনাকারী।'

ইমাম জাহবি তাঁর অপর গ্রন্থ *কাশেফ* এ বলেন, 'জাবের জুফিকে কেউ কেউ নির্ভরযোগ্য বললেও অধিকাংশ হাফেজুল হাদিস তাকে পরিত্যক্ত বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাই এ কয়েকজনের নির্ভরযোগ্য বলা বিচ্ছিন্নতার অন্তর্ভুক্ত।'

তা ছাড়া শা'বি ও মুহাম্মদ ইবনে আলি উভয়েই তাবেয়ি। তাই এ বর্ণনা মুরসাল বলে গণ্য হবে। সনদ দুর্বল হওয়া তো আরও দূরের কথা।

তৃতীয় সনদ—হাজ্জাজের সূত্রে ইবনে জুরাইজের সূত্রে তিনি বর্ণনা করেন। এ সূত্র সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে।

ষষ্ঠ বর্ণনা : হুমাইদ ইবনে জানজুইয়াহ (মৃত্যু ২৪৭ হিজরি) আবদুল্লাহ ইবনে সালেহের সূত্রে ইবনে শিহাব জুহরি থেকে বর্ণনা করেছেন।

ওই সনদের ব্যাপারে আগে আলোচনা করা হয়েছে।

সপ্তম বর্ণনা : ইমাম বায়হাকি দুই সনদে ওই চুক্তির ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

প্রথম সনদ—আবু আবদুল্লাহ হাফেজের সূত্রে উসমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে উসমান ইবনে আখনাস থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'আমি উমর ইবনে খাত্তাবের পরিবারের কাছ থেকে এ চুক্তি সম্পর্কে জানতে পেরেছি। যাতে সাদকাহ সম্পর্কে অনেক কিছু উল্লেখিত ছিল। খলিফা উমর তাঁর

খেলাফতকালে অধীন কর্মকর্তাদের এতে লিখিত সাদাকাহ সম্পর্কিত নীতিমালা কার্যকর করার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন।' উল্লেখ্য, এই সনদে ইবনে ইসহাকের সূত্রে বর্ণিত ঘটনার চেয়ে আরও সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় সনদ—এই সনদে আবু আবদুল্লাহ হাফেজ কাজির সূত্রে কাসির ইবনে আবদুল্লাহর সূত্রে বর্ণনা করেন।

ইমাম বায়হাকির প্রথম সনদটি দুর্বল। কারণ এতে একাধিক বর্ণনাকারী রয়েছেন, যাঁদের ব্যাপারে আপত্তি রয়েছে। যেমন উসমান প্রায়ই ভ্রান্তিতে পড়ে যান। তাই তিনি সত্যবাদী হলেও তাঁর হাদিস গ্রহণ করার উপযুক্ত নয়। এরপর রয়েছেন ইউনুস ইবনে বুকাইর। যিনি বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রায়ই ভুল করে থাকেন। এরপর রয়েছেন আহমদ ইবনে আবদুল জাব্বার আতারিদি। তিনি দুর্বল বলে চিহ্নিত।

দ্বিতীয় সনদে কাসির ইবনে আবদুল্লাহ রয়েছেন, যাঁর ব্যাপারে আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

অষ্টম বর্ণনা : ইবনে আবি হাতেম নবীজির চুক্তির বিষয়টি আবদুর রহমানের সূত্রে ইবনে শিহাব জুহরি থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি এ ঘটনা তাঁর বিখ্যাত *জারহ ও তা'দিল* গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেন।

উল্লেখ্য, জুহরির সনদটি মুরসাল। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আগে বলা হয়েছে।

নবম বর্ণনা : ইবনে হাজম মুহাল্লা গ্রন্থে হাজ্জাজ ইবনে আরতাতের সনদে মিকসামের সূত্রে সাহাবি ইবনে আব্বাসের সূত্রে বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি বলেন, 'ইবনে আরতাত পরিত্যক্ত এবং মিকসাম দুর্বল বর্ণনাকারীদের একজন।'

উপরিউক্ত সনদসমূহের বিশ্লেষণে এটাই প্রমাণিত হয়, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুক্তির ঘটনার কোনো সনদই ক্রটিমুক্ত নয়। যার ভিত্তিতে এই ঘটনা গ্রহণযোগ্য হতে পারে। এ কারণে ইমাম জাহবি তাঁর অমর বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থ *তারিখুল ইসলাম*-এর কোথাও এ ঘটনা উল্লেখ করেননি। এমনকি সিরাতের অধ্যায়েও নয়। অথচ এ অধ্যায়ে নবীজির হিজরত সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। তিনি ওই গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন, 'এ গ্রন্থে নবীজির জীবনের প্রসিদ্ধ বড় বড় ঘটনাগুলো স্থান পেয়েছে।'

ইমাম নুরিও তাঁর *তাহজিবুল আসমা ওয়াল লুগাত* এর মধ্যে এ রকম কোনো ঘটনা উল্লেখ করেননি। অথচ এই গ্রন্থে নবীজির মসজিদ ও ঘর নির্মাণ থেকে শুরু করে আজান-নামাজ বিধিবদ্ধ হওয়ার মতো মাদানি জীবনের প্রথম

দিকের অনেক ঘটনা তিনি উল্লেখ করেছেন। এতে বোঝা যায়, ওই ঘটনা তাঁর কাছে সহিহ সাব্যস্ত না হওয়ায় উল্লেখ করেননি। অন্যথায় ইহুদিদের সঙ্গে চুক্তির মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করবেন না, তা কীভাবে হতে পারে!

শাইখ সালমান আওদাহ ওই চুক্তির ঘটনার সনদের দুর্বলতা চিহ্নিত করার পর বলেন, 'ইমাম আবু দাউদ কাব ইবনে মালিকের সূত্রে মদিনার ইহুদি সরদার কাব ইবনে আশরাফের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বর্ণনা করেন, যে রাতে কাব ইবনে আশরাফকে হত্যা করা হয়, এর পরদিন ইহুদি ও মুশরিক সম্প্রদায় ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে নবীজির দরবারে এসে অভিযোগ দায়ের করে। ওই অভিযোগে তারা বলে, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমাদের নেতাকে অপহরণ করে হত্যা করা হয়েছে।'

তখন নবীজি ইহুদি সম্প্রদায় ও মুসলিমদের মধ্যে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা থেকে উভয় পক্ষেরই বিরত থাকার ওপর এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

ইমাম আবু দাউদ তাঁর *সুনান* গ্রন্থে 'মদিনা থেকে ইহুদিদের বহিষ্কার' শীর্ষক অধ্যায়ে এ ঘটনা মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে ফারেসের সনদে কাব ইবনে মালিকের সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। উল্লেখ্য, এ সনদটি সহিহ।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়, নবীজির মাদানি জীবন শুরু হওয়ার অনেক পর এ চুক্তি কার্যকর হয়। অথচ অন্যান্য সিরাত লেখক ও ঐতিহাসিক যা বর্ণনা করে গেছেন, তা এ বাস্তবতার সম্পূর্ণ বিপরীত। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, কাব ইবনে আশরাফ নিহত হওয়ার পর এই চুক্তি নতুন করে কার্যকর হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহুদিদের সঙ্গে নবীজি ও মুসলিমদের আরও আগেই চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল।

আজীবন শত্রুতা

ইবনে ইসহাক আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকরের সূত্রে ছফিয়া বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাব থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'নবীজি যখন মদিনায় গমন করে বনু আমর ইবনে আওফের পল্লি কুবায় যাত্রাবিরতি করলেন, তখন আমার পিতা হুয়াই ইবনে আখতাব ও চাচা আবু ইয়াসির ইবনে আখতাব সন্ধ্যায় একটু অন্ধকার হওয়ার পর তাঁর কাছে গেলেন। নবীজি যে ঘরে অবস্থান করছিলেন, তাঁর সামনে এসে কিছুটা দূর থেকে তাঁরা নবীজিকে পর্যবেক্ষণ করে চলে এলেন। তখন কেবল সূর্য অস্ত গেছে। দেখলাম, তাঁরা দুজন অবসাদগ্রস্ত অবস্থায় হেলতে-দুলতে বাড়ির দিকে ফিরে আসছেন। মনে হচ্ছিল, তাঁরা খুবই ক্লান্ত; অথচ তা নয়। আমি প্রতিদিনের মতো প্রফুল্লচিত্তে

তাঁদের দিকে এগিয়ে যাই। তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করব, কী দেখে এলে? কিন্তু তাঁরা কেউই আমার দিকে ফিরে তাকালেন না। আবার তাঁদেরকে দুশ্চিন্তাগ্রস্তও দেখাচ্ছিল না।

'একপর্যায়ে আমি চাচা আবু ইয়াসিরকে বলতে শুনলাম। তিনি আমার পিতা হুয়াইকে জিজ্ঞেস করছেন, "তুমি কি এই ব্যক্তি সম্পর্কে বলছিলে?" উত্তরে আমার পিতা বললেন, "হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! এই সেই ব্যক্তি।" চাচা জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি তাঁকে ভালো করে চেনো?" পিতা উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, চিনি।" চাচা আবার জিজ্ঞেস করলেন, "তো এখন তাঁর ব্যাপারে কী ভাবছ?" পিতা উত্তরে বললেন, "আল্লাহর কসম! যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি, তাঁর প্রতি শত্রুতা পোষণ করব।"'

হাফেজ ইরাকি বলেন, 'এই ঘটনার সনদ বিচ্ছিন্ন। কারণ আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর এবং ছফিয়ার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। তাঁদের পরস্পরে সাক্ষাৎ হয়নি।'

তা ছাড়া ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই নবীজি ও ইসলামের প্রতি ইহুদি জাতির বিদ্বেষ, শত্রুতা ও হিংসা ইতিহাসে দিবালোকের মতো স্পষ্ট। সে ক্ষেত্রে এ রকম দুর্বল সনদের ঘটনা বিশ্লেষণের তেমন প্রয়োজন পড়ে না।

আল্লাহ তায়ালা নবীজির প্রতি ইহুদিদের শত্রুতার ব্যাপারে খোলাখুলি বলেছেন। তিনি ইরশাদ করেন :

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ-

'আহলে কিতাবদের অনেকেই প্রতিহিংসাবশত চায় যে মুসলিম হওয়ার পর তোমাদেরকে কোনো রকমে কাফের বানিয়ে দেয়। তাদের কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর (তারা এটা চায়)। যাক! তোমরা আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত তাদের ক্ষমা করো এবং উপেক্ষা করো। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।'

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ-

'যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব এসে পৌছাল, যা সে বিষয়ের সত্যায়ন করে, যা তাদের কাছে রয়েছে এবং তারা পূর্বে করত। অবশেষে যখন তাদের কাছে পৌছাল, যাকে তারা চিনে রেখেছিল, তখন তারা

তা অস্বীকার করে বসল। অতএব, অস্বীকারকারীদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত।'

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ-

'আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি, তারা তাকে চেনে, যেমন করে চেনে নিজেদের পুত্রদের। আর নিশ্চয় তাদের একটি সম্প্রদায় জেনেশুনে সত্যকে গোপন করে।'*

ইমাম বুখারি তাঁর *সহিহ বুখারি* গ্রন্থে সাহাবি আবু হুরায়রার (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন, নবীজি ইরশাদ করেছেন, 'ইহুদিদের ১০ জন যদি আমার ওপর ইমান আনে, তাহলে সমগ্র ইহুদি জাতি আমার ওপর ইমান আনবে।'

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি বলেন, 'এখানে ১০ জন বলতে ইহুদিদের গণ্যমান্য ১০ নেতাকে নবীজি বুঝিয়েছেন। কারণ সাধারণ ইহুদিদের মধ্যে অনেকেই নবীজির প্রতি ইমান এনেছিল। যাদের সংখ্যা ১০ জনেরও বেশি।'

ইমাম তাবারানি সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে উমরের সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন :

একবার নবীজি সাফিয়্যাহর চোখের কাছে সবুজ দাগ দেখতে পেলেন। তখন জানতে চাইলেন, 'তোমার চোখে এই সবুজ দাগ কোত্থেকে এল?' সাফিয়্যাহ তখন বলা শুরু করলেন, 'একদিন আমি আমার প্রাক্তন স্বামীর কাছে বললাম, রাতে আমি স্বপ্ন দেখেছি, একটি চাঁদ একেবারে আমার কোলে এসে পড়ল। এটা বলতেই আমার স্বামী আমাকে প্রচণ্ড জোরে চপেটাঘাত করে এবং (টিটকারি করে) বলতে থাকে, তুমি কি ইয়াসরিবের অধিপতিকে কামনা করছ?' (অর্থাৎ, মুহাম্মদকে চাও সঙ্গী হিসেবে?) সাফিয়্যাহ বলেন, 'রাসুলাল্লাহর চেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি আমার কাছে অন্য কেউ ছিল না; কারণ সে আমার পিতা ও স্বামীকে হত্যা করেছে। পরবর্তী সময়ে নবীজি এই হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে বারবার আমার কাছে অব্যাহতভাবে ওজর পেশ করেন, "দেখো সাফিয়্যাহ, তোমার পিতা সমগ্র আরবদেরকে আমার প্রতি খেপিয়ে তুলে জড়ো করছিল। এ ছাড়া সে এই করেছে, সেই করেছে।" নবীজির অব্যাহতভাবে এমন ওজর পেশ করার একপর্যায়ে আমার অন্তরে যে ঘৃণা ছিল, সেটা একেবারে মিলিয়ে যায়।'

---

* সুরা বাকারা : ১০৯, ৮৯, ১৪৬

তখন নবীজি তাঁকে বললেন, 'তোমার পিতা আরব জাতিকে আমার বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলেছে। ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করেছে। যার পরিণতিতে বাধ্য হয়ে এ ব্যবস্থা নিতে হয়েছে।'

আল্লামা হাইসামি *মাজমাউজ জাওয়ায়েদ* গ্রন্থে বলেন, 'ইমাম তাবারানির বর্ণনা সূত্রের সকলেই সহিহ হাদিসের সনদের বর্ণনাকারী।'

শাইখ আলবানি এ ঘটনা তাঁর সহিহ হাদিসের তালিকায় উল্লেখ করেছেন।

ইহুদি নজির গোত্রকে মদিনা থেকে বহিষ্কারের প্রেক্ষাপট

সিরাতের গ্রন্থে প্রসিদ্ধ আছে, নজির গোত্রের ইহুদি সম্প্রদায় নবীজিকে হত্যার ষড়যন্ত্র করার কারণে তাদেরকে মদিনা থেকে বহিষ্কার করা হয়। বনু নজিরের ইহুদি আমর ইবনে উমাইয়া দামরি অপর গোত্র বনু আমরের দুজনকে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডের ক্ষতিপূরণ আদায়ের উদ্দেশ্যে নবীজি বনু নজিরের এলাকায় গমন করেন।

তখন নবীজি বনু নজিরের দুর্গের এক প্রাচীরের পাশে বসে ছিলেন। প্রাচীরের অপর পাশে কয়েকজন ইহুদি নবীজিকে উদ্দেশ করে উন্মাদের মতো বলছিল, 'হ্যাঁ, এবার মুহাম্মদ তোমাকে পেয়েছি। তুমি জানো না, কেন আমরা তোমাকে ডেকে এনেছি?' নবীজি তাদের কাছে রক্তপণের টাকা চাইলে তারা বলল, 'হ্যাঁ আবুল কাসেম, তুমি যেমনটা চাও তেমনটাই হবে। আমরা তোমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করব।' এরপর তারা নবীজিকে হত্যা করার সলাপরামর্শ করতে থাকে। তাদের কেউ বলল, 'তোমাদের মধ্যে কে আছ, যে প্রাচীরের ওপর উঠে মুহাম্মদের ওপর পাথর ছুড়ে মারবে?' তখন আমর ইবনে জাহহাশ ইবনে কাব এগিয়ে এসে বলে, 'আমি পারব।' এরপর সে একটি বড় পাথর নিয়ে দেয়াল টপকে প্রাচীরের ওপর উঠে পড়ে। এদিকে আমর ইবনে জাহহাশের ঠিক নিচে নবীজি প্রাচীরের অপর পাশে অবস্থান করছিলেন। তখনই আল্লাহ তায়ালা ওহির মাধ্যমে নবীজিকে সব জানিয়ে দেন।

ইবনে ইসহাক এ ঘটনা ইবনে ইয়াজিদ রোমানের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তা ছাড়া তিনি তাঁর থেকে সরাসরি এ ঘটনা শোনার ব্যাপারে স্পষ্ট বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনা মুরসাল ধারায় বর্ণিত। শাইখ আলবানি একে দুর্বল বর্ণনার তালিকাভুক্ত করেছেন।

বনু নজিরকে মদিনা মুনাওয়ারা থেকে বহিষ্কারের প্রকৃত কারণ সহিহ সনদে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হাফেজ ইবনে হাজার

আসকালানি বলেন, ইবনে মারদুইয়া এ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে কাব ইবনে মালেকের সূত্রে নবীজির এক সাহাবি থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :

'বদর যুদ্ধের পূর্বে কুরাইশরা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইসহ অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং যারা মূর্তিপূজকদের হুমকি দিয়ে চিঠি লিখল যে, তারা কেন মুহম্মদকে আশ্রয় দিল। তাদের কাছ থেকে বারবার ওয়াদা নিল যে তারা সমগ্র আরবকে মুহাম্মদের বিরুদ্ধে রণপ্রস্তুতির জন্য উদ্বুদ্ধ করবে। চিঠি পেয়ে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার সঙ্গীরা মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধ করার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করতে লাগল। ঠিক এমন মুহূর্তে নবীজি তাদের কাছে এসে সোজা বললেন, "কুরাইশদের মতো কেউ যাতে তোমাদের ধোঁকা না দেয়। কুরাইশরা চায় তোমরা নিজেদের মধ্যে যাতে সংকটের মুখোমুখি হও।" নবীজির এ কথা শুনে তারা বাস্তবতা বুঝতে পারে। এরপর তারা সেখানে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

'বিধ্বস্ত মনে তারা বদর প্রান্তর ত্যাগ করে। কুরাইশদের প্রথম সারির একাধিক নেতাকে হারিয়ে যেন তারা বেসামাল হয়ে পড়ে। মক্কায় ফিরে শুরু হয় তাদের নয়া চক্রান্তের পালা। তারা মদিনার ইহুদি গোত্র বনু নজির বরাবর দ্বিতীয়বার চিঠি প্রেরণ করে। ওই চিঠিতে কুরাইশ সম্প্রদায়ের নেতারা তাদেরকে নবীজি ও মুসলিমদের সঙ্গে গাদ্দারি করার জন্য উসকে দেয়। তারা চিঠিতে লিখে পাঠায়, "তোমাদের রয়েছে বিশাল চক্র। আবার রয়েছে দুর্গ।" এরপর বিভিন্ন ধরনের ভয়ভীতি দেখানো হয় সেই চিঠিতে। এবার বনু নজির গাদ্দারি করতে প্রস্তুত হয়ে যায়।

'এরপর বনু নজির তাদের এক প্রতিনিধিদলকে নবীজির দরবারে প্রেরণ করে। তারা তাঁকে নতুন প্রস্তাব দেয়, আপনি আপনার তিনজন সঙ্গী বাছাই করুন এবং আমরা আমাদের তিনজন বিজ্ঞ মনীষী বাছই করব। এরপর তারা আপনার সঙ্গে দেখা করে যদি আপনার ধর্ম মেনে নেয়, আমরাও তা-ই করব। নবীজি তাদের প্রস্তাবে সায় দেন। এরপর তারা ফিরে যায়। বনু নজির দুর্গে পৌছে তারা তিনজনকে গোপনে খঞ্জর নিয়ে প্রেরণ করার পরিকল্পনা করতে থাকে। এদিকে বনু নজিরের এক ইহুদি নারীর আনসারি ভাই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন নবীজির সাহাবি। ওই নারী দ্রুত তার মুসলিম ভাইয়ের কাছে লোক মারফত নিজ গোত্র বনু নজিরের সব পরিকল্পনা ফাঁস করে দেয়। তখনই ওই সাহাবি বনু নজিরের কাছে পৌছার পূর্বেই নবীজির দরবারে গিয়ে সব জানান। সব শুনে নবীজি বুঝতে পারলেন, আসলে তারা কী করতে চাচ্ছে।

'নবীজি সেদিনই বনু নজিরের দুর্গের উদ্দেশে বাহিনী প্রেরণ করে তাদের সকলকে দুর্গ অবরোধ করে বন্দী করার নির্দেশ প্রদান করেন। অতঃপর তিনি ইহুদিদের অপর গোত্র বনু কুরাইজার দুর্গ অবরোধ করেন। তাদের সঙ্গে চুক্তি হলে সেখান থেকে সেনা হটিয়ে ফিরে আসেন বনু নজিরের কাছে। এরপর পুনরায় বনু নজিরের এলাকায় এসে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। অবশেষে একপর্যায়ে তারা মদিনা থেকে বহিষ্কার হতে বাধ্য হয়। লড়াই শেষে নবীজি বললেন, "উট বোঝাই করে যা ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারো; কিন্তু সব ধরনের অস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জাম রেখে যেতে হবে।" এরপর তারা নিজেদের আসবাবপত্র ঘরবাড়ির দরজা পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যায়। এরপর নিজ হাতে আবাসস্থলগুলো ধ্বংস করে দেয়। এভাবেই প্রথমবারের মতো ইহুদিদের বনু নজির গোত্র মদিনা থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার হয়। এরপর তারা সিরিয়ার দিকে চলে যায়।'

ইবনে হাজার আসকালানি আরও বলেন :

'আবদে ইবনে হুমাইদ তাঁর তাফসির গ্রন্থে আবদুর রাজ্জাকের সূত্রে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। অতএব, তিনি এই ঘটনার কোনো সহিহ সনদ নেই বলে যে মত দিয়েছেন, তা সঠিক নয়। তাই ইবনে ইসহাক বনু নজিরের ইহুদিদের মদিনা থেকে বহিষ্কার করে দেওয়ার যে কারণ বর্ণনা করেছেন, তার চেয়ে এই বর্ণনার সনদ বেশি শক্তিশালী। কিন্তু এর পরও অধিকাংশ সিরাত লেখক ইবনে ইসহাকের অনুকরণ করেছেন।'

ইমাম আবু দাউদও এমনই বর্ণনা করেছেন। শাইখ শু'আইব আরনাউত *জামেউল উছুল* গ্রন্থে তাঁর সনদকে সহিহ সাব্যস্ত করেছেন।

আতিকার স্বপ্ন

ইবনে ইসহাক ইকরিমার সূত্রে সাহাবি ইবনে আব্বাস এবং ইয়াজিদ ইবনে রোমানের সূত্রে উরওয়া ইবনে জুবায়ের থেকে বর্ণনা করেন, তাঁরা বলেন, 'কুরাইশ নেতা আবদুল মুত্তালিবের কন্যা আতিকা দমদমের মক্কায় আগমনের তিন রাত আগে এক স্বপ্ন দেখেন। এতে তিনি খুবই ভয় পান। তখন তিনি নিজ ভাই আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের কাছে এ স্বপ্নের কথা উল্লেখ করে বলেন, ভাই! আমার খুব ভয় করছে।' এরপর ইবনে ইসহাক আরও লম্বা কাহিনি বর্ণনা করেছেন।

ইবনে ইসহাক ওই বর্ণনার সনদে নিজ শায়খের নাম উল্লেখ করেননি। তিনি এমন প্রায়ই করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম বায়হাকির কথা আগেও উল্লেখিত হয়েছে। তিনি বলতেন, 'ইবনে ইসহাক তাঁর শায়খের নাম উল্লেখ না করলে আমাদের মন খারাপ হয়ে যায়।'

ইমাম হাকিম ইবনে ইসহাকের সূত্রে এ ঘটনা বর্ণনা করার সময় ইবনে ইসহাকের শায়খের নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি হচ্ছেন হুসাইন ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস। তবে ইমাম হাকিম তাঁর সম্পর্কে কিছুই বলেননি।

ইমাম জাহবি হুসাইন ইবনে আবদুল্লাহকে দুর্বল বলে চিহ্নিত করেছেন। আল্লামা হাইসামি দুটি সূত্রে এ বর্ণনার সনদকে ইমাম তাবারানির দিকে উল্লেখ করেছেন। প্রথম সূত্রে আবদুল আজিজ ইবনে ইমরান রয়েছেন, যাকে পরিত্যক্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় সূত্রটি মুরসাল। কারণ এই সূত্রে ইবনে লাহিয়া রয়েছেন, যিনি দুর্বল বর্ণনাকারী বলে চিহ্নিত। তা ছাড়া তাঁর বর্ণিত হাদিস হাসান পর্যায়ের আওতাভুক্ত।

বদর যুদ্ধের কাহিনি

ইবনে ইসহাক কুরাইশ বাহিনীর গতিবিধি পর্যবেক্ষণের কাহিনি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

একদিন নবীজি এবং সাহাবি আবু বকর (রা.) এক বৃদ্ধ আরবের খোঁজ পেলেন। যে কুরাইশদের মদিনা অভিমুখে যাত্রা ও তাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে গুপ্তচরের মাধ্যমে সবকিছু জেনেছিল। নবীজি ছদ্মবেশে বৃদ্ধ লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কুরাইশ বাহিনীর পরিকল্পনা সম্পর্কে কী জানো? তারা কি আসলেই মদিনায় আক্রমণ করতে চাচ্ছে? আচ্ছা! মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীরা কি পারবে এই যুদ্ধ ঠেকাতে? তারাই-বা কী করতে চাচ্ছে?' বৃদ্ধ তখনো নবীজি ও আবু বকরকে চিনতে পারেনি।

তাই সে বলল, 'তার আগে বলো, তোমরা কারা? কোত্থেকে এসেছ?' নবীজি বললেন, 'না, তুমি যদি আমাদেরকে এই সম্ভাব্য যুদ্ধ সম্পর্কে কিছু বলো, তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের পরিচয় দেব।' বৃদ্ধ লোকটি তখন এক এক করে কুরাইশদের পরিকল্পনা ও তাদের বর্তমান অবস্থান এবং মদিনায় মুসলিম বাহিনীর প্রস্তুতি সম্পর্কে সব বলে দেয়। এরপর সে বলে, 'গুপ্তচর যদি সত্যি বলে থাকে, তাহলে বর্তমান পরিস্থিতি তেমনই হবে, যেমন আমি বলেছি।' নবীজি ও আবু বকর চুপচাপ সব শুনছিলেন।

উভয় পক্ষের অভিযানের প্রস্তুতির যাবতীয় তথ্য দেওয়ার পর বৃদ্ধ লোকটি আবারও নবীজিকে জিজ্ঞেস করল, 'এবার বলো, তোমরা কারা?' তখন উত্তরে নবীজি বললেন, 'আমরা পানি থেকে সৃষ্ট।' এ কথা বলে নবীজি ও আবু বকর মদিনার দিকে ছুটলেন। পেছন থেকে বৃদ্ধ বলতে লাগল, 'পানি থেকে আবার কী হয়? ইরাকের পানি থেকে নাকি?'

ইবনে হিশাম বলেন, এ বর্ণনায় উল্লিখিত বৃদ্ধ লোকটি হচ্ছে সুফিয়ান দামরি। ইবনে ইসহাক এ ঘটনার বর্ণনায় তাঁর শায়খের নাম স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। তিনি হচ্ছেন ইবনে হিব্বান, যিনি সবার নিকট নির্ভরযোগ্য বলে পরিচিত। তবে সনদের সমস্যা অন্য জায়গায়। অর্থাৎ ইবনে ইসহাকের এ বর্ণনার সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। কারণ ইবনে হিব্বান ১২১ হিজরিতে ৭৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। অতএব, তাঁর জন্ম এবং এই ঘটনার মধ্যে ব্যবধান হলো ৪৫ বছর।

মক্কা তার কলিজাগুলোকে তোমাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে

ইবনে ইসহাক এই ঘটনা ইবনে ইয়াজিদ রোমানের সূত্রে উরওয়া ইবনে জুবায়ের থেকে বর্ণনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে শাইখ আলবানি বলেন, 'ইবনে ইসহাকের বর্ণনার সনদ সহিহ; তবে তা মুরসাল ধারায় বর্ণিত হয়েছে।'

মূল ঘটনা সাহাবি আনাস ইবনে মালিকের সূত্রে *সহিহ মুসলিম* গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। নবীজি ও তাঁর সাহাবিগণ কুরাইশ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে বদর রণাঙ্গনে যাত্রা করেন। উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয়ে বদর প্রান্তরের দুই পাশে ছাউনি ফেলে। রাতে মুসলিম বাহিনীর শিবিরে কুরাইশ গোত্রের বনু হাজ্জাজের এক কৃষ্ণ দাস সাহাবিদের হাতে গ্রেপ্তার হয়।

সাহাবিগণ তাকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, 'এই বলো! তোমাদের নেতা আবু সুফিয়ান কোথায়?' উত্তরে কৃষ্ণ দাস বলল, 'আমি জানি না আবু সুফিয়ান কোথায় আছে। তবে এখানে আবু জাহল, উতবা, শায়বা, উমাইয়া ইবনে খালফ ও আরও অন্যান্য নেতা রয়েছে।' তখন সাহাবিগণ তাকে মারধর করেন। পিটুনি খেয়ে ভয়ে সে বলতে শুরু করে, 'আচ্ছা বলছি! এখানে কুরাইশদের যে কজন নেতা বসে আছে, সেখানেই আবু সুফিয়ান অবস্থান করছে।' এ কথা বলার পর সাহাবিগণ তাকে ছেড়ে দেন।

ছেড়ে দেওয়ার পর আবারও সে আগের মতো বলে, 'এখানে আবু সুফিয়ান নেই। সে কোথায়, আমি জানি না।' তখন আবারও তাকে সাহাবিগণ মারতে থাকেন। মার খেয়ে দাসটি আবার বলে, 'এখানেই আবু সুফিয়ান রয়েছে।' সাহাবিগণ তাকে আবার ছেড়ে দেন। এরপর যখনই সে পুনরায় আবু সুফিয়ানের ব্যাপারে অস্বীকার করে, সাহাবিগণ তাকে পুনরায় মারতে থাকেন। কিছুক্ষণ এভাবে চলতে থাকে।

ওদিকে নবীজি নামাজ আদায় করছিলেন। নামাজ শেষে নবীজি সাহাবিদের কাছে এসে বললেন, 'আশ্চর্য! যখনই এই কৃষ্ণ দাস তোমাদেরকে

সত্য বলছে, তখনই তোমরা তাকে প্রহার করছ। আর যখন সে মিথ্যা বলছে, তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে।'

এরপর তিনি মাটিতে হাত দিয়ে চিহ্নিত করে দেখিয়ে দেখিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করছিলেন, 'আগামীকাল কুরাইশের অমুক নেতা এখানে মৃত্যুমুখে পতিত হবে। অমুক সরদার এখানে মারা পড়বে।' পরদিন যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর দেখা গেল, নবীজি যেখানে যার নাম ধরে হাতের আঙুল দিয়ে চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন, সেখানেই সে মৃত্যুবরণ করেছে।

ইমাম আহমদের বর্ণনায় রয়েছে, নবীজি কৃষ্ণ দাসকে ডেকে কুরাইশ বাহিনীর সংখ্যার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। দাস উত্তর দেয়, 'তারা সংখ্যায় বিপুল। যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এসেছে।' নবীজি তাকে জোর করে আবারও জিজ্ঞেস করেন, 'সত্যি করে বলো! তারা সংখ্যায় কত?' তখন দাস অস্বীকার করে। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'আচ্ছা! তারা প্রতিদিন কয়টা উট জবাই করে?' দাস উত্তর দেয়, 'প্রতিদিন ১০টা করে জবাই করে।'

তখন নবীজি বললেন, 'তার মানে কুরাইশদের সংখ্যা প্রায় এক হাজার। একটি উট প্রতি ১০০ জন ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের জন্য।'

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় অতিরিক্ত এতটুকু বর্ণিত হয়েছে, নবীজি ওই দাসকে জিজ্ঞেস করছিলেন, 'এই বাহিনীতে কুরাইশদের কোন কোন নেতা রয়েছে?' এ ছাড়া আরও রয়েছে, দাসের কাছ থেকে সবকিছু জেনে নবীজি মুসলিম বাহিনীর উদ্দেশে বললেন, 'মক্কা নগরী তার কলিজাগুলোকে (কুরাইশের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবর্গ) তোমাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে।'

সুরাকার বেশে ইবলিসের আগমন

ইবনে ইসহাক ইবনে ইয়াজিদ রোমানের সূত্রে উরওয়া ইবনে জুবায়ের থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন :

বদর প্রান্তরে কুরাইশরা উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে যখন সম্মত হলো, তখন তাদের মনে পড়ল বকর গোত্রের সঙ্গে তাদের শত্রুতা রয়েছে। তারা পেছনে আমাদের সন্তান ও নারীদের ক্ষতিসাধন করতে পারে। আবার পেছন দিক থেকে আমাদের ওপর হামলাও করতে পারে। এটা ভাবতে ভাবতে কুরাইশদের যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে পড়ার উপক্রম হলো। ঠিক এমন সময় সুরাকার বেশে শয়তান এসে হাজির হয়। সুরাকা কিনানা গোত্রের সম্ভ্রান্ত লোক এবং বনু বকর এলাকার বড় নেতা। শয়তান বলা শুরু করল, 'আমি তোমাদেরকে আশ্রয় দিচ্ছি। কিনানা গোত্র তোমাদের পেছনে এমন কোনো

তৎপরতা চালাতে দেবে না, যা তোমরা চাও না। সুরাকাবেশী শয়তানের এমন আশ্বস্ততা শুনে কুরাইশরা এবার যুদ্ধের দিকে দ্রুত বেরিয়ে এল।' ইবনে ইসহাকের এ ঘটনা মুরসাল ধারায় বর্ণিত হয়েছে।

ইবনে কাসির বলেন, 'প্রকৃতপক্ষে এ ঘটনা আল্লাহ তায়ালার নিম্নোক্ত বাণীর প্রতিফলন।' তিনি ইরশাদ করেন :

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ -إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ-

'আর যখন সুদৃশ্য করে দিল শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপকে এবং বলল, আজকের দিনে কোনো মানুষই তোমাদের ওপর বিজয়ী হতে পারবে না। আর আমি হলাম তোমাদের সমর্থক। অতঃপর যখন উভয় বাহিনী মুখোমুখি হলো, তখন সে অতি দ্রুত পায়ে পেছন দিকে পালিয়ে গেল এবং বলল, আমি তোমাদের সঙ্গে নই। আমি দেখছি, যা তোমরা দেখছ না; আমি ভয় করি আল্লাহকে। আর আল্লাহর আজাব অত্যন্ত কঠিন।

'যখন মুনাফেকরা এবং যাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত, তারা বলতে লাগল, এরা নিজেদের ধর্মের ওপর গর্বিত। বস্তুত, যারা ভরসা করে আল্লাহর ওপর, সে নিশ্চিন্ত। কেননা আল্লাহ অতি পরাক্রমশীল, সুবিজ্ঞ।'*

অধিকাংশ মুফাসসির সুরা আনফালের উপরিউক্ত আয়াতের তাফসিরে এ ঘটনা উল্লেখ করেছেন। আল্লামা কুরতুবি ও আল্লামা শাওকানি প্রমুখ মুফাসসির ইঙ্গিতসূচক বাক্যে ওই ঘটনার উদ্ধৃতি টেনেছেন।

ইবনে সা'দি মুফাসসিরগণের বক্তব্য উল্লেখ করার পর বলেন, 'সম্ভবত ইবলিস সুরাকা ইবনে মালিকের বেশ ধারণ করে কুরাইশদের ধোঁকা দিয়েছে। সে তাদের আশ্বস্ত করতে চেয়েছে যে আজ তোমরা অবশ্যই বিজয় লাভ করবে। এরপর যখন কুরাইশরা বাইরে বেরিয়ে এল, তখনই ইবলিস পলায়ন করে।' যেমন আল্লাহ তায়ালা সুরা হাশরে ইরশাদ করেছেন :

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ -فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ-

---

* সুরা আনফাল : ৪৮-৪৯

'তারা শয়তানের মতো, যে মানুষকে কাফের হতে বলে। অতঃপর যখন সে কাফের হয়, তখন শয়তান বলে, তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করি।

'অতঃপর উভয়ের পরিণতি এই হবে, তারা জাহান্নামে যাবে এবং চিরকাল তথায় বসবাস করবে। এটাই জালেমদের শাস্তি।'*

সাইয়্যেদ কুতুব বলেন, 'ওই ঘটনার দ্বারা কোরআনের একটি বিষয় দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেখানে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ইবলিস মুশরিকদের যাবতীয় কার্যাবলির মধ্যে একপ্রকার চমক সৃষ্টি করে তাদের সামনে তা প্রকাশ করে। ফলে তারা বিভ্রান্ত হয়। তবে আমরা প্রায়ই এর ধরন বা প্রকৃতি বুঝতে পারি না।'

ইমাম তাবারানি তাঁর *মু'জামুল কাবির* গ্রন্থে রিফা'আ ইবনে রাফের সূত্রে বর্ণনা করেন, বদর যুদ্ধে ইবলিস যখন দেখতে পেল, ফেরেশতাগণ মুসলিম বাহিনীর পক্ষ হয়ে লড়ে যাচ্ছে, তখন সে আতঙ্কিত হয়ে উঠল যে তাকে ফেরেশতারা মেরে ফেলবেন। এদিকে যুদ্ধের কাতারে শয়তানের হাত হারিস ইবনে হিশাম ধরে রেখেছিল। হারিস বুঝেছিল সে সুরাকা; কিন্তু হঠাৎ করে শয়তান হারিসের বুকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে তাকে নিচে ফেলে দেয়। তারপর ভীত অবস্থায় যুদ্ধের ময়দান থেকে বের হয়ে এসে নিজেকে সাগরে ছুড়ে দেয় আর তখনো ভয় পেতে থাকে ফেরেশতারা তাকে হত্যা করে ফেলবেন। তখন সে হাত উঠিয়ে আল্লাহর কাছে বলতে থাকে, 'হে আল্লাহ! আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহ এবং অবকাশ চাই।' এদিকে সুরাকাবেশী শয়তানের পলায়নের পর আবু জাহল যুদ্ধরত সৈন্যদের সাহস দিয়ে বলে, 'সুরাকার পলায়ন তোমাদেরকে যাতে না দমিয়ে দেয়। সে তো মুহাম্মদের সঙ্গে গোপন আঁতাতে লিপ্ত; তাই এমন করেছে। আর উতবা, শায়বা ও ওলিদের নিহত হয়ে যাওয়া তোমাদেরকে কোনোভাবেই যাতে শঙ্কিত না করে তোলে। কারণ, তারা অনেক তাড়াহুড়ো করেছে। লাত ও উজ্জার কসম! তাদেরকে পাহাড়ের সঙ্গে পিষে না ফেলা পর্যন্ত আমরা এখান থেকে যাব না। আমি তোমাদের মধ্যে এমন কাউকে দেখতে চাই না, যে তাদের এক ব্যক্তিকে মাত্র হত্যা করেছে। বরং তোমরা এমনভাবে তাদেরকে পাকড়াও করো, যাতে তারা তাদের নিকৃষ্ট কর্মের (লাত ও উজ্জার উপাসনা ছেড়ে দেওয়া এবং গোত্র থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া) শাস্তি হাড়ে হাড়ে টের পায়।'

---

* সূরা হাশর : ১৬-১৭

এরপর তাবারানি আরও লম্বা ঘটনা বর্ণনা করেন। এ বর্ণনার সনদ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আল্লামা হাইসামি বলেন, 'এ বর্ণনার সূত্রে আবদুল আজিজ ইবনে ইমরান রয়েছেন। যিনি বর্ণনার ক্ষেত্রে দুর্বল বলে পরিচিত। তা ছাড়া অধিকাংশ বিজ্ঞ মুহাদ্দিস তাঁকে পরিত্যক্ত বলে মন্তব্য করেছেন।'

হুবাবের পরামর্শ

বদর রণাঙ্গনে কুরাইশ বাহিনী যে অঞ্চলে পানির ব্যবস্থা ছিল, সেখানে ছাউনি ফেলে। অপরদিকে মুসলিম বাহিনীর ছাউনি ছিল মরুময় অঞ্চলে, যেখানে পানির কোনো চিহ্নও ছিল না। ফলে কুরাইশ বাহিনী নিজেদের ভাগে পানি পেয়ে এবং মুসলিমদের দুরবস্থা দেখে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করে সবকিছু পাল্টে দেন।

প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে কুরাইশদের ছাউনি এলাকা ভিজে কর্দমাক্ত হয়ে পড়ে। ফলে তাদের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। অপরদিকে হুবাবের পরামর্শে নবীজি মরু এলাকার বালির ঢিবির মধ্যে ইট-পাথর দিয়ে হাউস নির্মাণ করেন। ফলে মুসলিম বাহিনীর জন্য পানির ব্যবস্থা হয়ে যায়। তাঁরা পাত্রে করে পানি নিয়ে সংগ্রহ করে রাখেন।

ইবনে ইসহাক এ ঘটনা বনু সালামার একাধিক লোকের সূত্রে বর্ণনা করেন। এ প্রসঙ্গে শাইখ আলবানি বলেন :

'ইবনে ইসহাকের এ সনদ দুর্বল। কারণ ইবনে ইসহাকের সঙ্গে বনু সালামার কাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল, এ ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো উল্লেখ নেই। তবে ইমাম হাকিম এ ঘটনা হুবাবের হাদিসের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাঁর সনদে যাঁদের নাম রয়েছে, তাঁদের ব্যাপারে আমার জানা নেই। ইমাম জাহবি তাঁর *তালখিস* গ্রন্থে এই বর্ণনাকে মুনকার (অগ্রহণযোগ্য) বলেছেন। উমাবিও এ ঘটনা *আল বিদায়া* গ্রন্থের অনুকরণে বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর সূত্রে কালবি নামীয় এক বর্ণনাকারী রয়েছে। বাস্তবে সে মিথ্যাবাদী।'

তা ছাড়া আলবানি এ ঘটনাকে তাঁর দুর্বল বর্ণনাসমূহের তালিকাভুক্ত করে বলেন, 'এ ঘটনা সিরাতের গ্রন্থে যতই প্রসিদ্ধ হোক না কেন, তা সত্ত্বেও এটি দুর্বল।'

ইবনে হাজার আসকালানি তাঁর *ইসাবাহ* গ্রন্থে হুবাবের জীবনীতে বলেন, 'হুবাবের এ ঘটনা বদর যুদ্ধের। ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় তা পাওয়া যায়। তিনি ইয়াজিদ ইবনে রোমানের সূত্রে উরওয়া এবং আরও একাধিক বর্ণনাকারী থেকে এটি উল্লেখ করেছেন।'

শাইখ আলবানি ইবনে হাজারের ওই বক্তব্য খণ্ডন করে বলেন, 'প্রকৃতপক্ষে ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এ জাতীয় কোনো কথা নেই। সর্বোপরি এটি মুরসাল ধারায় বর্ণিত। কারণ উরওয়া থেকে সরাসরি বর্ণনা শোনার ব্যাপারে স্পষ্ট কিছু পাওয়া যায় না। আর মুরসাল ধারার যেকোনো বর্ণনা দুর্বল বলে বিবেচিত।'

মূলত ইবনে হাজার আসকালানি এ ঘটনার যে সূত্রকে ইবনে ইসহাকের সূত্র বলে উল্লেখ করেছেন, তা ইমাম বায়হাকি তাঁর *দালায়েল* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তা ছাড়া তিনি তাঁর *সুনানুল কুবরা* গ্রন্থে বলেন, 'ইমাম আবু দাউদ এ ঘটনা মুহাম্মদ ইবনে উবাইদের সূত্রে তাঁর *মারাসিল* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।'

শাইখ সাদ হুমাইদও এ ঘটনাকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন।

তবে এ বিষয়টি জেনে রাখা আবশ্যক, সাহাবিদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে নবীজির পরামর্শ একাধিক সহিহ সনদে প্রমাণিত। যথা বদর যুদ্ধের আগে অভিযানের প্রস্তুতি সম্পর্কে এবং যুদ্ধের পর বন্দীদের ব্যাপারে তিনি নিজ সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন। উহুদের যুদ্ধে এবং হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়ও তিনি তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন। অনুরূপ ইফকের ঘটনায়ও পরামর্শ করেছেন।

নিজেদের বাপ-দাদাদের হত্যা করব?

ইবনে ইসহাক আব্বাস ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মা'বাদের সূত্রে তাঁর পরিবারের কারও মারফত সাহাবি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, নবীজি বদর যুদ্ধের দিন ঘোষণা দিলেন, 'হে মুসলিম বাহিনীর যোদ্ধাগণ! শুনে রাখো! আমি ভালো করে জানি, বনু হাশিমের অনেক লোককে তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোর করে যুদ্ধ করার জন্য রণাঙ্গনে নিয়ে আসা হয়েছে। আমাদের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ করার কোনো ইচ্ছে নেই। অতএব, তোমরা কেউ তাদের আঘাত করবে না। তোমাদের কারও সামনে যদি আবুল বখতরি ইবনে হাকিম ইবনে হারিস অথবা আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব পড়ে যায়, তাহলে তোমরা তাকে হত্যা কোরো না।'

নবীজির ঘোষণা শেষ হতেই আবু হুজাইফা বলে উঠল, 'এটা কেমন কথা! আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের ও আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে লড়াই করব আর আব্বাসকে ছেড়ে দেব? এটা হতেই পারে না। আল্লাহর কসম! আমার সামনে আব্বাস এলে তাকে তরবারি দ্বারা শেষ করে দেব।'

আবু হুজাইফার কথা নবীজির কানে গেলে তিনি সাহাবি উমর ইবনে খাত্তাবকে ডেকে দুঃখ করে বললেন, 'হে আবু হাফস! আজ কি তাহলে আল্লাহর

নবীর চাচা আব্বাসের চেহারায় তরবারির আঘাত করা হবে!' নবীজির কষ্ট দেখে উমর খেপে যান। তখনই তিনি বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি অনুমতি দিন। এক্ষুনি গিয়ে তার গর্দান উড়িয়ে দিই। সে তো মুনাফিক হয়ে গেছে।'

পরবর্তী সময়ে আবু হুজাইফা প্রায়ই দুঃখ করে বলতেন, 'ওই দিনের কথাগুলো আমি আজও বিশ্বাস করতে পারি না। ওই দিন আমি যখন এ কথা বলেছিলাম, এর জন্য আমার খুব ভয় হয়। এর জন্য একটাই কাফফারা রয়েছে। আর তা হচ্ছে শাহাদাতবরণ।' তাঁর এ কথা পরে বাস্তবে পরিণত হয়েছিল। নবীজির ইন্তেকালের পর ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

এ বর্ণনার সূত্রে আব্বাস ইবনে মা'বাদ অবশ্যই নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তিনি এ ঘটনা তাঁর পরিবারের কার কাছ থেকে শুনেছেন, তা স্পষ্ট করে বলেননি।

ইমাম হাকিম এ ঘটনা ইবনে ইসহাকের সনদে আব্বাস ইবনে মা'বাদ থেকে তাঁর পিতার সূত্রে সাহাবি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর হাকিম বলেন, 'এ সনদ ইমাম মুসলিমের নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।'

তবে ইমাম জাহবি এর বিরোধিতা করে বর্ণনার সনদের দুর্বলতার কারণে তাঁর *তালখিস* গ্রন্থে এ ঘটনা উল্লেখ করেননি। তিনি বলেন :

'আব্বাস ইবনে মা'বাদ অজ্ঞাত ব্যক্তি। তা ছাড়া নবীজির কোনো সাহাবি মুখ থেকে এমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা বের হতে পারে না। আবু হুজাইফা ছিলে প্রথম দিকের ইসলাম গ্রহণকারী। তাঁরা তো বটেই, বরং হিজরতের ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবিদের থেকেও এ জাতীয় আচরণ প্রকাশ পা অকল্পনীয়।'

এই উম্মতের ফিরআউন

ইমাম আহমদ আসওয়াদ ইবনে আমেরের সূত্রে আবু উবাইদা থেকে তিনি তাঁর পিতা সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা তিনি বলেন, 'বদর যুদ্ধে আমি আবু জাহলের কাছে এসে দেখি, সে অবস্থায় কাতরাচ্ছে। তার পা তরবারির আঘাতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এ পড়ে ছিল। আমি তখন আমার তরবারি দিয়ে তাকে আঘাত করতে হই। কিন্তু পরক্ষণেই আমি আমার তরবারি রেখে আবু জাহলের দিয়েই তাকে হত্যা করি।'

এরপর নবীজির কাছে এসে বলি, 'হে আল্লাহর রাসুল! অ জাহলকে হত্যা করে ফেলেছি।' তিনি শুনে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি

পেয়েছ?' আমি উত্তর দিলাম, 'জি, আমি তাকে পেয়েছি।' এরপর নবীজি আল্লাহর নামে দুবার শপথ করে বললেন, 'সত্যিই বলছ?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসুল! আমিই তাকে হত্যা করেছি।'

এরপর তিনি বললেন, 'চলো! আমি তাকে দেখে আসি।' তখন নবীজি সাহাবিদের সঙ্গে আবু জাহলের লাশের কাছে গেলেন। লাশটিকে তিনি একটি পরিত্যক্ত কুয়ায় ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দেন। এরপর কয়েকজন মিলে আবু জাহলের নিথর দেহ টেনে নিয়ে কুয়ায় নিক্ষেপ করেন। এরপর নবীজি বললেন, 'আবু জাহল হচ্ছে এই উম্মতের ফিরআউন।'

শাইখ আহমদ শাকের বলেন, 'ওই ঘটনার সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। কারণ আবু উবাইদা এ ঘটনা তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে সরাসরি শোনেননি।'

ইবনে হাজার আসকালানি তাঁর *তাকরিবুত তাহজিব* গ্রন্থে বলেন, 'আবু উবাইদা তাঁর পিতা সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে কোনো কিছু শোনেননি। এটাই সর্বাধিক সঠিক মত।'

ইমাম বায়হাকি এ ঘটনা তাঁর *দালায়েল* গ্রন্থে আবু উবাইদার সূত্রে তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন। আবার তিনি তাঁর অপর গ্রন্থ *সুনানে কুবরার* মধ্যে এ ঘটনাই আমর ইবনে মাইমুনের সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন।

আল্লামা হাইসামি এ ঘটনা উল্লেখ করে লেখেন, 'উকবা বলেন, ইমাম আহমদ এবং বাজ্জারসহ সবাই এ ঘটনা আবু উবাইদার সূত্রে তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আবু উবাইদা তাঁর পিতা থেকে সরাসরি এ ঘটনা শোনেননি। তা ছাড়া ইমাম আহমদের সনদের অন্যান্য সকল বর্ণনাকারী সহিহ হাদিসের বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত।'

অতঃপর তিনি আরও বলেন, ইমাম তাবারানি এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তাঁর সনদে উল্লেখিত মুহাম্মদ ইবনে ওয়াহাব ইবনে আবু কারিমা ছাড়া অন্য সকলেই সহিহ হাদিসের বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত। তবে ইবনে আবু কারিমাকে ইবনে হাজার আসকালানি তাঁর *তাকরিব* গ্রন্থে সত্যবাদী বলে উল্লেখ করেছেন।

সহিহ বুখারি ও *সহিহ মুসলিম* গ্রন্থে বদর যুদ্ধে আবু জাহলের নিহত হওয়ার ঘটনা সহিহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। তবে সেখানে নবীজি কর্তৃক আবু জাহলকে এই উম্মতের ফিরআউন বলে আখ্যায়িত করার কথা নেই।

উল্লেখ্য, ঐতিহাসিক ইবনে কাসির যেখানে বলেছেন, এই বিষয়টি ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম নাসায়ি বর্ণনা করেছেন, সেখানে তিনি এই দুই ইমাম

কর্তৃক আবু জাহলকে নবীজির ফিরআউন বলার বিষয়টি বুঝেছেন। অথচ প্রকৃতপক্ষে এমনটি নয়।

ইমাম ইবনে মাজাহ তাঁর *সুনান* গ্রন্থে সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফার (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন, আবু জাহলের মাথা কেটে আনার সংবাদ পেয়ে নবীজি আনন্দিত হন। এরপর তিনি আল্লাহ তায়ালার দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করে দুই রাকাত নামাজ আদায় করেন।

প্রখ্যাত ফকিহ ও মুহাদ্দিস ইবনে মুলাক্কিন ইমাম ইবনে মাজাহর এই সনদকে উত্তম বলে অভিহিত করেন। এরপর তাঁর ছাত্র হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি তাঁর *তালখিসুল হাবির* গ্রন্থে বলেন, 'ইমাম ইবনে মাজাহর এই সনদ হাসান পর্যায়ের। যদিও উকাইলি এর সনদকে গরিব বলেছেন।'

তবে শাইখ আলবানি এই বর্ণনাকে ইমাম ইবনে মাজাহর দুর্বল বর্ণনার তালিকাভুক্ত করেছেন।

হে পরিত্যক্ত কুয়ার অধিবাসীরা! তোমরা কত মন্দ গোত্র! আমাকে মিথ্যাচার করেছ

ইবনে ইসহাক কারও সূত্রে বর্ণনা করেন, বদর যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর যখন কুরাইশদের নিহত নেতাদের নিথর দেহগুলো টেনে নিয়ে পরিত্যক্ত কুয়ায় ফেলে দেওয়া হয়, তখন নবীজি কুয়ার কাছে গিয়ে তাদের উদ্দেশে বললেন, 'হে পরিত্যক্ত কুয়ার অধিবাসীরা! তোমরা তোমাদের নবীর কত মন্দ জ্ঞাতিগোষ্ঠী ছিলে। কতই না মন্দ!! যখন তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করতে চেয়েছিলে, তখন মদিনার এ লোকেরা আমাকে সত্যবাদী বলে মেনে নিয়েছে। যখন তোমরা আমাকে স্বীয় মাতৃভূমি থেকে বের করে দিয়েছিলে, তখন এরাই আমাকে আশ্রয় দেয়।

'এরপর যখন তোমরা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এলে, তখন এরা আমাকে সাহায্য করল। এখন তোমরা বলো! তোমাদের রব তোমাদের ব্যাপারে যা কিছুর ওয়াদা দিয়েছিলেন, তা তোমরা পেয়েছ কি না?'

শাইখ আলবানি বলেন, 'এই বর্ণনার সনদ ত্রুটিযুক্ত। ইমাম আহমদ এ ঘটনা ইবরাহিম নাখয়ির সূত্রে আয়েশা থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর সনদের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। কিন্তু ইবরাহিম নাখয়ি এবং আয়েশার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।'

আল্লামা হাইসামি *মাজমাউজ জাওয়ায়েদ* গ্রন্থে বলেন, 'আয়েশার সঙ্গে ইবরাহিম নাখয়ির দেখা হয়েছে। কারণ ইবরাহিম আয়েশার কাছে যেতেন। কিন্তু এই বর্ণনা আয়েশা থেকে ইবরাহিম নাখয়ি সরাসরি শোনেননি।'

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি *তাহজিব* গ্রন্থে বলেন, 'ইবরাহিম নাখয়ি এ ঘটনা আয়েশা থেকে বর্ণনা করেছেন ঠিকই; কিন্তু তিনি আয়েশা থেকে তা সরাসরি শোনেননি।'

উক্কাশা ইবনে মুহসিনের তরবারি

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, বদর যুদ্ধে লড়াই করতে করতে সাহাবি উক্কাশা ইবনে মুহসিনের (রা.) তরবারি ভেঙে যায়। তখন নবীজি তাঁকে একটি লাকড়ি দিয়ে বলেন, 'উক্কাশা! তুমি এটি দিয়ে যুদ্ধ করো।'

নবীজির কাছ থেকে ওই লাকড়ি হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা একটি দীর্ঘ ধারালো তরবারিতে রূপ নেয়। তরবারিটি সাদা ধবধবে বর্ণ ধারণ করেছিল। এরপর উক্কাশা ওই তরবারি দিয়ে লড়াই চালিয়ে যান। একপর্যায়ে মুসলিমদের বিজয় হয়। পরবর্তী সময়ে ওই তরবারির নাম আওন রাখা হয়েছিল। নবীজীর সঙ্গে বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি ওই তরবারি নিয়েই উপস্থিত হতেন। নবীজির ইন্তেকালের পরও এই তরবারি উক্কাশার কাছে ছিল। আবু বকরের যুগে মুরতাদদের বিরুদ্ধে তিনি এই তরবারি নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। একপর্যায়ে তুলাইহা ইবনে খুওয়াইলিদ আসদি তাঁকে হত্যা করলে তিনি শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন।

ইমাম বায়হাকি *দালায়েল* গ্রন্থে এই ঘটনা ইবনে ইসহাকের সনদে বর্ণনা করেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম জাহবি বলেন :

'ইবনে ইসহাক রীতিমতো এ ঘটনাও সনদ ছাড়া বর্ণনা করেছেন। ওয়াকিদিও একই ধারায় বর্ণনা করেছেন। অথচ ওয়াকিদি পরিত্যক্ত বর্ণনাকারী বলে পরিচিত। ইমাম বায়হাকি *দালায়েল* গ্রন্থে তা-ই করেছেন।'

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি তাঁর *ইসাবাহ* গ্রন্থে সাহাবি উক্কাশার পরিচয় উল্লেখ করতে গিয়ে লেখেন, 'উক্কাশার নাম ওকাশাও হতে পারে। তাঁকে নবীজি জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন। মুরতাদদের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধে যে তুলাইহা ইবনে খুওয়াইলিদ আসদি তাঁকে হত্যা করেছিল, সে প্রথমে মুরতাদ হয়ে গেলেও এই যুদ্ধের পরে পুনরায় ইসলামে দীক্ষিত হয়। রাদিয়াল্লাহু আনহুম।'

সাহল ইবনে আমরের মুখের সামনের দাঁত ভেঙে ফেলার জন্য উমরের আবেদন

ইবনে ইসহাক মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে আতার সূত্রে বর্ণনা করেন, বদর যুদ্ধ শেষে সায়্যিদ উমর (রা.) নবীজিকে বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাকে আপনি অনুমতি দিন, আমি গিয়ে সাহল ইবনে আমরের মুখের সামনের দাঁত ভেঙে ফেলি। তাহলে এর পর থেকে আর কখনো সে আপনার বিরুদ্ধে কিছু বলতে সক্ষম হবে না।'

উল্লেখ্য, সাহল ইবনে আমর বদর যুদ্ধে মুসলিমদের হাতে বন্দী হয়। সে প্রিয় নবীজির বিরুদ্ধে সবসময় লোকদের ভাষণ দিয়ে উত্তেজিত করত।

উত্তরে নবীজি বললেন, 'সে যা করেছে, আমি তার অনুরূপ করব না; অন্যথায় আমি নবী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা আমার অনুরূপ করে ফেলবেন।'

ঐতিহাসিক ইবনে কাসির এ ঘটনা তাঁর আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে উল্লেখ করার পর বলেন, 'এ ঘটনা মুরসাল ধারায় বর্ণিত। এ ছাড়া এর সনদ ত্রুটিযুক্ত।'

ভাইয়ের সঙ্গে মুসআব ইবনে উমায়েরের আচরণ

ইবনে ইসহাক নুবাইহ ইবনে ওয়াহাবের সূত্রে বর্ণনা করেন, বদর যুদ্ধের পর বন্দী কুরাইশদের নবীজি তাঁর সাহাবিদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। অতঃপর সাহাবিদের উদ্দেশে বলেন, 'তোমরা তোমাদের ভাইদের (যুদ্ধবন্দী) সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো।'

আবদুল আজিজ বলেন, 'আমাকে যখন বন্দী করা হচ্ছিল, তখন আমার ভাই মুসআব ইবনে উমায়ের (রা.) ও একজন আনসারি সাহাবি যে আমাকে আটক করেছিল আমার পাশ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিল। আমাকে যে আটক করেছিল, তাকে দেখে মুসআব বলল, একে শক্ত করে বেঁধে নিজের কাছে রেখে দাও। অর্থাৎ, যেভাবেই পারো একে তোমার কাছে রেখে দাও। তার মা অনেক সম্পদশালী। সে তাকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে নেবে।' উল্লেখ্য, কুরাইশ বাহিনীর নদর ইবনে হারেছের পরে এই আবদুল আজিজ কাফেরদের ঝান্ডা ধরেছিল।

আবদুল আজিজকে যে আটক করে, তার নাম ছিল আবুল ইয়াসার। আবুল ইয়াসারকে এমন কথা বলতে দেখে আবদুল আজিজ তার ভাই মুসআবকে বলল, 'এটা কেমন কথা! আমার ব্যাপারে তুমি এই কামনা করছ?

অথচ আমি তোমার ভাই।' উত্তরে মুসআব বললেন, 'আবুল ইয়াসার আমার ভাই, তুমি নও।'

ইবনে ইসহাক এ বর্ণনায় তাঁর শায়খের নাম সরাসরি উল্লেখ করেছেন। তিনি হচ্ছেন নুবাইহ। তিনি নির্ভরযোগ্য হলেও কিন্তু এ বর্ণনাটি মুরসাল।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি তাঁর *ইসাবাহ* গ্রন্থে সাহাবি মুসআবের জীবনী উল্লেখ করতে গিয়ে লেখেন, 'ইমাম তিরমিজি সাহাবি আলি থেকে বর্ণনা করেন, একদিন নবীজি লোমযুক্ত পশুচর্ম দিয়ে জোড়া লাগানো একটিমাত্র চাদর গায়ে মুসআবকে দেখলেন। তখন তিনি তাঁর ইসলাম গ্রহণের আগের রাজকীয় জীবনের কথা স্মরণ করে কেঁদে ফেলেন।'

ইমাম তিরমিজি এ ঘটনা ইবনে ইসহাকের সনদে বর্ণনা করেছেন। ইবনে ইসহাক এটি ইয়াজিদ ইবনে জিয়াদের সূত্রে মুহাম্মদ ইবনে কাব কুরাজি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি কারও মাধ্যমে আলিকে বলতে শুনেছেন, আলি বলেন, 'একদিন আমরা নবীজির সঙ্গে মসজিদে বসে ছিলাম। তখন দেখি, মুসআব এগিয়ে নবীজির দিকে আসছেন। তাঁর গায়ে শুধু একটি চাদর ছিল। নবীজি যখন তাঁকে এ অবস্থায় দেখতে পেলেন, তখন তাঁর মুসআবের আগের কথা মনে পড়ে যায়। ইসলাম গ্রহণের আগে মুসআব কত আরাম-আয়েশে দিন কাটাতেন। কিন্তু এখন তিনি ইসলামের খাতিরে কষ্ট সয়ে যাচ্ছেন। তাই নবীজি দুঃখে কেঁদে ফেলেন।'

অতঃপর ইমাম তিরমিজি বলেন, 'ওই বর্ণনার সনদ তেমন পরিচিত নয়।' অর্থাৎ এর সমর্থনে অন্য কোনো বর্ণনা কিংবা সূত্র পাওয়া যায় না। আর তা ছাড়া ইবনে হাজার এই সনদকে দুর্বল বলেছেন। কারণ ইবনে ইসহাকের সূত্রে যে মুহাম্মদ ইবনে কাবের কথা বলা হয়েছে, তার সঙ্গে সাহাবি আলির সরাসরি সাক্ষাৎ হয়নি। ফলে সনদে বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয়।

অন্য জায়গায় ইবনে ইসহাক সালেহ ইবনে কাইসানের সূত্রে সাহাবি সা'আদ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের (রা.) পরিবারের কারও থেকে বর্ণনা করেন, সা'আদ বলেছিলেন, 'আমরা এমন এক জাতি, যারা নবীজির সঙ্গে মক্কায় চরম দুর্দশার মধ্যে অবস্থান করতাম। কাফেরদের অত্যাচার ও নানা রকমের নির্যাতনে আমাদের দিন চলে যেত। এর সঙ্গে জীবিকার কষ্টও ছিল। আমরা এসব দুঃখ-কষ্ট নবীজির খাতিরে সহ্য করে মেনে নিতাম। কিন্তু মুসআবের পরিবার বিত্তশালী হওয়ায় তাঁর দিন ভোগবিলাসে কেটে যেত। তাঁর পিতা তাঁকে সবচেয়ে দামি জামা-কাপড় পরিধান করাতেন।

'কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর মুসআব অসহায় হয়ে পড়েন। তাঁকে অনেক অত্যাচার-নিপীড়ন সইতে হয়। আমরা তাঁকে দেখেছি, তিনি অনেক দুঃখ-

যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। অবশেষে তিনি উহুদের যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে এভাবেই সম্মানিত করেন।'

উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

'একদিন মুসআব নবীজির দরবারে আগমন করেন। নবীজি দেখলেন, তাঁর গায়ে দুম্বার চামড়া দিয়ে তৈরি চাদর ছিল। তখন তিনি আমাদের বললেন, তোমরা এ লোকটিকে লক্ষ করো। যাঁর অন্তর আল্লাহ তায়ালা আলোকিত করে দিয়েছেন। আমি তাঁকে এককালে দেখেছি রাজকীয় জীবন কাটাতে। তাঁর পিতা-মাতা তাঁর জন্য দামি খাবার ও পানীয় নিয়ে আসতেন। অথচ আজ দেখো, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ভালোবাসা তাঁকে কোন অবস্থায় নিয়ে এসেছে! তাঁর কী অবস্থা!'

হাফেজ ইরাকি বলেন, 'আবু নু'আইম তাঁর *হিলইয়া গ্রন্থে* এ ঘটনা হাসান পর্যায়ের সনদে উল্লেখ করেছেন।' তবে শাইখ আলবানি এ বর্ণনাকে দুর্বল হাদিসের তালিকাভুক্ত করেছেন।

কাতাদার চোখ নবীজি ফিরিয়ে দিলেন

আসেম ইবনে উমর ইবনে কাতাদার সূত্রে ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, একদিন নবীজি ধনুক থেকে তির ছোড়েন। কিন্তু দুর্ঘটনাক্রমে ধনুকের দুই পাশের কোনা বেঁকে যায়। তখন নবীজির কাছে কাতাদা ইবনে নোমান ছিলেন। তিনি নবীজির ধনুকের মাথা ঠিক করতে গিয়ে আহত হন। ধনুকের মাথা তাঁর গণ্ডদেশে লেগে চোখে আঘাত লাগে।

আসেম বলেন, তখন নবীজি তাঁর চেহারায় হাত বুলিয়ে দেন। এতে কাতাদা ইবনে নোমানের চোখ আগের চেয়ে আরও সুস্থ হয়ে যায়।

ওই ঘটনার সনদ মুরসাল। ইমাম জাহবি একে দুর্বল বলেছেন। ইমাম হাকিম এ ঘটনা ওয়াকিদির সূত্রে বর্ণনা করেন। ইমাম বায়হাকি *দালায়েল* গ্রন্থে আসেম ইবনে উমরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে ইমাম বায়হাকির সনদে ইয়াহইয়া হাম্মানি নামীয় এক বর্ণনাকারী রয়েছেন। যাঁর সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি তাঁর *তাকরিবুত তাহজিব* গ্রন্থে বলেন, 'ইয়াহইয়া হাম্মানি হাফেজ। তবে অনেকে তাঁর ব্যাপারে হাদিস চুরি করার অপবাদ দিয়েছে।' আর উমর ইবনে কাতাদা গ্রহণযোগ্য।

এ ছাড়া আবুল কাসেম ইস্পাহানি তাঁর *দালায়েলুন নুবুওয়াহ* গ্রন্থে ওই ঘটনা আসেম ইবনে উমর ইবনে কাতাদার সূত্রে মুরসাল ধারায় বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, এ সূত্রে সাহাবির নাম সরাসরি উল্লেখ নেই।

আল্লামা হাইসামি তাঁর *মাজমাউজ জাওয়ায়েদ* গ্রন্থে এ ঘটনার সনদকে ইমাম তাবারানি ও আল্লামা আবু ইয়ালার দিকে সংযুক্ত করেন। অতঃপর তিনি বলেন, 'ইমাম তাবারানির সনদে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের আমি চিনি না। আর আবু ইয়ালার সনদে ইয়াহইয়া ইবনে আবদুল হুমাইদ হাম্মানি রয়েছেন। তিনি দুর্বল বর্ণনাকারী বলে বিবেচিত।'

শাইখ আলবানি এ প্রসঙ্গে আল্লামা হাইসামির বক্তব্য উল্লেখ করার পর বলেন, 'এ ঘটনায় আবু নু'আইমের আরও দুটি সূত্র রয়েছে। এর ফলে উপরিউক্ত বর্ণনা শক্তিশালী সাব্যস্ত হয়।'

তা ছাড়া মূল ঘটনার বর্ণনার ব্যাপারে মতভেদ দেখা যায়। ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় ওই ঘটনা বদর যুদ্ধের সময় বলা হয়েছে। ইমাম বায়হাকি এর বর্ণনায় উহুদের যুদ্ধের কথা পাওয়া যায়। আর ইবনে আবদুল বার বলেন, এ ঘটনা খন্দকের যুদ্ধের।

শাইখ মুসাইদ রাশেদ হুমাইদ আল্লামা ইস্পাহানি কর্তৃক রচিত *দালায়েলুন নুবুওয়াহ* গ্রন্থের বিশ্লেষণে ওই ঘটনার সনদ সম্পর্কে এত বিশদ বর্ণনা করেছেন, যার পরে এ নিয়ে অতিরিক্ত কিছু বলার প্রয়োজন থাকে না। তিনি একে দুর্বল বর্ণনা বলে চিহ্নিত করেছেন।

এরপর বলেন, 'নবীজি কর্তৃক অসংখ্য রোগীর সুস্থতা লাভের যেসব ঘটনা সহিহ বর্ণনায় পাওয়া যায়, সেগুলো পর্যালোচনা করতে গেলে এ রকম দুর্বল বর্ণনার পেছনে পড়ার দরকার হয় না।' যথা :

*সহিহ বুখারি*তে বর্ণিত হয়েছে, ইহুদি আবুল হুকাইকের পুত্রকে হত্যা করতে গিয়ে নবীজির সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে আতিকের (রা.) পা ভেঙে যায়। তখন নবীজি তাঁকে বলেন, 'তুমি তোমার পা সোজা করো।' এরপর তিনি তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিলে পা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়। ইবনে আতিক বলেন, 'এরপর মনেই হচ্ছিল না, আমার পা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে।'

সহিহ বুখারি ও *সহিহ মুসলিম* এর বর্ণনায় রয়েছে, খাইবার যুদ্ধের সময় আলির চোখে রোগ দেখা দেয়। তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। এ সংবাদ নবীজির কানে গেলে তিনি আলিকে ডেকে পাঠান। আলি নবীজির কাছে এলে তিনি তাঁর চোখে একটু থুতু লাগিয়ে দেন। এতে তাঁর চোখ সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। মনে হচ্ছিল, যেন তাঁর চোখে কিছুই হয়নি।

*সহিহ বুখারি*র বর্ণনায় রয়েছে, খাইবার যুদ্ধের সময় সাহাবি সালামা ইবনে আকওয়া (রা.) হাঁটুতে ব্যথা পান। তখন নবীজি তাঁর পায়ে তিনবার ফুঁকে দেন। এতে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাঁটুর ব্যথা দূর হয়ে যায়। ওই সাহাবি বলেন, 'এরপর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমার হাঁটুতে আর কোনো সমস্যা হয়নি।'

ইমাম হাকিম তাঁর *মুসতাদরাক* গ্রন্থে এবং ইমাম বায়হাকি তাঁর *দালায়েল* গ্রন্থে ইবরাহিম ইবনে মুনজিরের সূত্রে রিফা'আ ইবনে রাফে ইবনে মালিক থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'বদর যুদ্ধে তিরের আঘাতে আমার একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়। তখন নবীজি আমার চোখে থুতু লাগিয়ে দিয়ে চোখের সুস্থতার জন্য দোয়া করেন। তখনই আমার চোখ সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। পরবর্তী সময়ে এই চোখে আর সমস্যা হয়নি।'

ইমাম হাকিম এ ঘটনা বর্ণনার পর বলেন, এর সনদ সহিহ; তবে ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম এটি উল্লেখ করেননি। ইমাম জাহবি এ সনদের বর্ণনাকারী আবদুল আজিজ ইবনে ইমরানের ব্যাপারে বলেন, মুহাদ্দিসগণ তাঁকে দুর্বল বলে আখ্যা দিয়েছেন।

আল্লামা হাইসামি *মাজমাউজ জাওয়ায়েদ* গ্রন্থে এ ঘটনার সূত্র সম্পর্কে বলেন, 'ইমাম তাবারানি এ ঘটনা তাঁর *মু'জামুল কাবির* ও *মু'জামুল আওসাত* গ্রন্থে এবং বাজ্জার এটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর সনদে আবদুল আজিজ ইবনে ইমরান দুর্বল বর্ণনাকারীদের অন্যতম।'

বর্ণনাকারী আবদুল আজিজকে অধিকাংশ মুহাদ্দিসের দুর্বল বলে আখ্যা দেওয়ার কারণে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি *তাকরিব* গ্রন্থে বলেন, 'আবদুল আজিজ ইবনে ইমরান পরিত্যক্ত।'

এদিকে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে কাসির তাঁর *তারিখ* গ্রন্থে ইমাম বায়হাকির সূত্রে ওই ঘটনা বর্ণনা করার পর বলেন, 'এর সনদ উত্তম হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য হাদিসবিশারদ এ ঘটনা বর্ণনা করেননি।'

তাই শাইখ শু'আইব আরনাউত *যাদ* গ্রন্থের টীকায় বলেন, 'আমরা বুঝতে পারছি না, এ ঘটনার সনদে আবদুল আজিজ ইবনে ইমরানের মতো দুর্বল বর্ণনাকারী থাকতে এটি উত্তম সনদ হয় কী করে!'

আবু উবাইদা কর্তৃক নিজ মুশরিক পিতাকে হত্যা

আল্লাহ তায়ালা সুরা মুজাদালার ২২ নং আয়াতে ইরশাদ করেন :

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ- أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ-

'যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও রাসুলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও ত তাদের পিতা-পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতিগোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ ই লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা।

'তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে নদী প্রবা হয়। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। তোমরা জেনে রাখো, নি আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।'

কোনো কোনো মুফাসসির ওই আয়াতের তাফসিরে বলেন, 'এই আয় নবীজির বিখ্যাত সাহাবি আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহর (রা.) ব্যাপ অবতীর্ণ হয়েছে। প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা কুরতুবি লেখেন, ইবনে মাস বলেছেন, সাহাবি আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ উহুদের যুদ্ধে তাঁর পি আবদুল্লাহ ইবনে জাররাহকে হত্যা করেন। কোনো কোনো বর্ণনায় বদর যু কথা এসেছে।

যুদ্ধ চলাকালীন রণাঙ্গনে জাররাহ বারবার নিজ পুত্র নবীজির সাহাবি উবাইদার মুখোমুখি হয়ে যাচ্ছিলেন এবং পুত্রকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে যাচ্ছিলে এদিকে আবু উবাইদাও তাঁর থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখছিলেন। কিন্তু পরও বারবার পিতা-পুত্র মুখোমুখি হয়ে যাওয়ায় একপর্যায়ে আবু উবাইদা পিতাকে হত্যা করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সুরা মুজাদালার ওই আয় অবতীর্ণ হয়।

তবে ঐতিহাসিক ওয়াকিদি বলেন, 'সিরিয়ার অধিবাসীরা এ কথাই ব থাকে। আমি বনু হারিস ইবনে ফিহিরের এক ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে জি করি। উত্তরে সে বলে, আবু উবাইদার পিতা ইসলামের আবির্ভাবের আ মৃত্যুবরণ করেন।'

ইমাম হাকিম তাঁর *মুসতাদরাক* গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে শাওজাবের স আবু উবাইদার মর্যাদা প্রসঙ্গে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এরপর বলেন, ' উবাইদা তাঁর পিতাকে হত্যা করার পর আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত অব করেন।' এর সনদ সম্পর্কে ইমাম জাহবি নীরব থেকেছেন।

ইমাম বায়হাকি তাঁর *সুনানে কুবরা* গ্রন্থে এ ঘটনা ইমাম হাকেমের সন উল্লেখ করে বলেন, 'এর সূত্রে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।'

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি *ফাতহুল বারি* গ্রন্থে আবু উবাই মর্যাদার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, 'তাঁর পিতা বদর যুদ্ধে নিহত হ

তবে লোকেরা বলে, তিনিই তাঁর পিতাকে হত্যা করেছেন। ইমাম তাবারানিসহ আরও অনেকে আবু উবাইদার ঘটনা মুরসাল ধারায় বর্ণনা করেছেন।'

ইবনে হাজার আসকালানি তাঁর অপর গ্রন্থ *তালখিসুল হাবির*-এর মধ্যে বলেন, 'ইমাম হাকিম ও ইমাম বায়হাকি আবদুল্লাহ ইবনে শাওজাবের সূত্রে এ ঘটনা বর্ণনা করেন। এ সূত্রে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।' তাঁরা বর্ণনা করেন :

বদর যুদ্ধে জাররাহ নিজ পুত্র আবু উবাইদাকে শুনিয়ে একাধিক ইলাহের ব্যাপারে প্রশংসা করছিলেন। আবু উবাইদা পিতার কাছ থেকে সরে থাকতে চাইছিলেন। কিন্তু এর পরও বারবার পিতা-পুত্র মুখোমুখি হয়ে যাওয়ায় একপর্যায়ে আবু উবাইদা নিজ পিতাকে হত্যা করেন। কিন্তু এর সনদ ত্রুটিযুক্ত। ঐতিহাসিক ওয়াকিদির মতো মানুষও একে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, আবু উবাইদার পিতা ইসলামের আবির্ভাবের আগেই মারা যান।

এরপর ইবনে হাজার তাঁর অপর *ইসাবাহ* গ্রন্থে লেখেন, 'অনেকের মতে আবু উবাইদা কর্তৃক নিজ পিতা জাররাহকে হত্যা করার পর সুরা মুজাদালার ২২ নং আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইমাম তাবারানি সাধারণ পর্যায়ের উত্তম সনদে আবদুল্লাহ ইবনে শাওজাবের সূত্রে এ ঘটনা উল্লেখ করেছেন।' উল্লেখ্য, ইবনে হাজার তাঁর তিন গ্রন্থে আবু উবাইদার ওই ঘটনার সনদের ব্যাপারে মূলত একই কথা বলেছেন। শুধু শব্দচয়নে পার্থক্য হয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনে শাওজাব ৮৬ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। এরপর ১৪৪ হিজরিতে মারা যান। কারও মতে, ১৫৬ হিজরিতে তাঁর মৃত্যু হয়। অধিকাংশ ইমাম তাঁর সত্যতার ব্যাপারে একমত। সবাই তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। কিন্তু উপরিউক্ত ঘটনার সনদে বিচ্ছিন্নতা দেখা দেওয়ায় সমস্যা দেখা দিয়েছে।

এ কারণে মিসরের প্রখ্যাত ফকিহ ইবনে মুলাক্কিন বলেন, 'অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও মনীষীর মতে ইবনে শাওজাবের সূত্রে এই বর্ণনা ত্রুটিযুক্ত। কারণ এটি মুরসাল সনদে বর্ণিত। আর তাবেয়িদের থেকে মুরসাল সনদে বর্ণনা করলে তা হাদিসশাস্ত্রের পরিভাষায় মু'দাল তথা ত্রুটিযুক্ত হয়।'

মুসলিম পুত্র কর্তৃক মুশরিক পিতাকে হত্যার ব্যাপারে ফকিহগণের বক্তব্য

এ ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ *মাজমু'আতুল ফাতাওয়া* গ্রন্থে বলেন, 'মুসলিম পুত্র তাঁর নিজ মুশরিক পিতাকে হত্যা করলে তা জায়েজ আছে। তবে এর মাকরুহ হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।'

ইমাম বায়হাকি তাঁর *সুনানে কুবরা* গ্রন্থে শুধু এ বিষয়ে আলাদা এক শিরোনাম উল্লেখ করেছেন। শিরোনামটি হচ্ছে 'যুদ্ধের সময় মুসলিম পুত্র কর্তৃক নিজ মুশরিক পিতাকে হত্যা; যদি সে নিজ পিতাকে হত্যা করে ফেলে, তাহলে এতে সমস্যা নেই।'

নবীজির দুই সাহাবির ব্যাপারে ইতিহাসের বর্ণনায় পাওয়া যায়, তাঁরা নবীজির দরবারে নিজেদের বিধর্মী পিতাকে হত্যার আবেদন করেছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন যথাক্রমে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং হানজালা ইবনে আবু আমের (রা.)।

এ সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার *ফাতহুল বারি* গ্রন্থে লিখেছেন, 'সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বিভিন্ন লোকের মুখে নিজের পিতা সম্পর্কে শুনতেন, তাঁর পিতা নাকি ইসলামের কুৎসা রটায়। এ জন্য রাগে-ক্ষোভে তিনি নবীজির দরবারে গিয়ে পিতাকে হত্যা করার আবেদন করেন। উত্তরে নবীজি বললেন, না; বরং তুমি তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে থাকো।'

অতঃপর ইবনে হাজার বলেন, 'ইবনে মানদাহ এ ঘটনা সাহাবি আবু হুরায়রার (রা.) হাদিস থেকে হাসান পর্যায়ের সনদে বর্ণনা করেন। ইমাম তাবারানির বর্ণনায় রয়েছে, তিনি উরওয়াহ ইবনে জুবায়েরের সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নবীজির কাছে এর জন্য অনুমতি চেয়েছিলেন। তবে এ সনদে বিচ্ছিন্নতা বিদ্যমান। কারণ উরওয়াহ আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর সাক্ষাৎ পাননি।'

ইবনে হাজার তাঁর অপর গ্রন্থ *ইসাবাহ*র মধ্যে নবীজির অপর সাহাবি হানজালার জীবনীতে লেখেন, ইবনে শাহিন হাসান পর্যায়ের সনদে হিশাম ইবনে উরওয়াহর সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, 'হানজালা ইবনে আবু আমের এবং আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই উভয়ে নবীজির কাছে নিজেদের পিতাকে হত্যা করার অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু নবীজি তাঁদেরকে নিষেধ করে দেন।'

তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে, ইবনে হাজার তাঁর এই গ্রন্থে ওই ঘটনার সনদকে হাসান পর্যায়ের বলে আখ্যা দিলেও তাঁর অপর বিখ্যাত গ্রন্থ *ফাতহুল বারি*তে এই সনদে বিচ্ছিন্নতার কারণ দেখিয়ে একে ত্রুটিযুক্ত সাব্যস্ত করেন। কারণ উরওয়াহ ইবনে জুবায়ের তাবেয়ি ছিলেন। তিনি এ ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন না।

তবে ইমাম হাকিম তাঁর *মুসতাদরাক* গ্রন্থে আবুল আব্বাসের সনদে হিশাম ইবনে উরওয়াহ ও তাঁর পিতার সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে

উবাইর নবীজির কাছে নিজ পিতাকে হত্যা করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই নবীজির কাছে গিয়ে বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি আমার পিতাকে হত্যা করে ফেলি?' উত্তরে তিনি বললেন, 'না, এমন কোরো না।'

ইমাম জাহবি *তালখিস* গ্রন্থে এর সনদের ব্যাপারে চুপ থেকেছেন। মূলত এই সনদটি মুরসাল, যার বিবরণ আগে উল্লিখিত হয়েছে।

আল্লামা হাইসামি তাঁর *মাজমাউজ জাওয়ায়েদ* গ্রন্থে এর সনদকে ইমাম তাবারানির দিকে সংযুক্ত করে বলেন, 'ইমাম তাবারানির সনদের বর্ণনাকারীরা সহিহ হাদিসের বর্ণনাকারী। তবে উরওয়াহ ইবনে জুবায়ের সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর সাক্ষাৎ পাননি।'

অতঃপর তিনি আরও বলেন, সাহাবি আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন নবীজি মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের পাশ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। তখন ইবনে উবাই তার কেল্লার প্রাচীরের ছায়ায় অবস্থান করছিল। নবীজিতে দেখে সে ঠাট্টার ছলে বলল, আবু কাবাশার বেটা আমাদের ধুলোয় মেখে দিল।

ইবনে উবাইয়ের মুখে নবীজির ব্যাপারে এমন কথা শুনে তারই পুত্র নবীজির সাহাবি আবদুল্লাহ নবীজিকে বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! ওই মহান সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সম্মানিত করেছেন। আপনি অনুমতি দিলে এখনই তার মাথা কেটে আপনার সামনে নিয়ে আসি।' উত্তরে নবীজি বললেন, 'না; বরং তুমি তোমার পিতার সঙ্গে উত্তম আচরণ করো।' বাজ্জার এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য।

ইবনে ইসহাক তাঁর *সিরাত* গ্রন্থে এ ঘটনা বনু মুসতালিকের যুদ্ধের সময়ের বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি আসেম ইবনে উমর ইবনে কাতাদার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন :

একদিন মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের পুত্র নবীজির সাহাবি আবদুল্লাহ নবীজিকে বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি শুনেছি, আমার পিতা আপনার ব্যাপারে আবোলতাবোল বকে। আপনি তাকে হত্যা করার সুযোগ খুঁজছেন। আমিই এ কাজ করতে পারব। আপনি আমাকে কেবল অনুমতি দিন। তার মাথা এনে আপনার পায়ের সামনে রেখে দেব।

'খাজরাজ গোত্রের সবাই জানে, আমার পিতার ব্যাপারে আমার চেয়ে বেশি হিতাকাঙ্ক্ষী অন্য কেউ নেই। আমার এই ভেবে ভয় হয়, আপনি আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে আমার পিতাকে হত্যা করার নির্দেশ দেবেন।

আর আমি দেখব, আমার সামনে দিয়ে আমার পিতার হত্যাকারী হেঁটে যাচ্ছে। তখন রাগে-ক্ষোভে আমি সেই মুমিন ব্যক্তিকে এক কাফিরের কারণে হত্যা করে ফেলব। পরিণতিতে আমি জাহান্নামে প্রবেশ করব।'

উত্তরে নবীজি বললেন, 'না, এমন করা যাবে না। তার চেয়ে সে যতক্ষণ আমাদের সঙ্গে ওঠাবসা করবে, আমরা তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে থাকি।'

উল্লেখ্য, এ ঘটনার সূত্রে উল্লেখিত আসেম ইবনে উমর তাবেয়ি। অতএব, এটি মুরসাল সনদের আওতাভুক্ত।

অন্যদিকে এ জাতীয় ঘটনা *সহিহ মুসলিম* গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, কোনো কারণে যখন নবীজি কষ্ট পেয়ে তাঁর সকল স্ত্রীর সঙ্গে শয্যা ত্যাগ করেছিলেন, তখন সাহাবি উমর (রা.) রাগান্বিত হয়ে বলেছিলেন, 'আল্লাহর কসম! নবীজি যদি অনুমতি দিতেন, তাহলে আমি আমার কন্যা হাফসার (নবীজির স্ত্রী) গর্দান উড়িয়ে দিতাম।'

সালেহি (মৃত্যু-৯৪২ হিজরি) মুনাফিক নেতা ইবনে উবাইয়ের পুত্র কর্তৃক তাকে হত্যা করার জন্য নবীজির কাছে অনুমতি চাওয়ার ঘটনার ওপর টীকায় লেখেন :

'এ ঘটনায় ইসলামের এক মহান শিক্ষা ও নবীজির নবুওয়াতের বিশেষ নিদর্শনের আভাস পাওয়া যায়।

'তা হচ্ছে, প্রাচীন যুগে আরব জাতি পক্ষপাত ও নিজেদের লোকদের সাফাই গাওয়ার মধ্যে ছিল সর্বসেরা। অন্যায় দেখলেও নিজেদের আপনজনের বেলায় তারা অন্ধ হয়ে যেত। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের পর যখন তাদের হৃদয়ে ইমানের আলো উদ্ভাসিত হয়, তখন তারা যেন আমূল পাল্টে যায়। যার প্রমাণ উপরিউক্ত ঘটনা।

'শুধু আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভ ও নবীজির ভালোবাসায় আরবের এ সন্তানেরাই নিজেদের পিতাকে অথবা নিজের কলিজার টুকরা সন্তানকেও হত্যা করতে দ্বিধা করত না। অথচ মদিনার আনসারদের সঙ্গে নবীজির কোনো রক্ত বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল না। শুধু ইমানের খাতিরে তাঁরা নিজেদের সব ইসলামের জন্য বিসর্জন দেন।

'নবীজিকে মক্কা থেকে তাঁরই আপনজনেরা বিতাড়িত করেছিল। তাঁর গোত্রের নেতারা তাঁর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেনি। যদি নবীজির আপনজনেরা তাঁর ওপর প্রথমেই ইমান আনত, তা হলে হয়তো-বা ইতিহাসে কেউ লিখত, নিজেদের লোক বলেই তাঁর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আর এমন সবাই

করে থাকে। কারণ নিজের লোককে কে না বিশ্বাস করে! কিন্তু নবীজির ক্ষেত্রে তা হয়নি।

'মক্কা থেকে বহুদূরে সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকেরা প্রথমে প্রিয় নবীজির জন্য এগিয়ে আসে। তারা তাঁর ওপর ইমান এনে তাঁকে বরণ করে নেয়। এরপর তাঁরা নবীজির ভালোবাসায় আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের আশায় নিজেদের আপনজনকে ছেড়ে কথা বলেনি। ইসলাম এসে তাদের অন্তরকে বিশুদ্ধ করে দেয়, যা বহু যুগ ধরে জাহেলিয়াতের বর্বরতায় কলুষিত হয়ে ছিল।'

নজর ইবনে হারিসকে আটকের পর হত্যার নির্দেশ

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, 'অতঃপর যখন নবীজি বদর যুদ্ধ শেষে মদিনায় ফিরছিলেন, তখন মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে কুরাইশ বন্দীরাও ছিল। তাদের মধ্যে উশবা ইবনে আবু মুআইত এবং নজর ইবনে হারিস ছিল উল্লেখযোগ্য। ফেরার পথে সাফরায় পৌঁছার পর নজর ইবনে হারিস নিহত হয়। আমাকে মক্কার কয়েকজন মনীষী বলেন, সাহাবি আলি তাকে হত্যা করেছেন।

'আরকুজ জাবিয়া অঞ্চলে পৌঁছার পর উকবা ইবনে আবু মু'আইতকেও হত্যা করা হয়। তাকে বন্দী করেছিল বনু আজলানের আবদুল্লাহ ইবনে সালামাহ। নবীজি তাকে হত্যার নির্দেশ দেওয়ার পর উকবা জিজ্ঞেস করল, তাহলে বালিকা ও তরুণীদের কী হবে? নবীজি উত্তর দিলেন, জাহান্নামে যাবে। এরপর উকবাকে আসেম ইবনে ছাবেত ইবনে আকলাহ আনসারি হত্যা করেন। তিনি আমর ইবনে আওফের গোত্রের ভ্রাতৃপ্রতিম ছিলেন। নবীজির প্রিয় সাহাবি আম্মার ইবনে ইয়াসিরের (রা.) নাতি আবু উবাইদা ইবনে মুহাম্মদ আমাকে এভাবেই বর্ণনা করেছেন।'

ইবনে হিশাম বলেন, 'ইবনে শিহাব জুহরি ও আরও অনেকের মতে উকবাকে আলি হত্যা করেছিলেন।'

ইবনে হাজার আসকালানি তাঁর *তাকরিবুত তাহজিব* গ্রন্থে বলেন, 'আবু উবাইদা ইবনে মুহাম্মদ চতুর্থ শ্রেণির বর্ণনাকারী। এই শ্রেণির ঐতিহাসিকদের অধিকাংশ বর্ণনা শীর্ষস্থানীয় তাবেয়িদের থেকে হয়েছে।'

শাইখ আলবানি একে দুর্বল বলে আখ্যা দিয়েছেন।

ইমাম বায়হাকি ইমাম শাফেয়ি থেকে বর্ণনা করেন, কুরাইশ গোত্রের ও অন্যান্য একাধিক মনীষী বলেছেন, নবীজি বদর যুদ্ধের সময় নজর ইবনে হারিস এবং উকবা ইবনে আবু মু'আইতকে বন্দী করেন। এরপর মদিনায় ফেরার পথে তাদেরকে খোলা উপত্যকায় যথারীতি হত্যা করেন।

শাইখ আলবানি বলেন, 'বর্ণনার ধরন থেকেই বোঝা যাচ্ছে, এর সনদ ক্রটিযুক্ত, যা আপনাদের সামনে পরিষ্কার।' অতঃপর তিনি বলেন, হাফেজ ইবনে কাসির তাঁর *আল বিদায়া* গ্রন্থে বলেন :

হাম্মাদ ইবনে সালামা আতা ইবনে সায়েবের সূত্রে শাবি থেকে বর্ণনা করেন, নবীজি উকবাকে হত্যার নির্দেশ দিলে সে বলল, 'হে মুহাম্মদ! কুরাইশদের মধ্যে তুমি আমাকেই হত্যার নির্দেশ দিলে?' উত্তরে নবীজি সাহাবিদের উদ্দেশে বললেন, 'তোমরা জানো না, এ লোক আমার সঙ্গে কেমন আচরণ করেছে!

'আমি কাবার পাশে মাকামে ইবরাহিমের পেছনে সেজদারত ছিলাম। তখন সে আমার গর্দানে পা দিয়ে চেপে ধরে। এরপর আমার গর্দানকে মাটির সঙ্গে জোরে দাবাতে থাকে। এমনকি আমার মনে হতে থাকে যে আমার চোখ দুটি কোটর থেকে এখনই বের হয়ে যাবে। আরেক দিন আমি হারামের চত্বরে নামাজে ছিলাম। সেজদায় যাওয়ার পর সে বকরির বর্জ্য এনে আমার মাথায় নিক্ষেপ করে। আমার কন্যা ফাতিমা এসে সেগুলো আমার মাথার ওপর থেকে সরিয়ে নেয়।'

শাইখ আলবানি বলেন, 'এ ঘটনা মুরসাল সনদে বর্ণিত হয়েছে। আমি বিভিন্নভাবে অনুসন্ধান করেও এর সপক্ষে নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্র পাইনি। অথচ এ জাতীয় ঘটনা সিরাতের গ্রন্থে খুবই প্রসিদ্ধ। কিন্তু এসব ঘটনা হাদিসশাস্ত্রের নীতিমালার আলোকে প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক।'

এরপর তিনি আরও বলেন, 'তবে আমি উকবার হত্যাকাণ্ডের ঘটনার উৎস খুঁজে পেয়েছি, যা আমর ইবনে মুররার সূত্রে ইবরাহিম থেকে বর্ণিত।' ইবরাহিম বলেন, দাহহাক ইবনে কায়েস যখন মাসরুককে কোনো এক দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তখন উকবার পুত্র উমারাহ তাকে বলল, 'আপনি এমন একজনকে কীভাবে দায়িত্ব প্রদান করছেন, যার পূর্বপুরুষেরা তৃতীয় খলিফা উসমানকে (রা.) হত্যা করেছিল?'

এ কথা শুনে মাসরুক উমারাকে লক্ষ করে বললেন, 'শুনো! আমাকে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেছেন, নবীজি যখন তোমার পিতা উকবাকে হত্যার নির্দেশ দেন, তখন তোমার পিতা জিজ্ঞেস করেছিল, তাহলে আমাদের সন্তানদের কী হবে? উত্তরে নবীজি বলেছিলেন, "জাহান্নামে যাবে।" তাই আমি তোমার জন্য তা-ই কামনা করি, যা নবীজি চেয়েছিলেন।'

ইমাম আবু দাউদ এবং ইমাম বায়হাকি এ ঘটনা আবদুল্লাহ ইবনে জাফর রাক্কির সনদে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আবু উনাইসার সূত্রে আমর ইবনে মুররা থেকে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। অতঃপর আলবানি বলেন, 'এই সনদ উত্তম পর্যায়ের। কারণ এর সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।'

ইমাম হাকিমও ওই ঘটনা বর্ণনা করার পর বলেন, 'এর সনদের বর্ণনাকারীরা ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম এর নীতিমালা অনুসারে বর্ণনা করে থাকেন। তবে এই দুই ইমাম তাঁদের সহিহ গ্রন্থে এ ঘটনা উল্লেখ করেননি।'

ইমাম জাহবি এ মতকে সমর্থন করেছেন এবং শাইখ শু'আইব আরনাউত এর সনদকে উত্তম বলে অভিহিত করেছেন।

উমায়ের ইবনে ওয়াহাব কর্তৃক নবীজিকে গুপ্তহত্যার চক্রান্ত

মুহাম্মদ ইবনে জাফরের সূত্রে ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, বদর যুদ্ধের পর উমায়ের ইবনে ওয়াহাব ও সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া হিজর নামক স্থানে নিজেদের পরিণতি নিয়ে আলোচনা করতে বসল। বদরের পরিত্যক্ত কুয়ায় কুরাইশদের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের করুণ পরিণতি দেখে তাদের মাথা যেন বিগড়ে যাচ্ছিল। কী থেকে কী করবে, বুঝে উঠতে পারছিল না।

সাফওয়ান বলল, 'পরকালীন জীবনে অবশ্যই তারা চিরকাল সুখে-শান্তিতে থাকবে বলে আমার বিশ্বাস।' উমায়ের বলল, 'আল্লাহর কসম! তুমি সত্য বলছ। তবে আমার ওপর কিছু দেনা আছে। এগুলো না থাকলে পরিশোধের কোনো চিন্তা করতে হতো না। আমি আমার মৃত্যুর পর নিজ পরিবারের ব্যাপারে অভাবের আশঙ্কা করছি।' এরপর উমায়ের ইবনে ওয়াহাব বলল, 'এসবের চিন্তা না থাকলে আমি মুহাম্মদের কাছে যাব এবং তাঁকে হত্যা করব।'

অতঃপর ইবনে ইসহাক আরও বর্ণনা করেন, 'এরপর উমায়ের ইবনে ওয়াহাব মদিনায় আগমন করে। নবীজি তাকে দেখে তার পরিকল্পনার কথা সব বলে দিলেন। তিনি বললেন, "উমায়ের! অমুক স্থানে সাফওয়ানকে কেন তুমি বলেছিলে, আমাকে হত্যা করবে?" উমায়ের নবীজির মুখে এ কথা শুনে হতভম্ব হয়ে যায়। মূলত আল্লাহ তায়ালা নবীজিকে ওহির মাধ্যমে সব জানিয়ে দেন। তখনই উমায়ের নবীজির কাছে ইসলাম গ্রহণ করে।'

ওই ঘটনার সনদ মুরসাল। কারণ বর্ণনাকারী উরওয়াহর সাক্ষাৎ পাননি।

ইমাম বায়হাকি তাঁর *দালায়েলুন নবুওয়াহ* গ্রন্থে মুসা ইবনে উকবার সূত্রে এ ঘটনা উল্লেখ করেছেন। অতঃপর ইবনে ইসহাকের সূত্র উল্লেখ করলেও উরওয়াহর নাম উল্লেখ করেননি।

আল্লামা হাইসামি এ ঘটনা ইবনে ইসহাকের মতো মুহাম্মদ ইবনে জাফরের সূত্রে উল্লেখ করার পর বলেন, 'ইমাম তাবারানিও এটি মুরসাল সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর সনদ উত্তম সনদ। উরওয়াহ ইবনে জুবায়েরও এ ঘটনা মুরসাল সনদে বর্ণনা করেছেন।' তবে শাইখ মুসায়েদ এ প্রসঙ্গে বলেন, 'ওই সনদে ইবনে লাহিয়া রয়েছেন। যিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য।' ইবনে লাহিয়ার ব্যাপারে আগে আলোচনা করা হয়েছে।

এরপর আল্লামা হাইসামি আবু ইমরান জুনির সূত্রে সাহাবি আনাস ইবনে মালিক থেকে ইমাম তাবারানির তৃতীয় আরেকটি সনদ উল্লেখ করেছেন। যেখানে বর্ণিত হয়েছে :

'ওয়াহাব ইবনে উমায়ের উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। সেই যুদ্ধে সে গুরুতর আহত হয়েছিল...।' ইমাম তাবারানির এ বর্ণনায় তার নাম ওয়াহাব ইবনে উমায়ের উল্লেখিত হয়েছে। তবে ইবনে সা'আদ *তবাকাতে ইবনে সা'আদ* গ্রন্থে ইকরিমার সূত্রে মুরসাল সনদে বর্ণনা করেন, 'উমায়ের বদর যুদ্ধে আহত হয়েছিল।'

এরপর ঘটনার শেষের দিকে ইবনে ইসহাক আরও বর্ণনা করেন, 'ইসলাম গ্রহণের পর উমায়ের ইবনে ওয়াহাব মক্কায় এসে ব্যাপকভাবে ইসলামের দাওয়াত প্রচার শুরু করেন। তাঁর কাছে অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করে।'

তবে ড. আকরাম ওমরি এবং শাইখ মুসায়েদ এই বর্ণনার সনদের বিশদ বিশ্লেষণ করে একে দুর্বল বলে চিহ্নিত করেন। কারণ বদর যুদ্ধের পরমুহূর্তে কোনো মুসলিমের পক্ষে মক্কায় কাফেরদের সম্মুখে ইসলামের দাওয়াত প্রচার করা সম্ভব ছিল না। ইতিহাসের বর্ণনা ও প্রেক্ষাপট পর্যবেক্ষণ করলে বিষয়টি দিবালোকের মতো পরিষ্কার বোঝা যায়।

ইহুদিদের গোত্র বনু কাইনুকাকে মদিনা থেকে বহিষ্কার

ইবনে হিশাম বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ইবনে মিসওয়ার ইবনে মাখরামাহ আবু আওনের সূত্রে বর্ণনা করেন, একদিন আরবীয় এক মুসলিম নারী বনু কাইনুকার বাজারে কিছু গহনা বিক্রি করার জন্য নিয়ে আসে। এক স্বর্ণকারের দোকানে সে এগুলো বিক্রি করে। ওই নারী স্বর্ণকারের পাশে বসে ছিল। বাজারের লোকজন তার সামনে এসে তাকে চেহারা খুলতে বলে। এ নিয়ে তারা হাসি-ঠাট্টা করতে থাকে। কিন্তু ওই নারী চেহারা উন্মুক্ত করতে অস্বীকৃতি জানায়।

তখন স্বর্ণকার নারীটির পেছন থেকে তার জামার নিচের প্রান্ত তার ঘাড়ের সঙ্গে ঝুলিয়ে দেয়। ওই নারী তা টের পায়নি। কাজ শেষ হওয়ার পর নারীটি উঠে যাওয়ার পর তার শরীরের অনেকটা প্রকাশ হয়ে পড়ে। তা দেখে লোকেরা হেসে দেয়। ওই নারীর সামনে অশ্লীল ভঙ্গি প্রকাশ করতে শুরু করে। তখন নারীটি জোরে চিৎকার করতে থাকে। দূর থেকে একজন মুসলিম এসব কাণ্ড দেখছিল। নারীটির সম্ভ্রমহানি দেখে তার মাথা বিগড়ে যায়। উত্তেজিত হয়ে সে ওই স্বর্ণকারকে হত্যা করে।

এটি ইহুদিদের বাজার ছিল। চোখের সামনে এক ইহুদিকে নিহত হতে দেখে তারা সবাই হত্যাকারী মুসলিমের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ধস্তাধস্তির পর তারা তাকে হত্যা করে ফেলে। মুহূর্তের মধ্যে এ খবর বনু কাইনুকার পল্লিতে ও মদিনা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। এতে মুসলিমরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। ওদিকে ইহুদিরাও মুসলিমদের একটা শিক্ষা দেওয়ার জন্য উঠেপড়ে লাগে। মদিনায় জনমনে চরম অস্থিরতা দেখা দেয়।

শাইখ আলবানি বলেন, 'এ ঘটনা মুরসাল সনদে বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাকারী আবু আওনের প্রকৃত নাম হচ্ছে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ছাকাফি। তিনি একজন নিম্নবর্তী তাবেয়ি। ১১৬ হিজরিতে তাঁর মৃত্যু হয়। ওই ঘটনার সময় তিনি ছিলেন না। আর আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ইমাম আহমদের শাইখদের অন্যতম। তিনি ১৭০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। অতএব, ইবনে হিশাম ও তাঁর মধ্যে অনেক ব্যবধান। এ জন্য এর সনদ দুর্বল, যা বলার অপেক্ষা রাখে না।'

ড. আকরাম ওমরি বলেন, 'এই সনদে দুর্বলতা বিদ্যমান। এতে বিচ্ছিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। কারণ ইবনে হিশাম আবদুল্লাহ ইবনে জাফরের সাক্ষাৎ লাভ করেননি।' তা ছাড়া এই বর্ণনাটি আবু আওনের মতো ছোট তাবেয়ির ওপর মওকুফ, যার অবস্থা সম্পর্কে তেমন জানাশোনা নেই। তিনি মূলত এ ঘটনার মাধ্যমে ইতিহাসে ব্যাপক পরিচিতি পান।

ইমাম আবু দাউদ স্বীয় সনদে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণনা করেন। তিনি সাহাবি জায়িদ ইবনে ছাবিতের (রা.) আজাদকৃত দাস মুহাম্মদ ইবনে আবু মুহাম্মদের সূত্রে ইকরিমা থেকে বর্ণনা করেন, সাহাবি ইবনে আব্বাস বলেন, বদর যুদ্ধের পর নবীজি যখন মদিনায় ফিরে এলেন, তখন তিনি ইহুদি গোত্র বনু কাইনুকার বাজারে এসে তাদের উদ্দেশে বললেন, 'হে ইহুদি সম্প্রদায়! তোমরা কুরাইশদের মতো বিপদ আসার আগেই ইসলাম গ্রহণ করো।'

উত্তরে তারা বলল, 'হে মুহাম্মদ! তুমি কুরাইশ বাহিনীকে পরাজিত করে ফেলেছ ভেবে ভুলে যেয়ো না যে আমরাও তাদের মতো পরাজিত হব। ওরা তো যুদ্ধ করতে জানে না। তাই আজ তাদের এ পরিণতি ঘটেছে। আসো! আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে? তখন বুঝবে, আমরা কেমন যোদ্ধা।' এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন :

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ- قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ-

'(হে নবী!) আপনি কাফেরদের বলে দিন, অচিরেই তোমরা পরাভূত হবে এবং তোমাদেরকে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। সেটা কতই না নিকৃষ্টতম অবস্থান।

'নিশ্চয় দুটো দলের সংঘর্ষের ঘটনায় তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিল। একটি দল আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। আর অপর দল ছিল কাফেরদের। এরা স্বচক্ষে তাদেরকে দ্বিগুণ দেখছিল। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তাকে নিজের সাহায্যের মাধ্যমে শক্তি দান করেন। এরই মধ্যে শিক্ষণীয় রয়েছে দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য।'•

হাফেজ ইবনে হাজার ওই ঘটনার সনদকে ইবনে ইসহাকের দিকে সংযুক্ত করে বলেন, 'এর সনদ হাসান পর্যায়ের।' তবে ওই সনদের বর্ণনাকারী সাহাবি জায়িদ ইবনে ছাবিতের আজাদকৃত দাস মুহাম্মদ ইবনে আবু মুহাম্মদ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর *তাকরিব* গ্রন্থে বলেন, 'মুহাম্মদ ইবনে আবু মুহাম্মদ অজ্ঞাত। শুধু ইবনে ইসহাক তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।'

এ কারণে শাইখ আলবানিও এর সনদকে দুর্বল বলে চিহ্নিত করেছেন। আল্লামা মুনজিরি বলেন, 'এই সনদে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে ইয়াসার রয়েছেন।' কিন্তু তাঁর এই কথা একটুও সঠিক নয়। কারণ ইবনে ইসহাক তো এই সনদে তাঁর শায়খের নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। আর তিনি হচ্ছেন সাহাবি জায়িদ ইবনে ছাবিতের আজাদকৃত দাস মুহাম্মদ ইবনে আবু মুহাম্মদ। তবে তিনি অজ্ঞাত থাকায় সনদে সমস্যা দেখা দিয়েছে।

অতএব, বনু কাইনুকার বাজারে ইহুদিদের কর্তৃক এক মুসলিম নারীর শ্লীলতাহানির ঘটনা কোনো সহিহ সনদ দ্বারা সাব্যস্ত নয়। অন্যথায় ইহুদিদের বিভিন্ন রকমের ধূর্তামি এবং ইসলাম ও নবীজির বিরুদ্ধে এদের নানামুখী

• সুরা আলে ইমরান : ১২-১৩

ষড়যন্ত্র ওই যুগে এবং এই যুগে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। আর তাই বনু কাইনুকার ইহুদিদের মদিনা থেকে কোন কারণে বহিষ্কার করা হয়েছিল, তার সম্পর্কে সহিহ কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না।

আওস ও খাজরাজ গোত্রের সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টি করতে ইহুদিদের ষড়যন্ত্র

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, শাস ইবনে কায়েস নামের এক বৃদ্ধ ইহুদি ছিল। ইসলামের প্রতি তার চরম বিদ্বেষ ছিল। নবীজি ও তাঁর সাহাবিদের সে দেখতেই পারত না। নবীজির হিজরতের পর মদিনার প্রাচীন দুই গোত্র আওস ও খাজরাজের পারস্পরিক সম্প্রীতি দেখে ওই বৃদ্ধ হিংসায় জ্বলতে থাকে। সুযোগের সন্ধানে থাকে এই সম্প্রীতি বিনষ্ট করার।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে এই দুই গোত্রের মধ্যে প্রচণ্ড শত্রুতা ছিল। তাদের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকত। কখনো বছরের পর বছর এই যুদ্ধ স্থায়িত্ব লাভ করত। ইসলামের আবির্ভাবের পর আওস ও খাজরাজের বহু লোক ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করে। দীর্ঘদিনের বিবাদ ও শত্রুতা ভুলে গিয়ে তারা পরস্পরে বন্ধু হয়ে যায়। তাদের এ ঐক্য ইহুদিদের ঘুম হারাম করে দেয়।

একদিন শাস ইবনে কায়েস কোথাও যাচ্ছিল। পথিমধ্যে এক স্থানে দেখে, আওস ও খাজরাজের মুসলিমরা একসঙ্গে বসে খোশগল্প করছে। সেখানে এক ইহুদি বালকও ছিল। এ দৃশ্য দেখে শাসের আর সহ্য হলো না। সে বলে উঠল, 'কায়লার সন্তানেরা মিলে গেল! আমি থাকতে সেটা হতে দিতে পারি না।' সে তাদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দেওয়ার ফন্দি করতে থাকে। ইহুদি বালকটিকে ইশারায় ডেকে সে বলল, 'আওস ও খাজরাজের লোকদের জাহেলি যুগে যুদ্ধ চলাকালে তাদের উভয় পক্ষের কবিরা যেসব কবিতা আবৃত্তি করে একে অপরকে উসকে দিত, তুমি তাদের সামনে তা আবৃত্তি করো।'

বালকটি ইহুদি বৃদ্ধের কথামতো তা-ই করে। সে সাহাবিদের সামনে গিয়ে জাহেলি যুগের যুদ্ধের কবিতা আবৃত্তি করতে শুরু করে। তা শোনামাত্র সবার ভেতর যেন পুরোনো ক্ষত তাজা হয়ে উঠল। প্রথম দিকে উভয় পক্ষের কথা-কাটাকাটি চলল। আওস গোত্রের বনু হারিসার আওস ইবনে কায়জি এবং খাজরাজের বনু সালামার জাব্বার ইবনে ছখর মুখোমুখি হয়ে তর্ক জুড়ে দেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তা বিবাদে রূপ নিয়ে প্রচণ্ড মারমুখী অবস্থার সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে আবারও যুদ্ধের দিনক্ষণ স্থির হওয়ার উপক্রম হলো। তাঁরা দুজনে একে অপরকে বলতে থাকেন, প্রয়োজনে আমরা আবারও যুদ্ধে যাব।

লড়াইয়ের মাধ্যমেই এর একটা মীমাংসা হবে। উভয় পক্ষই নিজেদের লোকের প্রতি সমর্থন দিয়ে যুদ্ধের জন্য অস্ত্র ও সরঞ্জাম প্রস্তুত করার ঘোষণা দিয়ে স্থান ত্যাগ করে এবং হাররায় আবার যুদ্ধ হবে বলে নির্দিষ্ট করে। সেদিকে সবাই যেতে শুরু করে। এরপর এ খবর নবীজির কানে পৌঁছায়।

এতে তিনি খুবই কষ্ট পান। মুহাজির সাহাবিদের সঙ্গে নিয়ে তিনি তাঁদের নিকট গিয়ে বললেন, 'হে মুসলিম সম্প্রদায়! আল্লাহকে ভয় করো, তিনি সব দেখছেন! আমি তোমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকাবস্থায় তোমরা সেই জাহেলি যুগের দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ছ? অথচ আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদের ইসলামের পথে দীক্ষিত করেছেন। ইসলামের বদৌলতে তিনি তোমাদেরকে কুফরির অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখিয়েছেন। জাহেলি যুগের বর্বরতা ও লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করে তোমাদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করে দিয়েছেন।'

নবীজির কথা শুনে আওস ও খাজরাজের বোধোদয় ঘটে। তাঁরা বুঝতে পারলেন, এটা শয়তানেরই চক্রান্ত। তখন তাঁরা সবাই কেঁদে দেন। পুনরায় একে অপরের সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হন। আল্লাহ তায়ালা চক্রান্তকারী বৃদ্ধ শাসের ফন্দি থেকে তাঁদের পুনরায় রক্ষা করলেন। এরপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয় :

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ - قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ -يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ- وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ-

'বলুন, হে আহলে কিতাবগণ! কেন তোমরা আল্লাহর কিতাব অমান্য করছ? অথচ তোমরা যা কিছু করো, তা আল্লাহর সামনেই রয়েছে।

'বলুন, হে আহলে কিতাবগণ! কেন তোমরা আল্লাহর পথে ইমানদারদের বাধাদান করো? তোমরা তাদের দ্বীনের মধ্যে বক্রতা অনুপ্রবেশ করানোর পন্থা অনুসন্ধান করো; অথচ তোমরা এ পথের সত্যতা প্রত্যক্ষ করছ। বস্তুত, আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অনবগত নন।

'হে ইমানদারগণ! তোমরা যদি আহলে কিতাবদের কোনো দলের কথা মানো, তাহলে ইমান আনার পর তারা তোমাদিগকে কাফেরে পরিণত করে দেবে।

'আর তোমরা কেমন করে কাফের হতে পারো; অথচ তোমাদের সামনে পাঠ করা হয় আল্লাহর আয়াতসমূহ এবং তোমাদের মধ্যে রয়েছেন আল্লাহর

রাসুল? আর যারা আল্লাহর কথা দৃঢ়ভাবে ধরবে, তারা হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে সরল পথের।'*

ইবনে ইসহাক এ ঘটনা সনদ ছাড়া উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি তাঁর *ইসাবাহ* গ্রন্থে আওস গোত্রের আওস ইবনে কায়জির জীবনীতে উল্লেখ করেন।

আবু শাইখ তাঁর *তাফসির* গ্রন্থে কোনো এক নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর সূত্রে জায়িদ ইবনে আসলাম থেকে ওই ঘটনা বর্ণনা করার পর বলেন, 'মূলত এ হাদিস অনেক লম্বা। আমি তা সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি। এর সনদ মুরসাল। কারণ এতে একজন অপরিচিত বর্ণনাকারী রয়েছেন, যাঁকে আবু আমর চিহ্নিত করেছেন।'

ইমাম জাইলাই বলেন, 'শাইখ ছা'লাবি এ ঘটনা তাঁর *তাফসির* গ্রন্থে জায়িদ ইবনে আসলামের সূত্রে সনদ ছাড়া উল্লেখ করেছেন। ওয়াহেদিও *শানে নুজুল* গ্রন্থে এ ঘটনা উল্লেখ করেছেন।'

শাইখ মুনাবি তা-ই বলেছেন।

আল্লামা হাইসামি বলেন, 'ওই ঘটনায় ইমাম তাবারানির সূত্রে ইবরাহিম ইবনে আবিল লাইছ রয়েছেন, যিনি হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যানযোগ্য।'

তবে ইবনে কাসির তাঁর *তাফসির* গ্রন্থে উপরিউক্ত আয়াতের আগে বা পরে কোথাও এ ঘটনা উল্লেখ করেননি। অথচ তিনি শানে নুজুল বর্ণনার ক্ষেত্রে বেশি লক্ষ রেখেছেন।

উহুদের যুদ্ধ : রণাঙ্গনে সা'আদ ইবনে রবিকে নবীজির খোঁজ

ইবনে ইসহাক উহুদের যুদ্ধের ঘটনা প্রসঙ্গে বনু নাজ্জারের মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমানের সূত্রে বর্ণনা করেন, উহুদের রণাঙ্গনে যুদ্ধ শেষে নবীজি ঘোষণা দিলেন, 'কে আছ যে আমাকে সা'আদ ইবনে রবির খোঁজ দেবে? আমি জানি না, তাঁর ভাগ্যে কী ঘটেছে। দেখো, তাঁকে জীবিত বা মৃতদের মধ্যে পাওয়া যায় কি না?'

তখন এক অনসারি সাহাবি উত্তরে বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি তাঁর তথ্য আপনাকে দিচ্ছি।' এরপর তিনি সা'আদ ইবনে রবির খোঁজ করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পর দেখলেন, সা'আদ (রা.) রণাঙ্গনের এক পাশে আহত হয়ে কাতরাচ্ছেন। তখনো তাঁর প্রাণ বাকি ছিল। তিনি তাঁর কাছে গিয়ে

---

* সুরা আলে ইমরান : ৯৮-১০১

বললেন, 'আমাকে নবীজি বলেছেন, তোমাকে খুঁজে তাঁর কাছে তোমার সংবাদ নিয়ে যেতে। আর বলেছেন, তুমি জীবিতদের মধ্যে আছ, নাকি মৃতদের মধ্যে।'

উত্তরে সা'আদ ওই আনসারি সাহাবিকে বললেন, 'আমার সময় ঘনিয়ে এসেছে। তুমি আমার পক্ষ থেকে প্রিয় নবীকে সালাম ও ধন্যবাদ দেবে। এর সঙ্গে তাঁর উম্মতকেও আমার সালাম বলবে। এরপর আমার পক্ষ থেকে সবাইকে বলবে, তোমাদের কেউ তোমাদের নবীর ব্যাপারে সামান্যতম অবহেলা করলেও আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ছেড়ে দেবেন না। আর তোমাদের চোখের পাতা নড়তে থাকে। অর্থাৎ, তোমরা জীবিত থাকতে নবীজির যাতে কিছু না হয়।' এরপরই তিনি শহীদ হয়ে যান। অতঃপর আনসারি সাহাবি বলেন, 'আমি নবীজির কাছে গিয়ে তাঁর শাহাদাতের সংবাদ দিই।'

ইমাম বুখারি বলেন, 'এর সনদ মুরসাল।' শাইখ আলবানি এর সনদকে ক্রটিযুক্ত বলে অভিহিত করেন। ইমাম মালিক ইবনে আনাস তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদের (মৃত্যু-১৪৪ হি.) সূত্রে মুরসাল সনদে উল্লেখ করেছেন।

ইবনে আবদুল বার বলেন, 'আমি এ ঘটনার কোনো উৎস সম্পর্কে অবগত নই। তবে ঐতিহাসিক ও সিরাত গ্রন্থের রচয়িতাদের কাছে শুনেছি।'

অন্যতম ঐতিহাসিক ইবনে সা'আদ এ ঘটনা ইমাম মালিকের সনদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম হাকিম এ ঘটনা দুটি সনদে বর্ণনা করেন। প্রথম সনদে আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আহমদ থেকে খারেজা ইবনে জায়িদ ও তার পিতার সূত্রে উল্লেখ করেন। অতঃপর বলেন, 'এর সনদ সহিহ। তবে ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম এটি উল্লেখ করেননি।' ইমাম জাহবি *তালখিস* গ্রন্থে বলেন, 'এর সনদ সহিহ।' এরপর দ্বিতীয় সনদে ইবনে ইসহাকের সূত্রে উল্লেখ করেছেন। ইমাম জাহবি এই সনদকে মুরসাল বলে অভিহিত করেন।

শাইখ আলবানি বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে কাছিরের সূত্রে বলেন, 'ইমাম মালিক যেসব বর্ণনাকারীর পরিচয় জানেন না, ইচ্ছে করে তিনি বর্ণনার সূত্রে তাঁদের নাম বাদ দিয়ে দেন। এ জন্য তিনি অধিকাংশ বর্ণনায় মুরসাল কিংবা মুনকাতি (বিচ্ছিন্ন) পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন।'

সা'আদ ইবনে রবি সম্পর্কে ইমাম বুখারি সহিহ সনদে উল্লেখ করেছেন। তিনি লেখেন, নবীজি মদিনায় হিজরতের পর আনসারি সাহাবিদের মধ্যে একেকজন করে মুহাজির সাহাবিকে বণ্টন করে তাঁদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দিয়েছিলেন। সেই ধারাবাহিকতায় মদিনার অন্যতম ধনী সাহাবি সা'আদ ইবনে রবির সঙ্গে মক্কার মুহাজির সাহাবি আবদুর রহমান ইবনে আওফকে পরিচয় করিয়ে দেন।

সাহাবি সা'আদ ইবনে রবি তাঁর মুহাজির ভাই আবদুর রহমান ইবনে আওফকে বললেন, 'মদিনায় আমার বিপুল সম্পত্তি। আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি দুই ভাগ করে এর এক ভাগ তোমাকে দিয়ে দিলাম। আর আমার দুজন স্ত্রী রয়েছে। তাদের মধ্য থেকে যাকে তোমার পছন্দ হয়, আমাকে বলো। আমি তাকে তালাক প্রদান করব। এরপর তার ইদ্দত শেষ হলে তুমি তাকে বিয়ে করবে।'

উতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাসের ওপর নবীজির বদ-দোয়া

ইমাম জাহবি বলেন, জুহরির সূত্রে মা'মার মিকসাম থেকে বর্ণনা করেন, 'উহুদের যুদ্ধে যখন নবীজির সামনের নিচের ডান ও বাম পাশের দুটি দাঁত ভেঙে যায়, তখন তিনি উতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাসকে এই বলে বদ-দোয়া দেন, "হে আল্লাহ! বছর পুরো হওয়ার আগেই উতবা যেন কাফের হয়ে মরে যায়।" পরবর্তী সময়ে দেখা গেছে, বছর অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই উতবা কাফের হয়েই মৃত্যুবরণ করে।

'অতঃপর ইমাম জাহবি বলেন, এ ঘটনা মুরসাল সনদে বর্ণিত হয়েছে।'

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি বলেন, 'আবদুর রাজ্জাক তাঁর তাফসির গ্রন্থে বিচ্ছিন্ন সনদে এ ঘটনা উল্লেখ করেছেন।'

এদিকে ইমাম বুখারি সাহাবি আবু হুরায়রা ও ইবনে আব্বাসের সূত্রে বর্ণনা করেন, নবীজি বলেছিলেন, 'এই জাতির ওপর আল্লাহ তায়ালার ভয়ানক আজাব ধেয়ে আসছে।' এর দ্বারা নবীজি তাঁর সামনের নিচের দুটি দাঁত ভেঙে যাওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন।

ইবনে আব্বাসের অপর সূত্রে রয়েছে, নবীজি বলেন, 'এই জাতির ওপর আল্লাহ তায়ালার ভয়ানক আজাব ধেয়ে আসছে, যারা তাদের নবীর চেহারাকে রক্তাক্ত করেছে।'

আনাস ইবনে মালিকের সূত্রে আছে, উহুদের যুদ্ধে মারাত্মক আহত হওয়ার পর নবীজি বলেছিলেন, 'ওই জাতি কীভাবে সফল হবে, যারা তাদের নবীকে আহত করেছে!' এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন :

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ-

'হয়তো আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন কিংবা তাদেরকে শাস্তি দেবেন। এ ব্যাপারে আপনার কিছুই করার নেই। কারণ তারা জালেম।'*

---

* সুরা আলে ইমরান : ১২৮

ইবনে উমরের অপর বর্ণনায় আছে, নবীজি উহুদে আহত হওয়ার পর সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া, সুহাইল ইবনে উমর এবং হারিস ইবনে হিশামের বিরুদ্ধে বদ-দোয়া করতেন। এ কারণে আল্লাহ তায়ালা ওই আয়াত অবতীর্ণ করেন।

মালিক ইবনে সিনান কর্তৃক নবীজির রক্তপান

ইবনে হিশাম বলেন, 'রুবাইহ ইবনে আবদুর রহমান তাঁর পিতার সূত্রে সাহাবি আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, উহুদের যুদ্ধ চলাকালীন উতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাস নবীজির দিকে তির ছুড়ে মারে। এতে নবীজির সামনের নিচের ডান দাঁত ভেঙে যায় এবং নিচের ঠোঁট ফেঁড়ে যায়। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে শিহাব জুহরি নবীজির কপালে প্রচণ্ড আঘাত করে। আর ইবনে কুমাইয়া তাঁর গণ্ডদেশে বর্শা দিয়ে আঘাত করে। এতে নবীজির শিরস্ত্রাণের দুটি কড়া তাঁর মাথার দুই পাশে বিদ্ধ হয়। আকস্মিক আক্রমণের ভার সইতে না পেরে নবীজি একটি গর্তে পড়ে যান। আবু আমের নামক জনৈক কাফের এই গর্ত খুঁড়ে রেখেছিল; যাতে মুসলিমরা তাতে পড়ে যান। অথচ এ গর্তের ব্যাপারে তাঁদের কারও জানা ছিল না।

'তখনই সাহাবি আলি এগিয়ে এসে নবীজির হাত ধরে ফেলেন এবং তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা.) তাঁকে গর্ত থেকে উঠিয়ে দাঁড় করান। অপর সাহাবি মালিক ইবনে সিনান (রা.) নবীজির রক্তাক্ত দেহ মুবারক থেকে গড়িয়ে পড়া রক্ত মুখে টেনে গিলে ফেলছিলেন। মালিক ইবনে সিনানের রক্তপান দেখে নবীজি বললেন, "যার দেহে আমার রক্ত প্রবেশ করেছে, সে কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।"'

ইমাম আহমদ রুবাইহ ইবনে আবদুর রহমান সম্পর্কে বলেন, 'সে আমাদের কাছে অপরিচিত।' আবু জুর'আহ বলেন, 'তিনি একজন শাইখ।' ইবনে আদি তাঁর প্রসঙ্গে বলেন, 'আশা করি, এতে কোনো সমস্যা হবে না।' ইবনে হিব্বান তাঁকে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের তালিকাভুক্ত করেছেন। তবে ইমাম তিরমিজি ইমাম বুখারি এর সূত্রে বলেন, 'রুবাইহ হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যানযোগ্য।'

ইবনে হিশাম রুবাইহ ইবনে আবদুর রহমান থেকে সরাসরি শোনেননি।

ইমাম জাহবি তাঁর *মাগাজি* গ্রন্থে এ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'ইবনে ইসহাক সাহাবি আবু সাইদ খুদরির সূত্রে বর্ণনা করেন, উতবা নবীজির

সামনের নিচের ডান দাঁত ভেঙে দিয়েছিল।' অতঃপর তিনি অবশিষ্ট ঘটনা উল্লেখ করেন এবং বলেন, 'এটি বিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে।'

হাফেজ ইবনে হাজার *ইসাবাহ* গ্রন্থে বলেন, ইবনে আবু আসেম এবং বাগাবি মুসা ইবনে মুহাম্মদের সূত্রে বর্ণনা করেন, তাঁর মা উম্মে সা'আদ আবু সাঈদের কন্যার সূত্রে তাঁর পিতাকে বলতে শুনেছেন, 'উহুদের যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রক্তাক্ত হয়ে পড়লে সাহাবি মালিক ইবনে সিনান এগিয়ে আসেন। এরপর নবীজির দেহ মুবারক থেকে রক্ত শুষে নিয়ে গিলতে থাকেন। তখন নবীজি বললেন, কেউ যদি এমন কাউকে দেখতে চায়, যার রক্তের সঙ্গে আমার রক্ত মিলে গেছে, সে যেন মালিক ইবনে সিনানকে দেখে।'

সাঈদ ইবনে মানসুর ইবনে ওয়াহাবের সূত্রে আমর ইবনে সায়েব থেকে এমনই বর্ণনা করেছেন।

ইবনে আবু হাতেম মুসা ইবনে মুহাম্মদ সম্পর্কে বলেন, 'আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, মুসা হচ্ছেন মাদানি শাইখ। পরবর্তী সময়ে তিনি ইরাকের বাগদাদে গমন করেন এবং দারবুল আনসারে বসতি স্থাপন করেন। সা'আদ ইবনে মাসউদের মা এবং আবদুর রহমানের মা তথা আবু সাঈদের কন্যার ব্যাপারে আমি কিছু জানতে পারিনি।' এরপর তিনি বলেন, 'আমি আমার পিতাকে এ রকমই বলতে শুনেছি।'

সাঈদ ইবনে মানসুরের বর্ণনায়ও মুরসাল হয়েছে। তাঁর সূত্রে উল্লেখিত আমর ইবনে সায়েব সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার *তাকরিব* গ্রন্থে বলেন, 'আমর ইবনে সায়েব সত্যতার ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য। তিনি ষষ্ঠ স্তরের বর্ণনাকারী তাবেয়িদের অন্যতম। ১৩৪ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।'

ষষ্ঠ পর্যায়ের বর্ণনাকারী বলতে কী বোঝায়, এ ব্যাপারে হাফেজ ইবনে হাজার ওই গ্রন্থের ভূমিকায় বিস্তারিত লিখেছেন। অর্থাৎ যাঁরা কোনো সাহাবির সাক্ষাৎ পাননি। তিনি তাঁর অপর গ্রন্থ *তালখিসুল হাবির* এর মধ্যে বলেন, 'আমর ইবনে সায়েবের সূত্রে বর্ণিত হাদিস মুরসাল।'

ইমাম হাকিম ওই ঘটনা আবদুর রহমানের মা তথা আবু সাঈদ খুদরির কন্যার সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তবে সনদের ব্যাপারে তিনি নীরব থেকেছেন। কিন্তু ইমাম জাহবি তাঁর এ সনদ সম্পর্কে বলেন, 'তাঁর সনদ অন্ধকারে আচ্ছন্ন।'

আল্লামা হাইসামি এ সনদকে ইমাম তাবারানির দিকে সংযুক্ত করেছেন। তবে এ ব্যাপারে কিছু বলেননি।

নবীজির কপালে শিরস্ত্রাণের দুটি কড়া বিদ্ধ হলো

ইবনে হিশাম বলেন, আবদুল আজিজ দারাওয়ারদি উম্মুল মুমিনিন আয়েশার সূত্রে তাঁর পিতা আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবীজির কপালে শিরস্ত্রাণের দুটি কড়া বিদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর সাহাবি আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রা.) নিজের দাঁত দিয়ে টেনে একটি কড়া বের করেন। এতে তাঁর দাঁত ভেঙে যায়। এরপর অপর কড়াটিও আগের মতো দাঁত দিয়ে টেনে বের করেন। এতে তাঁর আরেকটি দাঁত ভেঙে যায়। এ কারণে তিনি দুটি দাঁত ভাঙা নামে পরিচিতি লাভ করেন।

শাইখ আলবানি বলেন, ইমাম তায়ালিসি এ ঘটনা ধারাবাহিক সনদে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'ইবনুল মুবারক ইসহাক থেকে এভাবেই বর্ণনা করেছেন।'

ইমাম হাকিমও এ ঘটনা ধারাবাহিক সনদে বর্ণনা করেন। কিন্তু তাঁর সনদে কিছুটা পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। তবে এ প্রসঙ্গে ইমাম জাহবি বলেন, 'ওই সনদে উল্লেখিত ইসহাক হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যানযোগ্য।'

আল্লামা হাইসামিও এমনটি বলেছেন। কিন্তু তিনি এর বর্ণনাকে বাজ্জারের দিকে সংযুক্ত করেছেন।

ইবনে কাসির ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহর পক্ষ থেকে এ হাদিসের ব্যাপারে আলি ইবনে মাদিনির দুর্বলতা বলে মন্তব্য করার কথা বর্ণনা করেছেন।

নবীজির কপালে শিরস্ত্রাণের কড়া বিদ্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনা উল্লেখ করার পর ইমাম জাহবি বলেন, 'এর সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।' শাইখ সা'আদ হুমাইদও একে দুর্বল বলেছেন।

সহিহ বুখারি গ্রন্থে সাহাবি আনাস থেকে বর্ণিত আছে, নবীজি উহুদের যুদ্ধে মারাত্মক আহত হন। তখন তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন, 'ওই জাতি কীভাবে সফল হবে, যারা তাদের নবীকেও আহত করে!' এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন :

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ-

'হয়তো আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন কিংবা তাদেরকে শাস্তি দেবেন। এ ব্যাপারে আপনার কিছুই করার নেই। কারণ তারা জালেম।'*

অপর বর্ণনায় আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবীজি বলেছিলেন, 'এই জাতির ওপর আল্লাহ তায়ালার ভয়ানক আজাব ধেয়ে আসছে।' এর দ্বারা

---

* সুরা আলে ইমরান : ১২৮

নবীজি তাঁর সামনের নিচের দুটি দাঁত ভেঙে যাওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন। *সহিহ মুসলিম* গ্রন্থে আছে, শিরস্ত্রাণটি নবীজির মাথার ওপরই চূর্ণ করা হয়।

ইমাম নববি বলেন, 'এ ঘটনায় উম্মাহর জন্য অনেক শিক্ষা রয়েছে। হক প্রতিষ্ঠায় শুধু মানুষ নয়; বরং আল্লাহ তায়ালার নবীদের ওপরও নানা রকমের বিপদ-আপদ এসেছে। তাঁরাও আমাদের মতো আল্লাহ তায়ালার পথে দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, যাতে তাঁরা বিপুল প্রতিদানের অধিকারী হতে পারেন।'

কাজি ইয়াজ বলেন, 'যারা দাবি করে, আল্লাহ তায়ালার নবীগণ ভিন্ন জাতির আওতাভুক্ত; অর্থাৎ তাঁরা আমাদের মতো মানুষ নন, তাদের জন্য উপরিউক্ত ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে। তাঁরা যদি আমাদের মতো মানুষ নাই-বা হতেন, তাহলে আমরা যেভাবে আক্রমণের শিকার হয়ে আহত হই এবং আমাদের দেহ থেকে রক্ত ঝরতে থাকে, নবীরা এভাবে রক্তাক্ত হতেন না। অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি, স্বয়ং শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও যুদ্ধে শত্রুদের তির-বর্শার আঘাতে জর্জরিত হয়েছেন। অন্যদের মতো তাঁর দেহ মুবারক থেকেও রক্তের বন্যা বইয়ে যায়।' এতে বোঝা গেল, তাঁরাও আমাদের মতো সৃষ্টি এবং তাঁরাও প্রতিপালিত হন। নবীদের কাছ থেকে যেসব অলৌকিক ঘটনা ঘটে, সেগুলোর দিকে তাকিয়ে এমন চিন্তাধারায় উপনীত হওয়া যাবে না যে তাঁরা মানুষ নন। ইবলিস মানুষকে এসব কুমন্ত্রণা দেয়, যেমনটা দিয়েছে খ্রিষ্টানদের।

উহুদের যুদ্ধে নবীজির ইন্তেকালের গুজবে সাহাবিদের প্রতিক্রিয়া

কাসেম ইবনে আবদুর রহমানের সূত্রে ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, উহুদের রণাঙ্গনে যুদ্ধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করার পর একটি সামান্য ভুলের জন্য মুসলিম বাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। এর মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ে, নবীজি শহীদ হয়ে গেছেন।

এ খবর মুহূর্তের মধ্যে পুরো রণাঙ্গনে ছড়িয়ে পড়ে। সাহাবিগণের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। নবীজির শাহাদাতের খবরে থ হয়ে যান সবাই। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে পিছু হটতে চাইছিলেন। মনোবল হারিয়ে বুঝে উঠতে পারছিলেন না, কী করবেন।

আনাস ইবনে মালিকের চাচা আনাস ইবনে নজর উমর ও তালহার দিকে এগিয়ে যান। তিনি আনসার ও মুহাজিরদের এক জটলায় ছিলেন। সেখানে সবাই হাত গুটিয়ে বসে ছিলেন। তিনি সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা বসে আছ কেন?' তাঁরা উত্তর দিলেন, নবীজি শহীদ হয়ে গেছেন। আনাস

ইবনে নজর বললেন, 'তাহলে তোমরা এখানে কী করছ? তাঁর পরে
বেঁচে থাকব কার জন্য? তিনি যে পথে শহীদ হয়ে গেছেন, চলো! আমরা
সেই পথেই শাহাদাতবরণ করি।' এরপর তিনি প্রবল বিক্রমে যুদ্ধে ঝাঁ
পড়েন। যুদ্ধ করতে করতে আনাস ইবনে নজর শাহাদাত লাভ করেন।

ইবনে ইসহাক বলেন, হুমাইদ সাহাবি আনাস ইবনে মালিক থেকে
করেছেন, তিনি বলেন, 'আনাস ইবনে নজর শহীদ হয়ে যাওয়ার পর
তাঁর নিথর দেহের সন্ধানে বের হই। গিয়ে দেখি, তাঁর শরীরে ৭০টির
আঘাতের চিহ্ন। তাঁর দেহ এমন ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল, আমরা কেউই
চিনতে পারিনি। পরে তাঁর বোন এসে তাঁর আঙুলের অগ্রভাগ দেখে
শনাক্ত করেন।

ইবনে আবু হাতেম এ বর্ণনার সূত্রে উল্লিখিত কাসেম ইবনে
রহমানের ব্যাপারে ভালো-মন্দ কিছুই বলেননি। তবে এ বর্ণনাটিও মুর

অবশ্য উমরের মতো মহান ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে এমন ভাবা যা
নবীজির ইন্তেকালের সংবাদ শুনে তিনি রণাঙ্গনে অস্ত্র ছেড়ে দিয়ে বসে
যেমন উপরিউক্ত ঘটনায় উল্লিখিত হয়েছে। কারণ অন্য বর্ণনায় রয়েছে
যখন স্বাভাবিকভাবে ইন্তেকাল করেন, তখন উমর (রা.) তা অস্বীকা
তিনি মানতেই চাচ্ছিলেন না যে আমাদের নবীরও মৃত্যু হতে পারে।

নবীজির ইন্তেকালের সংবাদ মদিনায় ছড়িয়ে পড়লে এক হৃদ
দৃশ্যের অবতারণা ঘটে। তাঁর প্রিয় সাহাবিগণ হতোদ্যম হয়ে পড়ে
চোখের সামনে যেন পুরো জগতের অন্ধকার নেমে আসে। এমন
পরিস্থিতিতে উমর হাতে তরবারি নিয়ে বের হন। তিনি চিৎকার
থাকেন, 'আল্লাহর নবীর মৃত্যু হতে পারে না। যে এ কথা বলবে,
উড়িয়ে দেব।'

নবীজির প্রধান সাহাবি আবু বকর (রা.) আর দেরি করলেন
উমরকে রেখেই মসজিদে চলে এলেন। এর আগে তিনি উমরকে
উমর! তুমি শান্ত হও।' কিন্তু উমর তাঁর কথা মানলেন না। নিজের
যাচ্ছিলেন। তখন লোকেরা উমরকে নিজের অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে
কথা শোনার দিকে মনোযোগী হলো। আবু বকর সবার উ
দিলেন। কোরআনের আয়াত দ্বারা বোঝালেন, নবীদেরও মৃত্যু
ব্যাপার এবং এখন তা-ই ঘটেছে। এরপর পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি বলেন, ইবনে আবু শাইব
সাহাবি ইবনে উমর থেকে বর্ণিত, আবু বকর যখন উমরে

অতিক্রম করছিলেন, তখন তিনি বলছিলেন, 'আল্লাহ তায়ালা সমস্ত মুনাফিককে হত্যা করার আগ পর্যন্ত তাঁর নবীর মৃত্যু হতে পারে না।'

উহুদের যুদ্ধে তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। উহুদের দিন তো তালহারই ছিল। ইমাম বুখারি কায়েস ইবনে হাজেমের সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 'আমি ওইদিন তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহর হাতের অবস্থা দেখেছি। তাঁর হাত প্রায় অবশ হয়ে আসছিল। এই হাত দ্বারা তিনি নবীজিকে শত্রুদের আঘাত থেকে রক্ষা করে যাচ্ছিলেন।'

ইমাম নাসায়ি সাহাবি জাবেরের সূত্রে তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহর বীরত্বের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে, 'একের পর এক আঘাতে তালহার হাতের আঙুল কেটে হাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখন তিনি বললেন, "আহ! শেষ হয়ে গেল।" নবীজি তাঁর এ কথা শুনে বললেন, "তুমি যদি এ মুহূর্তে বিসমিল্লাহ বলতে, তাহলে ফেরেশতাগণ তোমাকে আসমানে উঠিয়ে নিয়ে যেতেন আর লোকেরা সরাসরি তা দেখতে পেত।"'

ইমাম তিরমিজি সাহাবি জুবায়েরের সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'আমি নবীজিকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছিলেন, তালহা নিজের জন্য জান্নাতকে অবধারিত করে নিল।'

ইমাম জাহবি এই সনদকে হাসান পর্যায়ের অভিহিত করেছেন।

ইমাম ইবনে মাজাহ এবং ইমাম তিরমিজি এর অপর এক সনদে সাহাবি মুআবিয়া (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন :

'একদিন নবীজি তালহাকে দেখে বললেন, তালহা তার দায়িত্ব পূরণ করেছে।'

ইমাম হাকিম সাহাবি আয়েশার সূত্রে এ ঘটনা বর্ণনা করার পর বলেন, 'এর সনদ ইমাম মুসলিমের নীতিমালা অনুযায়ী সহিহ। তবে শাইখাইন (ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম) এটি উল্লেখ করেননি।' ইমাম জাহবি তাঁর এ কথার প্রতি সমর্থন দিয়েছেন।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি তাঁর *ফাতহুল বারি* গ্রন্থে ওই ঘটনার সনদ আয়েশার সূত্রে চিহ্নিত করার পর একে সহিহ বলে সাব্যস্ত করেন। অতঃপর বলেন, 'ইমাম ইবনে মাজাহ এবং ইমাম হাকিম এভাবেই বর্ণনা করেছেন।'

উল্লেখ্য, সাহাবি মুআবিয়া উহুদের যুদ্ধে কুরাইশ বাহিনীর পক্ষে লড়েছিলেন। কারণ তখনো তিনি ইসলামে প্রবেশ করেননি। এ জন্য তিনি এ কথা সম্ভবত শুনেছিলেন মুসলিম হওয়ার পর।

এ ছাড়া আনাস ইবনে নজরের নিহত হওয়ার কথা *সহিহ বুখারি* ও *সহিহ মুসলিম* গ্রন্থে এসেছে।

উতবার কন্যা হিন্দা কি হামজার কলিজা চিবিয়েছিল?

ইবনে ইসহাক সালেহ ইবনে কায়সানের সূত্রে বর্ণনা করেন, হিন্দার সঙ্গে অন্য যেসব নারী উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল, তারা উহুদের যুদ্ধে নিহত কয়েকজন সাহাবির লাশের নাক-কান কেটে টুকরো করেছিল এবং লাশ বিকৃত করেছিল।

এদিকে হিন্দা নবীজির সাহাবিদের লাশ থেকে কান ও নাক কেটে বিচ্ছিন্ন করে। অতঃপর সেগুলো কুচি কুচি করে টুকরা করে পায়ের এবং গলার গহনা তৈরি করে। এরপর এগুলো সে জুবাইর ইবনে মুতইমের ভৃত্য ওয়াহশির কাছে দেয়। এরপর সে নবীজির চাচা হামজার (রা.) লাশকে বিদীর্ণ করে কলিজা বের করে চরম আক্রোশে দাঁত দিয়ে কামড়ায়। এমনকি তাঁর কলিজা গিলে ফেলারও চেষ্টা করে। কিন্তু গলা দিয়ে না যাওয়ার কারণে তা ছুড়ে মারে।

এ ঘটনার বর্ণনাকারী সালেহ ইবনে কায়সান হাদিসবিশারদদের কাছে নির্ভরযোগ্য বলে পরিচিত। তিনি বিপ্লবী খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজের সন্তানদের শিক্ষক ছিলেন। তবে ঘটনাটি মুরসাল সনদে বর্ণিত হয়েছে।

অতঃপর ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, 'যুদ্ধ শেষ হলে নবীজি হামজার লাশের সন্ধানে বের হন। বাতনে ওয়াদি নামক জায়গায় গিয়ে দেখেন, তাঁর চাচার নিথর দেহকে টুকরো করে ফেলা হয়েছে। নাক-কান কিছুই নেই। তাঁর পেট ফেঁড়ে কলিজা বের হয়ে গেছে।'

এরপর ইবনে ইসহাক বলেন, মুহাম্মদ ইবনে জাফর ইবনে জুবায়ের বলেন, এ দৃশ্য দেখে নবীজি দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে বলে ওঠেন, 'হায়! যদি হামজার বোন সাফিয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব এ কারণে কষ্ট না পেত! এখন তো এমন করলে আমার পরে এটা নিয়ম হয়ে যাবে, অন্যথায় আমি তাঁকে ছেড়ে চলে আসতাম। যাতে মরুভূমির হিংস্র প্রাণী ও পাখি তাঁকে খেয়ে ফেলত। আল্লাহ তায়ালা যদি আমাকে আবারও সুযোগ দিতেন, তাহলে আমি কুরাইশদের ৩০ জনকে ধরে এনে এভাবেই কেটে টুকরা করে ফেলতাম, যেভাবে তারা আমার চাচার নিথর দেহের সঙ্গে করেছে।'

সাহাবিগণ নবীজির কষ্ট দেখে স্থির থাকতে পারলেন না। তাঁরা বললেন, 'যদি আমাদেরকে আল্লাহ আবারও কুরাইশদের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ করে

দেন, তাহলে আমরাও তাদেরকে এভাবে কেটে ফেলব, যে রকম আরব জাতি কখনো দেখেনি।' এ বর্ণনাও মুরসাল সনদে এসেছে।

ইবনে ইসহাক আরও বলেন, আমাকে মুহাম্মদ ইবনে কাব কুরাজির সূত্রে বুরাইদা ইবনে সুফিয়ান বর্ণনা করেন, তিনি ইবনে আব্বাস থেকে কারও মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, হামজার নিথর দেহের পাশে যখন নবীজি শোকে কাতর হয়ে পড়ছিলেন, তখনই আল্লাহ তায়ালা নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন :

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ- وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ- إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ-

'আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করো, তবে ওই পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, যে পরিমাণ তোমাদেরকে কষ্ট দিয়েছে। তবে যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, তবে তা ধৈর্যশীলদের জন্য উত্তম।

'আপনি ধৈর্য ধারণ করবেন। আপনার ধৈর্য শুধু আল্লাহর জন্য বিবেচিত হবে। তাদের জন্য দুঃখ করবেন না এবং তাদের চক্রান্তের কারণে মন ছোট করবেন না।

'নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন, যারা মুত্তাকি এবং যারা সৎকর্ম করে।'•

ওই আয়াত অবতীর্ণ হলে নবীজি শান্ত হন। তিনি কুরাইশদের লাশ বিকৃত করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেন এবং ধৈর্য ধারণ করে মদিনায় ফিরে আসেন।

তবে ইবনে কাসির ওই ঘটনা ইবনে ইসহাকের সনদে উল্লেখ করার পর বলেন, 'কোরআনের উপরিউক্ত আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়। আর উহুদের যুদ্ধ হিজরতের তৃতীয় বছরে সংঘটিত হয়। অতএব, এই আয়াত কী করে তখন অবতীর্ণ হলো, তা আমার বোধগম্য নয়।'

ইমাম জাহবি তাঁর মাগাজিতে (যুদ্ধ অধ্যায়) বলেন, 'ইয়াহইয়া হাম্মানি মিকসামের সূত্রে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, নবীজি উহুদের যুদ্ধে হামজার লাশের বিকৃতি দেখে বলেন, 'কুরাইশদের সঙ্গে আবারও লড়াই হলে আমি তাদের ৭০ জনকে ধরে এভাবে টুকরো করে ফেলব।' এর পরিপ্রেক্ষিতে উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

• সুরা নাহল : ১২৬-১২৮

আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি বলে উঠলেন, 'বরং হে রব! আমরা ধৈর্য ধারণ করব।' তবে ওই সনদে দুর্বলতা রয়েছে।

হাজ্জাজ ইবনে মিনহাল ও আরও অনেকে আবু উসমান নাহদির সূত্রে সাহাবি আবু হুরায়রা থেকে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তাঁদের বর্ণনায় আরও রয়েছে, 'হামজার নিথর দেহের কাছে গিয়ে মনে হচ্ছিল, নবীজি এ রকম বীভৎস দৃশ্য আগে কখনো দেখেননি। এতে তাঁর হৃদয় মুবারক যেন ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়।'

আল্লামা হাইসামি তাঁর *মাজমাউজ জাওয়ায়েদ* গ্রন্থে এ ঘটনা উল্লেখ করেছেন। সেখানে আরও রয়েছে, নবীজি হামজার ক্ষতবিক্ষত লাশ দেখে বলে ওঠেন, 'আপনার ওপর আল্লাহ তায়ালার অফুরন্ত রহমত অবতীর্ণ হোক। আমার দেখামতে আপনি ছিলেন আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী এবং কল্যাণের দিকে অধিক অগ্রগামী। আমার পরে আপনার জন্য অন্য কেউ দুঃখ করার মতো যদি না থাকত, তাহলে আমি আপনার নিথর দেহটাকে এখানেই রেখে দিতাম, যাতে মরুভূমির হিংস্র প্রাণী তা ভক্ষণ করে ফেলে এবং আল্লাহ তায়ালা আপনাকে হিংস্র পশুর পেট থেকে কিয়ামতের দিন পুনরুত্থান করেন। আরও দিন সামনে আছে। আপনার একার বিপরীতে আমি তাদের (কুরাইশ) ৭০ জনকে এভাবেই টুকরো করে ফেলব, যেভাবে তারা আপনার এ হাল করেছে।'

এ কথা বলতেই জিবরাইল (আ.) অবতীর্ণ হন। তিনি নবীজিকে সুরা নাহলের আয়াত পড়ে শোনান। আয়াত শুনে নবীজি তাঁর এ সিদ্ধান্ত বাতিল করেন।

হাইসামি এরপর বলেন, 'বাজ্জার ও ইমাম তাবারানি এ ঘটনা বর্ণনা করেন। তাঁদের সূত্রে সালেহ ইবনে বাশির রয়েছেন, যাঁকে দুর্বল বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।'

ইমাম হাকিম তাঁর *মুসতাদরাক* গ্রন্থে সাহাবি উবাই ইবনে কাবের সূত্রে বর্ণনা করেন, উহুদের যুদ্ধে আনসারদের ৬৪ জন এবং মুহাজিরদের মাত্র ছয়জন শহীদ হন। কাফেররা তাঁদের লাশ বিকৃত করে ফেলে। যাদের মধ্যে হামজাও ছিলেন। তখন আনসাররা বলে ওঠেন, 'আবার যেদিন কুরাইশদের সঙ্গে আমাদের লড়াই হবে, তাদেরকে এভাবেই উচিত শিক্ষা দেব।'

অতঃপর অষ্টম হিজরিতে মক্কা অভিযানে নবীজি যখন তাঁদের নিয়ে মক্কাভিমুখে অগ্রসর হন, তখন আল্লাহ তায়ালা মক্কা বিজয়ের দিনে এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। তখন একজন ঘোষণা দেন, আজকের পর কুরাইশদের

অস্তিত্ব থাকবে না। এর উত্তরে নবীজি বললেন, 'কুরাইশদের চারজন ছাড়া অন্য সবাইকে তোমরা ছেড়ে দাও।'

অতঃপর হাকিম বলেন, 'এর সনদ সহিহ। কিন্তু শাইখাইন (ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম) এ ঘটনা উল্লেখ করেননি।' ইমাম জাহবি তাঁর এ মতকে সমর্থন দিয়েছেন।

ইবনে হিশাম বর্ণনা করেন, নবীজি তাঁর চাচা হামজার লাশ দেখে বলে উঠলেন, 'আপনার পর আর কাউকেই এমন পরিণতি ভোগ করতে হবে না। আমি এর চেয়ে বীভৎস দৃশ্য আগে কখনো দেখিনি।'

শাইখ আলবানি বলেন, 'ইবনে হিশামের এ বর্ণনা সহিহ নয়। তিনি এটি সনদবিহীন উল্লেখ করেছেন। ইবনে কাসির এবং ইবনে হাজার আসকালানি *ফাতহুল বারি* গ্রন্থে তাঁর থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁরা সনদের ধারাবাহিকতা বজায় রাখেননি।'

ইমাম আহমদ আফফানের সূত্রে সাহাবি ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'নবীজি যখন হামজার লাশের কাছে পৌছান, তখন দেখেন, তাঁর পেট ফেঁড়ে ফেলা হয়েছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ টুকরো হয়ে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়ে আছে। কাফেরদের মধ্যে হিন্দা হামজার কলিজা চিবিয়ে খাওয়ার চেষ্টা করেছিল। নবীজি জিজ্ঞেস করলেন, হিন্দা কি হামজার কলিজা গিলে ফেলেছে? উত্তরে সাহাবিগণ বললেন, না, গিলতে সক্ষম হয়নি। তখন নবীজি বললেন, হামজার দেহের কোনো অংশ আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামে দেবেন না।'

অতঃপর ইমাম আহমদ আরও বর্ণনা করেন, নবীজি তাঁর চাচা হামজার জানাজা ৭০ বার আদায় করেন। অর্থাৎ, প্রথমে তো আলাদাভাবে তাঁর জানাজা পড়ানই। এরপর আরও উনসত্তরটি লাশ জানাজার জন্য হামজার লাশের পাশেই রাখা হয়। এবং নবীজি প্রতিবারই হামজার লাশসহ জানাজা পড়ান। এভাবে ৭০ বার জানাজা হয়।

ইবনে কাসির এ প্রসঙ্গে বলেন, 'এ বর্ণনাটি শুধু ইমাম আহমদ উল্লেখ করেছেন। অন্য কারও বর্ণনায় এ কথা পাওয়া যায় না। তাঁর সূত্রে আতা ইবনে সায়েব দুর্বল বর্ণনাকারী বলে চিহ্নিত। এ জন্য এতে দুর্বলতা রয়েছে।'

শাইখ আলবানি ইবনে কাসিরের মতকে সমর্থন করে বলেন, 'এটিই সঠিক কথা। তবে শাইখ আহমদ শাকের এর বিপরীত বলেছেন। তাঁর মতে এই বর্ণনা সহিহ।'

তবে ইমাম আহমদ এর ওই বর্ণনায় হাদিসবিশারদগণ আপত্তি করেছেন। তাঁরা এ ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করে বলেন, 'হামজার জাহান্নামে প্রবেশ না করা

সম্পর্কে নবীজি যে ঘোষণা দিয়েছেন, তা অযৌক্তিক। কারণ যে হিন্দা উহুদে যুদ্ধে সাহাবিদের লাশ টুকরো করেছিল এবং হামজার কলিজা চিবিয়েছিল, সে পরবর্তী সময়ে ইসলামে দীক্ষিত হয়। আর ইসলামে প্রবেশ করলে আগে সমস্ত অপরাধ ও পাপ মোচন হয়ে যায়।'

অতঃপর তাঁরা সনদ বিশ্লেষণ করে বলেন, 'ইমাম আহমদ এর এ বর্ণন সনদে সাহাবি ইবনে মাসউদ থেকে যিনি বর্ণনা করেছেন, তিনি হচ্ছেন আমে ইবনে শারাহিল শা'বি। অথচ ইবনে মাসউদের সঙ্গে তাঁর সরাসরি শো প্রমাণিত নয়।' ইমাম হাকিম, ইমাম দারা কুতনি এবং ইবনে আবু হাতে প্রমুখ হাদিসবিশারদ এ মত দিয়েছেন।

ইবনে কাসির সুরা নাহলের শেষের এই আয়াতগুলোর তাফসির প্রস বলেন, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক তাঁর কয়েক বন্ধুর সূত্রে আতা ইবনে ইয়া থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 'সুরা নাহল মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। শেষের ৩ আয়াত উহুদের রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হয়। এর প্রেক্ষাপট হলো, য নবীজি হামজার বিকৃত লাশ দেখে বলেছিলেন, আল্লাহ তায়ালা যদি আম আবারও সুযোগ দিতেন, তাহলে আমি কুরাইশদের ৩০ জনকে ধরে এভাবেই কেটে টুকরা করে ফেলতাম, যেভাবে তারা আমার চাচার দি দেহের সঙ্গে করেছে।'

নবীজির উত্তরে সাহাবিগণও বললেন, 'যদি আমাদেরকে আল্লাহ আব কুরাইশদের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ করে দেন, তাহলে আমরাও তাদে এভাবে কেটে ফেলব, যে রকম আরব জাতি কখনো দেখেনি।' তাঁদে প্রতিজ্ঞার উত্তরে আল্লাহ তায়ালা সুরা নাহলের শেষ ৩ আয়াত অবতীর্ণ করে

উল্লেখ্য, ইবনে কাছিরের এ বর্ণনার সূত্রে একজন বর্ণনাকারী অ থাকায় এটি মুরসাল পর্যায়ভুক্ত। তবে অপর এক সূত্রে এটি ধারাবাহিক স বর্ণিত হয়েছে। হাফেজ আবু বকর বাজ্জার সালেহের সূত্রে সাহাবি হুরায়রা থেকে এ ঘটনা আল্লামা হাইসামি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর ইবনে কাসির বলেন, 'ওই সনদ দুর্বল। কারণ এর সূত্রে সালেহের কথা এসেছে, তাঁর পুরো নাম সালেহ ইবনে বাশির আল ম হাদিসের ইমামগণ তাঁকে দুর্বল বলে অভিহিত করেছেন। ইমাম বুখারি হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যানযোগ্য বলেছেন।'

শাইখ আলবানি এ সূত্রকে দুর্বল বলে চিহ্নিত করার পর বলে ঘটনার কিছু অংশ সংক্ষেপে অন্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম হাকিম *মুসতাদরাক* গ্রন্থে এবং খতিব *তালখিস* গ্রন্থে সাহাবি আনাস থেকে

করেন। অতঃপর ইমাম হাকিম বলেন, 'এই সনদ ইমাম মুসলিমের নীতিমালার আলোকে সহিহ। তবে শাইখাইন একে উল্লেখ করেননি।' ইমাম জাহবি এ মতকে সমর্থন করেছেন।

এরপর আলবানি আরও বলেন, 'সাহাবি উবাই ইবনে কাবে (রা.) সূত্রে সুরা নাহলের শেষের ৩ আয়াতের যে প্রেক্ষাপট বর্ণনা করা হয়েছে, তা সহিহ।' উল্লিখিত হাদিস প্রসঙ্গে ইমাম নববি *খুলাসা* গ্রন্থে বলেন, ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিজি একে হাসান পর্যায়ের সনদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিজি নিজে একে হাসান সনদ বলে অভিহিত করেন। ইমাম আহমদও তাঁর *মুসনাদ* গ্রন্থে এ হাদিস নিজ সনদে বর্ণনা করেছেন। কুরাইশ বাহিনী কর্তৃক উহুদের যুদ্ধে মুসলিম সেনাদের লাশ বিকৃত করার ঘটনা সহিহ সনদে প্রমাণিত। *সহিহ বুখারি* গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে আবু সুফিয়ানের উক্তি বর্ণিত হয়েছে।

ইবনে আবদুল বার বলেন, এ ঘটনা প্রসঙ্গে সাহাবি ও তাবেয়িগণের সূত্রে অসংখ্য বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে। অনেকে বর্ণনা করেন, নবীজি তাঁর চাচা হামজার জানাজা ৭০ বার আদায় করেন। তবে এগুলোর অধিকাংশই মুরসাল সনদে বর্ণিত।

এ বিষয়ে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি বলেন, এ বর্ণনার সূত্রে সমস্যা রয়েছে। তবে শাইখ আলবানি নবীজির ৭০ বার জানাজা আদায় সম্পর্কিত বর্ণনার সনদকে হাসান পর্যায়ের অভিহিত করেছেন।

আবু দুজানাকে নবীজির তরবারি প্রদান

উহুদের যুদ্ধের ঘটনায় ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, নবীজি একটি তরবারি নিয়ে বললেন, 'কে আছ, এই তরবারি গ্রহণ করে এর পূর্ণ দায়িত্ব পূর্ণ করবে?' নবীজির কথা শুনে বেশ কয়েকজন দাঁড়িয়ে গেলেন, কিন্তু নবীজি তাঁদের কাউকে সেই তরবারি দিলেন না। কিন্তু বনু সায়েদার এক বীর এগিয়ে এলেন। তাঁর নাম আবু দুজানা সিমাক ইবনে খারাশা (রা.)। নবীজিকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! এই তরবারির দায়িত্ব বা পাওনা কী?'

উত্তরে নবীজি বললেন, 'এটা দিয়ে শত্রুকে আঘাত করে আমার কাছ থেকে তাদের সরিয়ে দেবে।' আবু দুজানা বললেন, 'আমি এর দায়িত্ব যথাযথ আদায় করতে পারব। আপনি আমাকে দিন।' নবীজি তাঁকে তরবারিটি দিয়ে বললেন, 'যাও! আক্রমণ করো।'

আবু দুজানা একজন মহাবীর ছিলেন। যুদ্ধের সময় তিনি সদর্পে এগিয়ে চলতেন। সমগ্র আরবে তাঁর খ্যাতি লোকমুখে প্রসিদ্ধ ছিল। যুদ্ধের ময়দানে

তিনি অসম্ভব কৌশলী ছিলেন। তাঁর একটি লাল রঙের মস্তকবন্ধনী ছিল। তিনি যখন লাল মস্তকবন্ধনী তাঁর মাথায় বাঁধতেন, তখন সৈন্যরা বুঝতে পারত, তিনি এখন চূড়ান্ত আক্রমণ শুরু করতে যাচ্ছেন।

আবু দুজানা নবীজির হাত থেকে তরবারি গ্রহণ করে নিজের মাথায় মস্তকবন্ধনী শক্ত করে বেঁধে নেন। অতঃপর প্রবল বিক্রমে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে সারিবদ্ধ শত্রুসৈন্যদের মাঝখান দিয়ে সদর্পে এগোতে শুরু করলেন এবং নর্দনকুর্দন করতে লাগলেন।

ইবনে ইসহাক সাহাবি উমরের আজাদকৃত দাস জাফর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আসলামের সূত্রে বনু সালামার এক আনসারি থেকে বর্ণনা করেন, নবীজি যখন দেখলেন, আবু দুজানা শত্রুদের সারির ভেতর নর্দনকুর্দন করে সদর্পে এগোতে শুরু করছেন, তখন তিনি বললেন, 'এভাবে হাঁটাকে আল্লাহ তায়ালা শুধু রণাঙ্গনে পছন্দ করেন।' এভাবে হাঁটলে আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত রাগান্বিত হন। তবে রণাঙ্গনের ব্যাপার আলাদা।

ওই ঘটনার প্রথম অংশ *সহিহ মুসলিম* গ্রন্থে সাহাবি আনাসের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, নবীজি উহুদের রণাঙ্গনে একটি তরবারি নিয়ে বললেন, 'কে আছ, এই তরবারি দিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে?' লোকেরা বলতে লাগল, আমি পারব, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাকে দিন। তখন নবীজি বললেন, এই তরবারির যথাযথ দায়িত্ব কে পূর্ণ করতে পারবে? এ কথা শুনে কেউই তরবারি নিতে সাহস করল না। কিন্তু বনু সায়েদার বীর আবু দুজানা সিমাক ইবনে খারাশা বললেন, 'আমি এর দায়িত্ব যথাযথ আদায় করতে পারব। আপনি আমাকে দিন।' নবীজি তাঁকে তরবারিটি দিলেন। তিনি তা নিয়ে মুশরিকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন।

ইবনে কাসির বলেন, 'ইবনে ইসহাক এ ঘটনা সনদ ছাড়া উল্লেখ করেছেন।'

উপরিউক্ত ঘটনার দ্বিতীয় অংশ ইবনে ইসহাক জাফর ইবনে আবদুল্লাহর সূত্রে বর্ণনা করেন। জাফরের ব্যাপারে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি বলেন, 'জাফরের বর্ণনার সমার্থক অন্য বর্ণনা পাওয়া গেলে তাঁর বর্ণিত হাদিস গ্রহণ করা যাবে। অন্যথায় তাঁর হাদিসের মান দুর্বল বলে বিবেচিত হবে।'

তা ছাড়া ইবনে ইসহাকের ওই সনদে যে আনসারির কথা বলা হয়েছে তিনি অজ্ঞাত। কারণ তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়নি। আর হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানির প্রণীত বর্ণনাকারীদের তালিকার বিন্যাসের নীতিমালার আলোকে

জাফর ইবনে আবদুল্লাহর অবস্থান সপ্তম পর্যায়ে। এ পর্যায়ের বর্ণনাকারী তাঁরাই হয়ে থাকেন, যাঁরা কোনো সাহাবি থেকে বর্ণনা করেন না।

আল্লামা হাইসামি ওই বর্ণনার সনদকে ইমাম তাবারানির দিকে সংযুক্ত করার পর বলেন, 'এই সনদে একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন, যাঁর পরিচিতি আমি পাইনি।'

রণাঙ্গনে সদর্পে এগিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে ইমাম আহমদ, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিজি এবং ইমাম নাসায়ি প্রমুখ মুহাদ্দিস সাহাবি জাবের ইবনে আতিকের সূত্রে বর্ণনা করেন, নবীজি বলেছেন :

'সন্দেহ বা অবিশ্বাসের ক্ষেত্রে আত্মসম্মানবোধকে আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন এবং যে ক্ষেত্রে সন্দেহের অবকাশ নেই, সেখানে আত্মসম্মানবোধ বা আবেগকে তিনি ঘৃণা করেন। আবার দান করার সময় আবেগে উজ্জীবিত হওয়া এবং যুদ্ধের সময় রণাঙ্গনে অহমিকা প্রদর্শন করাকে আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন। কিন্তু অন্যায় ও গর্বের বেলায় অহমিকা তিনি ঘৃণা করেন।'

ইবনুল কায়্যিম এবং হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি এর সনদকে সহিহ বলেছেন। শাইখ শু'আইব আরনাউতও এর সনদকে উত্তম বলে অভিহিত করেন।

এক বর্ণনায় এসেছে, একবার সাহাবি আবু দুজানা এক নারীকে হত্যার জন্য ওই তরবারি কোষমুক্ত করেন; কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নারীটিকে ছেড়ে দেন। লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কেন এমন করলেন? তিনি উত্তর দিলেন, 'নবীজির তরবারির সম্মান রক্ষার্থে তাকে ছেড়ে দিয়েছি।'

আল্লামা হাইসামি *মাজমাউজ জাওয়ায়েদ* গ্রন্থে বলেন, 'ইমাম বাজ্জার তাঁর সনদে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তাঁর সনদের বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য।'

ইমাম বায়হাকি *দালায়েলুন নবুওয়াহ* গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেন। তবে তাঁদের দুজনের সনদে আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াজে নামের এক বর্ণনাকারী রয়েছেন, হাফেজ ইবনে হাজার তাঁর *তাকরিব* গ্রন্থে তাঁকে অজ্ঞাত বলে উল্লেখ করেছেন।

মুশরিক বাহিনীর পদচিহ্ন অনুসরণে আলির গোয়েন্দাগিরি

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, নবীজি সাহাবি আলিকে নির্দেশ দিলেন, 'তুমি কুরাইশদের বাহিনীর গতিবিধি লক্ষ করে আমাকে সংবাদ দাও। দেখো, তারা কোন দিকে যাত্রা করেছে। যদি দেখো, তারা উটে আরোহণ করেছে এবং ঘোড়াগুলোকে বিশ্রামে রেখেছে, তাহলে বুঝবে, তারা মক্কার দিকে যাত্রা

করছে। অন্যদিকে যদি দেখো, তারা উটগুলোকে পানি পান করিয়ে হাঁ
আনছে এবং তারা ঘোড়ায় চড়ে বসেছে, তাহলে বুঝবে, তাদের লক্ষ্য মদি
যদি তারা মদিনার দিকে অগ্রসর হয়, তাহলে আল্লাহ তায়ালার কসম!
নিজেই তাদের দিকে অগ্রসর হয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব।'

আলি (রা.) বলেন, 'নবীজির নির্দেশ পেয়ে আমি কুরাইশদের
অনুসরণ করে এগোতে থাকি। দেখি, তারা ঘোড়াগুলোকে বিশ্রামে রেখে
আরোহণ করছে। অতঃপর তারা মক্কার উদ্দেশে রওনা হয়।'

শাইখ আলবানি বলেন, 'ইবনে হিশাম এ ঘটনা ইবনে ইসহাকের
সনদ ছাড়া বর্ণনা করেছেন।'

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি তাঁর *ফাতহুল বারি* গ্রন্থে বে
'কুরাইশদের গতিবিধি দেখতে সা'আদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস গিয়েছি
আলি নন। ঐতিহাসিক ওয়াকিদি এমনই উল্লেখ করেছেন।'

ইমাম বুখারি তাঁর *সহিহ বুখারি* গ্রন্থে আয়েশার সূত্রে বর্ণনা করেন,
সুরা আলে ইমরানের ১৭২ নং আয়াত প্রসঙ্গে স্বীয় ভাগিনা উরওয়া
জুবায়েরকে বলেন, 'হে আমার বোনের পুত্র! যখন উহুদের যুদ্ধে নবীজি
হন এবং প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে কুরাইশ বাহিনী পিছু হটতে শুরু
তখন তিনি সাহাবিদের উদ্দেশে বললেন, "কে আছ, কুরাইশদের গ
পর্যবেক্ষণ করে আমাকে সংবাদ দেবে?"

'তখন নবীজির আহ্বানে সাড়া দিয়ে ৭০ জন সাহাবি কুরাইশ
পেছন দিক থেকে তাদের গতিবিধি ও পরবর্তী লক্ষ্যবস্তু জানার জন্য
হন। তাঁদের মধ্যে তোমার পিতা জুবায়ের ও আবু বকরও ছিলেন।'

ইবনে কাসির বলেন, 'এই ঘটনা হামরাউল আসাদ যুদ্ধের
অতঃপর তিনি বলেন, ইবনে আবু হাতেম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লা
ইয়াজিদের সূত্রে ইকরিমা থেকে বর্ণনা করেন, উহুদের যুদ্ধে পরাজয়বর
পর ফিরে যাওয়ার সময় কুরাইশ বাহিনী যখন পিছু হটতে শুরু কর
তাদের কেউ চিৎকার করে বলছিল, 'তোমরা কিছুই করতে
মুহাম্মদকে হত্যা করতে পারোনি; আর সাহায্যকারী সেনাদল আন
হওনি। তাদের উন্নতবক্ষা তরুণীদের ওপর চড়াও হতে পারোনি
যুদ্ধের জন্য ফিরে চলো সবাই।'

নবীজি তাদের এ কথা শুনতে পেয়ে মুসলিম সেনাদলকে
পশ্চাদ্ধাবন করার নির্দেশ দেন। কুরাইশ বাহিনীর পিছু নিয়ে নবীজি
জানবাজ সাহাবিগণ হামরাউল আসাদ অথবা উয়াইনা অঞ্চলের

অগ্রসর হন। এরপর যখন দেখলেন, কুরাইশ বাহিনী মক্কার দিকে যাত্রা করেছে, তখন তাঁরা মদিনার পথ ধরেন। আর মুশরিকরা হুমকি দিয়ে বলে গেল, আগামী বছর আমরা আসছি।

ঐতিহাসিক গ্রন্থে হামরাউল আসাদ পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার ঘটনাকে স্বতন্ত্র আরেকটি গাজওয়া হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তখন আল্লাহ তায়ালা নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন :

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ-

'যারা আহত হয়ে পড়ার পরও আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের নির্দেশ মান্য করেছে, তাদের মধ্যে যারা সৎ ও মুত্তাকি, তাদের জন্য রয়েছে বিশাল সাওয়াব।'*

ইবনে মারদুইয়া এ ঘটনা মুহাম্মদ ইবনে মানসুর কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের আলোকে ইকরিমার সূত্রে সাহাবি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি এ প্রসঙ্গে বলেন, 'এই সনদের বর্ণনাকারীরা সহিহ হাদিসের বর্ণনাকারীদের আওতাভুক্ত। তবে ওই সনদে ইকরিমার আগে সাহাবি ইবনে আব্বাসের নাম উল্লেখ নেই। তাই এটি মুরসাল সনদের পর্যায়ভুক্ত। ইবনে আবু হাতেম ও আরও অনেকে ওই ঘটনা এভাবে মুরসাল সনদে বর্ণনা করেছেন।'

আবু উজ্জাহ জুমাহিকে হত্যা

ইবনে হিশাম আবু উবাইদার সূত্রে বর্ণনা করেন, উহুদের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে কুরাইশ বাহিনী যখন পিছু হটছিল, তখন কুরাইশ বাহিনীর অন্যতম কমান্ডার আবু সুফিয়ান ইবনে হারব পুনরায় মদিনা অভিমুখে অগ্রসর হতে চেয়েছিল। নবীজি তা বুঝতে পেরে মুসলিম বাহিনীর একটি দল নিয়ে তাদের পিছু ধাওয়া করেন। তখন তিনি মুআবিয়া ইবনে মুগিরা ইবনে আস এবং আবু উজ্জা জুমাহিকে গ্রেপ্তার করেন।

আবু উজ্জা জুমাহিকে নবীজি বদর যুদ্ধেও গ্রেপ্তার করেছিলেন। কিন্তু তখন তাকে ছেড়ে দেন। এবার তিনি তাকে আর ছাড়লেন না। তিনি বললেন, 'জুমাহি! তুমি মনে করছ, এবারও তুমি ছাড়া পাবে আর মক্কায় গিয়ে সবাইকে

---

* সুরা আলে ইমরান : ১৭২

বলবে, মুহাম্মদকে দ্বিতীয়বার ধোঁকা দিয়ে চলে আসছি। আল্লাহর ক
মক্কায় কেউই তোমার মুখ দেখতে পাবে না।' অতঃপর নবীজি নি
'জুবায়ের! তার গর্দান উড়িয়ে দাও।' নির্দেশ শোনামাত্র জুবায়ের
হত্যা করেন।

ইবনে হিশাম এরপর সাঈদ ইবনে মুসাইয়েবের সূত্রে বর্ণনা ক
জুমাহিকে গ্রেপ্তার করার পর বলেন, 'নিশ্চয় মুমিন কখনো একই
পড়ে যায় না। আসেম! তাকে হত্যা করো।' এরপর আসেম ই
তাকে হত্যা করেন।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি *ফাতহুল বারি* গ্রন্থে অ
সম্পর্কে লেখেন, ইবনে ইসহাক আবু উজ্জাকে হত্যার ঘটনা সনদ ছ
করেছেন। তিনি তাঁর অপর গ্রন্থ *তালখিসুল হাবির* এর মধ্যে বলে
বদর যুদ্ধের সময় আবু উজ্জাকে গ্রেপ্তার করার পর তাকে এ
দিয়েছিলেন, যেন সে পুনরায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ
কিন্তু উহুদের যুদ্ধে সে শর্ত ভঙ্গ করে কুরাইশ বাহিনীর সঙ্গে যোগ
মদিনায় আক্রমণ করতে আসে। তাই নবীজি তাকে আবারও গ্রে
হত্যার নির্দেশ দেন।'

ইমাম বায়হাকি ওই ঘটনা দীর্ঘ পরিসরে সাঈদ ইবনে মুসাইে
উল্লেখ করেছেন। সেখানে বর্ণিত হয়েছে, দ্বিতীয়বার আবু উজ্জা
করার পর নবীজি তাকে বলেন, 'কোথায় তোমার প্রতিজ্ঞা? শর্ত
কেন? তুমি মনে করছ, এবারও তুমি ছাড়া পেয়ে মক্কায় লোকদের
মুহাম্মদকে দ্বিতীয়বার ধোঁকা দিয়ে চলে আসছি। আল্লাহর কসম! এ
কেউই তোমার মুখ দেখতে পাবে না।'

ইমাম শু'বা বলেন, এরপর নবীজি বললেন, 'নিশ্চয় মুমিন ক
গর্তে দুবার পড়ে যায় না।' উল্লেখ্য, ইমাম বায়হাকির সনদে
ওয়াকিদির নাম রয়েছে।'

শাইখ আলবানি এ ঘটনাকে দুর্বল বলে চিহ্নিত করেন। অতঃ
'ইবনে ইসহাক সনদ ছাড়া এ ঘটনা উল্লেখ করেছেন এবং ইবনে হি
ই করেছেন। তবে ইবনে হিশাম সাঈদ ইবনে মুসাইয়েবের ব্যাপা
"তার থেকে আমি জানতে পেরেছি।" এর দ্বারা এই সনদের মুর
সহজেই বোঝা যায়।'

কিন্তু ইমাম বায়হাকি মুহাম্মদ ইবনে উমরের সূত্রে সাঈদ ইবনে
থেকে বিচ্ছিন্নতা ছাড়া দীর্ঘ পরিসরে এ ঘটনা বর্ণনা করেন। এ প্রস

আলবানি বলেন, 'ইমাম বায়হাকির সনদেও মারাত্মক ত্রুটি রয়েছে। কারণ এই সনদে যে মুহাম্মদ ইবনে উমরের কথা এসেছে, তিনি মূলত ঐতিহাসিক ওয়াকিদি। আর ওয়াকিদি প্রত্যাখ্যানযোগ্য বলে সবার কাছে পরিচিত।'

অতঃপর আলবানি আরও বলেন, তবে মুমিন ব্যক্তির দুবার একই গর্তে পড়ে না যাওয়ার ব্যাপারে যে হাদিস বর্ণিত হয়েছে, তা সহিহ। শাইখাইন (ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম) এই হাদিসের সূত্র সম্পর্কে একমত পোষণ করেছেন। কিন্তু ওই হাদিসের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে উপরিউক্ত ঐতিহাসিক বর্ণনায় যা উল্লেখিত হয়েছে, তা সঠিক নয়।

তবে ঐতিহাসিক আসাকির ওই প্রেক্ষাপট সঠিক বলে দাবি করেছেন এবং শাইখ মুনাবি তাঁর *ফায়জুল কাদির* গ্রন্থে আসাকেরের অনুকরণে তা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর কারণ হিসেবে কিছুই বলেননি। ইবনে বাত্তাল, তুরবিস্তি ও অন্যান্য ঐতিহাসিক এ ক্ষেত্রে আসাকেরের অনুসরণ করেছেন।

মুখাইরিক ইহুদিদের মধ্যে সর্বোত্তম

বনু ছালাবা গোত্রে এক ইহুদি ছিল। তার নাম মুখাইরিক। উহুদের যুদ্ধে মুসলিমদের পক্ষে লড়ে সে নিহত হয়। ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, উহুদের যুদ্ধ ঘনিয়ে এলে মুখাইরিক তার গোত্র ও ইহুদি সম্প্রদায়ের উদ্দেশে বলল, 'হে ইহুদি সম্প্রদায়! তোমরা ভালো করে জানো, এখন এ যুদ্ধে মুহাম্মদকে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কারণ তাঁর সঙ্গে আমাদের এ ব্যাপারে চুক্তি কার্যকর আছে।' উত্তরে ইহুদিরা বলল, আজ শনিবার। আর শনিবারে যুদ্ধবিগ্রহ নিষিদ্ধ। মুখাইরিক বলল, 'না, এখন শনিবার বলে কিছু নেই।'

এরপর সে তরবারি কোষমুক্ত করে বলে, 'আমি এ যুদ্ধে নিহত হলে মুহাম্মদের জন্য আমার কিছু করার থাকবে না। তিনি যা ভালো মনে করেন, তা-ই করবেন। অতঃপর সে নবীজির বাহিনীর সঙ্গে উহুদ প্রান্তরের দিকে রওনা হয়। মুসলিমদের পক্ষে লড়তে লড়তে অবশেষে সে নিহত হয়। তার মৃত্যুসংবাদ শুনে নবীজি বললেন, 'মুখাইরিক ইহুদিদের মধ্যে সর্বোত্তম।'

ইবনে ইসহাক এভাবেই সনদ ছাড়া ওই ঘটনা বর্ণনা করেন। ঐতিহাসিক ওয়াকিদিও এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি তাঁর *ইসাবাহ* গ্রন্থে এর সনদকে জুহরির সূত্রে উমর ইবনে শাব্বাহর দিকে মুরসাল ধারায় সংযুক্ত করেছেন।

এ ছাড়া ওই বর্ণনার সনদে আবদুল আজিজ ইবনে ইমরান নামের এক বর্ণনাকারী রয়েছেন, যিনি অধিকাংশ হাদিসের পণ্ডিতদের কাছে প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

জুবায়ের ইবনে বাক্কারের সূত্রে মুহাম্মদ ইবনে হাসান ইবনে জাব
থেকেও এ বর্ণনার সনদ পাওয়া যায়। তবে এই সনদে জুবায়ের ইব
বাক্কারও হাদিস বর্ণনায় প্রত্যাখ্যানযোগ্য। হাফেজ ইবনে হাজার তাঁর সম্প
বলেন, 'মুহাদ্দিসগণ তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছেন।'

সর্বোপরি যদি এ ঘটনাকে সহিহ বলে মেনে নিতেই হয়, তাহলে এর
হলো, এখানে নবীজি মুখাইরিককে উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ইহুদি
সর্বোত্তম বলেছেন। অপরদিকে ইহুদিদের মধ্যে সর্বোত্তম বিবেচিত হচ্ছে
আবদুল্লাহ ইবনে সালাম, যিনি ইহুদি ধর্ম ত্যাগ করে ইসলামে দীক্ষি
হয়েছিলেন।

সহিহ বুখারি গ্রন্থে সাহাবি সা'আদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস থেকে বর্ণি
হয়েছে, তিনি বলেন, 'এই ভূপৃষ্ঠে জীবিতদের মধ্যে আমি শুধু আবদুল্ল
ইবনে সালামের ব্যাপারে নবীজিকে বলতে শুনেছি, সে নিশ্চিত জান্নাতি।'

গাজওয়ায়ে উহুদের ব্যাপারে প্রচলিত ভিত্তিহীন কাহিনি

এক.

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ইবনে সা'আদ তাঁর *তবাকাত* গ্রন্থে ওয়াকিদির সূ
বর্ণনা করেন, উহুদের যুদ্ধে উম্মে উমারা নুসাইবা বিনতে কাব (রা.) প্রব
বিক্রমে শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। তার বীরত্ব দেখে নবীজি বলেছিলে
'আজকে তুমি যা করলে তা অন্য আর কে করতে পারল? আমি উহুদের যু
ডানে-বামে যেদিকেই লক্ষ করেছি, উম্মে উমারাকে যুদ্ধ করতে দেখেছি।'

ইবনে হিশাম বলেন, উম্মে উমারা নুসাইবা বিনতে কাব উহুদের যু
শত্রুদের হত্যা করেন। সাঈদ ইবনে আবু জায়িদ আনসারি বলেন, উ
সা'আদ বিনতে সা'আদ ইবনে রবি বলেছেন, 'আমি উম্মে উমারার কা
গিয়েছিলাম। তিনি তখন উহুদের যুদ্ধের বর্ণনা দিচ্ছিলেন। তিনি বললে
হঠাৎ মুসলিমদের পরাজয় দেখে আমি নবীজির দিকে ছুটলাম। দেখি
কয়েকজন হতভাগা কাফের নবীজির দিকে তির ছুড়ে মারছে। কেউ তরবা
নিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। আমি নবীজিকে আড়াল করে উদ্য
শত্রুদের তরবারির আঘাত প্রতিহত করতে শুরু করি। তাঁকে রক্ষা কর
গিয়ে তাঁর দিকে ধেয়ে আসা শত্রুদের সঙ্গে আমি সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হই এব
অব্যাহতভাবে তির নিক্ষেপ করতে থাকি।'

শাইখ ড. আকরাম ওমরি বলেন, 'এ বর্ণনার সনদ বিচ্ছিন্ন।' তা ছাড়া এ
সনদে যে সাঈদ ইবনে আবু জায়েদের নাম এসেছে, তিনি হচ্ছেন দ্বিতী

শতাব্দীর প্রখ্যাত আরবি ব্যাকরণবিদ। তাঁর পুরো নাম সাঈদ ইবনে আওস ইবনে ছাবেত ইবনে বাশির ইবনে আবু জায়িদ আনসারি। তাঁর পূর্বপুরুষ আবু জায়িদ আনসারি নবীজির সাহাবি ছিলেন। সাঈদ ইবনে আওস ১২০ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। এতে বোঝা যাচ্ছে, তাঁর ও উহুদের যুদ্ধের মধ্যে সময়ের বিস্তর ব্যবধান।

দুই.

ইমাম জাহবি তাঁর *তারিখুল ইসলাম* গ্রন্থের *মাগাজি* (যুদ্ধ) অধ্যায়ে মা'মারের সূত্রে সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান জাহশি থেকে বর্ণনা করেন :

'উহুদের যুদ্ধে সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের (রা.) তরবারি ভেঙে যায়। তখন তিনি নবীজির কাছে এসে এ ব্যাপারে জানালে তিনি তাঁকে খেজুরগাছের একটি ডাল দেন। আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ নবীজির হাত থেকে খেজুরের ডাল গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে তা তরবারিতে রূপান্তর হয়ে যায়।'

অতঃপর ইমাম জাহবি বলেন, 'এর সনদ মুরসাল।' আল্লামা সুহাইলি *রওজুল আনফ* গ্রন্থে উল্লেখ করেন, জুবায়ের ইবনে বাক্কার বলেছেন, 'উহুদের যুদ্ধে সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের তরবারি ভেঙে গিয়েছিল।' কিন্তু তিনি তাঁর সনদ উল্লেখ করেননি।

তিন.

ইবনে ইসহাক তাঁর উল্লেখিত গাজওয়ায়ে উহুদের হাদিসের শেষের দিকে বলেন, যুদ্ধের পর কুরাইশ বাহিনী যখন মক্কার দিকে যাত্রা করল, তখন আবু সুফিয়ান ইবনে হারব নবীজিকে উদ্দেশ করে উচ্চস্বরে বলল, 'আগামী বছর তোমাদের সঙ্গে বদর প্রান্তরে আবার দেখা হবে।' নবীজি তার এ কথা শুনে এক সাহাবিকে বললেন, 'তুমি বলে দাও, হ্যাঁ, নির্দিষ্ট সময়েই তাদের সঙ্গে আমাদের আবারও দেখা হবে।'

ইবনে ইসহাক এটি সনদ ছাড়া বর্ণনা করেছেন। শাইখ আলবানি বলেন, 'ইবনে ইসহাক ছাড়া অন্য কারও সূত্রে আমি এ বর্ণনা পাইনি।' তবে ওয়াকিদি এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি সকল হাদিসবিশারদের মতে প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

খন্দকের যুদ্ধের ব্যাপারে প্রচলিত ভিত্তিহীন কাহিনি

পরিখা খননের ব্যাপারে সাহাবি সালমান ফারেসির পরাম

ইতিহাস ও সিরাতের গ্রন্থে প্রসিদ্ধ আছে, নবীজি যখন মদিনা
উদ্দেশ্যে কুরাইশ ও আরবের সম্মিলিত বাহিনীর আগমনের সংবাদ
তিনি জরুরি পরামর্শের জন্য সাহাবিদের তলব করেন। তাঁদের মে
সাহাবি সালমান ফারেসিও (রা.) ছিলেন। তিনি নিজের মত প্রকা
'আমি পারস্যের অধিবাসী। পারস্যে আমি দেখেছি, শত্রু দ্বারা ঘের
আশঙ্কায় আমার জাতি নিজেদের বসতি অঞ্চলের চারদিকে প
করত। এতে শত্রু আমাদের এলাকায় প্রবেশের সুযোগ পেত না।'

নবীজির কাছে সালমান ফারেসির এ কৌশল খুব পছন্দ হলো
এ পরামর্শ গ্রহণ করে মদিনার চারপাশে পরিখা খননের নির্দেশ প্রদ

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি তাঁর *ফাতহুল বারি* গ্র
'সিরাত গ্রন্থকারেরা খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খননের জন্য সালম
পরামর্শ দেওয়ার যে কথা উল্লেখ করেছেন, তা সর্বপ্রথম যিনি বে
আবু মা'শার। আবু মা'শার পরিখা খননের জন্য সাহাবি সালম
পরামর্শের কাহিনি উল্লেখ করেছেন।'

তবে তিনি এর সনদ সম্পর্কে কিছু বলেননি। আবু মা'শারে
নাজিহ ইবনে আবদুর রহমান সানাদি। ১৭১ হিজরিতে তিনি ইে

ইমাম তিরমিজি, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম নাসায়ি এবং
মাজাহ প্রমুখ হাদিস গ্রন্থকারগণ আবু মা'শারের সূত্রে হাদিস ব
তবে অনেক মুহাদ্দিস তাঁকে দুর্বল বললেও ইমাম আহমদ
ইতিবাচক মন্তব্য করেছেন। তিনি বলতেন, 'আবু মা'শার নবী
সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখেন।'

মূলত আবু মা'শারের দুর্বলতার ব্যাপারটি সনদের ত্রুটির জন্য দায়ী নয়; বরং দায়ী হলো তাঁর মুরসাল বর্ণনা। তিনি কোনো ধরনের সূত্র ছাড়াই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। তাই তাঁকে কেউ কেউ দুর্বল বলে আখ্যা দিয়েছেন।

এদিকে ইবনে ইসহাক খন্দকের যুদ্ধের ঘটনায় পরিখা খননের কথা বলেছেন ঠিকই; কিন্তু তিনি পরিখা খননের জন্য সালমান ফারেসির পরামর্শের কথা উল্লেখ করেননি। তিনি বর্ণনা করেন :

'নবীজি মদিনার দিকে কুরাইশ ও আরবের সম্মিলিত বাহিনীর অগ্রসর হওয়ার সংবাদ পেয়ে সাহাবিদের জরুরি পরামর্শ সভা ডাকেন। সবার কাছ থেকে মতামত নিয়ে অবশেষে নবীজি মদিনার চারপাশে পরিখা খননের নির্দেশ প্রদান করেন। এরপর নবীজি অগণিত সাওয়াবের সুসংবাদ দিয়ে সাহাবিদের পরিখা খননে উদ্বুদ্ধ করেন।'

ইবনে হিশাম এ ঘটনা সনদ ছাড়া বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এভাবে বলেছেন, 'কারও কারও মতে নবীজিকে সালমান ফারেসি পরিখা খননের জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন।'

নবীজির মু'জিজার নিদর্শন প্রমাণিত নয়

ইবনে ইসহাক সাঈদ ইবনে মাইনার সূত্রে বর্ণনা করেন, সাহাবি নোমান ইবনে বাশিরের (রা.) বোন বিনতে বাশির (রা.) বলেন, 'আমাকে আমার মা আমরাহ বিনতে রাওয়াহা (রা.) ডাকলেন। এরপর তিনি আমার জামার মুঠির মধ্যে এক মুষ্টি খেজুর দিয়ে বললেন, "যাও! এগুলো তোমার পিতা ও মামা আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে দিয়ে আসো। এগুলো তাদের জন্য দুপুরের খাবার।" তখন তারা খন্দকের যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন।

'আমি খেজুরগুলো জামার মধ্যে ধরে খন্দকের প্রান্তরে রওনা হই। তখন দেখি, এক পাশে নবীজি দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "কন্যা! জামার মুঠির মধ্যে কী এনেছ?" আমি উত্তর দিলাম, আমার পিতা ও মামার জন্য...। নবীজি বললেন, "এগুলো আমার হাতের মুঠোয় দাও।" আমি তখন খেজুরগুলো নবীজির হাতের মুঠোয় ঢেলে দিই। খেজুর এত অল্প পরিমাণ ছিল যে নবীজির হাতের মুঠোও খেজুর দ্বারা পুরো ভরেনি।

'তিনি একটি চাদর বিছিয়ে সেখানে খেজুরগুলো ছড়িয়ে রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গে অনেক খেজুর দ্বারা চাদর ভরে গেল। এরপর নবীজি একজনকে নির্দেশ দিলেন, "পরিখা খননে ব্যস্ত সবাইকে জোরে ডাক দিয়ে বলো! তোমাদের জন্য খাবার উপস্থিত। চলে আসো।" নবীজির কথামতো একজন জোরে

ঘোষণা দিয়ে সবাইকে খেজুরের চাদরের কাছে সমবেত করল। দীর্ঘক্ষণ মাটি খনন ও না খেয়ে থাকা ক্লান্ত সাহাবিগণ খেজুর খেতে শুরু করলেন। সবাই তৃপ্তিভরে খেলেন; কিন্তু এর পরও যেন খেজুর শেষ হচ্ছিল না।' বিনতে বাশির বলেন, 'সবার খাওয়া শেষে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, খেজুর চাদর থেকে বাইরে পড়ে যাচ্ছে।'

ইবনে কাসির তাঁর *বিদায়া ওয়ান নিহায়া* গ্রন্থে বলেন, 'ইবনে ইসহাক এভাবেই ওই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তাঁর সনদে বিচ্ছিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। ইমাম বায়হাকিও ইবনে ইসহাকের সূত্রে হুবহু উল্লেখ করেছেন। অতিরিক্ত কিছু বলেননি।'

ইমাম বুখারি তাঁর *সহিহ বুখারি* গ্রন্থে সাহাবি জাবের ইবনে আবদুল্লাহর সূত্রে পরিখার যুদ্ধের কাহিনি এভাবে বর্ণনা করেন, জাবের বলেন, 'আমরা খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খনন করছিলাম। হঠাৎ এক জায়গায় শক্ত অমসৃণ পাথর মাটির নিচে প্রকাশ পায়। আমরা অনেক চেষ্টা করেও তা ভাঙতে সক্ষম হইনি। পরে আমরা নবীজির কাছে এসে এ ব্যাপারে জানালে তিনি বললেন, "আচ্ছা! আমি নিচে নামব। দেখি, কী করা যায়।" এরপর নবীজি নিচে নেমে ওই শক্ত পাথরে আঘাত করলেন। নবীজি যখন নিচে নামছিলেন, তখন আমরা দেখি, তাঁর পেটে পাথর বাঁধা। এদিকে আমরা তিন দিন যাবৎ অনাহারে ছিলাম।

'নবীজির হাতের আঘাতে পাথরটি ভেঙে টুকরো হয়ে বালুকারাশিতে পরিণত হয়। অতঃপর আমি নবীজির কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে বাড়িতে আসি। স্ত্রীকে বলি, আজ নবীজিকে এমন অবস্থায় দেখেছি, যা সহ্য করার মতো নয়। ঘরে কি কোনো খাবার আছে? থাকলে প্রস্তুত করে দাও।' উত্তরে আমার স্ত্রী বললেন, এখন ঘরে কিছু যব ও একটি ছাগলছানা আছে। আমি স্ত্রীকে যব পিষতে দিয়ে ছাগলছানা জবাই করতে যাই। ছাগলের গোশত চুলায় ডেগচিতে দিয়ে দ্রুত নবীজির কাছে চলে আসি। এ সময় আটা থেকে খামির হচ্ছিল এবং গোশতও প্রায় রান্না হয়ে আসছিল।

'আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার ঘরে কিছু খাবার আছে। আপনি এক বা দুজনকে সঙ্গে নিয়ে চলুন। নবীজি জিজ্ঞেস করলেন, কী পরিমাণ খাবার আছে? আমি তাঁকে সব খুলে বললে তিনি বললেন, এ তো অনেক উত্তম। এরপর তিনি আমাকে বললেন, "তুমি তোমার স্ত্রীকে গিয়ে বলো! আমি না আসা পর্যন্ত যেন চুলা থেকে গোশতের ডেগচি ও রুটি না নামায়।"

'অতঃপর নবীজি পরিখা খননে অংশগ্রহণকারী সবাইকে বললেন, "তোমরা চলো! জাবের তোমাদেরকে খাওয়ার নিমন্ত্রণ জানিয়েছে।" মুহাজির ও আনসার সাহাবিগণ নবীজির সঙ্গে চলতে লাগলেন। এদিকে আমি বাড়িতে এসে স্ত্রীকে বললাম, "তোমার সর্বনাশ হোক (এখন কী অবস্থা হবে?)! নবীজি তো মুহাজির-আনসার ও তাঁদের অন্য সাথিদের নিয়ে আমাদের বাড়িতে চলে আসছেন।" স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, "নবীজি কি আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন?" আমি বললাম, হ্যাঁ।

'এরপর নবীজি বাড়িতে এসে সবাইকে বললেন, "তোমরা জাবেরের বাড়িতে প্রবেশ করো; তবে ভিড় কোরো না।" এই বলে তিনি রুটি টুকরা করে এর ওপর গোশত দিয়ে সাহাবিদের মধ্যে বিতরণ করতে লাগলেন। রুটি-গোশত পরিবেশন করার সময় তিনি ডেগচি ও চুলা ঢেকে রাখছিলেন। এভাবে তিনি রুটি টুকরা করে হাতভরে সবার সামনে পরিবেশন করতে থাকেন। সবাই পেটভরে খাওয়ার পরও আরও কিছু খাবার রয়ে গেল। তখন নবীজি জাবেরের স্ত্রীকে বললেন, "এবার তুমি খাও এবং অন্যদের হাদিয়া দাও। কারণ লোকদের প্রচণ্ড ক্ষুধা পেয়েছে।"'

সহিহ বুখারি গ্রন্থে বর্ণিত উপরিউক্ত হাদিসে নবীজির মু'জিজা সরাসরি প্রমাণিত সাব্যস্ত হয়। তা ছাড়া নবীজির হাতের বদৌলতে খাবার ও পানীয় পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়টি আরও অনেক সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। এ অবস্থায় দুর্বল সনদে এ জাতীয় বর্ণনার পেছনে পড়া কিংবা এসব বর্ণনা না থাকলেও কোনো সমস্যা নেই। ইমাম বুখারি তাঁর *সহিহ বুখারি* গ্রন্থের অন্য জায়গায় 'নবুওয়াতের নিদর্শন' শীর্ষক অধ্যায়ে এ জাতীয় আরও ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

সালমান আহলে বাইতের সদস্য

ঐতিহাসিক ইবনে সা'আদ, হাকিম ও আরও অন্যান্য সিরাত গ্রন্থকার কাসির ইবনে আবদুল্লাহর সূত্রে আমর ইবনে আওফের দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খননের জন্য নবীজি কাজ ভাগ করে দিতে প্রতি ৪০ হাত জায়গা ১০ জন সাহাবির মধ্যে বণ্টন করে দিচ্ছিলেন। ইত্যবসরে সালমান ফারেসিকে দলে নিতে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে কাড়াকাড়ি শুরু হয়। তখন নবীজি বললেন, 'সালমান আমার পরিবারভুক্ত।'

যেহেতু সালমান মক্কারও ছিলেন না যে মুহাজির গণ্য হবেন, আবার মদিনারও ছিলেন না যে আনসার গণ্য হবেন। তাই নবীজির প্রিয় এই সাহাবিকে নিয়ে

একপ্রকার কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে যায়। তখন নবীজি কারও পক্ষে না গিয়ে নিজের পরিবারভুক্ত বলে সালমানকে বরণ করে নিলেন। তিনি পারস্যের অধিবাসী ছিলেন। তাই এমন হয়েছে।

ইমাম জাহবি *তালখিস* গ্রন্থে বলেন, 'এ বর্ণনার সনদ দুর্বল।' আল্লামা হাইসামি এর সূত্রকে ইমাম তাবারানির দিকে সম্পৃক্ত করে তাঁর *মাজমাউজ জাওয়ায়েদ* গ্রন্থে লিখেছেন, 'এ বর্ণনার সূত্রে যে কাসির ইবনে আবদুল্লাহর কথা উল্লিখিত হয়েছে, অধিকাংশ আলেম তাঁকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। তবে ইমাম তিরমিজি কাছিরের সনদকে হাসান বলে অভিহিত করেছেন। অবশ্য এ সূত্রের অন্য বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য।'

ইমাম জাহবি তাঁর *সিয়ারু আলামিন নুবালা* গ্রন্থে সালমানের জীবনীতে এ প্রসঙ্গ টেনে বলেন, 'কাসির ইবনে আবদুল্লাহ মারাত্মক পর্যায়ের দুর্বল।'

অতঃপর তিনি আ'মাশের সূত্রে আবুল বাখতারি থেকে বর্ণনা করেন, লোকেরা সাহাবি আলিকে নবীজির আহলে বাইতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আহলে বাইতের কার ব্যাপারে জানতে চাইছ?' তারা উত্তর দিল, 'সালমানের ব্যাপারে।' আলি বললেন, 'সালমান! তিনি তো পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকলের জ্ঞান পেয়েছেন। তিনি এমন জ্ঞানসমুদ্র, যার তলদেশের নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়। তিনি আমাদেরই পরিবারভুক্ত।' (আহলে বাইত)

শাইখ শু'আইব আরনাউত *সিয়ার* গ্রন্থের টীকায় বলেন, 'এ বর্ণনার সনদের সবাই নির্ভরযোগ্য। ফাসাবি তাঁর *মা'রিফাহ ওয়াত তারিখ* গ্রন্থে আরও দীর্ঘ পরিসরে এ বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তাঁর সূত্রের বর্ণনাকারীরাও নির্ভরযোগ্য। ইমাম তাবারানি ও আবু নু'আইম তাঁর *হিলইয়া* গ্রন্থে এ ঘটনা উল্লেখ করেছেন।'

শাইখ আলবানি ওই ঘটনার মূল সূত্র আলির দিকে হওয়ার বিষয়টিকে সহিহ বলে সাব্যস্ত করেছেন।

হাসসান ইবনে ছাবিতের প্রতি ভীরুতার অপবাদ

ইবনে ইসহাক ইয়াহইয়া ইবনে আব্বাদের সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, সাফিয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব একবার হাসসান ইবনে ছাবিতের দুর্গে একটি উঁচু স্থানে অবস্থান করছিলেন। তিনি বলেন, 'আমরা নারী-শিশুরা দুর্গে অবস্থান করছিলাম। তখন হাসসান ইবনে সাবিতও আমাদের সঙ্গে

সেখানে ছিলেন। বনু কুরাইজের সঙ্গে মুসলিমদের যুদ্ধ চলছিল। তারা নবীজির সঙ্গে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে।'

অতঃপর সাফিয়া আরও বলেন, 'আমি দেখলাম, এক ইহুদি দুর্গের আশপাশে ঘোরাফেরা করছে। তাকে প্রতিহত করার মতো আমাদের মধ্যে কেউ ছিল না। ওদিকে নবীজি ও তাঁর সাহাবিগণ যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। যার কারণে আমাদের কাছে তাঁদের কারও ফিরে আসার সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছিল না। তখন আমি হাসসানের দিকে এগিয়ে যাই। তাঁকে বলি, হাসসান! এক ইহুদি কুমতলব নিয়ে এখানে ঘোরাফেরা করছে। এখানে আমাদের নারী ও শিশু ছাড়া অন্য কেউ নেই। তাকে আমার সুবিধাজনক বলে মনে হচ্ছে না। সে আমাদের এমন অবস্থা অপরাপর ইহুদিদের কাছে বলে দেবে। তুমি গিয়ে ওই ইহুদির পশ্চাদ্ধাবন করো এবং তাকে হত্যা করো।'

উত্তরে হাসসান অপারগতা প্রকাশ করে বললেন, 'হে সাফিয়া! আল্লাহ তোমায় ক্ষমা করুন। তুমি তো জানোই, এসব হত্যাকাণ্ড আমার পক্ষে সম্ভব নয়।' এরপর সাফিয়া বলেন, 'হাসসান অপারগতা জানানোর পর আমি এদিক-ওদিক দেখতে থাকি। হঠাৎ এক স্থানে একটি বড় খুঁটির মতো কিছু দেখতে পেয়ে গিয়ে তা তুলে নিই।

'সেটা নিয়ে আমি কেল্লার নিচে তাকে লক্ষ্য করে নেমে আসি এবং তার মাথায় সে খুঁটি দিয়ে সজোরে আঘাত করি। এতে ইহুদি লোকটি ঘটনাস্থলেই নিহত হয়।'

সাফিয়া বলেন, 'এরপর আমি দুর্গে ফিরে আসি। হাসসানকে ডেকে বলি, তুমি নিচে নেমে এর অস্ত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে নাও। আমি নারী হওয়ার কারণে তা করতে পারছি না।' কিন্তু হাসসান এতেও অস্বীকৃতি জানান। বলেন, 'আমার এর কোনো প্রয়োজন নেই।'

ওই ঘটনার বর্ণনাসূত্রে ইয়াহইয়া ও তাঁর পিতা আব্বাদ উভয়েই নির্ভরযোগ্য। তবে ইয়াহইয়ার পিতা তাবেয়ি হওয়ায় এ বর্ণনাটি মুরসাল পর্যায়ভুক্ত।

ইবনে সা'আদ এ ঘটনা সংক্ষেপে এবং হাকিম এটি হিশাম ইবনে উরওয়ার পিতার সূত্রে সাফিয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। উরওয়া বলেন, 'আমি সাফিয়াকে বলতে শুনেছি।' হাকিম এ প্রসঙ্গে বলেন, 'এ ঘটনার সনদ ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহিহ; তবে তাঁরা এ ঘটনা উল্লেখ করেননি।'

এরপর ইমাম জাহবি ওই কথার বিরোধিতা করে বলেন, 'উরওয়া সাফি বিনতে আবদুল মুত্তালিবের সাক্ষাৎ পাননি।' তবে হাকিম এ ঘটনাটি অ সনদে ইসহাক ইবনে ইবরাহিম ফারবি থেকে উম্মে ফারওয়া বিনতে জাফ ইবনে জুবায়েরের সূত্রে তাঁর দাদা জুবায়ের থেকে বর্ণনা করেছেন। জুবায়ে সরাসরি সাফিয়া থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর তিনি বলেন, 'এ ঘটনা আরও দীর্ঘ পরিসরে উল্লেখিত হয়েছে ওই সনদটি দুর্লভ। তবে অবশ্যই তা সহিহ সনদে বর্ণিত হয়েছে।' ইমা জাহবি *তালখিস* গ্রন্থে বলেন, 'এই সনদটি দুর্লভ হলেও সহিহ।' তবে আমি (মূল গ্রন্থকার) উম্মে ফারওয়ার জীবনী কোথাও পাইনি।

তবে ইমাম জাহবি তাঁর *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা* গ্রন্থে উম্মে ফারওয়ার জীবনীতে তাঁর নাম 'উম্মে উরওয়াহ বিনতে জাফর' লিখেছেন।

শু'আইব আরনাউত বলেন, 'উম্মে ফারওয়া সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তবে তাঁর পিতা জাফরের কথা ইবনে আবু হাতিম তাঁর *জারহ ওয়া তা'দিল* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তবে ভালো-মন্দ কোনো মন্তব্য করেননি। অর্থাৎ, জরাহও করেননি, তাদিলও করেননি।

আল্লামা হাইসামি এ ঘটনা *মাজমাউজ জাওয়ায়েদ* গ্রন্থে উল্লেখ করার পর জুবায়ের থেকে বর্ণিত ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, 'ইমাম বাজ্জার ও আবু ইয়ালা এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁদের দুজনেরই সনদ দুর্বল।' অতঃপর তিনি উরওয়ার সূত্রে বর্ণিত ঘটনায় বলেন, 'এ ঘটনা ইমাম তাবারানি উল্লেখ করেছেন। তাঁর বর্ণনাসূত্রে উরওয়া পর্যন্ত সবাই সহিহ হাদিস বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত। তবে ওই ঘটনাটি মুরসাল ধারায় বর্ণিত।'

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি তাঁর *ফাতহুল বারি* গ্রন্থে এ ঘটনার সূত্র ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের সনদে আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, 'এর সনদ শক্তিশালী।' (মূল গ্রন্থকার বলছেন) তবে ইবনে হাজারের কথার পরিপ্রেক্ষিতে এর সম্ভাব্য স্থান অনুমান করে আমি *মুসনাদে আহমাদ* গ্রন্থের যে বিন্যাস ইমাম সাআতি করেছেন এবং যেটার নাম হলো আল ফাতহুর রব্বানি, সেখানে খুঁজে পাইনি। ওই কিতাবের খন্দক এবং গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ আবশ্যক হওয়া সংক্রান্ত অধ্যায়ে আমি তালাশ করেছি।'

ইবনে আবদুল বার *ইসতি'আব* গ্রন্থে হাসসান ইবনে ছাবিতের জীবনীতে লিখেছেন, অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও সিরাত গ্রন্থকারের মতে হাসসান খুবই ভীরু প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁরা ইবনে জুবায়েরের সূত্রে এ কথা বলেছেন।

ইবনে জুবায়েরের সূত্রে বর্ণনাকারীরা তাঁর ভীরুতার বেশ কিছু দৃষ্টান্তও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কথাগুলো খুব খারাপ শোনা যায় বলে সেগুলো আমি (ইবনে আবদুল বার) উল্লেখ করলাম না। যাঁরা তাঁর ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন, তাঁদের কেউ কেউ বলেন, 'হাসসান অতিরিক্ত ভীরু হওয়ায় নবীজির সঙ্গে কোনো অভিযানে অংশগ্রহণ করেননি।'

এসব কথার পরিপ্রেক্ষিতে আলেমগণ বলেন, যদি আসলেই হাসসান ভীরু হতেন, তাহলে ব্যাপকভাবে তাঁর নিন্দা এবং কুৎসা রটানো হতো। কারণ, তিনি নিজে কাফের, মুশরিক ও ইহুদি সম্প্রদায়ের ভীরুতা এবং অপরাপর অমুসলিম কবিদের বিরুদ্ধে নিন্দা কবিতার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলে প্রবল নিন্দা করতেন। অথচ তাঁদের পক্ষ থেকে হাসসানের ব্যাপারে এ জাতীয় কোনো নিন্দাবাদ করা হয়নি। সুতরাং তিনি যদি এমন ভীরু প্রকৃতির হতেন, তাহলে তাঁরও এমন কুৎসা রটানো হতো।

ইমাম সুহাইলি তাঁর *রওজুল উনুফ* গ্রন্থে বলেন, উপরিউক্ত ঘটনায় হাসসান ইবনে ছাবিতের ভীরুতার প্রসঙ্গ হচ্ছে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। অর্থাৎ তিনি কি মূলত ভীরু প্রকৃতির ছিলেন? অনেক আলেম তা প্রত্যাখ্যান করে একে হাসসানের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ বলে অভিহিত করেছেন। কারণ এ ঘটনার বর্ণনাসূত্রে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।

যদিও-বা এ বর্ণনা পুরোপুরি সঠিক হয়, তাহলে মনে রাখুন, এটি তাঁর প্রতি বিধর্মী কবিদের বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য। কারণ হাসসান ইবনে সাবিত নিজেই দারার, ইবনে জাব'আরি ও আরও অনেক অবিশ্বাসী কবি-সাহিত্যিককে বিদ্রূপ করতেন। তাদের অশ্লীল রচনা ও ইসলামের বিরুদ্ধে করা কটূক্তির কড়া উত্তর তিনি প্রদান করতেন। তাই তারা ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে এমন অপবাদ আরোপ করে। অথচ কটাক্ষ করলেও এসব জাহেলি কবির কেউই তাঁকে এর পরও ভীরু বলে অপবাদ দেয়নি। আর এটিই ইবনে ইসহাকের বর্ণনাসূত্রের দুর্বলতার সপক্ষে প্রমাণ।

এমন হওয়াও অসম্ভব কিছু নয় যে, ওইদিন দুর্গে হাসসান ইবনে সাবিত নিশ্চয় কোনো কারণে অপারগ ছিলেন, যার ফলে তিনি নবীজির সঙ্গে অভিযানে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। বর্ণনার এমন ব্যাখ্যাই অধিক যুক্তিসংগত। আর যাঁরা এমন বর্ণনাগুলোকে সহিহ মানতে চান না, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন আবু আমর ইবনে আবদুল বার। তিনি তাঁর *দুরার* নামক কিতাবে বিষয়টি মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

এ ছাড়া আরও একাধিক কারণে নবীজির বরেণ্য এ সাহাবির ব্যাপারে এ জাতীয় অপবাদ কখনো সঠিক হতে পারে না। সার্বিক বিবেচনায় উপরিউক্ত বর্ণনার সনদ ও মূলপাঠ কোনোটিই সঠিক নয়। আর তা হচ্ছে :

এক. ওই ঘটনা ধারাবাহিক ও সহিহ সনদে বর্ণিত হয়নি; বরং এর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন আগে এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

দুই. মূলত হাসসান ইবনে সাবিত কাব্যছন্দে বিধর্মী ও অবিশ্বাসী ইসলামের বিরুদ্ধে কবি-সাহিত্যিকদের কটূক্তির প্রতিবাদ করতেন। তাই তারা ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে ভীরু বলে অপবাদ দেয়। তাই তাঁর ভীরুতার ব্যাপার যদি আসলেই সত্য হতো, তাহলে এসব কাফের মুশরিক কবিরা ব্যাপকভাবে তাঁর নিন্দা ছড়াত। অথচ তারাও এমন কোনো কুৎসা রটায়নি। এ ব্যাপারে হাদিসশাস্ত্রের বিখ্যাত দুই জ্ঞানতাপস ইবনে আবদুল বার এবং সুহাইলির আলোচনা আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

তিন. ইসলামে সংঘটিত মুখোমুখি কোনো সংগ্রামেই হাসসান ইবনে ছাবিতের পিছু হটার কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। বদর, উহুদ, খন্দক ও হুনাইনের মতো রক্তক্ষয়ী সব যুদ্ধেই তিনি নবীজির সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন।

চার. খন্দকের অভিযানে মদিনা শহরের চারপাশে পরিখা খননের কারণে সেখানে বিধর্মী বাহিনীর সঙ্গে মুসলিমদের সরাসরি যুদ্ধ হয়নি। কুরাইশ ও আরবের সম্মিলিত বাহিনী ছিল পরিখার অপর পাশে এবং মুসলিমগণ ছিলেন মদিনার দিকে। উভয় পক্ষ থেকে শুধু তির নিক্ষেপ হয়েছে মাত্র। এতে মুসলিমদের পক্ষে সা'আদ ইবনে মু'আজ (রা.) আহত হয়েছিলেন। তাই এ যুদ্ধে কারও পক্ষেই পিছু হটার প্রশ্ন আসতে পারে না।

পাঁচ. এটি ছিল খন্দকের যুদ্ধের সময়ের ঘটনা। এ সময় সাহাবি হাসসান ইবনে ছাবিতের বয়স ৭১ মতান্তরে ৮৫ ছিল। অতএব, বার্ধক্যের এ বয়সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করাটাই স্বাভাবিক। কারণ তখন তা অপারগতা বলে গণ্য হবে। তাই তাঁর ব্যাপারে ভীরুতার যে অপবাদ দেওয়া হয়েছে, এর কোনো ভিত্তি নেই।

নু'আইম ইবনে মাসউদ গাতফানি কর্তৃক সম্মিলিত বাহিনীর সঙ্গে প্রতারণা

আরবের সম্মিলিত বাহিনী কর্তৃক মদিনায় আক্রমণের (খন্দকের যুদ্ধে) এ ঘটনায় আরেকটি প্রসিদ্ধ বর্ণনা পাওয়া যায়, যা ইবনে ইসহাক উল্লেখ

করেছেন। তিনি বর্ণনা করেন, গাতফান গোত্রের নু'আইম ইবনে মাসউদ যুদ্ধ চলাকালেই নিজ পরিবারের কাউকে না জানিয়ে নবীজির কাছে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি নবীজির সঙ্গে খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এরপর তিনি নবীজিকে বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি আমাকে যা ইচ্ছে আদেশ করুন। আমি তা পালন করতে প্রস্তুত।'

উত্তরে নবীজি বললেন, 'তুমি আমাদের মধ্যে একমাত্র ব্যক্তি, যে এই কাজটি করতে সক্ষম হবে। তুমি কুরাইশদের নেতৃত্বে সম্মিলিত বাহিনীর ভেতরে ভুয়া তথ্য ছড়িয়ে তাদের বিভ্রান্ত করে দাও। মনে রেখো, যুদ্ধের অর্থ হচ্ছে প্রতিপক্ষকে কূটকৌশলে আটকে ফেলা।'

নবীজির নির্দেশ পেয়ে নু'আইম ইবনে মাসউদ ইহুদি গোত্র বনু কুরাইজার কাছে যান। তিনি তাদের উদ্দেশে বলেন, 'কুরাইশ বাহিনী ও গাতফান গোত্র তোমাদের পরিত্যাগ করেছে। তারা তোমাদের সঙ্গে এ যুদ্ধে জড়াতে ইচ্ছুক নয়। তোমরা এক কাজ করো। কুরাইশদের যেসব লোক তোমাদের কাছে রয়েছে, তাদের বিনিময়ে তোমরা কুরাইশদের থেকে পণ আদায় করো। এতে তোমাদেরই লাভ হবে।' গাতফান গোত্রের সন্তান হওয়ায় কুরাইজার ইহুদিরা সহজেই নু'আইম ইবনে মাসউদের কথা বিশ্বাস করে ফেলে। তারা তাঁকে এ বলে উত্তর দেয়, 'তুমি আমাদের অনেক ভালো পরামর্শ দিলে।'

এরপর তিনি কুরাইশদের ছাউনিতে যান। তাদের উদ্দেশে বলেন, 'কুরাইজা গোত্রের ইহুদিরা মুহাম্মদের সঙ্গে যে শান্তিচুক্তি করেছিল, তা ভঙ্গ করার ফলে তারা খুবই লজ্জিত। তাই তারা এ যুদ্ধে মুসলিমদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে।' নু'আইম কুরাইশ নেতাদের আরও বললেন, 'মুহাম্মদের সন্তুষ্টি আর ইঙ্গিত পেলে ইহুদিরা তোমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে ধরে নিয়ে মুহাম্মদের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, যাতে সে তাদেরকে হত্যা করে। কাজেই তোমরা পণস্বরূপ তোমাদের কাউকে তাদের হাতে ছেড়ে দিয়ো না।'

অতঃপর নু'আইম কুরাইশদের মতো স্বীয় গোত্র গাতফানের লোকদেরও এভাবেই বনু কুরাইজার বিরুদ্ধে উসকে দেন। ফলে আরবের সম্মিলিত বাহিনীর মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তাদের জোটে ভাঙনের সম্ভাবনা দেখা দেয়।

ওই ঘটনা প্রসঙ্গে শাইখ আলবানি বলেন, ইবনে ইসহাক এ ঘটনা সনদ ছাড়া বর্ণনা করেছেন। তাঁর সূত্রে ইবনে হিশামও উল্লেখ করেছেন। তবে নবীজির উক্তি 'নিশ্চয় যুদ্ধ প্রতারণার অংশ' অবশ্যই সহিহ সনদে বর্ণিত

হয়েছে, যা শাইখাইন (ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম) সাহাবি জাবের এবং আবু হুরায়রার সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

এ প্রসঙ্গে ড. আকরাম উমরি বলেন, ওই ঘটনা হাদিসের ধারাবাহিক বর্ণনায় পাওয়া না গেলেও সিরাতের গ্রন্থগুলোতে তা অনেক প্রসিদ্ধ।

অবশ্য আল্লাহ তায়ালা দুই শক্তির সাহায্যে আরবের সম্মিলিত বাহিনীর মধ্যে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছিলেন, যা তিনি কোরআনের সুরা আহজাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন :

'হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করো, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল। অতঃপর আমি তাদের বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম, যাদেরকে তোমরা দেখতে না। তোমরা যা করো, আল্লাহ তা দেখেন।'*

ওই আয়াতে দুটি শক্তির কথা বলা হয়েছে। প্রথমটি প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু এবং দ্বিতীয়টি অদৃশ্য সৈন্যবাহিনী তথা ফেরেশতা। এ বাতাস প্রসঙ্গে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম সাহাবি আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, নবীজি ইরশাদ করেছেন, 'আমি প্রবাহিত বাতাস দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছি। আর আদ জাতিকে পশ্চিমা লু হাওয়া দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে।'

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি *ফাতহুল বারি* গ্রন্থে লিখেছেন, ইমাম আহমদ সাহাবি আবু সাঈদের (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'আমরা খন্দকের যুদ্ধে নবীজিকে বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমরা কি আল্লাহ তায়ালাকে কিছু বলতে পারি? পিপাসা ও ক্ষুধায় আমাদের প্রাণ যেন ওষ্ঠাগত হয়ে যাচ্ছে।' উত্তরে নবীজি বললেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই। কেন নয়?' এরপর তিনি দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ! আপনি আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি গোপন রাখুন এবং আমাদের ভীতি-শঙ্কা দূর করে দিন।' নবীজির দোয়া শেষ হতেই আল্লাহ তায়ালা প্রবল বেগে বাতাস প্রেরণ করেন। তীব্র তুফানে বিধর্মী বাহিনীর ছাউনি লন্ডভন্ড হয়ে যায়। তারা এদিক-ওদিক বিক্ষিপ্ত হয়ে ছুটতে শুরু করে।

অতঃপর হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি বলেন, 'এখানে গ্রন্থকার কী উদ্দেশ্যে উপরিউক্ত হাদিস বর্ননা করেছেন, তা হাদিসের বাক্য দেখে সহজেই বোঝা যাচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা প্রবল বাতাস ও তুফানের মাধ্যমে মুসলিম বাহিনীকে সাহায্য করেছিলেন।'

---

* সুরা আহজাব : ৯

তবে হাফেজ ইবনে হাজার যে সূত্রে ওই হাদিস উল্লেখ করেছেন, তাতে রুবাইহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু সাঈদ নামের একজন দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন।

শাইখ আলবানি এ ঘটনায় উল্লেখিত নবীজির দোয়াকে সহিহ বলে সাব্যস্ত করেছেন। ঘটনার ব্যাপারে সত্যায়ন করেননি।

এ ছাড়া কোরআনের আয়াতে যে অদৃশ্য সৈন্যবাহিনীর কথা বলা হয়েছে, তাফসিরকারদের ভাষায় তাঁরা ছিলেন ফেরেশতা। যাদের ব্যাপারে কোরআনের তিন জায়গায় আল্লাহ তায়ালা বলেছেন। এর মধ্যে সুরা তওবায় দুই জায়গার কথা বলেছেন। প্রথমটি হুনাইন যুদ্ধের সময় এবং দ্বিতীয়টি হিজরতের সময়। ইরশাদ হচ্ছে :

'তারপর আল্লাহ অবতারণা করলেন নিজের পক্ষ থেকে তাঁর রাসুল ও মুমিনদের প্রতি সান্ত্বনা এবং অবতীর্ণ করেন এমন সেনাবাহিনী, যাদের তোমরা দেখতে পাওনি। আর তিনি শাস্তি প্রদান করেন কাফেরদের এবং এটি হলো কাফেরদের কর্মফল।'*

আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে সাহায্য করেছিলেন মদিনায় হিজরতের সময়। যখন নবীজি (সা.) ও আবু বকর (রা.) ছাওর গুহায় আত্মগোপন করেন, তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে মাকড়সার জাল বিস্তৃত করার মাধ্যমে সাহায্য করেছিলেন। এ ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে :

'যদি তোমরা তাকে (রাসুলকে) সাহায্য না করো, তবে মনে রেখো, আল্লাহ তাঁর সাহায্য করেছিলেন, যখন তাঁকে কাফেররা বহিষ্কার করেছিল। তিনি ছিলেন দুজনের একজন, যখন তাঁরা গুহার মধ্যে ছিলেন। তখন তিনি আপন সঙ্গীকে (আবু বকরকে) বললেন, বিষণ্ন হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।

'অতঃপর আল্লাহ তাঁর প্রতি স্বীয় সান্ত্বনা অবতীর্ণ করলেন এবং তাঁর সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা দেখোনি। বস্তুত আল্লাহ কাফেরদের মাথা নিচু করে দিলেন এবং আল্লাহর কথাই সদা সমুন্নত এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'*

---

* সুরা তওবা : ২৬

* সুরা তওবা : ৪০

আরেকবার ফেরেশতাগণ মুসলিম বাহিনীর পক্ষে লড়েছিলেন খন্দকের যুদ্ধে। যার বর্ণনা আল্লাহ তায়ালা সুরা আহজাবে ইরশাদ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আগেই বলা হয়েছে।

সর্বমোট এই তিন জায়গায় অদৃশ্য বাহিনীর ব্যাখ্যায় ফেরেশতাদের কথা বলা হয়েছে।

ইমাম বায়হাকি তাঁর *দালায়েলুন নুবুওয়াহ* গ্রন্থে এ ঘটনা আহমাদ ইবনে আবদুল জাব্বারের সূত্রে আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি আহমাদ ইবনে আবদুল জাব্বার সম্পর্কে বলেন, 'আহমাদ দুর্বল বলে বিবেচিত। তবে তাঁর সূত্রে বর্ণিত সিরাতের ঘটনা সহিহ।'

ইবনে কাসির এ ঘটনা ইমাম বায়হাকির সূত্রে সামান্য পরিবর্তন সাপেক্ষে বর্ণনা করেছেন। এসব বর্ণনার আলোকে বোঝা যায়, আল্লাহ তায়ালা সাহায্য করার পর নবীজি আরব ও কুরাইশদের সম্মিলিত বাহিনীর মধ্যে গুজব ছড়িয়ে তাদের বিভ্রান্ত করে দেন। যার ফলে তাদের জোটে ভাঙন দেখা দিয়েছিল। আর নু'আইম ছিলেন শুধু নবীজির পক্ষ থেকে বার্তাবাহক মাত্র।

বনু কুরাইজার যুদ্ধে জাবির ইবনে বাতার ঘটনা

ইবনে ইসহাক বনু কুরাইজার হাদিসের শেষে ইবনে শিহাব জুহরির সূত্রে বর্ণনা করেন, কুরাইজা গোত্রের জাবির ইবনে বাতা জাহেলি যুগে ছাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাসকে অনেক সহযোগিতা করেছিলেন। তাঁর উপনাম ছিল আবু আবদুর রহমান। জুহরি বলেন, 'জাবিরের কোনো এক সন্তান বর্ণনা করেন, জাহেলি যুগে বুয়াস যুদ্ধের সময় জাবির ইবনে বাতা সাবিতের ওপর অনুগ্রহ করেছিলেন। অনুগ্রহটি হলো, সাবিত বন্দী হলেন। যখন তাঁকে হত্যা করে ফেলা হবে, তখন জাবির তাঁকে হত্যা হওয়া থেকে বাঁচিয়ে দেন লঘু শাস্তি নির্ধারণ করে। লঘু শাস্তি হলো, সামনের চুল কেটে ফেলা। সাবিতের সামনের চুল কেটে দিয়ে তাঁর পথ ছেড়ে দেন। জাবির তখন বার্ধক্যে উপনীত, তখন বনু কুরাইজার সঙ্গে মুসলিমদের যুদ্ধ চলাকালীন তিনি জাবির ইবনে বাতার কাছে এসে বললেন, 'হে আবু আবদুর রহমান! তুমি কি আমাকে চিনতে পেরেছ?' উত্তরে জাবির বলল, 'তোমার মতো মানুষকে আমি কীভাবে না চিনে থাকতে পারি?' ছাবেত তাকে বললেন, 'আমি তোমাকে নিজ হাতে বিনিময় দিতে চাই।'

অতঃপর তিনি বর্ণনা করেন, সাবিত নবীজির কাছে জাবিরের রক্তের নিরাপত্তা চাইলেন। অর্থাৎ নবীজির কাছে সাবিত সুপারিশ করলেন, যাতে

জাবিরকে হত্যা না করা হয়। নবীজি জাবিরের রক্তপণ ছেড়ে দিলেন। অর্থাৎ তাঁকে প্রাণদণ্ড থেকে মুক্তি দিলেন এবং সাবিতের কথা রাখলেন। তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, তার রক্ত তোমার হাতে ন্যস্ত করা হলো।' এরপর সাবিতের সন্তান জুবাইর ইবনে সাবিত নবীজির কাছে গিয়ে জাবিরের সন্তানাদি এবং পরিবারকে ন্যস্ত করার অনুরোধ জানালে নবীজি সেটাও মেনে নেন। ধনসম্পদ ন্যস্ত করার অনুরোধ করলে নবীজি সেটাও দিয়ে দেন।

এরপর জাবির ইহুদিদের বেশ কিছু নেতার ব্যাপারে জানতে চাইলেন, তাদের কী করা হয়েছে। তাঁকে জানানো হলো, তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে। তখন জাবির বলে উঠলেন, 'সাবিত! আমাকে তাদের সঙ্গে মিলিত হতে দাও। আমি নিজে তোমার কাছে এই প্রতিদানটুকু চাইছি। আল্লাহর কসম! এমন সব নেতার মৃত্যুর পর আমার বেঁচে থাকাতে আর কোনো কল্যাণ নেই।'

অতঃপর সাবিত ইবনে কায়েস জাবিরকে সামনে এগিয়ে দিয়ে তাঁর গর্দান উড়িয়ে দেন।

ইবনে ইসহাকের সূত্রে এ ঘটনা ইমাম বায়হাকি তাঁর *দালায়েল* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তবে ইবনে শিহাবের সূত্রে যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তা মুরসাল হওয়ায় এর ওপর আস্থা রাখা যায় না।

ইমাম বায়হাকি তাঁর *সুনানে কুবরা* নামক অপর গ্রন্থে উরওয়ার সূত্রে মুরসাল সনদে এ ঘটনা এনেছেন। ওই সনদে ইবনে লাহিয়া নামের এক দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন।

আল্লামা হাইসামি *মাজমাউজ জাওয়ায়েদ* গ্রন্থে এ ঘটনার সূত্র *আল-মু'জামুল আওসাত* গ্রন্থে ইমাম তাবারানির দিকে সম্পৃক্ত করেন। অতঃপর বলেন, 'এর সনদে মুসা ইবনে উবাইদা রয়েছেন, যিনি দুর্বল বর্ণনাকারী বলে পরিচিত।'

তবে সমকালীন পর্যায়ের কোনো কোনো ঐতিহাসিক উপরিউক্ত ঘটনার প্রামাণ্যতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন, 'জাবির ইবনে বাতার ছেলে আবদুর রহমান সাহাবি ছিলেন। এ কারণেই ইবনে আবদুর বার তাঁর রচিত সাহাবিদের বিখ্যাত জীবনীগ্রন্থ *আল ইসতি'আব* গ্রন্থে তাঁর জীবনী উল্লেখ করেছেন। এ জাতীয় কথার দ্বারা ওই ঘটনার কোনো বিষয় প্রমাণিত হয় না। কারণ আবদুর রহমান ইবনে জাবির যে সাহাবি ছিলেন, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

তা ছাড়া রিফা'আহ কুরাজি তাঁর স্ত্রীকে তালাক প্রদানের পর জাবির ইবনে বাতার ছেলে আবদুর রহমান তাকে বিয়ে করেছিলেন। বিয়ের এ ঘটনা ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়টি প্রমাণিত যে, বনু

কুরাইজার গোত্রে ইহুদি হয়ে যারা বেড়ে ওঠেনি, তাদেরকে হত্যা করা হয়নি। কারণ বনু কুরাইজার অনেকেই পরবর্তী সময়ে ইসলামে দীক্ষিত হয়। তাঁরা হলেন কাব কুরাজি, কাসির ইবনে ছায়েব, আতিয়া কুরাজি, আবদুর রহমান ইবনে জাবির ও আরও অনেকে।

তা ছাড়া ওই ঘটনা জাবিরের নিজ গোত্রের লোকদের সঙ্গে পরজগতে মিলিত হওয়ার আবেদন এবং ছাবেত কর্তৃক তাঁকে হত্যা করে ফেলার বিষয়টি কোরআনে একাধিক আয়াতের বিপরীত। যেখানে ইহুদিদের পার্থিব লোভ-লালসা ও মৃত্যু থেকে বেঁচে থাকার বাসনার কথা বলা হয়েছে। কোরআনে আল্লাহ তায়ালা তাদের এ স্বভাবের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে ইরশাদ করেন :

'আপনি তাদেরকে জীবনের প্রতি সবার চাইতে, এমনকি মুশরিকদের চাইতেও অধিক লোভী দেখবেন। তাদের প্রত্যেকে কামনা করে, যেন তারা হাজার বছর আয়ু পায়। অথচ এরূপ আয়ুপ্রাপ্তি তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আল্লাহ সব দেখেন, যা কিছু তারা করে।'*

জিলাল গ্রন্থের লেখক ওই আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে বলেন, 'এই ইহুদি জাতি কোনো দিনই বদলাবে না। অতীতে, বর্তমানে ও ভবিষ্যৎকালে তারা একই রকম থাকবে। যতক্ষণ না এরা মুগুরের পিটুনি খাবে, মাথা নত করবে না। ক্ষণস্থায়ী ইহজগতে চিরকাল বসবাসের জন্য তারা যেকোনো অপরাধই করতে পারে।'

---

* সুরা বাকারা : ৯৬

হুদাইবিয়ায় নবীজির সঙ্গে কুরাইশের চুক্তিনামা

বাই'আতে রিদওয়ান কী কারণে ঘটেছিল

ষষ্ঠ হিজরির জিলকদ মাসে নবীজি প্রায় ১০ হাজার সাহাবি নিয়ে উমরা আদায় করার জন্য মক্কার উদ্দেশে মদিনা ত্যাগ করেন। সঙ্গে তাঁদের হাদির (উমরার কোরবানি) পশু ছিল। এদিকে মক্কার কুরাইশরা নবীজির আগমনের সংবাদ পেয়ে তাঁকে প্রতিহত করার ঘোষণা দেয়। তারা নবীজি ও তাঁর সাহাবিদের কোনোভাবেই মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না, এ মর্মে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। মদিনা থেকে রওনা হয়ে নবীজি ও তাঁর সাহাবিগণ মক্কার অদূরে হুদাইবিয়ার প্রান্তরে (বর্তমান নাম শুমাইসি) যাত্রাবিরতি করেন।

এরপর মক্কায় আগমন ও উমরা আদায় নিয়ে কুরাইশ ও মুসলিমদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়। কুরাইশ গোত্র নবীজির কাছে প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে। এদিকে নবীজি মুসলিমদের পক্ষ থেকে বিখ্যাত সাহাবি উসমান ইবনে আফফানকে (রা.) কুরাইশের কাছে প্রেরণ করেন। তিনি স্বীয় প্রতিনিধির মাধ্যমে কুরাইশদের উদ্দেশে বার্তা দেন, তিনি ও মুসলিমদের কেউই মক্কায় তাদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য আসেননি। তাঁরা শুধু উমরা আদায় করতে চাচ্ছেন। উমরা শেষে আবারও মদিনায় ফিরে যাবেন।

আলোচনা চলার একপর্যায়ে নবীজি তাঁর সাহাবিগণকে বাই'আত গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানান। সকল সাহাবি হুদাইবিয়ার একটি গাছের নিচে নবীজির হাতে বাই'আত নেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে নিচের আয়াত অবতীর্ণ হয়।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন :

'আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নিচে আপনার কাছে শপথ করল। আল্লাহ অবগত ছিলেন ওই বিষয়ে, যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন এবং তাদেরকে পুরস্কারস্বরূপ আসন্ন বিজয় দান করেন।'*

---

* সুরা ফাতাহ : ১৮

বাই'আত গ্রহণের পর নবীজি জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করে বলেন, 'যারা আজ গাছের নিচে বাই'আত গ্রহণ করেছে, আল্লাহর ইচ্ছায় তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।'

হুদাইবিয়ার প্রান্তরে মুসলিমদের সঙ্গে কুরাইশদের কী কী বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল এবং পরে কী ঘটেছিল, এ সম্পর্কে সহিহ হাদিস ও ঐতিহাসিক গ্রন্থে বিস্তারিত এসেছে। কিন্তু সাহাবিদের থেকে নবীজি মূলত কী কারণে বাই'আত গ্রহণ করেছিলেন, তার উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু এ সত্ত্বেও সিরাতের গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত হয়েছে, নবীজি তাঁর প্রতিনিধি উসমানকে মক্কায় প্রেরণ করার পর যখন তাঁর ফিরে আসতে দেরি হচ্ছিল, তখন কে যেন গুজব ছড়িয়ে দেয়, মক্কার কাফেররা উসমানকে হত্যা করেছে। তখনই এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য নবীজি তাঁর সকল সাহাবির থেকে বাই'আত গ্রহণ করেন।

ইবনে ইসহাক নবীজির প্রখ্যাত সাহাবি ইবনে আব্বাসের আজাদকৃত দাস ইকরিমার সূত্রে কোনো একজন থেকে বর্ণনা করেন, নবীজি যখন উসমানকে আলোচনার জন্য মক্কায় প্রেরণ করেন, তখন কুরাইশ গোত্রের কাফেররা তাঁকে আটক করে। এদিকে নবীজি ও তাঁর সাহাবিগণ জানতে পারেন, কে যেন উসমানকে হত্যা করে ফেলেছে।

অতঃপর ইবনে ইসহাক আবু বকর সিদ্দিকের (রা.) পুত্র আবদুর রহমানের সূত্রে বলেন, 'নবীজির কাছে উসমানের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পৌঁছালে তিনি বললেন, "আমি যতক্ষণ না বিজয়ী হতে পারব, ততক্ষণ কুরাইশদের সঙ্গে সংগ্রাম করে উসমানের হত্যার বদলা নেব।" অতঃপর তিনি সাহাবিদের থেকে বাই'আত গ্রহণ করেন।'

ইবনে ইসহাকের প্রথম বর্ণনার সনদে তাঁর শাইখ অজ্ঞাত। তিনি তাঁর নাম উল্লেখ করেননি। পরের বর্ণনায় সরাসরি সাহাবির সূত্র না থাকায় এটি মুরসাল পর্যায়ে গণ্য।

আল্লামা বায়হাকি ইবনে ইসহাকের মুরসাল বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, 'ইবনে ইসহাকের মতো ব্যক্তিত্ব যখন মুরসাল ধারায় বর্ণনা করেন, তখন আমাদের মন বিষণ্ন হয়ে যায়।'

হুদাইবিয়ার প্রান্তরে সাহাবিদের থেকে নবীজি কর্তৃক বাই'আত গ্রহণের যে কারণ সিরাতের গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে, শাইখ আলবানি তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়ে বলেন, 'ইবনে ইসহাক এ ঘটনা মুরসাল ধারায় বর্ণনা করেছেন। ইবনে হিশামও ইবনে ইসহাক থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।'

ইমাম আহমদ তাঁর *মুসনাদ* গ্রন্থে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি ইয়াজিদ ইবনে হারুনের সূত্রে মিসওয়ার ইবনে মাখরামা এবং মারওয়ান ইবনে হাকাম থেকে বর্ণনা করেন, নবীজি যখন উসমানকে প্রতিনিধি করে কুরাইশদের কাছে প্রেরণ করেন, তখন তিনি আবু সুফিয়ানসহ কুরাইশদের অন্যান্য নেতার কাছে নবীজির বার্তা পৌঁছে দেন। তখন কুরাইশের লোকেরা তাঁকে আটক করে। এদিকে নবীজি জানতে পারেন, উসমানকে হত্যা করা হয়েছে।

অতঃপর ইমাম আহমদ বলেন, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক জুহরির সূত্রে বলেন, কুরাইশ নেতারা বনু আমের ইবনে লুআইয়ের সুহাইল ইবনে আমরকে ডেকে বলে, 'তুমি মুহাম্মদের কাছে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সমঝোতায় আসার চেষ্টা করবে। তাঁকে বলবে, তাঁরা যেন এ বছর মদিনায় ফিরে যান। এ বছর কোনোভাবেই মক্কায় প্রবেশ করা যাবে না।'

উল্লেখ্য, ইবনে ইসহাক কখনো কখনো সরাসরি বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ না করে বর্ণনা করেন। এখানেও তা-ই করেছেন। অতঃপর যখন তিনি বর্ণনাকারীর সূত্র উল্লেখ করে কুরাইশ কর্তৃক সুহাইল ইবনে আমরকে নবীজির কাছে প্রেরণের ঘটনা উল্লেখ করলেন, তখন নিশ্চিতভাবে বোঝা যায়, ঘটনার প্রথম অংশ তিনি জুহরি থেকে সরাসরি শোনেননি।

হুদাইবিয়ার প্রান্তরে সাহাবিদের থেকে নবীজির বাই'আত গ্রহণের অন্য আরেকটি কারণ ইমাম বায়হাকি তাঁর *দালায়েল* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি নিজ সনদে আমর ইবনে খালেদের সূত্রে উরওয়া ইবনে জুবায়ের থেকে বর্ণনা করেন, কুরাইশ গোত্র আলোচনার লক্ষ্যে সুহাইল ইবনে আমর, হুওয়াইতিব আবদুল উজ্জা এবং মিকরাজ ইবনে হাফসকে নবীজির কাছে প্রেরণ করে। তারা হুদাইবিয়ায় মুসলিমদের ছাউনিতে এসে নবীজির সঙ্গে আলোচনায় বসে।

আলোচনার একপর্যায়ে উভয় পক্ষ একে অপরের প্রতি আস্থা স্থাপন করে এবং সবাই নিশ্চিত হয়, আসলেই এখানে যুদ্ধ করার সংকল্প কোনো পক্ষেরই নেই। মুসলিমদের ছাউনিতে কাফেররা আসা-যাওয়া করতে থাকে। ওদিকে মুসলিমরাও তাদের সঙ্গে স্বাভাবিক চলাফেরা ও পারস্পরিক যোগাযোগ বজায় রাখেন। অবশেষে উভয় পক্ষই একটা চূড়ান্ত সমঝোতায় পৌঁছার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়।

কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত একটি ঘটনা সবকিছুকে লন্ডভন্ড করে দেয়। উভয় শিবিরে যখন মোটামুটি স্থিতিশীলতা বজায় আসছিল, তখন হঠাৎ কোনো এক পক্ষ থেকে কারা যেন প্রতিপক্ষের শিবিরে তির নিক্ষেপ করে। এরপর কিছু বুঝে ওঠার আগেই সহিংস পরিস্থিতিতে রূপ নেয়। উভয় শিবিরে ব্যাপক তির,

পাথর ও বর্শা নিক্ষেপ হতে থাকে। এ অবস্থায় উভয় পক্ষই চিৎকার দিয়ে নিজেদের লোককে ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে বন্ধকের কথা ঘোষণা করে।

সুহাইল ইবনে আমরের সঙ্গে কুরাইশদের পক্ষ থেকে আরও যারা মুসলিম ছাউনিতে এসেছিল, তাদেরকে মুসলিমরা বন্ধক হিসেবে রাখেন এবং কুরাইশ গোত্র উসমানকে বন্ধক হিসেবে নিজেদের কাছে রেখে দেয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে নবীজি গাছের নিচে বাই'আতের ডাক দেন।

ইমাম বায়হাকির ওই সনদে দুটি ত্রুটি লক্ষণীয়। প্রথমত, এই সনদে ইবনে লাহিয়া রয়েছেন, যিনি সবার কাছে দুর্বল বলে পরিচিত। দ্বিতীয়ত, এটি মুরসাল ধারায় বর্ণিত। কারণ উরওয়া তাবেয়ি ছিলেন। তাই ওই ঘটনার সময় সেখানে তাঁর থাকার প্রশ্নই আসে না।

ইমাম বুখারি উরওয়ার সূত্রে মিসওয়ার ইবনে মাখরামা এবং মারওয়ান ইবনে হাকাম থেকে সহিহ সনদে গাজওয়ার ঘটনা এবং হুদাইবিয়াতে কুরাইশ গোত্র ও নবীজির মধ্যে সংঘটিত সংলাপের বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। আর ইমাম বায়হাকির বর্ণনায় উসমানের হত্যাকাণ্ডের গুজবের কথা নেই; বরং সেখানে উভয় পক্ষ থেকে প্রতিপক্ষের প্রতি তির ছোড়াছুড়ি ও পাথর নিক্ষেপের কথা এসেছে।

অতএব, উসমানের হত্যাকাণ্ডের গুজবের কথা সহিহ সনদে প্রমাণিত নয়। তবে বাই'আত করার যে কারণই হোক না কেন, সাহাবি সালামা ইবনে আকওয়া (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে আছে, তিনি বলেন, 'লোকেরা সাহাবি আলিকে বাই'আতের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমরা নবীজির হাতে মৃত্যুর জন্য বাই'আত করেছিলাম।' *সহিহ মুসলিম* এর অপর বর্ণনায় সাহাবি জাবেরের (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'আমরা নবীজির হাতে এই মর্মে বাই'আত করেছি, আমরা তাঁকে ছেড়ে পলায়ন করব না। মৃত্যুর জন্য কোনো শপথ নিইনি।' *সহিহ মুসলিম* এর অপর বর্ণনায় মা'কাল ইবনে ইয়াসারের সূত্রে এমনই বর্ণিত হয়েছে। *সহিহ বুখারি*র বর্ণনায় এসেছে, ইবনে উমরের আজাদকৃত দাস নাফে'কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'সাহাবিগণ নবীজির হাতে যেকোনো পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করার ওপর বাই'আত করেছিলেন।'

হাদিসের বরেণ্য মনীষী হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি *ফাতহুল বারি* গ্রন্থে হুদাইবিয়ার প্রান্তরে উপরিউক্ত বাই'আতের কারণ সম্পর্কে বর্ণিত একাধিক বক্তব্যের মধ্যে সমন্বয় করতে গিয়ে বলেন, 'প্রকৃতপক্ষে উপরিউক্ত বক্তব্যগুলোর মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। সবার উত্তরের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে,

যাতে কেউই সেখান থেকে পলায়ন না করেন। সকল সাহাবি যেন এ অবস্থায় ধৈর্যসহকারে পরিস্থিতি সামলে নেন; এমনকি কেউ মৃত্যুর সম্মুখীন হলেও কোনো অবস্থাতেই যাতে পলায়ন না করেন।'

অন্য জায়গায় তিনি আরও বলেন, 'এমন শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে যেকোনো সময় মৃত্যুর আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অতএব, বর্ণনাকারী সাধারণভাবে বাই'আতের কারণ হিসেবে মৃত্যুর ওপর বাই'আতের কথা উল্লেখ করেছেন।'

সপ্তম হিজরিতে খাইবার যুদ্ধের প্রচলিত কাহিনি

দুর্গের ফটককে আলি ঢাল হিসেবে ব্যবহার করলেন

ইবনে ইসহাক আবদুল্লাহ ইবনে হাসানের সূত্রে নবীজির আজাদকৃত দাস আবু রাফে (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'আমরা নবীজির সঙ্গে খাইবার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। খাইবারে ইহুদিদের অনেক দুর্গ ছিল। এর মধ্যে একটি দুর্গ তখনো বিজিত হয়নি। নবীজি তাঁর ঝান্ডা আলির (রা.) হাতে দিয়ে ওই দুর্গ অভিযানে প্রেরণ করেন। আমরা কয়েকজন আলির সঙ্গে এই অভিযানে অংশ নিই।

'দুর্গের কাছাকাছি পৌঁছার পর দুর্গের অধিবাসীরা আলির সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। আলিও লড়াই চালিয়ে যেতে থাকেন। একপর্যায়ে এক ইহুদি আলিকে লক্ষ্য করে আক্রমণ করলে তাঁর ঢাল হাত থেকে পড়ে যায়। এরপর তাঁর ঢাল হারিয়ে যায়। এদিক-ওদিক খোঁজ করেও পাচ্ছিলেন না। হঠাৎ দেখতে পান, দুর্গের একটি ফটক মাটিতে পড়ে আছে। তৎক্ষণাৎ তিনি তা তুলে নিয়ে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেন। একাই ফটকটি হাতে নিয়ে তিনি শত্রুদের প্রতিহত করতে থাকেন। দীর্ঘক্ষণ লড়াইয়ের পর আলি ওই দুর্গ জয় করেন। এরপর ফটকটি তিনি নিক্ষেপ করে ছুড়ে ফেলেন। আমরা তখন দলে মোট আটজন ছিলাম। ফটকটি এত ভারী ছিল যে আমরা সবাই মিলেও সেই ফটক উত্তোলন করতে পারিনি।'

ইমাম জাহবি বলেন, 'বাক্কাঈ ওই ঘটনা ইবনে ইসহাকের সূত্রে আবু রাফে থেকে বিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন।'

আল্লামা ইবনে কাসির *বিদায়া ওয়ান নিহায়া* গ্রন্থে বলেন, 'এ ঘটনার সনদে বিচ্ছিন্নতা সহজেই পরিলক্ষিত হয়। তবে ইমাম বায়হাকি ও হাকিম ওই ঘটনা মুত্তালিব ইবনে জিয়াদের সূত্রে সাহাবি জাবের (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আলি ওইদিন দুর্গের ফটক একাই বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

তুমুল লড়াইয়ের পর মুসলিম বাহিনী ওই দুর্গের প্রাচীরে পৌঁছে যায়। মুসলিমদের হাতে বিজিত হয় দুর্গটি। পরে ৪০ জন মিলে দুর্গের ওই ফটক উত্তোলন করতে সক্ষম হননি, যা একাই আলি বহন করে নিয়ে এসেছিলেন।'

অতঃপর ইবনে কাসির বলেন, এ সনদেও দুর্বলতা রয়েছে। অপর দুর্বল বর্ণনায় জাবেরের সূত্রে এসেছে, দুর্গ বিজিত হওয়ার ওই ফটক ৭০ জন একসাথে উত্তোলন করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু তাঁরা তা করতে সক্ষম হননি।'

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি এ ঘটনার সূত্রকে আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে হাম্বলের দিকে সম্পৃক্ত করে তাঁর *ইসাবাহ* গ্রন্থে বলেন, এ বর্ণনার সনদে হারাম ইবনে উসমান রয়েছেন, যিনি বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যাত।

ইমাম জাহবি *মিজানুল ইতেদাল* গ্রন্থে বলেন, আবু জাফরের সূত্রে সাহাবি জাবের থেকে যে সনদে ওই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তা অগ্রহণযোগ্য।

তবে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি ইমাম জাহবির উপরিউক্ত বক্তব্যের পর বলেন, এ ঘটনার সমার্থক বর্ণনা অন্য সনদে এসেছে। যেমন ইমাম আহমাদ তাঁর *মুসনাদ* গ্রন্থে আবু রাফের সূত্রে ইবনে ইসহাকের সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে সেখানে ৪০ জন ব্যক্তির কথা উল্লেখ নেই।

আল্লামা হাইসামি তাঁর *মাজমাউজ জাওয়ায়েদ* গ্রন্থে বলেন, ইমাম আহমাদ এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁর সনদে অজ্ঞাত বর্ণনাকারী রয়েছেন।

ড. আকরাম উমরি বলেন, বেশ কয়েকটি বর্ণনায় আলির বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে, ইহুদি কর্তৃক আক্রমণের ফলে তাঁর হাত থেকে ঢাল পড়ে গেলে তিনি ভারী ফটক তুলে নিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছেন। এই সব কটি সনদ দুর্বল। আর এই দুর্বল বর্ণনা বাদ দিলেও আলির বীরত্ব ও সাহসিকতায় কোনো ঘাটতি আসবে না। কারণ অসংখ্য সহিহ বর্ণনায় তাঁর বীরত্বগাথা বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম মুসলিম তাঁর *সহিহ মুসলিম* গ্রন্থে ১৫৩২ নং হাদিসে বলেন, হাকিম ইবনে হিজাম (রা.) কাবাঘরের ভেতরে জন্মগ্রহণ করেছেন। ১২০ বছর তিনি বেঁচে ছিলেন। ইমাম নববি বলেন, হাকিম ইবনে হিজাম কাবাঘরের ভেতরে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি ছাড়া অন্য কারও ব্যাপারে এমন তথ্য পাওয়া যায় না। ইতিহাসে আলি সম্পর্কে কাবাঘরের ভেতর জন্মলাভ করার যে তথ্য পাওয়া যায়, অধিকাংশ আলেমের মতে এর সূত্র দুর্বল।

সর্বোপরি *সহিহ বুখারি* এবং *সহিহ মুসলিম* গ্রন্থের যৌথ বর্ণনায় সহিহ সনদে আলির মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে নবীজির বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইমাম মুসলিম তাঁর *সহিহ মুসলিম* গ্রন্থে 'আনসার ও আলির প্রতি ভালোবাসা ইমানের অংশ' শীর্ষক অধ্যায় এনেছেন।

মুতা অভিযানের প্রচলিত কাহিনি

যুদ্ধের মূল কারণ কী ছিল

মুতার যুদ্ধ অভিযান মূলত কী কারণে ঘটেছিল, এ নিয়ে একটি ঘটনা জনমুখে খুব প্রসিদ্ধ, যা শুধু *তাবাকাত* গ্রন্থের রচয়িতা ইবনে সা'আদের শিক্ষক ওয়াকিদি বর্ণনা করেছেন। প্রসিদ্ধ আছে, নবীজি বুসরার বাদশাহ বরাবর স্বীয় সাহাবি হারিস ইবনে উমায়ের আজদিকে (রা.) দূত করে চিঠি প্রেরণ করেন। বাদশাহর দরবারে পৌঁছার পর শুরাহবিল ইবনে আমর গাসসানি কোনো রীতিনীতির তোয়াক্কা না করেই নবীজির দূতকে আটকে রেখে হত্যা করে। অথচ আন্তর্জাতিক আইনে দূত হত্যা অমার্জনীয় অপরাধ।

মদিনায় নবীজির দরবারে দূত নিহত হওয়ার খবর পৌঁছে যায়। স্বীয় সাহাবি ও দূতের হত্যাকাণ্ডের কথা শুনে তিনি মর্মাহত হয়ে যান। তাই তিনি বুসরার বাদশাহর বিরুদ্ধে অভিযানে মুতার উদ্দেশে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন।

তবে ঐতিহাসিক ওয়াকিদির ব্যাপারে এমনিতেই অভিযোগের অন্ত নেই। তিনি দুর্বল বলে পরিচিত। বিশেষ করে, যখন তিনি একাই কোনো ঘটনা বর্ণনা করেন, তখন তা আরও বেশি অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ওয়াকিদি শুধু দুর্বল বর্ণনাকারীই নন; বরং হাদিসশাস্ত্রের প্রায় সকল বরেণ্য ইমামের মতে তিনি বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যাত। এসব ইমামের মধ্যে রয়েছেন আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইমাম বুখারি, আবু জুর'আহ এবং আবু হাতেম রাজি প্রমুখসহ আরও অনেকে।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি তাঁর *তাকরিব* গ্রন্থে ওয়াকিদি সম্পর্কে লেখেন, ওয়াকিদির জ্ঞানের পরিধি বিশাল হওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য বলে বিবেচিত। ইবনে হাজার তাঁর অপর বিখ্যাত গ্রন্থ *ফাতহুল বারি*তে ওয়াকিদির ব্যাপারে লেখেন, ওয়াকিদি একাই কোনো ঘটনা বর্ণনা করলে তা গ্রহণ করা যাবে না। এ অবস্থায় তিনি যেখানে অন্যান্য বর্ণনাকারী বা ঐতিহাসিকের বিপরীত বর্ণনা করেন, সে ক্ষেত্রে তা কীভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে?

হে পলায়নকারীরা!

ইবনে ইসহাক মুহাম্মদ ইবনে জুবায়েরের সূত্রে বর্ণনা করেন, মুতার অভিযানের পর মুসলিম বাহিনী যখন মদিনার কাছাকাছি এসে পৌঁছান, তখন নবীজি ও মুসলিম জনগণ তাদের স্বাগত জানান।...

অতঃপর ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, নবীজি তাঁর বাহনে চড়ে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সবার সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এদিকে মদিনার বালক-শিশুরা মুসলিম বাহিনীর গতিরোধ করে। জনগণ তাঁদের ভুল বোঝে মুসলিম সেনাবাহিনীর প্রতি বালু নিক্ষেপ করছিল আর চিৎকার করে বলতে লাগল, হে পলায়নকারীরা! তোমরা আল্লাহর পথ থেকে পলায়ন করছ? এ কথা শুনে নবীজি বললেন, 'তারা পলায়নকারী নয়; বরং মহান আল্লাহর ইচ্ছায় তারা পুনরায় আক্রমণকারী হিসেবে অভিযানে বের হবে।'

ইবনে কাসির *বিদায়া ওয়ান নিহায়া* গ্রন্থে বলেন, এ বর্ণনাটি মুরসাল। তা ছাড়া এভাবে অন্য কেউ বর্ণনা করেননি, যেভাবে ইবনে ইসহাক বলছেন। এখানে তিনি ভুল বুঝেছেন। তিনি পলায়নকারী বলতে যুদ্ধফেরত সৈন্যবাহিনীর সকল লোককে মনে করেছেন। অথচ 'হে পলায়নকারী' বলে তাদের সম্বোধন করা হয়েছে, যারা দুই বাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার পর রণাঙ্গন ছেড়ে পালিয়ে যেতে উদ্যত হয়েছিল।

আর যারা যুদ্ধে অবিচল ছিল, তারা শেষ পর্যন্ত বিজয় লাভ করে। যেমনটা নবীজি আগেই দিয়েছিলেন সুসংবাদ। নবীজি মিম্বরে দাঁড়িয়ে এ ব্যাপারে সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন। মুতার যুদ্ধের বর্ণনা দিয়ে নবীজি বলছিলেন, এবার ঝান্ডা হাতে নিল আল্লাহর এক তরবারি। আল্লাহ তায়ালা তাঁর (সেনাপতি খালিদ ইবনে ওয়ালিদ) হাতেই বিজয় দিলেন। নবীজির সুসংবাদ শুনে মুসলিমরা তাঁদেরকে আর পলায়নকারী বলে আখ্যায়িত করেননি। বরং এগিয়ে গিয়ে তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জানান।

অতঃপর ইবনে ইসহাক অন্য জায়গায় ইবনে ইসহাকের বর্ণনার প্রসঙ্গ টেনে বলেন, এটি মুরসাল ধারায় বর্ণিত। শাইখ আলবানি বুতির বক্তব্যের পর বলেন, এ বর্ণনাটি একেবারে ভিত্তিহীন। তিনি আরও বলেন, 'আল্লাহর পক্ষ থেকে এভাবে সাহায্যপ্রাপ্ত একটি মুসলিম বাহিনীর প্রতি মদিনাবাসীর এহেন আচরণ কখনোই ভাবা যায় না। এটা কীভাবে সম্ভব যে তারা এই বাহিনীর সৈন্যদের প্রতি বালু নিক্ষেপ করবে?'

আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার পালঙ্ক ঝুঁকে ছিল!

মুতার যুদ্ধের ঘটনা। ইবনে ইসহাক বলেন, 'আমি জানত পেরেছি, নবীজির নির্দেশনা অনুযায়ী মুতার যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী চরম বিপর্যয়ের শিকার হওয়ার পর সাহাবি জায়িদ ইবনে হারিসা (রা.) ঝান্ডা হাতে নেন। অতঃপর তিনি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। একপর্যায়ে শহীদ হয়ে যান। তখন জাফর ইবনে আবু তালিব (রা.) ঝান্ডা নিয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনিও যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলে নবীজি এবার চুপ হয়ে যান।

'নবীজি মদিনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করে মুতা নগরী থেকে সব সংবাদ জানতে পারছিলেন। নবীজির নীরবতা দেখে আনসার সাহাবিদের চেহারা বিবর্ণ আকার ধারণ করে। তাঁরা ভাবলেন, আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা এমন কিছু করেছেন, যেটা অন্যরা চাচ্ছিলেন না।

'কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন, অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ঝান্ডা হাতে নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। কিছুক্ষণ পর তিনিও শাহাদাতবরণ করেন। স্বপ্নের মতো আমি দেখতে পাচ্ছি, ইবনে রাওয়াহাকে যেন আমার কাছে স্বর্ণের পালঙ্কে করে জান্নাতে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ইবনে রাওয়াহাকে স্বর্ণের পালঙ্কে করে আমার সামনে দেখানো হলো। আমি দেখলাম, জায়িদ ও জাফরের পালঙ্কের চেয়ে অবদুল্লাহর পালঙ্ক ঝুঁকে রয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ পালঙ্ক কোথা থেকে আনা হয়েছে? কেউ উত্তর দিল, আবদুল্লাহর দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব হওয়ার কারণে এমনটি ঘটেছে।'

ইবনে কাসির এ ঘটনা *বিদায়া* গ্রন্থে উল্লেখ করার সময় বলেন, ইবনে ইসহাক এটি বিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন।

আল্লামা হাইসামি *মাজমাউজ জাওয়ায়েদ* গ্রন্থে এ ব্যাপারে লিখেছেন, এ ঘটনা ইমাম তাবারানি উল্লেখ করেন। তাঁর সনদের বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য। তবে বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্য বলে আখ্যায়িত করলেও এ ঘটনা সহিহ হয়ে যেতে পারে না।

শাইখ আলবানি বলেন, ইবনে ইসহাক এ ঘটনা 'বালাগানি' (শোনার ওপর ভিত্তি করে) শব্দে উল্লেখ করেছেন। এর সনদ নিতান্ত দুর্বল।

শাইখ সালমান আওদাহ হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি কর্তৃক রচিত হাদিসের *বুলুগুল মারাম* গ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থে এ ঘটনাকে দুর্বল বলেছেন।

ইবনুল কায়্যিম তাঁর *জাদুল মা'আদ* গ্রন্থে বলেন, ইবনে হিশাম এ ঘটনা ইবনে ইসহাক থেকে কারও মাধ্যমে শোনার ওপর ভিত্তি করে বর্ণনা করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে মুতার অভিযানের প্রতিক্রিয়া ও এই যুদ্ধে পর্যায়ক্রমে নবীজির উপরিউক্ত তিন সেনাপতি সাহাবির শাহাদাতবরণের ঘটনা সহিহ সনদে *সহিহ বুখারি* ও *সহিহ মুসলিম* গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

সাহাবি আনাস (রা.) বলেন, 'নবীজি মুতার যুদ্ধের ময়দান থেকে সংবাদ পৌঁছার আগেই লোকেদের সাহাবি জায়িদ ইবনে হারিসা, জাফর ইবনে আবু তালিব এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার মৃত্যুর সংবাদ জানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলতে লাগলেন, 'প্রথমে জায়িদ ঝান্ডা নেবে। অতঃপর সে শহীদ হবে। এরপর জাফর ইবনে আবু তালিব ঝান্ডা নেবে। সেও শহীদ হয়ে যাবে। তাদের পরে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ঝান্ডা হাতে নিয়ে অগ্রসর হবে। কিন্তু সেও শাহাদাতবরণ করবে।' এ কথা বলার সময় তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল। অবশেষে আল্লাহর তরবারি বলে খ্যাত সাহাবি খালিদ ইবনে ওয়ালিদ ইবনে রাওয়াহা থেকে ঝান্ডা তুলে নেন এবং তাঁর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করে।

ইবনে কাসির বলেন, 'বলা হয়ে থাকে, এ যুদ্ধে সর্বমোট ১২ জন মুসলিম শহীদ হন। এটা খুবই বিস্ময়কর ব্যাপারও বটে। পরস্পরবিরোধী দুটি বাহিনী এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। মুসলিমদের পক্ষে সেনাসংখ্যা ছিল মাত্র তিন হাজার এবং অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় দুই লাখ। এর মধ্যে রোমীয়দের সংখ্যা এক লাখ এবং আরব গোত্রের ছিল এক লাখ। এত বিশাল বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করে মুসলিমদের মাত্র ১২ জন এবং বিধর্মী বাহিনীর বিপুলসংখ্যক লোক নিহত হয়।'

প্রখ্যাত সাহাবি খালিদ ইবনে ওয়ালিদের বক্তব্য ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। এ যুদ্ধের কাহিনি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি একাই এ যুদ্ধে নয়টি তরবারি ভেঙে ফেলি।' এবার তাহলে অনুমান করুন, তিনি একাই কতজনকে আক্রমণ করেছেন! সবকিছু ছেড়ে এবার কোরআনের বর্ণনা পর্যবেক্ষণ করুন।

আল্লাহ তায়ালা এ যুদ্ধের ব্যাপারে ইরশাদ করছেন :

'নিশ্চয় দুটো দলের সংঘর্ষে তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিল। একটি দল আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে এবং অপর দল ছিল কাফেরদের। এরা স্বচক্ষে তাদেরকে দ্বিগুণ দেখছিল। আল্লাহ যাকে নিজের সাহায্যের মাধ্যমে শক্তি দান করেন। অবশ্য এ ঘটনার মধ্যে বিচক্ষণ লোকদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।'•

• সুরা আলে ইমরান : ১৩

খালিদের স্বীয় বাহিনী পরিত্যাগ

ঐতিহাসিক ওয়াকিদি আত্তাফ ইবনে খালিদের সূত্রে বলেন, 'সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা মুতার যুদ্ধে সন্ধ্যার দিকে শহীদ হন। ওই রাতে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ মারাত্মক বিষণ্ন হয়ে পড়েন। সারা রাত বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে কাটিয়ে দেন। পরের দিন সকালে যুদ্ধের নেতৃত্ব এসে পড়ে খালিদ ইবনে ওয়ালিদের হাতে। তিনি নতুনভাবে সেনাব্যূহ রচনা করলেন। সম্মুখের সৈন্যদের পেছনে, পেছনের সৈন্য সামনে, ডানেরগুলো বামে আর বামেরগুলো ডানে এনে সাজালেন। এতে কাফের বাহিনী নতুন নতুন চেহারা এবং পরিবর্তিত অভিনব অবস্থা দেখে ভাবল, মুসলিমদের পক্ষে সাহায্য এসে পড়েছে। তখন তারা ঘাবড়ে যায় এবং পলায়ন করতে উদ্যত হয়। ওই সময় মুসলিম বাহিনী তাদের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়।'

উল্লেখ্য, উপরিউক্ত তথ্য যদিও প্রসিদ্ধ, তবে একমাত্র ওয়াকিদি ছাড়া অন্য কেউ এ ঘটনা বর্ণনা করেনি। আর ওয়াকিদি সবার নিকট পরিত্যক্ত ও প্রত্যাখ্যাত বলে বিবেচিত। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি *তাকরিব* গ্রন্থে লিখেছেন, 'ওয়াকিদির শিক্ষক আত্তাফ সত্য বললেও কখনো কখনো বিভ্রমের শিকার হন। এ ছাড়া আত্তাফ ও মুতার যুদ্ধের মধ্যে দেড় শ বছরেরও বেশি সময়ের ব্যবধান। তা ছাড়া আল্লাহর তরবারি বলে খ্যাত আবু সুলাইমান খালিদ ইবনে ওয়ালিদের বীরত্ব ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। অতএব, এ জাতীয় বানোয়াট বর্ণনার কোনো গুরুত্ব থাকতে পারে না।'

মক্কা বিজয় অভিযানের প্রচলিত কাহিনি

যুদ্ধবিরতি ও শান্তিচুক্তি নবায়নের লক্ষ্যে আবু সুফিয়ানের আগমন

ইবনে ইসহাক বলেন, 'মক্কা অভিযানের আগে কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান মদিনায় নবীজির দরবারে আগমন করেন। প্রথমে তিনি স্বীয় কন্যা নবীজির স্ত্রী উম্মে হাবিবার (রা.) ঘরে যান। মাদুরের বিছানায় বসতে গেলে উম্মে হাবিবা তা সরিয়ে নেন। কন্যার এ আচরণ দেখে আবু সুফিয়ান বললেন, "হে আমার প্রিয় কন্যা! আমি জানি না, কেন তুমি বিছানা সরিয়ে নিলে? তুমি আমার থেকে মাদুরটি সরিয়ে নিলে, নাকি মাদুরকে আমার থেকে সরিয়ে নিলে? অর্থাৎ আমি কি মাদুরের যোগ্য নই, নাকি মাদুরটি আমার বসার জন্য উপযুক্ত নয়?"

'উত্তরে উম্মে হাবিবা বললেন, "এটি আল্লাহর রাসুলের বিছানা। আপনি মুশরিক ও অপবিত্র। এ বিছানায় আপনি বসতে পারেন না। আপনি রাসুলের বিছানায় বসবেন, এটা আমার পছন্দ নয়।"

'কন্যার মুখে এমন শক্ত কথা শুনে আবু সুফিয়ান বললেন, "বুঝেছি, মুহাম্মদের কাছে আসার পর তুমি অকল্যাণের শিকার হয়েছ।" অতঃপর আবু সুফিয়ান ঘর থেকে বের হয়ে যান। নবীজির সঙ্গে তাঁর দরবারে গিয়ে কথা বলেন। কিন্তু নবীজি উত্তরে তাঁকে কিছুই বললেন না। এরপর আবু সুফিয়ান সাহাবি আবু বকরের কাছে যান। অতঃপর উমর, এরপর উসমান ও আলির কাছেও যান।'

শাইখ আলবানি বলেন, 'ইবনে ইসহাক এ ঘটনা সনদ ছাড়া উল্লেখ করেছেন। ওয়াকিদিও এটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে, তিনি সবার নিকট প্রত্যাখ্যাত।'

সর্বোপরি আমার জানামতে, যুদ্ধবিরতি নবায়নের জন্য আবু সুফিয়ানের মদিনায় আগমনের ঘটনা কোনো ধারাবাহিক সহিহ সনদে প্রমাণিত নয়। বরং

এ ব্যাপারে মুরসাল ধারায় ইকরিমার সূত্রে ইবনে আবু শাইবা থেকে এবং মুহাম্মদ ইবনে ইবাদ ইবনে জাফরের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আয়েজও উরওয়ার সূত্রে এমনটি বর্ণনা করেন।

প্রকৃতপক্ষে এ-সংক্রান্ত সঠিক ঘটনা সহিহ সনদে ইমাম বুখারি তাঁর *সহিহ বুখারি*তে উল্লেখ করেছেন। তিনি বর্ণনা করেন, 'নবীজি যখন মক্কা অভিযানের উদ্দেশ্যে বাহিনী নিয়ে মদিনা ত্যাগ করেন, তখন এ সংবাদ মক্কার কুরাইশদের কানে চলে যায়। মক্কার কাছাকাছি পৌছার পর কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, হাকিম ইবনে হিজাম ও বুদাইল ইবনে ওয়ারাকা মুসলিম বাহিনীর গতিবিধি লক্ষ করার জন্য মক্কা নগরী থেকে বের হয়ে আসে। কিন্তু তারা নবীজির গোয়েন্দা বাহিনীর কাছে ধরা পড়ে যায়। গোয়েন্দারা তাদের গ্রেপ্তার করে নবীজির কাছে নিয়ে আসে। এরপর সেখানে আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করেন।'

ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, 'সাহাবি সালমান, সুহাইব এবং বিলালসহ আরও অনেকে এক জায়গায় বসে গল্প করছিলেন। এ অবস্থায় আবু সুফিয়ান তাঁদের কাছে আসেন। তখন তাঁরা তাঁর প্রতি হুংকার দেন। এ অবস্থা দেখে আবু বকর তাঁদের উদ্দেশে বললেন, "তোমরা কুরাইশের একজন বয়োবৃদ্ধ নেতাকে এভাবে বলছো!"'

ইমাম নববি বলেন, 'এ ঘটনা হুদাইবিয়ার সন্ধির পর ঘটেছিল। যখন নবীজি এবং তাঁর সাহাবিগণ মক্কার অদূরে হুদাইবিয়ায় ছাউনি ফেলেছিলেন। তখনো আবু সুফিয়ান মুসলিম হননি।'

শরহুল উব্বি গ্রন্থে এসেছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এ ঘটনা আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণের আগে ঘটেছিল। অন্যথায় আবু বকর এ কথা বলতেন না। তা ছাড়া তখন আবু সুফিয়ান যদি মুসলিম থাকতেন, তাহলে নবীজির সাহাবিগণ তাঁকে এ কথা কেন বলতে যাবেন? তাই এটা নিশ্চিত, এটা ওই সময়ের ঘটনা, যখন আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করেননি। কিন্তু কথা হচ্ছে সময় নিয়ে। অর্থাৎ এ ঘটনা কবে ঘটেছিল?

প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে, নবীজির গোয়েন্দারা আবু সুফিয়ানকে ধরে নবীজির কাছে নিয়ে এসেছিলেন। গ্রেপ্তারের পরপরই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি; বরং এর অনেক পরে তিনি মুসলিম হন। *সহিহ বুখারি* গ্রন্থে এমনই বর্ণিত হয়েছে।

তা ছাড়া আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণের কিছু প্রেক্ষাপট বিভিন্ন জায়গায় একাধিক বর্ণনায় এসেছে। যথা যখন আবু সুফিয়ানকে বন্দী করা হলো একটি সংকীর্ণ গিরিপথে এবং তাঁর সামনে দিয়ে আল্লাহর সৈন্যরা (ফেরেশতারা নন,

মুসলিম বাহিনী) দলে দলে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর কাছে মনে হচ্ছিল বিশাল ফৌজি সমাবেশ। সর্বশেষ ফৌজ যখন তাঁর সামনে দিয়ে চলে যায়, তখন তিনি নবীজির চাচা আব্বাসকে বললেন, 'এবার তোমার ভাতিজার রাজত্ব অনেক দূর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হলো।'

উত্তরে আব্বাস বলেন, 'তোমার সর্বনাশ হোক, আবু সুফিয়ান! এটা রাজত্ব নয়; বরং বলো, এটা নবুওয়াতের ক্ষমতা।'

ইবনে ইসহাক আরও দীর্ঘ পরিসরে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম এর কিছু অংশ তাঁদের হাদিসগ্রন্থে তুলে ধরেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি তাঁর *মাতালিবুল আলিয়া* গ্রন্থে এ ঘটনা বিস্তারিত উল্লেখ করার পর এর সূত্র ইসহাক ইবনে রাহুইয়ার দিকে সম্পৃক্ত করে লেখেন, 'এ হাদিস সহিহ।'

শাইখ আলবানি বলেন, 'মক্কা বিজয়ের এটিই হচ্ছে সর্বাধিক সহিহ ও সঠিক বর্ণনা।' শাইখ সালমান আওদাও একে সঠিক বলে সাব্যস্ত করেছেন।

আজ তোমরা সবাই মুক্ত

ইবনে ইসহাক কারও সূত্রে বর্ণনা করেন, নবীজি মক্কা বিজয়ের পর কাবাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সবার উদ্দেশে বললেন, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো অংশীদার বা সমপর্যায়ের কেউ নেই। তিনি স্বীয় বান্দাকে বিজয় দান করে নিজের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন। অবিশ্বাসীদের দলকে তিনি একাই পরাজিত করেছেন। আজ যত অভিযোগ করা হবে এবং জাহেলি যুগের সমস্ত গৌরব, রক্তপণ, মুক্তিপণ সব আমার এই পায়ের নিচে দাফন করে দিলাম। তবে হাজিদের পানি পান করানো এবং কাবাঘরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যথারীতি বহাল থাকবে... ।'

অতঃপর নবীজি সমবেত জনতাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ তোমাদের কী মনে হয়, আমি তোমাদের সঙ্গে কী করতে পারি?' সবাই উত্তর দিল, 'নিশ্চয় আপনি আজ সর্বোত্তম ফয়সালা করবেন। কারণ আপনি সর্বোত্তম ভাই এবং ভাইয়ের উত্তম সন্তান।' তখন নবীজি বললেন, 'যাও, আজ তোমরা সবাই মুক্ত।'

হাফেজ ইরাকি বলেন, 'ইবনে আবিদ দুনিয়া এ ঘটনা তাঁর *কিতাবুল আফউ ওয়া ফি জাম্মিল গজব* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তাঁর সনদেই ইবনুল জাওযি তাঁর *ওয়াফা* গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেন। তবে এই সনদে দুর্বলতা রয়েছে। ইবনে সুবকি এ ঘটনা ওইসব হাদিস বর্ণনার তালিকাভুক্ত করেছেন,

যেগুলো ইমাম গাজালির *ইহইয়াই উলুমুদ্দিন* গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু তিনি এর সনদ পাননি।

শাইখ আলবানি বলেন, 'এ ঘটনা মুরসাল ধারায় বর্ণিত হওয়ায় এর মধ্যে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। কারণ ইবনে ইসহাকের শিক্ষক সরাসরি নবীজির সাহাবিদের থেকে বর্ণনা করেন না। বরং তিনি তাবেয়িন ও তাঁদের সমকালীন পরিচিতদের থেকে বর্ণনা করে থাকেন। অতএব, ইবনে ইসহাকের এ জাতীয় বর্ণনা মুরসাল ধারার পর্যায়ভুক্ত।'

শাইখ বুতির মত খণ্ডন করতে গিয়ে আলবানি বলেন, 'ওই ঘটনা সবার মুখে মুখে প্রসিদ্ধ হলেও এর সনদ প্রমাণিত নয়।'

মূলত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে নবীজি মক্কা বিজয়ের পর নির্দিষ্ট কয়েকজন ছাড়া সবার প্রতি সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, 'আজ যে আবু সুফিয়ানের বাড়িতে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। যে ব্যক্তি অস্ত্র সমর্পণ করবে, সে নিরাপদ। যে নিজের ঘরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দেবে, সেও নিরাপদ।'

নিজ গোত্র ও মাতৃভূমির সন্তানদের কাছ থেকে দীর্ঘ দেড় যুগের অসহ্য নিপীড়ন ও অমানবিক অত্যাচারের পরও সবাইকে এভাবে ক্ষমা করে দেওয়া ইতিহাসে অভাবনীয় ঘটনা। নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগ থেকেই কুরাইশের লোকেরা প্রিয় নবীজিকে কতই না কষ্ট দিয়েছে! আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দিতে তাঁকে সরাসরি বাধা প্রদান করেছে। তাঁর পবিত্র দেহে থুতু ও মাটি নিক্ষেপ করেছে। মক্কার বাজারে সবার সামনে নবীজির আপন চাচা তাঁকেই কটাক্ষ করেছে। কুরাইশের নেতারা বখাটে ছেলেদেরকে তাঁর পেছনে লেলিয়ে দিত। কুরাইশের লোকেরা দিনরাত ঘরের ভেতরে ও বাইরে নবীজি ও তাঁর সাহাবিদের গালিগালাজ ও কটূক্তি করে বেড়াত।

নবীজির দাওয়াতে সাড়া দিয়ে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করতেন, তাঁদের ঘরে প্রবেশ করে ধরে বাইরে নিয়ে আসত। রাস্তায় ফেলে সূর্যের প্রখর তাপে তাঁদের পিটুনি দিত। সামাজিকভাবে তাঁদেরকে বয়কট করে দিনের পর দিন আবদ্ধ করে রেখেছিল। পিতা থেকে তার সন্তানকে এবং সন্তানকে তার মায়ের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। মক্কায় নও-মুসলিমদের ঘরবাড়ি ও সহায়-সম্পত্তি দখল করতেও এই জালেম সম্প্রদায় পিছু হটেনি।

নবীজি ও তাঁর সাহাবিগণ অত্যাচার ও নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে মদিনায় হিজরত করেন। কুরাইশদের চোখ ফাঁকি দিয়ে রাতের আঁধারে তাঁরা ছোট ছোট দলে মাতৃভূমি মক্কা ত্যাগ করতে থাকেন।

যখন তাঁরা মক্কা ত্যাগ করে মদিনার উদ্দেশে যাত্রা করছিলেন, তখন তাঁরা সবাই ছিলেন একেবারে নিঃস্ব। শুধু পরনের কাপড় ও বাহন ছাড়া সঙ্গে তেমন কিছুই ছিল না। মদিনায় যাওয়ার পর তাঁদের নতুন জীবনের সূচনা ঘটে। কিন্তু এর পরও বিপত্তি তাঁদের পিছু ছাড়ল না। শুরু হয় নয়া সংগ্রাম।

মদিনায় হিজরতের পরও কুরাইশের অত্যাচার থেমে থাকেনি। তারা নবীজিকে হত্যা করার জন্য একাধিকবার ফন্দি আঁটে। সশস্ত্র যুদ্ধে কয়েকবার তারা মদিনায় আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। কিন্তু প্রতিবারই আল্লাহ তায়ালা নবীজি ও তাঁর সাহাবিদের বিজয় দান করেন। কুরাইশরা নবীজির প্রাণনাশের জন্য মদিনার ইহুদি ও মুনাফিকদের সঙ্গে আর্থিক লেনদেনও করে। কিন্তু প্রতিবারই তারা ব্যর্থ হয়।

অতঃপর যখন নবীজি অষ্টম হিজরিতে মক্কা জয় করলেন, তখন তিনি বিনয়চিত্তে ১০ হাজার সাহাবির বিশাল বাহিনী নিয়ে নগরীতে প্রবেশ করলেন। কোনো ধরনের প্রতিশোধ গ্রহণ কিংবা মক্কাবাসীকে শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছে তাঁর ছিল না। এদিকে মক্কার জনগণ তখন ভয়ে তটস্থ ছিল। না জানি আজ তাদের ওপর দিয়ে কেমন প্রতিশোধের ঝড় বয়ে যায়! কিন্তু এমন কিছুই ঘটেনি। দয়ার মূর্তপ্রতীক নবীজি কাবাঘরের সামনে গিয়ে মক্কাবাসীকে ক্ষমা করে দেন।

অথচ নবী মুসার (আ.) যুগে বনি ইসরাইলের আচরণ ছিল সম্পূর্ণ এর বিপরীত। একাধিকবার শাস্তিতে ভুগেও তাদের হঠকারিতা থেমে থাকেনি। আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করে যখন তাদেরকে বায়তুল মুকাদ্দাস নগরীর ফটক দিয়ে প্রবেশের সুযোগ দিলেন, তখন তাদের প্রতি নির্দেশ আসে, 'তোমরা আল্লাহর সামনে নতজানু অবস্থায় "হিত্তাতুন" (আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন) বলতে বলতে নগরীতে প্রবেশ করো।' কিন্তু তারা 'হিত্তাতুন' না বলে 'হিনতাতুন হিনতাতুন' (আমরা গমের চাষ করতে চাই) বলতে বলতে প্রবেশ করে।

মক্কা বিজয়ের পর যাঁরা ইসলামে প্রবেশ করেছিলেন, ইতিহাসে তাঁরাই 'মুক্ত' নামে পরিচিত। মক্কা বিজয়ের পর হুনাইনের অভিযানে নবীজির বাহিনীর সঙ্গে মুক্ত লোকদের একটা দলও অংশগ্রহণ করেছিল। এ প্রসঙ্গে *সহিহ বুখারি* গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি *সহিহ বুখারির* এ বর্ণনার ব্যাখ্যায় বলেন, 'হুনাইনের অভিযানে এই মুক্তিপ্রাপ্ত দলের সংখ্যা এত বেশি ছিল না। সংখ্যায় তারা পুরো বাহিনীর দশ ভাগের এক ভাগেরও কম।

এ ছাড়া হাফেজ ইবনে হাজার তাঁর *তাহজিব* গ্রন্থে লেখেন, 'মক্কা বিজয়ের পর সেখানে আর কোনো বিধর্মী অবশিষ্ট ছিল না। সবাই ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়।'

ফুজালা ইবনে উমায়ের কর্তৃক নবীজিকে হত্যার পরিকল্পনা

ইবনে হিশাম বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের পর নবীজি কাবাঘর তাওয়াফ করছিলেন। মক্কার এক যুবক তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করে। সে ছিল ফুজাইল ইবনে উমায়ের। সে চুপিসারে নবীজিকে অনুসরণ করতে থাকে। কাছাকাছি এসে পড়লে নবীজি তার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী অবস্থা? কী মনে করে এখানে এলে?' এতে ফুজাইল হঠাৎ থতমত খেয়ে যায়। সে উত্তর দেয়, 'না, তেমন কিছু নয়। আমি আল্লাহর জিকির করছিলাম।'

কিন্তু নবীজি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ফুজাইলের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত হন। তিনি স্বাভাবিক চিত্তে হেসে ফেলেন এবং বলেন, 'তুমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও।' তিনি তখন ফুজাইলের বুকে হাত রাখেন। এরপর ফুজাইল বলেন, 'আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ আমার বুকে হাত রাখামাত্র তিনি আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়ে যান।'

ওই ঘটনা প্রসঙ্গে শাইখ আলবানি বলেন, 'ইবনে হিশাম এ ঘটনা মুরসাল সনদে বর্ণনা করেছেন। অতএব, এতে দুর্বলতা বিদ্যমান।' তা ছাড়া শাইখ বুতির মত খণ্ডন করে আলবানি আরও বলেন, 'হাদিসের সূত্রটি সহিহ নয়। কারণ ইবনে হিশাম এ ঘটনা ধারাবাহিক সনদ ছাড়া বর্ণনা করেছেন। যার ফলে সনদের বর্ণনাকারীদের পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়নি।'

কাবাঘরের চাবি কাকে প্রদান করা হয়েছিল?

ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণিত মক্কা বিজয়ের আরেকটি ঘটনা সর্বত্র প্রসিদ্ধ। তিনি মুহাম্মদ ইবনে জাফরের সূত্রে সাফিয়া বিনতে শাইবা থেকে বর্ণনা করেন, 'নবীজি মক্কা বিজয়ের পর সবার প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। অতঃপর তিনি কাবাঘর তাওয়াফ করেন। নবীজির হাতে মাথাবাঁকা একটি লাঠি ছিল। প্রতিবার চক্কর শুরু করার সময় তিনি ওই লাঠি দ্বারা হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করে চুম্বন করতেন। তাওয়াফ শেষে নবীজি উসমান ইবনে তালহাকে (রা.) তলব করেন। উসমান আসার পর তিনি তাঁর কাছ থেকে কাবাঘরের চাবি নিয়ে কাবার দরজা খুলে তাতে প্রবেশ করেন।'

অতঃপর ইবনে ইসহাক আরও বর্ণনা করেন, 'এরপর সাহাবি আলি নবীজির দিকে এগিয়ে যান। চাবি তখন তাঁর হাতে ছিল। তিনি নবীজিকে বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল! আজ থেকে আপনি কাবাঘরের রক্ষক ও এর চাবির দায়িত্ব এবং হাজিদের পানি পান করানোর দায়িত্ব আমাদের প্রতি অর্পণ করুন।" উত্তরে নবীজি কিছু বললেন না। তিনি উসমান ইবনে তালহাকে ডেকে পাঠান। উসমান এলে নবীজি তাঁর হাতে কাবার চাবি প্রদান করে বললেন, "এখন থেকে চাবি তোমার কাছেই থাকবে। আজ পুণ্য অর্জন ও প্রতিশ্রুতি পূরণের দিন।"'

হাদিসের প্রথম অংশ হাসান পর্যায়ের। যেমনটা ইবনে হাজার আসকালানি *ফাতহুল বারি* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পরের অংশ ইবনে ইসহাক সনদ ছাড়া উল্লেখ করেছেন। এর সূত্র সম্পর্কে আলোচনা অনেকটা পূর্বে আলোচিত 'তোমরা যাও, আজ মুক্ত' এর কাছাকাছি।

তবে ইমাম তাবারানি উপরিউক্ত ঘটনা সাহাবি ইবনে আব্বাসের সূত্রে এভাবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবীজি সাহাবি উসমান ইবনে তালহাকে ডেকে তাঁর হাতে কাবার চাবি প্রদান করে বললেন, "উসমান! এই চাবি গ্রহণ করো। তোমার ওপর চিরকাল এ দায়িত্ব থাকবে। একমাত্র জালেম ছাড়া অন্য কেউ তোমার থেকে কাবাঘরের রক্ষকের দায়িত্ব ছিনিয়ে নিতে পারবে না।'

আল্লামা হাইসামি তাঁর *মাজমাউজ জাওয়ায়েদ* গ্রন্থে লিখেছেন, 'ইমাম তাবারানি এ ঘটনা তাঁর *মু'জামুল কাবির* এবং *মু'জামুল আওসাত* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তবে তাঁর সনদে আবদুল্লাহ ইবনে মুআম্মাল নামের এক বর্ণনাকারী রয়েছেন। ইবনে হিব্বান একে নির্ভরযোগ্য বলে আখ্যায়িত করে বলেন, কখনো তিনি বর্ণনায় ভুল করে বসেন। ইবনে মাঈন তাঁকে কোনো এক বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য বলে মন্তব্য করলেও অধিকাংশ হাদিসবিশারদ তাঁকে দুর্বল বলেছেন।'

ইবনে হাজার *ফাতহুল বারি* গ্রন্থে এ ঘটনা প্রসঙ্গে লেখেন, ইবনে আয়েদ আবদুর রহমান ইবনে সাবেত থেকে মুরসাল ধারায় বর্ণনা করেন, নবীজি উসমান ইবনে তালহার হাতে কাবাঘরের চাবি প্রদান করে বললেন, 'এই চাবি গ্রহণ করো। তোমার ওপর চিরকাল এ দায়িত্ব থাকবে। আমি নিজে এ দায়িত্ব তোমাকে দিইনি; বরং আল্লাহ তোমাকে এই দায়িত্ব দিয়েছেন। একমাত্র জালেম ছাড়া অন্য কেউ তোমার থেকে কাবাঘরের রক্ষকের দায়িত্ব ছিনিয়ে নিতে পারবে না।'

ইবনে জুরাইজের সনদে বর্ণিত, সাহাবি আলি নবীজিকে বললেন, 'আজ থেকে আপনি কাবাঘরের রক্ষক ও এর চাবির দায়িত্ব এবং হাজিদের পানি পান

করানোর দায়িত্ব আমাদের প্রতি অর্পণ করুন।' এর উত্তরে কোরআনের এ আয়াত অবতীর্ণ হয় :

'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেকে প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট যথারীতি পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করছেন। আর যখন তোমরা মানুষের কোনো বিচার-মীমাংসা করো, তখন ন্যায়ভিত্তিক মীমাংসা করিয়ো। আল্লাহ তোমাদিগকে উপদেশ দান করেন। নিশ্চয় আল্লাহ শ্রবণকারী, দর্শনকারী।'*

এরপর নবীজি উসমান ইবনে তালহাকে ডেকে পাঠান। উসমান এলে নবীজি তাঁর হাতে কাবার চাবি প্রদান করে বললেন, 'এখন থেকে চাবি তোমার কাছেই থাকবে। একমাত্র জালেম ছাড়া অন্য কেউ তোমার থেকে কাবাঘরের রক্ষকের দায়িত্ব ছিনিয়ে নিতে পারবে না।'

প্রথমত, এ ঘটনা মুরসাল ধারায় বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ইবনে জুরাইজের সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। কারণ ইবনে জুরাইজ নবীজির সাহাবি আলির সাক্ষাৎ পাননি। ইমাম জাহবি তাঁর *সিয়ার* গ্রন্থে এ ঘটনা হাদিসের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। শু'আইব আরনাউত ইমাম জাহবির বর্ণনার বিশ্লেষণে লিখেছেন, ওই ঘটনার সনদ দুর্বল। কারণ এতে আবদুল্লাহ ইবনে মুআম্মাল রয়েছেন, যিনি দুর্বল বলে বিবেচিত।

তাহজিব গ্রন্থে সাহাবি উসমান ইবনে তালহার জীবনীতে এসেছে, মুসআব জুবাইরি বলেন, নবীজি শাইবা ইবনে উসমানকে কাবাঘরের চাবি দিয়ে বললেন, 'হে আবু তালহার সন্তান! এ চাবি গ্রহণ করো। তোমাদের কাছে সব সময় এ দায়িত্ব থাকবে।' শাইবা ইবনে উসমান ইবনে আবু তালহার জীবনীতেও এ রকম বর্ণিত হয়েছে।

মুহাজির আরোহীকে স্বাগত

ইমাম তিরমিজি তাঁর *সুনানে তিরমিজি* গ্রন্থে আবদু ইবনে হুমাইদের সূত্রে সাহাবি ইকরিমা ইবনে আবু জাহল (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'যেদিন আমি নবীজির দরবারে ইসলাম গ্রহণের জন্য আগমন করি, তখন আমি বাহনের ওপর ছিলাম। তিনি আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে এসে বললেন, মুহাজির আরোহীকে স্বাগত।'

অতঃপর ইমাম তিরমিজি বলেন, 'এ বর্ণনার সনদ সহিহ নয়। শুধু এই সনদ ছাড়া অন্য কোনো সনদে আমি এই বর্ণনা পাইনি। এ সনদে মুসা ইবনে

---

* সুরা নিসা : ৫৮

মাসউদ রয়েছেন, যিনি হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে দুর্বল বলে পরিচিত। আবদুর রহমান ইবনে মাহদি এ ঘটনা আবু সুফিয়ানের সূত্রে ইবনে ইসহাক থেকে মুরসাল ধারায় বর্ণনা করেছেন।'

আল্লামা হাইসামি তাঁর *মাজমাউজ জাওয়ায়েদ* গ্রন্থে এ ঘটনার তিনটি সনদ উল্লেখ করেছেন এবং সব সনদের মূলসূত্র ইমাম তাবারানি এর দিকে সম্পৃক্ত করেছেন। প্রথম সনদের ব্যাপারে তিনি লেখেন, 'এ সনদ বিচ্ছিন্ন।' দ্বিতীয় সনদের ব্যাপারে বলেন, 'ইমাম তাবারানি এটি মুরসাল ধারায় বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর সনদের বর্ণনাকারীরা সহিহ হাদিসের বর্ণনাকারী হিসেবে পরিচিত।' তৃতীয় সনদের ব্যাপারে তিনি লেখেন, 'ইমাম তাবারানি এটি বর্ণনা করেছেন। তাঁর সনদের বর্ণনাকারীরা সহিহ হাদিসের বর্ণনাকারী হিসেবে পরিচিত। তবে মুসআব ইবনে সা'আদ নবীজির সাহাবি ইকরিমা থেকে কোনো কিছু শোনা প্রমাণিত নয়।'

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি *ফাতহুল বারি* গ্রন্থে এ বর্ণনা সঠিক হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে এ রকম অন্য ঘটনা উল্লেখ করেছেন। যথা তিনি লেখেন, আবদুল কায়েসের প্রতিনিধিদল ইসলাম গ্রহণের জন্য নবীজির দরবারে আগমন করার পর তিনি তাদেরকে 'এ জাতিকে স্বাগত' বলে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। নবীজি তাদের উদ্দেশে এ স্বাগত সম্বোধন কয়েকবার উচ্চারণ করেছিলেন। উম্মে হানি সম্পর্কে হাদিসে এসেছে, নবীজি তাঁকে 'উম্মে হানিকে স্বাগত' বলে স্বাগত জানান। তা ছাড়া ইকরিমাকে নবীজি 'মুহাজির আরোহীকে স্বাগত' বলে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। এমনকি নবীজি নিজ কন্যা ফাতিমাকেও (রা.) 'আমার কন্যাকে স্বাগত' বলে অভ্যর্থনা জানান।

অতঃপর ইবনে হাজার বলেন, এ-সংক্রান্ত সব বর্ণনাই সহিহ।

কিন্তু তিনি তাঁর অপর *ইসাবাহ* নামক গ্রন্থে ইকরিমার জীবনীতে লিখেছেন, 'ইকরিমার একটি ঘটনা *সুনানে তিরমিজি* গ্রন্থে মুসআব ইবনে সা'আদের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। *সুনানে তিরমিজি* গ্রন্থের ওই সনদ বিচ্ছিন্ন। কারণ মুসআব ইবনে সা'আদ নবীজির সাহাবি ইকরিমার সাক্ষাৎ পাননি।' উল্লেখ্য, ইবনে হাজার *ফাতহুল বারি* গ্রন্থ রচনার পর *ইসাবাহ* গ্রন্থ রচনা করেন।

তাহজিব গ্রন্থে ইকরিমার জীবনীতে উল্লেখিত হয়েছে, হাদিসের প্রখ্যাত সনদ নিরীক্ষক আবু হাতেম বলেন, 'আমার ধারণামতে মুসআব ইবনে সা'আদ ইকরিমা থেকে সরাসরি কোনো কিছু শোনেননি।' ইমাম বুখারি এ প্রসঙ্গে বলেন, 'মুসআব সরাসরি ইকরিমা থেকে কিছু শোনেননি।'

ইমাম হাকিম *মুসতাদরাক* গ্রন্থে আবু ইসহাকের সূত্রে মুসআব ইবনে সা'আদ থেকে ইকরিমার ঘটনা বর্ণনা করার পর বলেন, 'এর সনদ সহিহ। তবে ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম এ সনদে উল্লেখ করেননি।' ইমাম জাহবি এরপর বলেন, 'এ বর্ণনা সহিহ হলেও এর সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। কারণ মুসআব ইকরিমার সাক্ষাৎ পাননি।' এদিকে ইমাম জাহবি তাঁর *তারিখুল ইসলাম* গ্রন্থে এ ঘটনা প্রসঙ্গে লেখেন, 'ওই ঘটনার সনদ দুর্বল।'

তা ছাড়া এক হাদিসের বর্ণনা অনেক জায়গায় পাওয়া যায়। নবীজি ইরশাদ করেন, 'আমি জান্নাতে আবু জাহলের মালিকানাধীন একটি খেজুরগাছ দেখেছি। গাছটিতে খেজুরের থোকা ঝুলছিল।' ইকরিমার ইসলাম গ্রহণের পর নবীজি উম্মুল মুমিনিন উম্মে সালমাকে (রা.) বলেছিলেন, 'হে উম্মে সালমা! ইকরিমা হলো আবু জাহলের সেই খেজুরগাছ।'

ইমাম হাকিম এ হাদিস বর্ণনা করার পর বলেন, 'এর সনদ সহিহ। তবে ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম তা উল্লেখ করেননি।' তবে ইমাম জাহবি *তালখিস* গ্রন্থে বলেন, 'এ কথা সঠিক নয়। এই সনদে দুজন দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন।' শাইখ আলবানিও একে দুর্বল বলেছেন।

ছাফওয়ান ইবনে উমাইয়াকে নবীজির ধর্ম বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা প্রদান

ইমাম মালিক তাঁর বিখ্যাত *মুয়াত্তা* গ্রন্থে ইবনে শিহাবের সূত্রে বর্ণনা করেন, নবীজির যুগে অনেক নারী নিজের মাতৃভূমিতে ইসলাম গ্রহণ করে বসবাস করতেন। তাঁদের স্বামী অমুসলিম হওয়ার কারণে তাঁরা হিজরত করতে পারেননি। তাঁদের অন্যতম ছিলেন বিনতে ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা। তিনি সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী ছিলেন।

অষ্টম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের পর বিনতে ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর স্বামী সাফওয়ান মুসলিম বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার ভয়ে মক্কা থেকে পালিয়ে যায়। নবীজি সাফওয়ানের চাচাতো ভাই ওয়াহাব ইবনে উমায়েরকে নিরাপত্তার নিদর্শনস্বরূপ নিজের একটি চাদর প্রদান করে সাফওয়ানের কাছে ইসলামের দাওয়াত ও মক্কায় ফিরে আসার আহ্বান জানিয়ে প্রেরণ করেন। নবীজি ওয়াহাবকে বলে দেন, 'ছাফওয়ান এতে সম্মত হলে তাকে নিয়ে আসবে; অন্যথায় তাকে আমার পক্ষ থেকে দুই মাস ভেবে দেখার সময় দেবে।'

ওয়াহাব ইবনে উমায়ের যথারীতি নবীজির পক্ষ থেকে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে সাফওয়ানের কাছে গমন করেন। এরপর সাফওয়ান ওয়াহাবের সঙ্গে মক্কায় ফিরে আসে। সে মক্কায় প্রবেশ করে লোকদের সামনে ডেকে বলে, 'হে মুহাম্মদ! ওয়াহাব আপনার পক্ষ থেকে এ চাদর নিয়ে আমাকে আপনার কাছে ফিরে আসার জন্য বলেছে। সঙ্গে সে এটাও বলেছে, আপনি আমাকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিচ্ছেন। আমি তা গ্রহণ করলে আমার প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে এবং না মানলে আমাকে দুই মাসের সুযোগ দেওয়া হবে।' উত্তরে নবীজি বললেন, 'আবু ওয়াহাব! তুমি ফিরে এসো।' সাফওয়ান বলল, 'না, আল্লাহর কসম! যতক্ষণ না আপনি আপনার প্রস্তাবের ব্যাখ্যা দেন।' এবার নবীজি তাকে বললেন, 'ঠিক আছে, তোমাকে চার মাসের সময় দিলাম। তুমি ভেবে দেখো।'

অতঃপর নবীজি হাওয়াজেন ও হুনাইন অভিযানে রওনা হন। অভিযানে যাওয়ার সময় তিনি সাফওয়ানের অস্ত্র ও যুদ্ধসরঞ্জাম ধার হিসেবে দেওয়ার জন্য তাকে আহ্বান করেন। সাফওয়ান জিজ্ঞেস করল, 'স্বেচ্ছায় দেব, নাকি অনিচ্ছা সত্ত্বেও দিতে হবে?' নবীজি উত্তর দিলেন, 'স্বেচ্ছায় দাও।' তখন সাফওয়ান তার যাবতীয় যুদ্ধসরঞ্জাম ও অস্ত্র নবীজিকে দিয়ে তাঁর সঙ্গে হুনাইন ও তায়েফের অভিযানে অংশগ্রহণ করে। সে এই দুই অভিযানে নবীজির ব্যবহার ও মুসলিমদের চলাফেরা গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করে। অথচ তখনো সে কাফের ছিল। নবীজি সাফওয়ানকে তার মুসলিম স্ত্রীর থেকে বিচ্ছিন্ন না করে একসঙ্গে থাকতে বলেন। পরে একপর্যায়ে সাফওয়ানও ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। নবীজি তাঁদের আগের বিয়ে বহাল রাখেন।

ইবনে আবদুল বার ওই ঘটনা সম্পর্কে বলেন, 'আমি এ বর্ণনার কোনো সহিহ সূত্র সম্পর্কে অবগত নই। তবে ঐতিহাসিক ও সিরাত গবেষকদের কাছে এ ঘটনা ব্যাপক প্রসিদ্ধ। ইবনে শিহাব হচ্ছেন সিরাত গবেষকদের ইমাম। আর এ বর্ণনার প্রসিদ্ধি এর সনদের চেয়েও শক্তিশালী।'

শাইখ আলবানি বলেন, 'এটি মুরসাল ধারায় বর্ণিত।'

ইবনে ইসহাক এ ঘটনা মুহাম্মদ ইবনে জাফরের সূত্রে উরওয়া ইবনে জুবায়েরের সূত্রে এভাবে বর্ণনা করেন। উরওয়া বলেন, নবীজির মক্কা বিজয়ের পর সাফওয়ান ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ইয়েমেনে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করে। তাই সে গোপনে জেদ্দা নগরীর উদ্দেশে মক্কা ত্যাগ করে। এদিকে সাফওয়ানের পলায়নের ব্যাপারটি কারও মাধ্যমে জানাজানি হয়ে যায়।
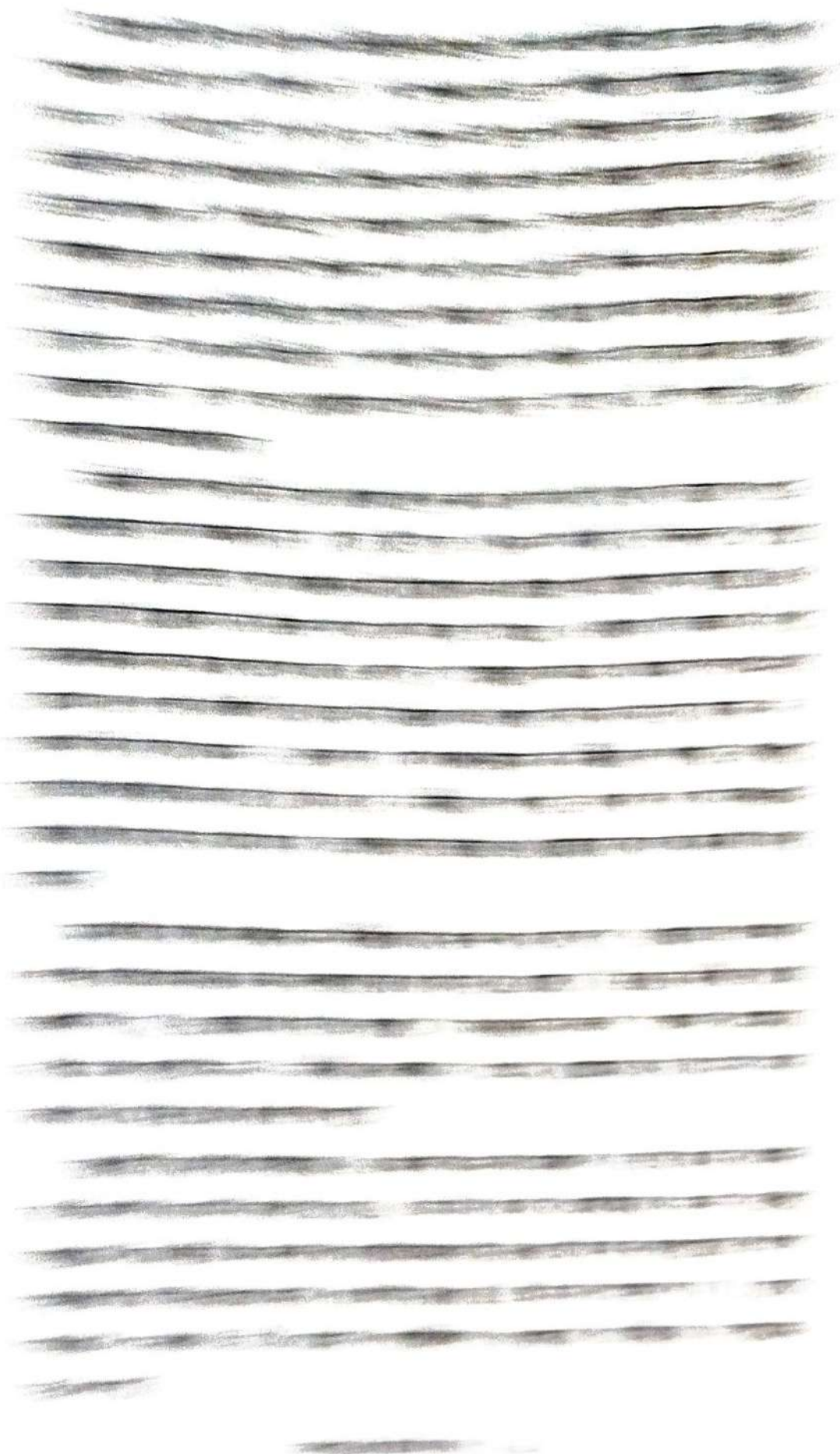
হুনাইন ও তায়েফের যুদ্ধের প্রচলিত কাহিনি

তার জবান বন্ধ করে দাও

ইমাম মুসলিম রাফে ইবনে খুদাইজের সূত্রে বর্ণনা করেন, হুনাইনের যুদ্ধের পর নবীজি গনিমতের সম্পত্তি বণ্টন করার সময় আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া, উয়াইনাহ ইবনে হিসন ও আকরা ইবনে হাবেস প্রমুখ ব্যক্তির প্রত্যেককে ১০০ করে উট প্রদান করেন। আর আব্বাস ইবনে মিরদাসকে ১০০ উটের চেয়ে কিছু কম প্রদান করেন।

নিজের ভাগে কম দেখে আব্বাস ইবনে মিরদাস নিচের কবিতা আবৃত্তি করেন :

ওই সম্পদ, যা লুট করেছি আমি এবং আমার ঘোড়া, যার নাম উবাইদ,
বণ্টন করে দিচ্ছেন উয়াইনিয়া এবং আকরার মাঝে?
অথচ বদর/হিসন (উয়াইনার পিতা) ও হাবিস (আকরার পিতা) কখনোই কোনো যুদ্ধে
তাদের কেউই মিরদাসের (কবির পিতা, মানে আব্বাসের পিতা) চেয়ে এগিয়ে নয়।
আমিও কম নেই তাদের চেয়ে কোনো অংশে,
ফিরে পাবে না সে নিজের মর্যাদা; আজকের দিনে নত হবে যে ॥

তাঁর আবৃত্তি শুনে নবীজি তাঁকেও ১০০ উট প্রদান করেন।

কিন্তু ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে, নবীজি নও-মুসলিমদের আস্থা বৃদ্ধির জন্য তাদেরকে অন্যদের চেয়ে একটু বেশি করে প্রদান করেছিলেন। এ ছাড়া তাঁর বর্ণনায় আব্বাস ইবনে মিরদাসের কবিতার আরও অতিরিক্ত চার লাইন বেশি উল্লেখিত হয়েছে।

এ ছাড়া এ ঘটনার শেষে ইবনে ইসহাক আরও বর্ণনা করেন, আব্বাস ইবনে মিরদাসের কবিতা শুনে নবীজি বললেন, 'তোমরা আমার ব্যাপারে তার জবান বন্ধ করে দাও।' অর্থাৎ তাকে এ পরিমাণ দাও, যাতে সে আমার

ব্যাপারে আর কোনো অভিযোগ করতে না পারে। নবীজির নির্দেশ পেয়ে সাহাবিগণ তাঁকে আরও এত বিপুল সম্পত্তি প্রদান করেন, যা দেখে ইবনে মিরদাস খুশি হয়ে যান।

এ ঘটনা ওয়াকিদি ও ইবনে সা'আদ আরও দুই সনদে বর্ণনা করেন। প্রথম সনদ ওয়াকিদির সূত্রে এবং দ্বিতীয় সনদ আরেম ইবনে ফজলের সূত্রে হিশাম ইবনে উরওয়া ও তাঁর পিতা থেকে। তবে এ বর্ণনা মুরসাল ধারায় বর্ণিত।

হাফেজ ইরাকি বলেন, ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় যে অতিরিক্ত 'তার জবান বন্ধ করে দাও' উল্লেখিত হয়েছে, তা অন্য কোনো প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তিনি এটি সনদ ছাড়া উল্লেখ করেছেন।

শুধু নবীই এ রকম উপঢৌকন দিতে পারেন

ওয়াকিদি বর্ণনা করেন, হুনাইনের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া নবীজির সঙ্গে ঘোরাফেরা করছিলেন। এ যুদ্ধে বিপুল পরিমাণ উট, ছাগল ও ভেড়া গনিমত হিসেবে মুসলিম বাহিনী লাভ করে। সাফওয়ান নবীজির সঙ্গে ঘুরে ঘুরে এসব দেখছিলেন। সমস্ত সম্পদ ও পশুর পাল এক জায়গায় সমবেত করা হচ্ছিল। তখন সাফওয়ান বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে পশুর পালের দিকে বারবার দেখছিলেন। হঠাৎ সাফওয়ানের দৃষ্টি একটি গিরিপথের ওপর আটকে গেল। ওই গিরিপথ উট, ছাগল এবং এগুলোর রাখাল দিয়ে ভরপুর ছিল। ব্যাপারটি নবীজির দৃষ্টিতে আটকে গেল।

তিনি সাফওয়ানকে বললেন, 'কী হে সাফওয়ান! এত বিপুল সম্পদ দেখে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছ?' উত্তরে সাফওয়ান বললেন, 'জি হ্যাঁ।'

তখন নবীজি গিরিপথে একটি পশুর পালের দিকে দেখিয়ে বললেন, 'ছাফওয়ান! এখানে যা কিছু আছে, সব তোমাকে দিয়ে দিলাম।' হঠাৎ এত বিপুল পরিমাণ পশু উপঢৌকন হিসেবে পেয়ে সাফওয়ান আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান। তিনি বলে ওঠেন, 'এ রকম উপঢৌকন কেবল নবীই দিতে পারেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসুল।'

উল্লেখ্য, বর্ণনাকারী ওয়াকিদির ব্যাপারে আগে বলা হয়েছে, তিনি হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যাত বলে সবার কাছে পরিচিত।

অথচ সাফওয়ানের ঘটনা *সহিহ মুসলিম* গ্রন্থে ইবনে শিহাবের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের পর নবীজি স্বীয় সাহাবিদের বাহিনী ও

মক্কার নও-মুসলিমদের একটি দল নিয়ে হুনাইন অভিযানের উদ্দেশে রওনা হন। তুমুল লড়াইয়ের পর হুনাইন যুদ্ধেও মুসলিমরা বিজয় লাভ করেন। এ যুদ্ধে বিপুল পরিমাণ সম্পদ ও সম্পত্তি গনিমত হিসেবে মুসলিমরা লাভ করেন। নবীজি সেখান থেকে সাফওয়ানকে প্রথমে ১০০ উট প্রদান করেন। অতঃপর আরও ১০০ উট দেন। এরপর আরও ১০০ প্রদান করেন। এতে সাফওয়ান হতবাক হয়ে যান।

অতঃপর ইবনে শিহাব সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেবের সূত্রে বলেন, নবীজির কাছ থেকে এত বিপুল সম্পদ উপঢৌকন হিসেবে পেয়ে সাফওয়ান বলেছিলেন, 'আল্লাহর কসম! নবীজি আমাকে এত পরিমাণ সম্পদ প্রদান করেছেন, যা আমি ভাবতেও পারিনি। এর আগে তিনি আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ঘৃণার পাত্র ছিলেন। কিন্তু তাঁর পক্ষ থেকে এত কিছু উপঢৌকন পেয়ে তাঁকে না ভালোবেসে থাকতে পারিনি। তখন থেকেই তিনি আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষে পরিণত হন।'

এ বর্ণনার অপর অংশে এসেছে, রাফে ইবনে খাদিজ বলেন, 'নবীজি আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া, উয়াইনাহ ইবনে হিসন, আকরা ইবনে হাবেসসহ প্রত্যেককে ১০০ করে উট প্রদান করেছিলেন।'

প্রিয় নবীজির দানশীলতা বর্ণনাতীত। এ জগতে আল্লাহ তায়ালার পরে তাঁর চেয়ে দানশীলতায় আর কেউ এগিয়ে নয়। *সহিহ মুসলিম* গ্রন্থে সাহাবি আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজির নিকট ইসলাম গ্রহণ করার পর কেউ কিছু চাইলে তিনি অবশ্যই তা দিয়ে দিতেন। আনাস বলেন, একবার এক ব্যক্তি নবীজির কাছে এল। তিনি তাকে এত বেশি ছাগল দিলেন, যাতে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ হয়ে যাবে। তারপর সেই ব্যক্তি তার গোত্রের কাছে গিয়ে তাদের উদ্দেশ করে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো। কারণ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভাবের আশঙ্কা না করে দান করতেই থাকেন।'

মুআবিয়াকে নবীজির ১০০ উট প্রদান

ওয়াকিদি বর্ণনা করেন, নবীজি হুনাইনের গনিমত থেকে সাহাবি মুআবিয়াকেও (রা.) ১০০ উট ও ৪০ আউন্স মূল্যের সমপরিমাণ স্বর্ণ প্রদান করেন।

ইমাম জাহবি তাঁর *সিয়ার* গ্রন্থে এ ঘটনা প্রসঙ্গে লেখেন, 'আমার মনে হচ্ছে, ওয়াকিদি নিজেও জানেন না, কখন কী বলে ফেলেন! ওয়াকিদির নিজের বর্ণনায়ই হলো মুআবিয়া প্রথম দিকের মুসলমান। তাহলে তাঁর মন আকৃষ্ট

করতে হুনাইনের যুদ্ধে প্রাপ্ত গনিমত থেকে নবীজি তাঁকে কেন বিপুল পরিমাণ সম্পদ দেবেন? যদি নবীজি তাঁকে এত বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি দিয়েই থাকেন, তাহলে মুআবিয়া কর্তৃক বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার পর ফাতেমা বিনতে কায়েস যখন নবীজির কাছে পরামর্শের জন্য এলেন, তখন তাঁকে নবীজি কেন বললেন যে "মুআবিয়া নিঃস্ব, তার কোনো সম্পদ নেই"।'

শাইবা ইবনে উসমান কর্তৃক নবীজিকে হত্যার প্রচেষ্টা

ইবনে ইসহাক বলেন, 'শাইবা ইবনে উসমানের পিতা মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে উহুদের প্রান্তরে মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারায়। এ জন্য শাইবা কঠিন প্রতিশোধের সুযোগ খুঁজছিল। হুনাইনের যুদ্ধে সেই সুযোগ তার হাতে এসে যায়। এ প্রসঙ্গে শাইবা নিজেই বলে, 'হুনাইনের যুদ্ধের পর আমি ভাবতে থাকি, এবার সে সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না। মুহাম্মদকে শেষ করে দেব।

'এ লক্ষ্যে আমি তাঁকে হত্যা করার জন্য তাঁর পিছু নেই। কিন্তু যখনই আমি মুহাম্মদের কাছাকাছি এসে তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হই, তখনই আমি অবচেতন হয়ে যেতাম। মনে হতো, কে যেন আমার আত্মার ওপর আবরণ ফেলে দিয়েছে। পরক্ষণেই চেতনা ফিরে পাই। বুঝতে পারি, তাঁকে হত্যা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অদৃশ্য শক্তি তাঁকে রক্ষা করে যাচ্ছে।'

ইমাম বায়হাকি তাঁর *দালায়েল* গ্রন্থে ওয়ালিদ ইবনে মুসলিমের সূত্রে শাইবা ইবনে উসমান থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'আমি যখন হুনাইন যুদ্ধের দিন দেখলাম, নবীজি উন্মুক্তভাবে নিরাপত্তা প্রহরা ছাড়াই ঘোরাফেরা করছেন, তখন আমার পিতা ও চাচার মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের কথা মনে পড়ে যায়। উহুদের যুদ্ধে আলি ও হামজা (রা.) তাদেরকে হত্যা করেছিলেন।

'তাই ভাবতে থাকি, এবারই এর উপযুক্ত বদলা নেওয়ার সময়। এরপর আমি তাঁর ডান দিকে অবস্থান নেওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু দেখি, সেখানে আব্বাস নবীজিকে প্রহরা দিচ্ছেন। তিনি নবীজির সম্মানিত চাচা। কখনোই তিনি মুহাম্মদকে (সা.) অপদস্থ হতে দেবেন না। এরপর আমি বাম দিকে যাওয়ার চেষ্টা করি। দেখি, সেখানে নবীজির চাচাতো ভাই আবু সুফিয়ান ইবনে হারিস পাহারায় নিযুক্ত। ভাবলাম, নিশ্চয় তাঁর চাচাতো ভাই আল্লাহর নবীকে কখনো অপমানিত হতে দেবেন না। অবশেষে আমি নবীজির পেছনে অবস্থান গ্রহণ করি এবং তরবারি তাঁর দিকে তাক করি। হঠাৎ দেখতে পাই, আমার ও নবীজির মধ্যে একটি অগ্নির স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠছে। মনে হচ্ছিল,

আমাকে দগ্ধ করে ফেলবে এই অগ্নিশিখা। লজ্জায়, ভয়ে আমি হাত দি
চোখ ঢেকে ফেলি এবং পেছনের দিকে চলতে শুরু করি।

'কিন্তু সেই মুহূর্তে নবীজি আমার দিকে তাকিয়ে ডাক দিলে
শাইবা! শাইবা!! আমার কাছে এসো।" অতঃপর দোয়া করলেন, "
শাইবার কাছ থেকে শয়তানকে তাড়িয়ে দিন।" নবীজির ডাক শুনে চো
তাঁর দিকে তাকাই। আশ্চর্য অনুভূত হচ্ছিল আমার। নবীজির দিকে তা
তিনি আমার চোখ-কান থেকেও যেন আমার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিত্বে প
হন। অতঃপর নবীজি বললেন, "শাইবা! কাফেরদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাঁ
পড়ো।"'

ইমাম জাহবি এ ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, ওই ঘটনা খুবই অপরি
অর্থাৎ তেমন প্রসিদ্ধ নয়।

আল্লামা হাইসামি এ ঘটনা *মাজমাউজ জাওয়ায়েদ* গ্রন্থে ইমাম তাব
এর দিকে সম্পৃক্ত করার পর বলেন, এ বর্ণনার সনদে আবু বকর হা
রয়েছেন, তিনি দুর্বল।

তবে এ প্রসঙ্গে মূল গ্রন্থকার বলেন, 'আবু বকর হাজলিকে শুধু দুর্বল
যথেষ্ট নয়।' হাফেজ ইবনে হাজার ও ইমাম জাহাবি তাঁকে পরি
বলেছেন।

ইমাম বায়হাকি আইয়ুব ইবনে জাবেরের সূত্রে মুসআব ইবনে শাই
পিতা শাইবা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 'আমি হুনাইনের অভিয
নবীজির সঙ্গে বের হই। আল্লাহর কসম! ইসলামের প্রতি আমার কো
আগ্রহই ছিল না। ইসলামের আকর্ষণে আমি তাঁর সঙ্গে রণাঙ্গনে যাইনি। বি
কুরাইশদের ওপর হাওয়াজেন গোত্রের বিজয় অর্জনকে আমি গর্বভ
প্রত্যাখ্যান করছিলাম। ভাবছিলাম, এমন হতেই পারে না।'

এরপর শাইবা বলেন, 'রণাঙ্গনে আমি নবীজির সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলাম
হঠাৎ দেখি, অনেকগুলো সাদা-কালো ঘোড়ায় আরোহী সৈন্যরা যুদ্ধে ল
যাচ্ছে। আমি নবীজিকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, "শাইব
শুধু কাফেররা এ ঘোড়াগুলো দেখতে পায়।" এরা মুসলিমদের পক্ষ হ
লড়ছিল। অতঃপর নবীজি আমার বুকের ওপর হাত রেখে তিনবার দোয়
করলেন, "আল্লাহ! আপনি শাইবাকে সরল পথের দিশা দিন।" নবীজির দোয়
শেষ হতেই তিনি আমার কাছে জগতের সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন।'

ইমাম বায়হাকি এর উপরিউক্ত বর্ণনার সনদে আইয়ুব ইবনে জাবের দুর্বল
বলে বিবেচিত। অপর বর্ণনাকারী সাদকা ইবনে সাঈদ হানাফির ব্যাপারে

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, 'তাঁর বর্ণিত হাদিস দুর্বল। তবে সমার্থক বর্ণনা পাওয়া গেলে তা গ্রহণ করা যাবে। আমি মুসআব নামে শাইবার কোনো সন্তানের কোনো সন্ধান পাইনি। বিভিন্ন বর্ণনায় মুসআব ইবনে শাইবা নামে যে বর্ণনাকারী উল্লেখিত হয়েছে, তিনি হচ্ছেন ঘটনার মূল নায়কের নাতির পুত্র। তার নাম হচ্ছে মুসআব ইবনে শাইবা ইবনে জুবায়ের ইবনে শাইবা ইবনে উসমান ইবনে আবু তালহা।'

ইমাম আহমাদ তাঁর ব্যাপারে বলেন, 'তিনি মুনকার হাদিস বর্ণনা করে থাকেন।' ইমাম নাসায়িও এমন বলেছেন। ইমাম দারা কুতনি বলেন, 'তিনি হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে শক্তিশালী নন; আবার তিনি হাদিসের হাফেজও নন।' ইমাম আবু দাউদ তাঁকে দুর্বল বলেছেন। তবে ইবনে মাঈন ও শাইব আজলি তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। আর এ কারণে ইবনে হাজার তাঁর *তাকরিব* গ্রন্থে শাইবাকে 'হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে দুর্বল প্রকৃতির' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ইবনে কাসির তাঁর *বিদায়া ওয়ান নিহায়া* গ্রন্থে এ ঘটনা ওয়াকিদির সনদে উল্লেখ করেন। উল্লেখ্য, ওয়াকিদির ব্যাপারে আগেই বলা হয়েছে, তিনি প্রত্যাখ্যাত বলে পরিচিত।

এ ছাড়া ইবনে হাজার আসকালানি তাঁর *ইসাবা* গ্রন্থে এ ঘটনা ইবনে আবু খাইছামার সূত্রে মুসআব নুমাইরি থেকে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন, 'ইবনে সাকানের মতে, শাইবার ইসলাম গ্রহণের ঘটনার সনদে সমস্যা রয়েছে।'

উল্লেখ্য, ইবনে সাকান হাদিসশাস্ত্রের বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর পুরো নাম হচ্ছে আবু আলি সাঈদ ইবনে উসমান ইবনে সাঈদ ইবনে সাকান। একাধিক বিষয়ে তাঁর গবেষণা ও রচিত গ্রন্থ রয়েছে। হাদিসের সনদের দক্ষ নিরীক্ষক ছিলেন তিনি। ৩৫৩ হিজরিতে তাঁর ইন্তেকাল হয়। ইবনে হাজার আসকালানি তাঁকে বিচক্ষণ আলেম ও মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব বলে আখ্যায়িত করেছেন।

নবীজি কর্তৃক তায়েফবাসীর প্রতি মিনজানিক দিয়ে গোলা নিক্ষেপ

ইবনে হিশাম তায়েফের যুদ্ধ সম্পর্কে নবীজির সিরাতের বিখ্যাত রচয়িতা ইবনে ইসহাকের বর্ণিত ঘটনা থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'আমি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জেনেছি, নবীজি তায়েফের যুদ্ধে তায়েফবাসীর প্রতি

মিনজানিক দিয়ে গোলা নিক্ষেপ করেছিলেন। ইতিহাসে নবীজিই সর্বপ্রথম যুদ্ধে মিনজানিক ব্যবহার করেন।'

ইমাম জাইলাঈ বলেন, 'ইমাম তিরমিজি এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর সনদে ধারাবাহিকতা রক্ষা হয়নি।'

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, ইমাম আবু দাউদ *মারাসিল* গ্রন্থে ছাওরের সূত্রে মাকহুল থেকে বর্ণনা করেন, নবীজি তায়েফের যুদ্ধে তায়েফবাসীর দুর্গের দিকে তাক করে মিনজানিক স্থাপন করেছিলেন। ইমাম তিরমিজি এ ঘটনা বর্ণনা করলেও সনদে মাকহুলের নাম উল্লেখ করেননি। তাই ওই সনদে ছাওরের আগে মাকহুল থেকে বিচ্ছিন্নতা দেখা দিয়েছে। ইমাম আবু দাউদ ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসির থেকে মুরসাল ধারায় বর্ণনা করেন, নবীজি তায়েফবাসীকে এক মাস যাবৎ অবরোধ করে রাখেন। ইমাম আওজায়ি বলেন, 'আমি ইয়াহইয়াকে নবীজি কর্তৃক মিনজানিক নিক্ষেপের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি তা অস্বীকার করে বলেন, আমি এ ব্যাপারে জানি না।'

অতঃপর ইবনে হাজার বলেন, 'ইবনে সা'আদ এ ঘটনা কুবাইসার সূত্রে ছাওর মারফত মাকহুল থেকে বর্ণনা করেন। ইমাম আবু দাউদ এভাবেই বর্ণনা করেছেন। তবে উকাইলি অন্য সনদে আলির সূত্রে ধারাবাহিক সনদে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।'

ইমাম বায়হাকিও তাঁর *সুনানে কুবরা* গ্রন্থে নবীজি কর্তৃক তায়েফবাসীর প্রতি মিনজানিক নিক্ষেপের ঘটনা বর্ণনা করেছেন এবং সেটা যে আবু কিলাবা অস্বীকার করেছেন, সেটাও বলেছেন।

সহিহ মুসলিম গ্রন্থে সাহাবি আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা নবীজির সঙ্গে তায়েফের অভিযানে বের হই। ৪০ দিন যাবৎ তাদেরকে অবরোধ করে রাখি। এরপর মক্কায় ফিরে আসি।' উল্লেখ্য, আনাসে বর্ণনায় মিনজানিক নিক্ষেপের কথা উল্লেখ নেই।

তায়েফ অভিযানে নওফেল ইবনে মুআবিয়ার পরামর্শ

ওয়াকিদি তাঁর সনদে সাহাবি আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তায়েফ অবরোধ করার পর যখন ১৫ দিন অতিবাহিত হয়ে গেল, তখন নবীজি সাহাবি নওফেল ইবনে মুআবিয়াকে (রা.) ডেকে পরামর্শ চাইলেন। নবীজি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'নওফেল! তোমার কী মনে হয়? এখন কী করা যেতে পারে?'

উত্তরে নওফেল বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! শেয়াল গর্তে ঢুকে গেছে। চেষ্টা অব্যাহত থাকলে ধরা পড়বে। ছেড়ে দিলেও আশঙ্কার কোনো কারণ নেই।' অর্থাৎ তায়েফবাসী কেল্লায় এক বছরের রসদ নিয়ে ঢুকে গেছে। তা ছাড়া তারা আর আক্রমণ করতে সাহস পাবে না। আর নবীজির উদ্দেশ্যও ছিল কেবল প্রতিরোধ করা। তাই নওফেলের পরামর্শে তিনি অবরোধ উঠিয়ে নিলেন।

উল্লেখ্য, আগে একাধিকবার বলা হয়েছে, বর্ণনার ক্ষেত্রে ওয়াকিদি পরিত্যক্ত। তা ছাড়া শাইখ আলবানি এ বর্ণনাকে দুর্বল সাব্যস্ত করে ওয়াকিদির ব্যাপারে বলেন, 'তিনি মিথ্যাবাদী হিসেবে অভিযুক্ত।'

নবীজির দুধমাতার আগমন

ইমাম বুখারি তাঁর *আদাবুল মুফরাদ* গ্রন্থে এবং ইমাম আবু দাউদ এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ইমাম বায়হাকিও তাঁর *দালায়েল* গ্রন্থে জাফর ইবনে ইয়াহইয়ার সূত্রে আবু তোফায়েল (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন :

'হুনাইনের যুদ্ধ শেষে ফেরার পথে আমি দেখলাম, জু'উররানা পল্লিতে নবীজি গনিমতের সম্পদ থেকে গোশত সবার মধ্যে বণ্টন করছেন। আমি তখন সবেমাত্র বালক। জবাইকৃত উট ও ভেড়ার হাড় বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলাম। একটু পর দেখি, এক বৃদ্ধ মহিলা নবীজির কাছে আগমন করলেন। নবীজি তাঁকে দেখামাত্র নিজের চাদর বিছিয়ে ওই মহিলাকে বসতে দেন। আমি একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, মহিলাটি কে? সে উত্তর দিল, তিনি নবীজির দুধমাতা।'

ইমাম হাকিম এ ঘটনা বর্ণনা করার পর এর সনদ সম্পর্কে কিছু বলেননি। ইমাম জাহবিও এ ব্যাপারে নীরব থেকেছেন। তবে অন্য জায়গায় ইমাম হাকিম নিজ সনদে এ ঘটনা বর্ণনা করার পর বলেন, 'এর সনদ সহিহ; তবে ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম তা উল্লেখ করেননি।' আর ইমাম জাহবি এ প্রসঙ্গে কিছু না বললেও তিনি তাঁর *তালখিস* গ্রন্থে ওই ঘটনা উল্লেখ করেননি।

ইবনে কাসির তাঁর *তারিখ* গ্রন্থে এ ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, 'উপরিউক্ত ঘটনা খুবই অপরিচিত। সম্ভবত বর্ণনাকারী বলতে চাইছেন, জু'উররানা পল্লিতে নবীজির কাছে আগন্তুক ওই মহিলা নবীজির দুধবোন ছিলেন। যিনি নবীজির দুধমাতা হালিমা সাদিয়ার কন্যা ছিলেন এবং বাল্যকালে তিনি নবীজিকে কোলে রাখতেন এবং মায়ের সঙ্গে তিনিও দুধ পান করিয়েছেন। আর যদি বর্ণনাটি সহিহ হয়, তাহলে উদ্দেশ্য হবে, হালিমা সাদিয়া দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন।

অতঃপর ইবনে ইসহাক বলেন, 'আমার কাছে ইয়াজিদ ইবনে উবায়িদ সাদি বর্ণনা করেন, অতঃপর নবীজির কাছে আসার পর শাইমা বিনতে হারিস নবীজিকে বললেন, "মুহাম্মাদ! আমি তোমার দুধবোন।" নবীজি প্রথমে তাঁকে চিনতে পারছিলেন না। তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কাছে এর কোনো প্রমাণ অথবা নিদর্শন রয়েছে কি?" শাইমা বললেন, "ছোটবেলায় তুমি আমার পিঠে চড়ে বসেছিলে। তখন আমার পিঠে তুমি দাঁত দিয়ে কামড় বসিয়ে দিয়েছিলে। সেই চিহ্ন এখনো আমার পিঠে রয়ে গেছে।" এ কথা শুনে নবীজি তাঁকে চিনতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজের চাদর বিছিয়ে দিয়ে তাঁকে বসতে দেন।

'অতঃপর নবীজি দুধবোনকে বললেন, "আপনি ইচ্ছে করলে আমার কাছে স্বেচ্ছায় সম্মানের সঙ্গে থেকে যেতে পারেন অথবা চাইলে আপনার জিনিসপত্র নিয়ে বাড়িও যেতে পারেন।" কিন্তু শাইমা বিনতে হারিস বাড়িতে চলে যেতে চাইলেন।'

ওই বর্ণনায় ইবনে ইসহাকের শিক্ষক ইয়াজিদ ইবনে উবায়িদ নির্ভরযোগ্য বটে, কিন্তু তিনি তাবেয়ি ছিলেন। ঘটনার সময় সেখানে তিনি উপস্থিত ছিলেন না। অতএব, এটি মুরসাল পর্যায়ের বর্ণনার আওতাভুক্ত।

ইমাম বায়হাকি তাঁর দালায়েল গ্রন্থে হাকাম ইবনে আবদুল মালেকের সূত্রে কাতাদাহ থেকে এ ঘটনা এভাবেই বর্ণনা করেছেন।

ইমাম জাহবি তাঁর মাগাজি গ্রন্থে ওই ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, 'হাকামকে ইবনে মাঈন দুর্বল বলেছেন।' আর কাতাদার জন্ম ৬০ হিজরিতে। অতএব, ঘটনাটি মুরসাল সনদে বর্ণিত।

কাব ইবনে জুহাইরের কবিতা

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, তায়েফের অবরোধ তুলে নেওয়ার পর নবীজি যখন মক্কায় ফিরে যান, তখন বুজাইর ইবনে জুহাইর স্বীয় আপন ভাই কাব ইবনে জুহাইরকে চিঠি লিখে দূত প্রেরণ করে। কাব ইবনে জুহাইর ছিল মক্কার বিখ্যাত কবি। চিঠিতে লেখা ছিল :

'কাব! নবীজির বিরুদ্ধে কুরাইশদের যে কবিরা কটূক্তি করত এবং কাব্যের ছন্দে নিন্দা করে বেড়াত, তিনি তাদের একজনকে হত্যা করেছেন। এখন মক্কার অন্যান্য কবি-সাহিত্যিক, যথা ইবনে জাব'আরি ও হুবাইরা ইবনে আবু ওয়াহাব মক্কা থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তারাও যেকোনো সময় গ্রেপ্তার হতে পারে। তোমার জন্য এখনো সুযোগ আছে। বাঁচতে চাইলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু

আসি, তাহলে আপনি কি তাকে গ্রহণ করে নেবেন?" উত্তরে নবীজি সম্মতি দিলে সে বলে, "আমিই কাব ইবনে জুহাইর।"'

অতঃপর ইবনে ইসহাক আসেম ইবনে উমর ইবনে কাতাদার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, কাব ইবনে জুহাইরের নাম শুনে এক আনসারি সাহাবি তার দিকে ধেয়ে আসেন আক্রমণ করার জন্য। ওই সাহাবি বলতে থাকেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! এ হচ্ছে আল্লাহর শত্রু। ওকে আমার হাতে ছেড়ে দিন। এর গর্দান উড়িয়ে দিই।' উত্তরে নবীজি বললেন, 'তাকে ছেড়ে দাও। নিশ্চয় সে অনুতপ্ত হয়ে ফিরে এসেছে।'

ইবনে ইসহাক আরও বলেন, 'আনসারি সাহাবির এহেন আচরণে কাব খুবই মনঃক্ষুণ্ন হয়। কারণ অন্যদিকে মুহাজির সাহাবিদের কেউই তাকে তিরস্কার বা কটূক্তি করেননি। নবীজির কাছে আগমনের সময় কাব একটি কবিতা আবৃত্তি করে। এ কবিতাটি মূলত কাব স্বীয় প্রিয়তমা স্ত্রী সুয়াদের দীর্ঘ বিচ্ছেদের যন্ত্রণায় আবৃত্তি করেছে। কারণ কাব অনেক দিন ধরে নবীজির ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল।' কবিতাটির অর্থ হলো :

প্রিয়তমা সুয়াদ থেকে দীর্ঘ বিচ্ছেদ হতে চলল,
তার প্রেমে আমার হৃদয় আজ অসুস্থ।
তার টানে আমার হৃদয় আবদ্ধ।
তার ভালোবাসা থেকে মুক্তি পাওয়ার মতো কোনো উপায়ও হলো না।

ইবনে ইসহাক কবিতার শেষ পর্যন্ত উল্লেখ করেন।

ইবনে কাসির লিখেছেন, ইবনে হিশাম বলেন, 'মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক পুরো ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন বটে, কিন্তু তিনি এর সনদ উল্লেখ করেননি।' তবে ইমাম হাকিম বিস্তারিত সনদে উপরিউক্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আবুল কাসেম আবদুর রহমান ইবনে হোসাইনের সূত্রে তিনি কাব ইবনে জুহাইরের পুত্র আবদুর রহমান থেকে বর্ণনা করেন, আবদুর রহমান তাঁর পিতা ও দাদা থেকে বর্ণনা করে বলেন :

জুহাইরের দুই পুত্র বুজাইর ও কাব একসঙ্গে কোথাও রওনা হয়। পথিমধ্যে এক জায়গায় এসে বুজাইর নিজ ভাই কাবকে বলেন, 'তুমি এখানে অবস্থান করো। আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে দেখে আসি তিনি কী বলেন।' এরপর বুজাইর নবীজির উদ্দেশে গমন করেন এবং কাব সেখানেই অপেক্ষা করতে থাকে। বুজাইর নবীজির কাছে এসে ইসলামে দীক্ষিত হন। এদিকে কাব নিজ ভাইয়ের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি জানতে পারে। তখন সে এই আবৃত্তি করে :

আমার পক্ষ থেকে কি এ চিঠি পৌঁছাবে না বুজাইরের কাছে?

তোমার জন্য সর্বনাশ ও ধ্বংসের কামনা ছাড়া আর কীই-বা করার আছে!!
যদি এমনটি নাই-বা করে থাকো, আমাকে তুমি বলো,
কিসের লোভ তোমাকে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য করল??
তুমি পাওনি তোমার পিতাকে ধ্বংসের কবলে; এমনকি তোমার মাকেও,
তোমার ভাইও পড়েনি কখনো অধঃপতনের অতল গহ্বরে।
আর যদি এমনটি না করে থাকো তুমি মোটেই বাস্তবে,
দুঃখিত হব না, কিছু বলবও না; তোমার সন্ধান পেলে।

কাবের এই কবিতার সংবাদ মদিনায় নবীজির কাছে পৌঁছে যায়। নবীজি কাবের বিরুদ্ধে হত্যা পরোয়ানা জারি করেন। তিনি নির্দেশ দেন, 'যে কাবকে কোথাও পাবে, সেখানেই যেন তাকে হত্যা করে।' পরোয়ানা জারির আদেশ শুনে বুজাইর তখনই চিঠি লিখে কাব ইবনে জুহাইরকে নবীজির কাছে আত্মসমর্পণ করতে বলেন। বুজাইর চিঠিতে এও লেখেন :

'আমার মনে হচ্ছে না, তুমি ছাড়া পাবে। তবে আমি জানি, কেউ আল্লাহ তায়ালার তাওহিদবাদের সাক্ষ্য দিয়ে নবীজির দরবারে এলে তিনি তাকে গ্রহণ করে নেন। তুমি দ্রুত ইসলাম গ্রহণ করে চলে এসো।'

নিজ ভাই বুজাইরের চিঠি পেয়ে কাব মদিনায় নবীজির দরবারে এসে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। অতঃপর সে নবীজির প্রশংসায় উপরিউক্ত পঙ্‌ক্তিটি আবৃত্তি করে।

ইমাম বায়হাকি তাঁর *দালায়েল* গ্রন্থে হাকিম, হাজ্জাজ ইবনে জির রুকাইবা এবং তার পিতা ও দাদার সনদে এ ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তবে আমি তাদের কারও জীবনী সম্পর্কে জানতে পারিনি।

ইমাম হাকিম সংক্ষেপে হুজামির সূত্রে ইবনে জুদ'আন থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'কাব ইবনে জুহাইর মসজিদে নববিতে নবীজির প্রশংসায় কবিতা আবৃত্তি করেন।

ওই ঘটনার সনদে তিনটি সমস্যা রয়েছে। প্রথমত, এটি মুরসাল সনদে বর্ণিত। দ্বিতীয়ত, সনদে উল্লেখিত আলি ইবনে জায়েদের দুর্বলতা। তৃতীয়ত, তাঁর থেকে বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান আওকাছের ব্যাপারে আপত্তি। কারণ তাঁর সম্পর্কে উকাইলি বলেন, 'তিনি প্রায় সময় বিপরীত হাদিস বর্ণনা করেন।' ইবনে আসাকির বলেন, 'তিনি দুর্বল বলে বিবেচিত।' তবে শুধু ইবনে হিব্বান তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ইমাম হাকিম অপর সনদে মুহাম্মদ ইবনে ফুলাইহের সূত্রে মুসা ইবনে উকবা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'কাব ইবনে জুহাইর নবীজির

প্রশংসায় মসজিদে নববিতে কবিতা আবৃত্তি করেছেন।' তবে এ সনদটি মুরসাল।

এ সত্ত্বেও ইমাম হাকিম বলেন, 'এ ঘটনার একাধিক সনদ রয়েছে। ইবরাহিম ইবনে মুনজির হুজামি সব সনদকে একত্রিত করেছেন। এর মধ্যে মুহাম্মদ ইবনে ফুলাইহের সূত্রে মুসা ইবনে উকবার সনদ এবং হাজ্জাজ ইবনে জির রুকাইবার সনদ দুটি সহিহ। ইবনে ইসহাক তাঁর *মাগাজি* গ্রন্থে এ বিষয়ে সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন।'

তবে হাফেজ ইরাকি বলেন, 'এ ঘটনা আমরা যতগুলো সনদে বর্ণনা করছি, এগুলোর কোনোটিই সহিহ নয়। ইবনে ইসহাক এটি বিচ্ছিন্ন সনদে উল্লেখ করেছেন।'

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি *নাতায়েজুল আফকার* গ্রন্থে নিজ সনদে উপরিল্লিখিত ইবরাহিম হুজামির সূত্রে এ ঘটনা বর্ণনা করার পর লেখেন, 'এ হাদিসটি শুধু ইবরাহিম হুজামি এ সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে অন্য সনদে আরও বিস্তারিত পরিসরে কাব ইবনে জুহাইরের ইসলাম গ্রহণ ও তাঁর কবিতা আবৃত্তির ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে।'

ইবনে কাসির বলেন, 'কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, কাব ইবনে জুহাইরের কবিতা শুনে নবীজি তাকে নিজের একটি ডোরাকাটা পোশাক উপঢৌকন হিসেবে প্রদান করেন।' অতঃপর তিনি আরও বলেন, 'কাব ইবনে জুহাইরের এ ঘটনা অনেক প্রসিদ্ধ। কিন্তু আমি এর সন্তোষজনক কোনো সনদের সন্ধান পাইনি।'

তাবুক অভিযানের প্রচলিত কাহিনি

তাবুক অভিযান সম্পর্কে কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট

তাবুক অভিযান নবম হিজরিতে সংঘটিত হয়। তবে এই অভিযানে যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। আল্লাহ তায়ালা তাবুক অভিযানের প্রেক্ষাপট কোরআনের আয়াতে তুলে ধরেছেন। তিনি ইরশাদ করেন :

'(হে নবী!) তাদের কেউ আপনাকে বলে, আমাকে অব্যাহতি দিন এবং পথভ্রষ্ট করবেন না। শুনে রাখো, তারা তো আগে থেকেই পথভ্রষ্ট এবং নিঃসন্দেহে জাহান্নাম এই কাফেরদের পরিবেষ্টন করে রয়েছে।'*

ইবনে ইসহাক তাবুক অভিযান সম্পর্কে বলেন, নবীজি যখন তাবুক অভিযানের জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন তিনি বনু সালামার জাদ্দ ইবনে কায়েসকে অভিযানে যাওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে জাদ্দ ইবনে কায়েস বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল! আপনি আমাকে এ অভিযান থেকে অব্যাহতি প্রদান করুন। আমাকে পথভ্রষ্ট করবেন না। কারণ তাবুকে বনু আসফারের মেয়েদের দেখে আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারব না। আমার কওমের লোকেরা জানে, আমার চেয়ে নারীদের প্রতি কঠিন আসক্ত অন্য কেউ নেই। তাই আমি এ অভিযানে যেতে চাইছি না।' নবীজি তাকে অব্যাহতি প্রদান করেন। অতঃপর এই পরিপ্রেক্ষিতে ওই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

ইবনে ইসহাক ঘটনার শুরুতে সনদ উল্লেখ করে বলেন, 'তাবুক অভিযান সম্পর্কে আমাদের শাইখদের যাঁরা যা কিছু শুনেছেন, তাঁরা তা-ই বর্ণনা করেছেন। আবার অনেকে এমন কিছু বর্ণনা করেছেন, যা অন্যরা করেননি।'

শাইখ আলবানি বলেন, 'এ বর্ণনাটি দুর্বল। ইবনে হিশাম ইবনে ইসহাকের সূত্রে মুরসাল সনদে এটি উল্লেখ করেছেন।' অনুরূপভাবে অপর

---

* সুরা তওবা : ৪৯

ঐতিহাসিক ইবনে জারির তাবারি তাঁর *তারিখে তাবারি* গ্রন্থে এ ঘটনা বর্ণনা করেন।

ইবনে জারির তাবারি তাঁর *তাফসির* গ্রন্থে মুহাম্মদ ইবনে আমরের সূত্রে প্রখ্যাত তাবেয়ি মুজাহিদ থেকে ওই আয়াতের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবীজি সকলকে তাবুক যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করে ইরশাদ করেন :

'তোমরা তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি নাও। এর ফলে গনিমত হিসেবে বনু আসফারের কন্যা এবং রোমীয় সুন্দরী নারী তোমরা লাভ করবে।' তখন জাদ্দ ইবনে কায়েস বলল, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাকে এ অভিযান থেকে অব্যাহতি প্রদান করুন এবং রোমীয় নারীদের কথা বলে আমাকে বিভ্রান্ত করবেন না।' তখন উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

উল্লেখ্য, ওই বর্ণনার সনদে উল্লিখিত মুজাহিদ তাবেয়ি হওয়ার কারণে এটি মুরসাল পর্যায়ে গণ্য। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ বলেন, 'ইবনে নুজাইহ তাবেয়ি মুজাহিদ থেকে সরাসরি কোরআনের তাফসির শোনেননি।' ইমাম জাহবি বলেন, 'ইবনে নুজাইহ তাবেয়ি মুজাহিদের ঘনিষ্ঠদের একজন।'

ইমাম বায়হাকি এ ঘটনা ইবনে লাহিয়ার সূত্রে উরওয়া থেকে বর্ণনা করেন। কিন্তু ইবনে লাহিয়ার দুর্বলতা সবার কাছে পরিচিত এবং উরওয়া থেকে বর্ণিত হওয়ায় এটিও মুরসাল সনদের পর্যায়ভুক্ত।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি বলেন, 'বর্ণিত আছে, জাদ্দ ইবনে কায়েস মুনাফিক ছিল। আবু নু'আইম এবং ইবনে মারদুইয়া উভয়ে দাহহাকের সূত্রে সাহাবি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 'জাদ্দ ইবনে কায়েসের উপরিউক্ত কথার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা সুরা তওবার উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন।'

এ ছাড়া ইবনে মারদুইয়া আয়েশা ও জাবেরের হাদিসের সনদের সূত্রে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তবে ওই সনদেও দুর্বলতা রয়েছে।

ইবনে আবদুল বার বলেন, 'বর্ণিত আছে, জাদ্দ ইবনে কায়েস পরবর্তী সময়ে তওবা করে খাঁটি মুসলিমে পরিণত হয়েছিলেন। তবে এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা সবচেয়ে ভালো অবগত।'

আল্লামা হাইসামি *মাজমাউজ জাওয়ায়েদ* গ্রন্থে লেখেন, 'ইমাম তাবারানি তাঁর *মু'জামুল কাবির* ও *মু'জামুল আওসাত* গ্রন্থে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর সনদে ইয়াহইয়া হুম্মানি নামের এক বর্ণনাকারী রয়েছেন, যিনি হাদিস বর্ণনায় দুর্বল।'

ইমাম জাহবি তাঁকে হাদিসের হাফেজ বললেও তাঁর বর্ণিত হাদিসকে প্রত্যাখ্যানযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। তবে ইবনে মাঈন এবং আরও অনেকে তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

ইমাম আহমাদ বলেন, 'তিনি প্রকাশ্যে মিথ্যা বলতেন।' ইমাম নাসায়ি তাঁকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। *তাহজিব* গ্রন্থে তাঁর জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত এসেছে।

সর্বোপরি এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই যে তাবুক অভিযানে যেসব মুনাফিক যেতে ইচ্ছুক ছিল না, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা সুরা তওবার উপরিউক্ত আয়াতের আগের আয়াতগুলোতে সতর্কবাণী ঘোষণা করলেও এ আয়াতটি শুধু জাদ্দ ইবনে কায়েসকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়া জটিল। তা ছাড়া যদিও মেনে নেওয়া হয়, এই আয়াত জাদ্দ ইবনে কায়েসের কথার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে, তা সত্ত্বেও এসব বর্ণনার সনদের দুর্বলতা উল্লেখ করা ছাড়া এ কথা বলা যাবে না।

কারণ হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি তাঁর *ইসাবাহ* গ্রন্থে জাদ্দ ইবনে কায়েসের জীবনীতে বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। সেখানে এসেছে, 'জাদ্দ ইবনে কায়েস দ্বিতীয় আকাবার বাই'আত গ্রহণে অংশ নিয়েছিলেন।'

ইবনে হাজার লিখেছেন, 'ইমাম তাবারানি এবং ইবনে মানদাহ মুআবিয়া ইবনে আম্মারের সূত্রে জাবের (রা.) থেকে জাদ্দ ইবনে কায়েসের ঘটনা বর্ণনা করেন। ওই ঘটনায় জাদ্দ ইবনে কায়েসের দ্বিতীয় আকাবার বাই'আত গ্রহণ সম্পর্কে উল্লেখিত হয়েছে। ওই বর্ণনার সনদ শক্তিশালী।'

এই সনদে উল্লেখিত মুআবিয়া এবং আম্মার থেকে ইমাম মুসলিম হাদিস বর্ণনা করেছেন। আর মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ থেকে ইমাম বুখারি তাঁর *আদাবুল মুফরাদ* গ্রন্থে হাদিস বর্ণনা করেন। এ ছাড়া তাঁর থেকে ইমাম তিরমিজি স্বীয় রচিত *সুনান* গ্রন্থে হাদিস এনেছেন। *তাকরিব* গ্রন্থে ইবনে হাজার এসব বর্ণনাকারীর প্রত্যেককে বিশ্বস্ত বলে উল্লেখ করেছেন।

আল্লামা হাইসামি তাঁর *মাজমাউজ জাওয়ায়েদ* গ্রন্থে জাবের থেকে বর্ণিত হাদিস উল্লেখ করে বলেন, 'ইমাম তাবারানি এ ঘটনা তিন সনদে বর্ণনা করেছেন। তাঁর সনদের প্রত্যেকেই নির্ভরযোগ্য।' অন্য জায়গায় ভিন্ন শব্দে জাবেরের বর্ণনা উল্লেখ করার পর হাইসামি বলেন, 'ইমাম তাবারানি এটি বর্ণনা করেন এবং তাঁর সনদের সবাই সহিহ হাদিস গ্রন্থের বর্ণনাকারী।'

হাদিসের মূলপাঠ *সহিহ বুখারি* গ্রন্থে আমর ইবনে দিনারের সূত্রে সাহাবি জাবের থেকে বর্ণিত হয়েছে। ওই হাদিসে জাবের জাদ্দ ইবনে কায়েসের

বাই'আত গ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার কথা উল্লেখ করেন। *সহিহ বুখারি* গ্রন্থের অন্য সনদে আতা থেকে বর্ণিত, জাবের বলেন, 'আমি, আমার পিতা এবং আমার দুই মামা যথাক্রমে জাদ্দ ইবনে কায়েস ও বারা ইবনে মা'রুর সবাই নবীজির কাছে বাই'আতে অংশ নিয়েছি।'

ইবনে হাজার আরও বলেন, আরব দেশে মায়ের নিকটাত্মীয়কে 'খালুন' বলে অভিহিত করা হয়। ইবনে আসাকির হাসান পর্যায়ের সনদে জাবের থেকে তাঁর মামার বাই'আতে অংশ নেওয়ার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁর বর্ণনায় জাবেরের মামার নাম হুর ইবনে কায়েস বলে উল্লেখিত হয়েছে।

অতঃপর ইবনে হাজার আরও বলেন, 'সিরাত গ্রন্থের কোনো রচয়িতা হুর ইবনে কায়েসের কথা উল্লেখ করেননি। সম্ভবত তিনি তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। যেমনটি ইবনে আসাকেরের বর্ণনায় এসেছে। এ বর্ণনায় হুর নাম এসেছে। হয়তো-বা এটি লেখনীতে জাদ্দ শব্দের বিকৃতির কারণে ঘটেছে। সর্বশেষে আল্লাহ তায়ালাই এ ব্যাপারে সর্বাধিক অবগত।'

অপর এক সহিহ সনদে বর্ণিত, বনু সালামার লোকেদের নবীজি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের নেতা কে হবেন?' তারা উত্তর দিল, 'জাদ্দ ইবনে কায়েস হতে পারেন। যদিও আমরা তাকে কৃপণ মনে করি।' নবীজি বললেন, 'কৃপণতার চেয়ে মারাত্মক ব্যাধি আর কী হতে পারে? না; বরং তোমাদের নেতা হবেন আমর ইবনে জামুহ।'

ইমাম বুখারি এটি *আদাবুল মুফরাদ* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। হাফেজ ইরাকি ও শাইখ মুনাবি একে ইমাম আহমাদ এর দিকে সম্পৃক্ত করে সহিহ সাব্যস্ত করেছেন। শাইখ আলবানিও অনুরূপ বলেছেন।

উল্লেখ্য, বনু সালামার লোকেরা জাদ্দ ইবনে কায়েসকে কৃপণ বলে আখ্যায়িত করেছেন; তবে মুনাফিক বলেননি। তাঁরা কখনোই কোনো মুনাফিককে নিজেদের নেতা মনোনীত করতেন না। কারণ নবীজি ইরশাদ করেন :

'তোমরা মুনাফিকদেরকে নিজেদের নেতা বলে সম্বোধন করিয়ো না। এমন করলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হন।' ইমাম আহমাদ তাঁর *মুসনাদ* গ্রন্থে এবং ইমাম বুখারি তাঁর *আদাবুল মুফরাদ* গ্রন্থে এ হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু দাউদও এ হাদিস বর্ণনা করেন।

ইমাম নববি, হাফেজ ইরাকি, শাইখ আলবানি এবং শাইখ শু'আইব আরনাউত প্রমুখ হাদিসবিশারদ ওই হাদিসের সনদকে সহিহ সাব্যস্ত করেছেন।

এদিকে ইমাম মুসলিম *সহিহ মুসলিম* গ্রন্থে সাহাবি জাবের থেকে হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় নবীজির কাছে বাই'আত করার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'হুদাইবিয়ার বাই'আত গ্রহণের দিন আমরা নবীজির সঙ্গে ১৪০০ জন ছিলাম। আমরা সবাই তাঁর হাতে বাই'আত করছিলাম। উমর (রা.) গাছের নিচে নবীজির হাত ধরে ছিলেন। জাদ্দ ইবনে কায়েস ছাড়া সবাই তাঁর হাতে বাই'আত করেন। তখন জাদ্দ ইবনে কায়েস তার বাচ্চুরের পেটের নিচে লুকিয়ে ছিল।'

নিঃসন্দেহে এটি ছিল নিজেকে মহাসৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করা অথবা ইমানের দুর্বলতা। তবে ইবনে আবদুল বার এর আগের এক বর্ণনামতে, পরবর্তী সময়ে জাদ্দ ইবনে কায়েস খাঁটিমনে তওবা করেছিলেন। অতএব, বাস্তবে তওবা করে থাকলে তো আর কোনো কথা থাকে না। কারণ, তওবা আগের সমস্ত পাপকে মোচন করে দেয়। অপরদিকে তওবা না করে থাকলে এটা তার ইমানের দুর্বলতা অথবা মুনাফিকি ছাড়া আর কিছু নয়।

অন্য জায়গায় ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, জাবের বলেন, বাই'আত করার পর নবীজি বললেন, 'লাল উটের মালিক ছাড়া তোমরা সকলেই ক্ষমাপ্রাপ্ত।' জাবের বলেন, 'নবীজির মুখে এমন কথা শুনে আমরা লাল উটের কাছে এসে তার মালিককে বলি, আমাদের সঙ্গে চলো। নবীজি তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছেন। উত্তরে সে বলল, 'আল্লাহর কসম! তোমাদের সঙ্গীর ক্ষমা প্রার্থনার চেয়ে আমার হারিয়ে যাওয়া উট খোঁজা আমার কাছে বেশি পছন্দের।' এই ব্যক্তি তার উট হারিয়ে ফেলেছিল।

এ বর্ণনায় লাল উটের মালিকের নাম উল্লেখ নেই।

ইমাম তাবারানি সাহাবি ইবনে আব্বাসের সূত্রে বর্ণনা করেন, নবীজি সাহাবিদের উদ্দেশে বললেন, 'তোমরা তাবুক অভিযানের জন্য প্রস্তুত হও। আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে গনিমত হিসেবে বনু আসফারের মেয়ে দান করবেন।' এ ঘোষণা শুনে মুনাফিকদের কেউ বলল, তিনি তোমাদেরকে সুন্দরী মেয়েদের লোভ দেখিয়ে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন। তখনই এর উত্তরে সুরা তওবার এই আয়াত অবতীর্ণ হয় :

'(হে নবী!) তাদের কেউ আপনাকে বলে, আমাকে অব্যাহতি দিন এবং পথভ্রষ্ট করবেন না। শুনে রাখো, তারা তো আগে থেকেই পথভ্রষ্ট এবং নিঃসন্দেহে জাহান্নাম এই কাফেরদের পরিবেষ্টন করে রয়েছে।'•

• সুরা তওবা : ৪৯

আল্লামা হাইসামি *মাজমাউজ জাওয়ায়েদ* গ্রন্থে বলেন, 'এ বর্ণনার সনদে আবু শাইবা ইবরাহিম ইবনে উসমান রয়েছেন। তিনি দুর্বল বলে পরিচিত।'

আল্লাহ আবু জরের ওপর রহম করুন, তিনি একা চলেন

তাবুক অভিযানের ঘটনা প্রসঙ্গে ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, তাবুক অভিযানে রওনা দিতে কোনো কারণে সাহাবি আবু জরের (রা.) বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল। কারণ আবু জর উটের পিঠে করে আসায় দেরি হয়ে যাচ্ছিল। উটটি যখন আরও মন্থর হয়ে এল, তখন তিনি সেটার পিঠ থেকে সমস্ত আসবাব নিয়ে নিজের পিঠে নিলেন এবং পায়ে হেঁটেই নবীজি যে পথে গেছেন, সে পথ ধরলেন।

ওদিকে নবীজি ও সাহাবিদের দল আগেই রওনা হয়ে যায়। এর কিছুক্ষণ পর আবু জর একা নিজের সরঞ্জামাদি পিঠে বহন করে নবীজির অবস্থানস্থলের দিকে আসতে থাকেন। নবীজি পথিমধ্যে যাত্রাবিরতি দিলেন। তখন দূর থেকে এক মুসলিম সৈন্য তাঁকে দেখতে পেয়ে নবীজিকে সংবাদ দেয় এবং বলে, একাকী এক লোক হেঁটে আসছে। নবীজি বললেন, 'মনে হচ্ছে, আবু জর এদিকে আসছে।' সৈন্যরা কাছাকাছি গিয়ে তাঁকে চিনে ফেলে। তারা নবীজিকে আবু জরের আগমনের ব্যাপারে নিশ্চিত করে। তখন নবীজি বললেন, 'আল্লাহ আবু জরের ওপর রহম করুন। তিনি একাই পথ চলেন। একাকী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবেন এবং একাকী পুনরায় জীবিত হবেন।'

অতঃপর ইবনে ইসহাক বুরাইদা ইবনে সুফিয়ান আসলামির সূত্রে সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'পরবর্তী সময়ে মদিনা থেকে ইরাকের দিকে ১৭০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত রাবাজা শহরে একাকী অবস্থায় সাহাবি আবু জরের ইন্তেকাল হয়।'

একদিন আবু জরের প্রতি লক্ষ করে সাহাবি ইবনে মাসউদ বলেছিলেন, 'আল্লাহর রাসুল সত্য বলেছিলেন। তুমি একা পথ চলেছো, একাকী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে এবং একাকী পুনরায় জীবিত হবে।'

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি তাঁর *ইসাবাহ* গ্রন্থে ইবনে ইসহাকের সূত্র উল্লেখ করে এ ঘটনাকে দুর্বল বলেছেন। তিনি তাঁর অপর গ্রন্থ *মাতালিবুল আলিয়া*তে লেখেন, 'ওই বর্ণনার সনদে উল্লেখিত ইবনে কাব কুরাজিকে আমি চিনি না। এখানে কুরাজি বলতে যদি মুহাম্মদ ইবনে কাব কুরাজি হয়ে থাকেন, তাহলে এই হাদিস বিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত বলে গণ্য হবে।'

কিন্তু ইমাম হাকিম এ ঘটনা ইবনে ইসহাকের সনদে বর্ণনা করার পর বলেন, 'এর সনদ সহিহ; তবে ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম তা উল্লেখ করেননি।' তবে ইমাম হাকিম এর বক্তব্যের পর ইমাম জাহবি বলেন, 'এ বর্ণনার সনদ মুরসাল।' ইমাম জাহবি সম্ভবত এ কথা বলে বোঝাতে চাচ্ছেন, ইবনে কাব কুরাজি ও সাহাবি ইবনে মাসউদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। যেমন ইবনে হাজার বলেছিলেন।

তবে মূলত এ হাদিসের সনদের বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে ইবনে ইসহাকের শিক্ষক বুরাইদা ইবনে সুফিয়ান আসলামিকে কেন্দ্র করে। ইমাম বুখারি বলেন, 'তাঁর ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে।' ইমাম দারা কুতনি তাঁকে পরিত্যক্ত বলে আখ্যা দিয়েছেন। উকাইলি বলেন, 'বুরাইদা থেকে বর্ণিত হাদিসের ব্যাপারে ইমাম আহমাদ কে জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'তাঁর বর্ণিত হাদিস নড়বড়ে।'

ইমাম জাহবি রচিত *সিয়ার* গ্রন্থে উল্লেখিত এ হাদিসের সনদ বিশ্লেষণে শাইখ শু'আইব আরনাউত একে দুর্বল বলে চিহ্নিত করেছেন। শাইখ আলবানিও বুরাইদার বর্ণিত হাদিসকে দুর্বল বলেছেন। আর ইবনে মাসউদ থেকে ইবনে কাব কুরাজির বিচ্ছিন্নতা প্রমাণিত নয়। কারণ শক্তিশালী সনদে ইমাম বুখারি তাঁর *তারিখ* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ইবনে কাব কুরাজি সরাসরি ইবনে মাসউদ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

অথচ বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, ইবনে কাসির তাঁর *আল-বিদায়া নিহায়া* গ্রন্থে হাদিস উল্লেখ করার পর লেখেন, 'এর সনদ হাসান পর্যায়ের হলেও অন্যান্য সিরাত গ্রন্থের রচয়িতারা তা উল্লেখ করেননি।' ইবনে কায়্যিম তাঁর *জাদুল মা'আদ* গ্রন্থে এ হাদিস উল্লেখ করে বলেন, 'ওই হাদিসের ঘটনায় সমস্যা রয়েছে।' অতঃপর তিনি ইবনে হিব্বান থেকে বর্ণিত হাদিস কিছুটা পরিবর্তনসহকারে উল্লেখ করেন। এর সনদকে শাইখ শু'আইব আরনাউত হাসান পর্যায়ভুক্ত করেন। কিন্তু আলবানি একেও সনদজনিত সমস্যা বলে দুর্বল আখ্যা দেন।

মসজিদে জিরার পুড়িয়ে দেওয়ার জন্য নবীজির নির্দেশ

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, তাবুকের উদ্দেশে যখন নবীজি রওনা হন, তখন মসজিদে জিরারের কয়েক লোক নবীজির কাছে এসে বলে, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমরা একটি মসজিদ বানিয়েছি অসহায়দের জন্য; যারা অন্ধকার রজনীতে এখানে আশ্রয় নেবে। আমরা চাচ্ছি, আপনি আমাদের মসজিদে এসে

আমাদেরকে নামাজ পড়াবেন।' উত্তরে নবীজি বললেন, 'আমি এখন যুদ্ধাভিযানে ব্যস্ত আছি। ফেরার পথে ইনশা আল্লাহ তোমাদের মসজিদে এসে নামাজ পড়াব।'

অতঃপর তাবুক অভিযান শেষে ফেরার পথে নবীজি তাবুক ও মদিনার মাঝামাঝি জু-আউয়ান অঞ্চলে দিনের বেলায় কিছু সময়ের জন্য যাত্রাবিরতি করেন। তখন তিনি মসজিদে জিরার সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ভয়ংকর সংবাদ পান। তখনই তিনি বনু সালেম ইবনে আওফের ভাই মালিক ইবনে দুখশুম (রা.) এবং বনু আজলানের ভাই মা'আন ইবনে আদি অথবা আসেম ইবনে আদিকে ডেকে মসজিদে জিরার পুড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। নির্দেশ পাওয়ামাত্র তাঁরা দুজন দ্রুত বনু সালেম ইবনে আওফের বসতিতে গমন করেন। বনু সালেম ছিল মালিক ইবনে দুখশুমের গোত্র। বসতির কাছাকাছি পৌঁছে মালিক ইবনে দুখশুম মা'আনকে বললেন, 'তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘর থেকে আগুন নিয়ে ফিরে আসছি।'

অতঃপর মালিক ইবনে দুখশুম খেজুরের অনেকগুলো পাতা সংগ্রহ করে তাতে আগুন ধরিয়ে মা'আনকে সঙ্গে নিয়ে মসজিদে জিরারের উদ্দেশে ছুটে চললেন। মসজিদের সামনে এসে তিনি জ্বলন্ত খেজুরের পাতাগুলো মসজিদের দিকে নিক্ষেপ করেন এবং আগুন লাগিয়ে দেন। ষড়যন্ত্রকারীরা তখন মসজিদে অবস্থান করছিল। তারা আগুন দেখতে পেয়ে এদিক-ওদিক পলায়ন করে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে পুরো মসজিদ পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন :

'যারা জিদের বশে এবং কুফরির তাড়নায় মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ওই লোকদের জন্য ঘাঁটিস্বরূপ মসজিদ নির্মাণ করেছে, যারা আগ থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আসছে। অচিরেই তারা অবশ্যই শপথ করবে, আমরা কেবল কল্যাণই চেয়েছিলাম। পক্ষান্তরে আল্লাহ সাক্ষী আছেন তাদের ব্যাপারে, তারা সকলেই মিথ্যুক ছিল।'*

ইবনে ইসহাকের বর্ণিত ঘটনার শেষে এসেছে, এই মসজিদে জিরার ১২ জন মিলে নির্মাণ করেছিল।

শাইখ আলবানি এ ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, 'এর সনদ দুর্বল। ইবনে হিশাম এ ঘটনা ইবনে ইসহাকের সূত্রে সনদ ছাড়া উল্লেখ করেছেন। তবে ইবনে

---

* সুরা তওবা : ১০৭

কাসির তাঁর *তাফসির* গ্রন্থে ইবনে ইসহাকের সূত্রে ইবনে শিহাব জুহরি, ইয়াজিদ ইবনে রুমান, আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর, আমর ইবনে আমর এবং আরও অনেকের কাছ থেকে মুরসাল সনদে ওই ঘটনা বর্ণনা করেন।'

তবে শাইখ আলবানি তাঁর *ইরওয়াউল গালিল* গ্রন্থে বলেন, 'এ ঘটনা সিরাতের গ্রন্থসমূহে প্রসিদ্ধ। আমার মতে, এর সনদ সহিহ।'

ইবনে কাসির তাঁর *তাফসির* গ্রন্থে উপরিউক্ত সনদের সূত্রে বর্ণনা করলেও ইবনে ইসহাক সনদ ছাড়া তা উল্লেখ করেছেন। আর ইবনে কাসির তাঁর *বিদায়া ওয়ান নিহায়া* গ্রন্থে ইবনে ইসহাকের সনদ উল্লেখ করেননি।

ঐতিহাসিক ইবনে জারির তাবারি তাঁর *তাফসিরে তাবারি* গ্রন্থে মুছান্নার সূত্রে সাহাবি ইবনে আব্বাস থেকে উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লেখেন, মসজিদে জিরারের নির্মাণকারীরা আনসার গোত্রের ছিল। আবু আমের তাদেরকে বলে, 'তোমরা একটি মসজিদ নির্মাণ করে সেখানে নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী যাবতীয় অস্ত্র ও যুদ্ধসরঞ্জাম একত্র করো। এদিকে আমি রোমের বাদশাহর দরবারে গিয়ে আমাদের পরিকল্পনা পেশ করব। অতঃপর তার কাছে সেনা সাহায্য চাইব। রোমীয় বাহিনী এসে পৌঁছালে আমরা সবাই মিলে মুহাম্মদকে মদিনা থেকে বিতাড়িত করব।'

ওদিকে মসজিদ নির্মাণ শেষ হলে তারা নবীজির দরবারে এসে নবনির্মিত মসজিদের সংবাদ দেয় এবং বলে, 'আমরা চাচ্ছি, আমরা ওই মসজিদে আপনার ইমামতিতে নামাজ আদায় করব। অতঃপর আমাদের জন্য আপনি বরকতের দোয়া করবেন।'

উল্লেখ্য, এ বর্ণনার সনদ হাসান পর্যায়ের। যদিও এই সনদের বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে সালেহ বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রায়ই ভুল করে বসেন। তবে তিনি বিশ্বস্ত বটে। তাঁর থেকে বর্ণনাকারী মুআবিয়া ইবনে সালেহও কখনো কখনো হাদিস বর্ণনার সময় বিভ্রান্তির কবলে পড়েন। আর আলি ইবনে আবু তালহা সাহাবি ইবনে আব্বাসের সাক্ষাৎ পাননি।

আর ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় আবু আমেরের ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু উল্লেখ হয়নি। নবীজি মদিনায় হিজরত করার সময় সে মক্কায় চলে যায়। অষ্টম হিজরিতে মক্কা বিজিত হওয়ার পর সে তায়েফে গমন করে। অতঃপর তায়েফবাসী ইসলাম গ্রহণ করলে সে সিরিয়ায় পলায়ন করে। পরবর্তী সময়ে সেখানে নিঃসঙ্গ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।

কিন্তু ইমাম হাকিম সাহাবি জাবের থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'মসজিদে জিরার বিধ্বস্ত হয়ে ভেঙে পড়ার সময় আমি সেখান থেকে ধোঁয়া

বের হতে দেখেছি।' ইমাম জাহবি এ বর্ণনার সনদকে সহিহ সাব্যস্ত করে এর প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন। সম্ভবত আগুনে পুড়ে ছাই হওয়ার আগেই সরাসরি আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে মসজিদে জিরার ধ্বংস হয়ে যায়।

নামাজ থেকে অব্যাহতি প্রদানের জন্য ছাকিফ গোত্রের শর্ত

ইমাম আহমাদ তাঁর *মুসনাদ* গ্রন্থে আফফানের সূত্রে উসমান ইবনে আবিল আস থেকে বর্ণনা করেন, ছাকিফ গোত্রের প্রতিনিধিদল নবীজির দরবারে আগমন করে। নবীজি তাদেরকে মসজিদে নববিতে আপ্যায়ন করেন, যাতে মুসলিমদের ইবাদতের পরিবেশ দেখে তাদের অন্তর বিগলিত হয়। তারা নবীজির কাছে ইসলাম গ্রহণের আগে কয়েকটি বিষয়ে শর্তারোপ করে। শর্তগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ :

এক. তারা যুদ্ধ করার জন্য রণাঙ্গনে যেতে পারবে না এবং এর প্রস্তুতি নেবে না।

দুই. তারা উৎপাদিত ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ (ওশোর বাবদ) রাষ্ট্রের কোষাগারে জমা দিতে বাধ্য থাকবে না।

তিন. তাদেরকে যেন নামাজ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়। কারণ তারা মাথাকে ঝুঁকিয়ে পশ্চাদ্দেশ উঁচু করতে লজ্জাবোধ করে।

চার. তাদের ওপর নিজেদের লোক ছাড়া অন্য কাউকে নেতা বানাতে পারবে না।

তখন উত্তরে নবীজি তাদের তিনটি শর্ত মেনে নেন; কিন্তু নামাজের ব্যাপারে বললেন, 'ওই ধর্মে কোনো কল্যাণ নেই, যে ধর্মে রুকু নেই।'

ইমাম আবু দাউদ এ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর সনদে ইমাম বায়হাকি তাঁর *দালায়েল* গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেন। আল্লামা মুনজিরি বলেন, 'কথিত আছে, হাসান বসরি সরাসরি উসমান ইবনে আবিল আস থেকে হাদিস শোনেননি।' ইবনে ইসহাক এ ঘটনা সনদ ছাড়া উল্লেখ করার কারণে শাইখ আলবানি একে দুর্বল বলেছেন। তবে তিনি ইমাম আহমাদ ও ইমাম আবু দাউদ এর সনদের ব্যাপারে বলেন, ওই সনদের সবাই নির্ভরযোগ্য; কিন্তু হাসান প্রায়ই হাদিস বর্ণনায় 'তাদিলস' করে থাকেন। অর্থাৎ বর্ণনার সময় শিক্ষকের নাম সরাসরি উল্লেখ না করে 'অমুক থেকে' বলে বর্ণনা করেন।

শাইখ বুতির বক্তব্য খণ্ডন করে তিনি আরও বলেন, 'এর সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।' হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি *তাহজিব* গ্রন্থে লিখেছেন, 'হাসান বসরি সরাসরি উসমান ইবনে আবিল আস থেকে হাদিস শোনেননি।'

ছাকিফ গোত্র কর্তৃক ওশোর বাবদ সদকা আদায় করা থেকে এবং জিহাদ না করার ব্যাপারে অব্যাহতি চাওয়ার প্রসঙ্গ সহিহ সনদে অপর বর্ণনায় এসেছে। ইমাম আবু দাউদ হাসান ইবনে সাব্বাহর সূত্রে ওয়াহাব থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'আমি জাবেরকে ছাকিফ গোত্রের বাই'আত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। উত্তরে তিনি বললেন, ছাকিফ গোত্র সদকা না দেওয়া ও যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার ওপর শর্তারোপ করেছিল। এ বিষয়ে আমি তাদের উদ্দেশে নবীজিকে বলতে শুনেছি, তিনি বললেন, অচিরেই ইসলাম গ্রহণের পর তারা সদকা আদায় করবে এবং যুদ্ধেও যাবে।'

আল্লামা মুনজিরি ওই হাদিসের সনদের ব্যাপারে কিছু বলেননি। শাইখ আলবানি এ বর্ণনার সনদকে ইবনে লাহিয়ার সূত্রে ইমাম আহমাদের দিকে সম্পৃক্ত করার পর সহিহ হাদিসের তালিকাভুক্ত করেন। এরপর তিনি বলেন, 'এর সনদ শক্তিশালী। যদিও এতে ইবনে লাহিয়া রয়েছেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে বর্ণনার ক্ষেত্রে শক্তিশালী। ইবনে লাহিয়া ছাড়া অন্য সূত্রে একই হাদিস বর্ণিত হলে আমরা তখন ইবনে লাহিয়ার হাদিসের সংরক্ষণে দুর্বলতার ব্যাপার থেকে নিরাপদ বোধ করি।'

অতঃপর এর আগের বর্ণিত হাদিস উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'এর সনদের সবাই সহিহ হাদিসের বর্ণনাকারী।' ইবনে কায়্যিমের *জাদুল মা'আদ* গ্রন্থের হাদিসের সনদ বিশ্লেষণ করার সময় শাইখ শু'আইব আরনাউতের সনদকে হাসান পর্যায়ের অভিহিত করেছেন।

সমাপ্ত

সহায়ক সূত্রাবলি

- *আল আছরুল মুকতাফা লি কিসসাতি হিজরাতিল মুসতাফা সা.*—আবু তোরাব জাহেরি, দারুল কিবলা
- *আজওইবাতিতল হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি আলা তালামিজিহি ওয়া ইয়ালিহি আজওইবাতি*—হাফেজ ইরাকি, আবদুর রহিম কাশকারি, আদওয়াউস সালাফ, রিয়াদ, সৌদি আরব
- *আহাদিসুল হিজরাহ, জামউন ওয়া তাহকিক ওয়া দিরাসাহ*—ড. সুলাইমান সউদ, মারকাজুদ দিরাসাতিল ইসলামিয়াহ, ব্রিটেন
- *আহকামুল জানায়েয ওয়া বিদ'ইহা*—শাইখ নাসিরুদ্দিন আলবানি, মাকতাবায়ে ইসলামি
- *ইরওয়াউল গালিল ফি তাখরিজি আহাদিসি মানারিস সাবিল*—শাইখ নাসিরুদ্দিন আলবানি, মাকতাবায়ে ইসলামি
- *আজওয়াজুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*, তাহকিক—ইউসুফ বাদিবি, দারু মাকতাবাতিত তারবিয়াহ, বৈরুত, লেবানন
- *আল ইসতি'আব ফি আসমাইল আসহাব (বি হামিশিল ইসাবা)*—শাইখ আল্লামা আবু উমর ইউসুফ ইবনে আবদুল বার, দারুল কিতাবিল আরবি, বৈরুত, লেবানন
- *আল ইসাবাহ ফি তামইজিস সাহাবাহ*—হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি, দারুল কিতাবিল আরবি, বৈরুত, লেবানন
- *আল আ'লাম, ফি কামুসি তারাজিম*—খইরুদ্দিন জারাকলি, দারুল ইলম লিল মালায়িন, বৈরুত, লেবানন
- *আকওয়ালু সামাহিতিশ শাইখ আবদুল আজিজ ইবনে বাজ ফির রিজাল*—ফাহাদ ইবনে আবদুল্লাহ সানিদ, দারুল ওয়াতান রিয়াদ, সৌদি আরব
- *আল বাইছুল হাছিছ ফি শারহি ইখতিসারি উলুমিল হাদিস লিল হাফেজ ইবনে কাসির*—আহমাদ শাকের, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন
- *মুসনাদুল বাজ্জার*—ইমাম আবু বকর বাজ্জার রহ., তাহকিক, মাহফুজুর রহমান জাইনুল্লাহ, মাকতাবাতুল উলুমি ওয়াল হিকাম
- *বিদায়াতুস সুল ফি তাফদিলির রাসুল*—শাইখ ইজ ইবনে আবদুস সালাম, তাহকিক, নাসিরুদ্দিন আলবানি, মাকতাবুল ইসলামি
- *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*—হাফেজ ইবনে কাসির, মাকতাবাতুল মা'আরেফ, বৈরুত, লেবানন
- *আল বাদরুল মুনির ফি তাখরিজি আহাদিসিশ শরহি ওয়াল আছার ফিশ শরহিল কাবির*—ইমাম ইবনে মুলাক্কিন, দারুল হিজরাহ
- *বায়ানুল হাকিকা ফিল হুকমি আলাল ওয়াছিকাহ*—দাইদান ইয়ামি, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, রিয়াদ, সৌদি আরব

- *তারিখুল ইসলাম ওয়া ওয়াফায়াতুল মাশাহিরি ওয়াল আ'লাম*—হাফেজ জাহবি, তাহকিক, উমর তাদমিরি, দারুল কিতাবিল আরবি, বৈরুত, লেবানন
- *তারিখু খলিফাতি ইবনে খাইয়াত*—তাহকিক, ড. আকরাম উমরি, দারু তাইয়্যেবাহ, রিয়াদ, সৌদি আরব
- *তারিখে তাবারি*—ইবনে জারির তাবারি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন।
- *তারিখে কাবির মা'রুফ বি তারিখে ইবনে আবু খাইছামা*—তাহকিক, সালাহ হিলাল, ফারুকুল হাদিসাহ লিন নাশর, কায়রো, মিসর
- *তুহফাতুল আহওয়াজি শরহে জামে তিরমিজি*—শাইখ মুবারকপুরি, মাকতাবায়ে ইবনে তাইমিয়াহ, কায়রো, মিসর
- *তাখরিজু আহাদিসি ইহইয়াই উলুমিদ দ্বীন*—লিল ইরাকি ওয়া ইবনিস সুবকি ওয়া জুবাইদি, দারুল আছেমাহ, রিয়াদ, সৌদি আরব
- *তাখরিজুল আহাদিসি ওয়াল আছার ওয়াকেয়া ফি তাফসিরিল কাশশাফ লিজ জামাখশারি*—ইমাম জাইলাঈ রহ., দারু ইবনে খুজাইমা, রিয়াদ, সৌদি আরব।
- *তাফসিরুল কোরআনিল আজিম*—হাফেজ ইবনে কাসির, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন
- *তাকরিবুত তাহজিব*—হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি, দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত, লেবানন
- *তালখিসুল হাবির ফি তাখরিজি আহাদিসি রাফেইল কাবির*—হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি, মাকতাবায়ে ইবনে তাইমিয়াহ, কায়রো, মিসর
- *তামহিদ লিমা ফিল মুয়াত্তা মিনাল মা'আনি ওয়াল আসানিদ*—ইবনে আবদুল বার, তাওজিউ মাকতাবাতিল আওস, মদিনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব
- *তাহজিবুল আসমা ওয়াল লুগাত*—ইমাম নববি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন
- *তাহজিবুত তাহজিব*—হাফেজ ইবনে হাজার, মুআসসাসা দায়েরাতিল মা'আরিফ নিজামিয়া, ভারত
- *তাইসিরুল কারিমির রহমান ফি তাফসিরিল কালামিল মান্নান*—শাইখ আবদুর রহমান সাদি, মুআসসাসায়ে রিসালাহ, বৈরুত, লেবানন
- *জামিউল উছুল ফি আহাদিসির রাসুল*—ইবনে আছির জাজরি রহ., দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন
- *জামিউত তাহসিল ফি আহকামিল মারাসিল*—হাফেজ আলাঈ, বৈরুত, লেবানন।
- *সুনানে তিরমিজি*—ইমাম তিরমিজি
- *আল জামে লি আহকামিল কোরআন (তাফসিরে কুরতুবি)*—ইমাম কুরতুবি রহ., দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন
- *আল জারহু ওয়া তা'দিল*—ইমাম আবু হাতেম রাজি রহ., দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবি, বৈরুত, লেবানন
- *আল জাওয়াবুল কাফি লিমান সাআলা আনিদ দাওয়াইশ শাফি*—ইমাম ইবনে কায়্যিম, দারুর রুশদ, রিয়াদ, সৌদি আরব

- *খুলাছাতুল আহকাম ফি মুহিম্মাতিস সুনানি ওয়া কাওয়াইদিল ইসলাম*—ইমাম নববি, মুআসসাসায়ে রিসালাহ, বৈরুত, লেবানন
- *দারুল উকুদিল ফারিদাহ ফি তারাজিমিল আ'ইয়ানিল মুফিদাহ*—শাইখ মাকরিজি, আলামুল কুতুব, বৈরুত, লেবানন
- *দিফা' আনিল আহাদিসি ওয়াস সিরাহ ফির রাদ্দি আলাল বুতি*—শাইখ আলবানি, মানশুরাতু মাকতাবাতিল খাফিকিন, দামেস্ক, সিরিয়া
- *দালায়েলুন নুবুওয়াহ*—ইমাম আবুল কাছেম ইসবাহানি, দারুল আছেমাহ, রিয়াদ, সৌদি আরব
- *আর রহিকুল মাখতুম*—সফিউর রহমান মুবারকপুরি, দারুর রহমাহ
- *আর রওজুল উনুফ ফি শরহিস সিরাতিন নববিয়াহ লি ইবনে হিশাম*—ইমাম সুহাইলি, তাহকিক, আবদুর রহমান ওয়াকিল, মাকতাবায়ে ইবনে তাইময়াহ, কায়রো, মিসর
- *জাদুল মা'আদ ফি হাদয়ি খইরিল ইবাদ*—ইবনে কায়্যিম রহ., মুআসসাসায়ে রিসালাহ, বৈরুত, লেবানন
- *সুবুলুল হুদা ওয়ার রশাদ ফি সিরাতি খইরিল ইবাদ সা. (সিরাতে শামিয়া কুবরা)*—শাইখ মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ সালেহি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন
- *সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহিহাহ*—শাইখ আলবানি, দারুল মা'আরিফ, রিয়াদ, সৌদি আরব
- *সিলসিলাতুল আহাদিসিজ জয়িফাহ*—শাইখ আলবানি, দারুল মা'আরিফ, রিয়াদ, সৌদি আরব
- *সুনানে আবু দাউদ*—ইমাম আবু দাউদ, দারুস সালাম, রিয়াদ, সৌদি আরব
- *সুনানে ইবনে মাজাহ*—ইমাম ইবনে মাজাহ, দারুস সালাম, রিয়াদ, সৌদি আরব
- *সুনানে নাসায়ি*—ইমাম নাসায়ি, দারুস সালাম, রিয়াদ, সৌদি আরব
- *সুনানে কুবরা*—ইমাম বায়হাকি, দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত, লেবানন
- *সিয়ারু আলামিন নুবালা*—ইমাম জাহবি, মুআসসাসায়ে রিসালাহ, বৈরুত, লেবানন।
- *সিরাতে ইবনে ইসহাক*—তাহকিক, মুহাম্মদ হুমাইদুল্লাহ
- *সহিহুস সিরাতিন নববিয়াহ (সিরাতে জাহবিয়াহ)*—মুহাম্মদ ইবনে রিজিক ইবনে তারহুনি, দারু ইবনে তাইমিয়াহ, কায়রো, মিসর
- *সিরাতে নববিয়া সহিহাহ*—ড. আকরাম উমরি, মাকতাবাতুল উলুমি ওয়াল হাকাম, মদিনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব
- *সিরাতে নববিয়া ফি দাওইল মাসাদিরিল আসলিয়াহ*—ড. মাহদি রিজকুল্লাহ, মারকাজুল মালিক ফয়সাল লিল বুহুসি ওয়াদ দিরাসাতিল ইসলামিয়াহ, সৌদি আরব
- *শরহু বুলুগিল মারাম*—ড. সালমান ইবনে ফাহাদ আওদাহ, মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ, সৌদি আরব
- *শরহু রিয়াজিস সালেহিন*—শাইখ মুহাম্মদ ইবনে সালেহ উছাইমিন, দারুল ওয়াতান, রিয়াদ, সৌদি আরব

- *শরহু ইলালিত তিরমিজি*—ইমাম ইবনে রজব রহ., তাহকিক, ড. মাহের ইয়াসিন সাঈদ, মাকতাবাতুল মানার, জর্ডান
- *সহিহুল আদাবিল মুফরাদ লিল বুখারি*—শাইখ আলবানি, দারুস সিদ্দিক, জুবাইল, সৌদি আরব
- *সহিহ ইবনে হিব্বান*—ইমাম ইবনে হিব্বান রহ., তাহকিক, শু'আইব আরনাউত, মুআসসাসায়ে রিসালাহ, বৈরুত, লেবানন
- *সহিহ বুখারি*—ইমাম বুখারি, দারুস সালাম, রিয়াদ, সৌদি আরব
- *সহিহু জামে তিরমিজি*—শাইখ আলবানি, মাকতাবাতুত তারবিয়াতিল আরাবি, রিয়াদ, সৌদি আরব
- *সহিহু জামিইস সগির*—শাইখ আলবানি, মাকতাবুল ইসলামি, ওমান
- *সহিহু সুনানে ইবনে মাজাহ*—শাইখ আলবানি
- *সহিহুস সিরাতিন নববিয়াহ*—শাইখ আলবানি, মাকতাবাতুল ইসলামি, ওমান
- *সহিহ মুসলিম*—ইমাম মুসলিম, দারুস সালাম, রিয়াদ, সৌদি আরব
- *শরহু সহিহ মুসলিম*—ইমাম নববি, দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবি, বৈরুত, লেবানন
- *সহিহুল মুসনাদ মিম্মা লাইসা ফিস সহিহাইন*—মুকবিল ওয়াদেঈ, মাকতাবা দারুল কুদস, সান'আ, ইয়েমেন
- *সহিহু সুনানে নাসায়ি*—শাইখ আলবানি, মাকতাবাতুত তারবিয়াতিল আরাবি, রিয়াদ, সৌদি আরব
- *জয়িফু জামিইস সগির*—শাইখ আলবানি, মাকতাবুল ইসলামি, ওমান
- *আদ দু'আফা ওয়াল মাতরুকুন*—ইমাম দারা কুতনি রহ., তাহকিক ওয়া দিরাসাহ, মুওয়াফফাক ইবনে আবদুল্লাহ, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, রিয়াদ, সৌদি আরব
- *জয়িফু সুনানে আবু দাউদ*—শাইখ আলবানি, মাকতাবাতুত তারবিয়াতিল আরাবি, রিয়াদ, সৌদি আরব
- *জয়িফু মাওয়ারিদিজ জামআন ইলা জাওয়ায়িদি ইবনে হিব্বান*—শাইখ আলবানি, দারুস সামিই, রিয়াদ, সৌদি আরব
- *তবকাতুশ শাফেইয়াতিল কুবরা*—তাজুদ্দিন সুবকি, তাহকিক, আবদুল ফাত্তাহ আল হুলউ এবং মাহমুদ তানাহি, দারু ইহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়াহ
- *তবাকাতে কুবরা*—ইবনে সা'আদ, মাকতাবায়ে ইবনে তাইমিয়াহ, কায়রো, মিসর
- *আওনুল মা'বুদ শরহে সুনানে আবু দাউদ*—দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন
- *উয়ুনুল আছার ফি ফুনুনিল মাগাজি ওয়াশ শামায়েল ওয়াস সিয়ার*—হাফেজ আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইবনে সাইয়্যেদিন নাস, মাকতাবায়ে দারুত তুরাছ, মদিনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব; দারু ইবনে কাসির, দামেস্ক, সিরিয়া
- *আল গুরাবাউল আউয়ালুন*—সালমান আল আওদাহ, দারু ইবনিল জাওজি, দাম্মাম, সৌদি আরব
- *ফাতহুল বারি*—হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি, দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত, লেবানন
- *আল ফাতহুর রব্বানি*—আহমাদ আবদুর রহমান আল বান্না, দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবি, বৈরুত, লেবানন

- *মাওসু'আতু আহলিস সুন্নাহ*—আবদুর রহমান দামেস্কি, দারুল মুসলিম, রিয়াদ, আরব
- *মাওয়ারেদুজ জামআন ইলা জাওয়ায়েদে ইবনে হিব্বান*—আল্লামা হাফেজ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, লেবানন
- *মুয়াত্তায়ে মালিক*—ইমাম মালিক ইবনে আনাস রহ., দারুল হাদিস, কায়রো, মিসর
- *মিজানুল ই'তিদাল ফি নাকদির রিজাল*—ইমাম জাহবি, দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত, লেবানন
- *নাসবুর রায়াহ লি আহাদিসিল হিদায়া*—হাফেজ জাইলাঈ রহ., দারুল হাদিস, কায়রো, মিসর
- *আন নাফহুশ শাজি ফি শরহে জামে তিরমিজি*—ইবনে সাইয়্যেদিন নাস, দারুল আছেমাহ।